

ঋষিগণ প্রীতি প্রসূ সনুহ অন্বেষণ করিলেও তথ্য হইতে ত্রাস্ক ধর্মের অনেক স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ৩৩ ভিন্ন ভিন্ন কালের বহানুভব জ্ঞানী ননুহাদিগের মানসোদ্ভিত ধর্ম রত সনুহ একত্রিত হইয়া ত্রাস্কধর্মরূপ অনুভূত হার প্রথিত হইয়া আনিতেছে। এপর্যন্ত রূপগণের যত দূর স্বরূপ প্রকাশ্য পাইয়াছে, একগণকার ত্রাস্কেরা তাই অবলম্বন করিয়া তদনুসারে ধর্মমুঠান করিতে স্থানী হইয়াছেন এবং পুত্রি নামে ত্রাস্কধর্মের যে কিছু তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে তাঁহারা তাহাও পরিত্যাগ করিবে না। বর্তমান ত্রাস্কের যে সমস্ত বিষয়কে তাঁহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম বলিয়া অর্ধীকার করেন তাহার স্বল্প স্থান পর্য্যন্ত এই যে, "ঋষিগণের প্রচার করিয়া এক মাত্র, অমল্য স্বরূপ, সর্বজ্ঞ, সর্বশাস্ত্র, সর্বকালমুখ্য, সর্বসামান্য বিসর্জিত, সর্বাঙ্গীভূত, সর্বপরিচেষ্টা ও মানিক্রমণী স্বরূপ পরমেশ্বরত্ব মানবজাতির প্রথম নীতি মাজন হারিয়া গিয়াছে। তিনি সকলের জ্ঞান, সকলের উপায়, সর্বশাস্ত্র স্বরূপ ও সর্বসমস্ত জ্ঞান। তিনি একাকীই আশ্রয়িতার গ্রীষ্ম ও পারিত্রিক সকল মঙ্গলের বিধান করিয়া। হামরা সকল সেরা সেরা পুত্র প্রথম পুরুষের পুত্রান এবং সর্বমুঠে সেই পুরুষ পুত্রের অধিকাণী। যে দেশের সে জাতীয় যে কোন ব্যক্তি আপনায় সনুহ বিহীনগণে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রীতিরূপ পবিত্র পুস্ত্র প্রদান করে ও পরম প্রীতিমতে তাঁহার সনুহময় অনুজ্ঞা সমুদায় পরিগণনে করিতে যত্নবান থাকে, তিনি তাহারই অর্জন গ্রহণ করেন। পবিত্র প্রীতি পুস্ত্র দ্বারা যখন বরা ব্যক্তিরেকে ত্রাস্কদিগের আর অন্য কর্ম্য নাই। তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন ব্যক্তিরেকে ত্রাস্কদিগের আর অন্য কার্য্য নাই।"

এই কয়েকটি বিষয় বর্তমান ত্রাস্ক ধর্মের বীজ স্বরূপ, এই বীজগর্ভে বাবতীয় ধর্ম ধর্ম ও বাবতীয় মঙ্গল ব্যাপারের অঙ্কুর প্রসূর ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। কলত ত্রাস্কধর্মের মধ্যে কোন প্রত্যয় নাম না-

ই এবং কোন প্রবন্ধনা ও বিখ্যাত্যায়ের লেশ নাই। ত্রাস্ক ধর্ম সম্পূর্ণ সত্য মূলক ও যুক্তি সঙ্গত, যাহার সহিত সত্যের কোন বিবাদ নাই, তাহা সহিত ত্রাস্ক ধর্মেরও কোন বিরোধ নাই।

সত্য মূলক এই পরম পবিত্র ত্রাস্কধর্মের একগণ উদ্দেশ্য নহে যে, উক্ত ধর্ম অবলম্বন পূর্বক সনুহা জাতি কোন কাঙ্ক্ষনিক লৈব শক্তি সম্পন্ন হইয়া অসাধারণ অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিবে, অথবা কোন অপ্রকৃত ও অসঙ্গত উপায় প্রাপ্ত হইয়া জগদীশ্বর প্রণীত প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে। মনুষ্য জাতিকে শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি নিয়মের আশ্রয় করিয়া যেরূপ শোক করা মুক্ত হইবে এবং পিতৃপুত্রসম্বন্ধে আত্মীয়িক ও মানসিক ধর্ম বর্ণিত করা ও ত্রাস্ক ধর্মের উদ্দেশ্য নহে। ত্রাস্ক ধর্ম অবলম্বন পূর্বক ব্যক্তির মঙ্গল দ্বারা কেহ শারীরিক রোগ বিহারণ করিবে অথবা কেহ অন্য কার্য্য ব্যতীত মঙ্গল সৃষ্টবে সর্বাঙ্গী করিবে এবং ত্রাস্কধর্ম প্রত্যয়ে যেহ প্রাকৃতিক নিয়মসম্মত উপায় প্রাপ্ত হইবে তাহাও উক্ত ধর্মের উদ্দেশ্য নহে। ত্রাস্ক ধর্মের উদ্দেশ্য সত্য জ্ঞানের স্তম্ভ ভেঙে দেওয়ার দ্বিতীয় স্বরূপ কামিনিক স্বরূপ ভেঙে দেওয়া প্রকাশ্য করিয়া মনুষ্য কামিনিক নববলি প্রকৃতি যখন কাশের অন্তর্গত প্রারম্ভ করা কর্তব্যকর্তব্যের বিচার রহিত করিয়া মনুষ্যকে স্বেচ্ছাচারী নরাদমের নাম্য কাঙ্ক্ষা স্মিত করা অথবা কোন মনুষ্য বিশেষকে উদ্দেশ্যের সাফল্য স্বতন্ত্র প্রকৃতিপন্ন করিয়া অপরাধের সমস্ত জ্ঞান ও যুক্তি পরিত্যাগ পূর্বক তাহা অমন্ত্রব অলৌকিক কাহো একান্তিক প্রত্যয় করিতে রত করাও ত্রাস্কধর্মের উদ্দেশ্য নহে এবং কোন এক বিশেষকে জগদীশ্বর প্রণীত ধর্ম শাস্ত্র নিবরণ করিয়া তাহার সহস্র সহস্র প্রত্যয় বিরুদ্ধ অলীক বা কো আশ্রয় করিয়া মানব জাতিকে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে উদ্ব্যত করা কি কোন তাঁর্ধ বিশেষকে সর্বাঙ্গী জগদীশ্বরের একমাত্র অধিষ্ঠান স্থল নির্ধারণ করিয়া মনুষ্যকে অনর্থক কেশমীকার পূর্বক সেই স্থানে গ-

মন করিতে প্ররুদ্ধ করাও ত্রাঙ্ক ধর্মের উদ্দেশ্য নহে। অসৌখ্য ও অসুখবুদ্ধি মনুষ্যদিগকে বহু প্রকার কুহক জ্ঞান মুক্ত করিয়া জাহাঙ্গিরের যথা সর্বদা মরণ পূর্বক এক ব্যক্তির সোত প্রতিবেশিতার্থ করা, অথবা জ্ঞান হীনা অবলাদিগকে নানা জাতীয় কৌশল ব্যাকো বঞ্চনা করিয়া কুপথ পার্শ্বমণী করাও উক্ত ধর্মের উদ্দেশ্য নহে। বেদান্তাদি শাস্ত্রের ন্যায় অনর্গল বাগ্জাল বিস্তার করা স্মৃতি জীব ও ত্রাঙ্ক ধর্মের একা সংস্থা পন করিয়া লোক দিগ্বেদে যোর মোহে মোহিত করা অথবা কীট পতঙ্গ পক্ষ পক্ষী প্রভৃতি সমুদায় স্মৃতি পদার্থের সাহিত্য উপরে অতেন ধর্পন করিয়া মনুষ্যকে বিভ্রম্যন করাও পবিত্র ত্রাঙ্ক ধর্মের উদ্দেশ্য নহে।

পরম করুণাকর পরমেশ্বর যে সমস্ত মঙ্গল উদ্দেশ্য করিয়া এই পৃথিবীর পৃষ্ঠি করিয়াছেন, তাঁহার সেই সমস্ত স্তম্ভ সংকল্প পদ্ম কারবার উদ্দেশ্যেই মর্ত্য লোকে ত্রাঙ্ক ধর্মের আবিষ্কার হইয়াছে। যাহার দলিত পরমেশ্বর প্রদীত প্রাকৃতিক নিয়মের কোন বিরোধ নাই এবং যাহা কোন অংশে সন্তোষ বিরোধী নহে, সেই সমস্ত সমস্তপর স্তম্ভ ব্যাপার সাধন করা মতা সমস্ত ত্রাঙ্ক ধর্মের উদ্দেশ্য। যিনি ত্রাঙ্ক ধর্মের আদ্যোপাদ্য সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহার অবশ্যই প্রতীতি জন্মবে যে ঋণ্যন্তে মতা লোকে যে সমস্ত কাপ্পনিক ধর্মের প্রচার হইয়াছে, সেই সমস্ত কাপ্পনিক ধর্মের কেবল সংহার করা মাত্র ত্রাঙ্ক ধর্মের উদ্দেশ্য নহে, এই সমস্ত কাপ্পনিক ধর্মের মধ্যে ধর্ম বিষয়ক যে সকল তত্ত্ব নিহিত আছে, যাহাতে মানবগণ সেই সমস্ত তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া ভাবিবন্ধন বিশুদ্ধ জ্ঞান সন্তোষে অধিকারী হইতে পারে, তাহাও আশাদিগের ত্রাঙ্ক ধর্মের উদ্দেশ্য। কি যে-সুত্রীট প্রণীত খ্রীষ্টীয় ধর্ম, কি মহম্মদ প্রচারিত মোসলমান দিগের মত, কি ভারত বর্ষীয় কবিদিগের উক্ত প্রাচীন হিন্দু ধর্ম, পক্ষপাত মুক্ত হইয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্বক দেখিলে এ সকল ধর্মের মধ্যেই স্বার্থ সাধন প্রকৃতি নানা প্রকার অতিমাত্রী কৃষ্টি হয়, কি-

ন্ত যিনি নিরপেক্ষ হইয়া নিরবলয় যুক্তি সহকারে ত্রাঙ্ক ধর্মের আদ্যোপাদ্য সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন, তাহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; যে ত্রাঙ্ক ধর্মের ভূলা প্রকার মত উদ্দেশ্য আর কোন ধর্মে বর্তমান নাই। যে সমস্ত মত উদ্দেশ্য নিরুৎসাহিত্যের জন্য অধীন মত ত্রাঙ্ক ধর্মের আবিষ্কার হইয়াছে, যিনি তাহার সমস্ত নিয়ম করা অসং ব্যাপার, অথবা উক্ত ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ ধারা উদ্ধার যে সমস্ত প্রথম প্রথম উদ্দেশ্য হাতে হওয়া যায়, তাহাতেই উদ্ধার সর্বময় মঙ্গল সাধক সমস্ত উদ্দেশ্যেই বাস্তবী হইতে পারিত হয়।

যিনি উক্ত: ক্রমে একে অধিক প্রকারেই সক্তি কথিত করেন, যাহার অনুপম করুণা অপরম করিত ভূমণ্ডলয় যাবতী পৃষ্ঠি পৃষ্ঠে গণ পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী মনুষ্য জীবন যাবত পরিবেছে, যিনি দ্বার হীন সন্তোষে তাহার ব্যবহার নিষিদ্ধ মন প্রকৃতির মনে আচার্য্য বাৎসনা ভাব প্রেরণ করেন এবং যিনি জরা জীর্ণ রক্ত পিতা মাতার জীবন ধারণের উপায় স্বরূপ মঙ্গল মতো স্বাভাবিক ভক্তি ভাবের বিস্তার করিয়াছেন, যাহার জেহ প্রবাক পিতা পুল পোত্র প্রভৃতি পুঙ্গবাজুকে মেন প্রতি পতিত হইয়া নিবস্তর প্রচারিত হইয়া আবিষ্কারে এবং যিনি রাজ্য প্রজা প্রভৃতি সর্ব প্রকার মনুষ্যকে এক নিম্নতম অধীন করিয়া সকলকেই সমকালে প্রতিপালন করিতেছেন, "যাহার নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকিয়া যথা উপযুক্ত কালে স্বাভাবিক পিতৃত্ব দিতেছে, যিনি প্রজা লিত হইতেছে, এবং যিনি বর্ষন করিতেছে এবং বাস্তব স্বকালিত হইতেছে" মনুষ্য যাহা তাহার প্রকৃতি প্রগাঢ় জ্ঞান ও অন্তরম প্রীতি প্রকাশ করিয়া তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতে পারে ইহাই ত্রাঙ্ক ধর্মের উদ্দেশ্য। যিনি আশাদিগের মনোভূমিতে যে সমস্ত জ্ঞান ধর্মের বীজ বপন করিয়াছেন সেই সমস্ত বীজকে অচ্যুত ও বদ্ধিত করা এবং তিনি এই বিস্কপ বিশাল গ্রন্থের মধ্যে তাঁহার যে সমস্ত মঙ্গল ময় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, জ্ঞান নেত্র উদ্বীলন পূর্বক তাহা পাঠ

করিয়া তদনুসারে কার্য্য করাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। বিশ্ব পতি এই বিশ্বব্যাপী পালন জন্য যে সমস্ত ভৌতিক, দার্শনিক ও মানসিক নিয়ম সাংলাপন করিয়াছেন, যাহাতে আমরা সেই সমস্ত নিয়ম অবগত হইয়া আমাদের পক্ষে তখন ধর্ম্ম স্বারা সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়া গ্রীহক ও পারিত্রিক পুণ্য কৰা হইতে পারে তাহাই এই পবন পত্রিক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল - ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রূপ মনোবৃত্তির সুখের চরিত্র সচন স্বরূপ হইলেক বক্তৃত করিয়া উক্ত ব্রহ্ম হইলে যে সমস্ত অনুভবময় ব্রহ্মের হইতে পারে, তাহা বর্ণন করিয়া কে তাহা সমস্ত যত প্রকার শ্রুতি বাপার মনোবে সম্পন্ন করা হইতে পারে এবং যে সমস্ত মঙ্গল কামনা মনুষ্যের মনে উদয় হওয়া সম্ভব, সে সমস্তই এক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রূপ মহোদয় মনুষ্য করিতে উপস্থিত হইতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্য ব্যতির সমস্ত পাপ কর্ম্মভারের মনোবে উৎসর্গ করা পুণ্ড্রিক অর্থাৎ মনোবে হেতু, কর্ম্মভার মনুষ্যের যে সমস্ত উৎকর্ষিত মনোবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাহা মনুষ্যের জন্ম যে সমস্ত মঙ্গল বাপার পুণ্ড্রিক তে সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, সে পন্থায় মনুষ্য বর্ণ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে, সে পন্থায় তাহা হইতে তাহা হইতে সমস্ত মঙ্গল বাপার কাৰ্য্যকরিত্ব সমর্থ্য হইবে না। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মনুষ্যের মনুষ্য মনোবে মনোবে উপস্থিত হইতে পারে না।

পুণ্ড্রিক পুণ্ড্রিক পতি করিলে দুই হয়, যে এক এক পুণ্ড্রিক মনো প্রকারে বিলাস ব্যাৎপন্ন হইয়াও ভ্রম পূর্ণ দোষাশ্রিত ধর্ম্মালম্বন করিয়া অশেষ প্রকার কুসঙ্গক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছে। পূর্বে কালে মিশর দেশে যখন নানা বিদ্যার প্রচার হইয়াছিল এবং যে সময় উক্ত স্থানে বিলক্ষণ সভ্যতার উদয় হইয়াছিল, তৎকালে ৩ টলেমি কিলে ডেলফস প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ দোষাশ্রিত অপরিপুষ্ট ধর্ম্মানুরোধে সিংহ ব্যাজ শূশাল কুকুর ও মেঘ মহিষ প্রভৃতি নানা জাতীয় জীব জন্তুর আরাধনা ক-

রিত। গ্রীশ দেশীয় যে বিখ্যাত পিথাগোরস আপন বুদ্ধিবলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনেক সভ্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন, ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহারও পতি অবাধের ন্যায় নানা প্রকার অলীক বিশ্বাস ছিল। এপ্রকার প্রবাদ আছে যে অসান্ত ও পরিপুষ্ট ধর্ম্ম প্রাপ্ত না হইয়া বিশ্বাসোপপত্তিতপ্রাণ্য সক্রোটস ও মৃত্যুর পূর্বে অবাধ পৌত্তলিকের ন্যায় ববেহার করিয়া গিয়াছেন। কোন শূন্য উৎকর্ষিত ধর্ম্মের অতাবে পুরাকালে পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে যে মনুষ্য আরাধনার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল তাহার প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল এক ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে ক্ষম হইলে কোনেই পুণ্ড্রিকালীন লোকের তাহার পূজা করিত। শিশিরো পাতক করে নাই গ্রীশ দেশে যে সমস্ত প্রধান প্রধান দেবতার মন্দির স্থাপিত হইয়া তাহার অধিকাংশই উৎকর্ষিত পদম মনুষ্যের পুণ্ড্রিক প্রতিভুক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছিল। এবং উৎকর্ষিত পণ্ডিতগণ সেই সেই দেবতার প্রতিমাকে দেবতা জ্ঞানে আরাধনা করিত। গ্রীশ দেশীয় পুণ্ড্রিক পণ্ডিতগণ পরিপুষ্ট ধর্ম্মের অতাবে সময়ে সময়ে নামোপরি নিন্দনীয় ধর্ম্মের যে পন্থায় অনুষ্ঠান করিয়াছেন সেম দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ ও তৎকালীন প্রকার অসম্ভাব্যের আশ্রিত হইয়াছিলেন। শিশিরো, মেঘনকা, অশ্বিনেকশ, কেটো, গিগোর ও গ্রীশ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ নানা বিদ্যায় ব্যাৎপন্ন হইয়াও অনেক সময় জ্ঞানহীন অবাধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিতদিগের অনুষ্ঠিত অধিকৃতকার কার্য্য সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া প্রায় বাস্তব কবিবার কোন প্রয়োজন নাই। অজ্ঞাত ধর্ম্ম তত্ত্ব অবগত না হইয়া উৎকর্ষিত যে সকল গহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহা গিবন ও বসল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখকেরা বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধায় উদাহরণের প্রত্যেকের জীবন চরিত্রের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে।

ইয়ুরোপের বিদ্বান্য অসামান্য পণ্ডিতগণ ভ্রম পূর্ণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া যে সমস্ত অজ্ঞা-

নতঃ কার্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা রোমান
 কৈথনিক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্মমতেও প্রকাশিত
 রহিয়াছে। নানা বিদ্যা বিশুদ্ধত্ব সুবিখ্যাত
 ইতিহাস লেখক রোলিন, সুবিচক্ষণ পণ্ডিত
 কেলেলন এবং পণ্ডিতাগ্রগণা ডিউপিন ও
 পাসকেল প্রভৃতি সুধীগণও উক্ত রোমান
 কৈথনিক মতাবলম্বী হইয়া অনায়াসে সন্দেহ
 মুক্ত ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত
 ধর্মের অন্তর্গত স্তনিসে অর্থাৎ হইতে
 উক্ত ধর্মাবলম্বীদের প্রধান বিশ্বাস
 এই যে কোন ব্যক্তি সহস্র সহস্র প্রকার
 পাপাঘুচান করিয়া যদি তাহা ধর্মগুরু পো-
 পের নিকট স্বীকার করে এবং গুরু পো-
 প কোন যত মূল্য রত্ন বা প্রচুর ধন প্রার্থ
 করিয়া তাহার প্রতি সদাঃ হৃদয়ে তাহার
 উক্ত পাপ রাশি ক্ষমা করেন, তাহা হইলে
 সবার মে ব্যক্তিকে সে সকল পাপের ফল
 ভোগ করিতে হয় না। উক্ত মতের এই এ-
 ক বিশ্বাস যে উক্তাদিগের কল্পিত স্বর্গের
 কৃপিকা পোপের হস্তে থাকে সুতরাং কলো
 যদি কেহ প্রচুর ধন দান দ্বারা পোপের
 গর্ভিতোষ করিতে পারে এবং পোপ
 তাহার অঙ্গে সেই স্বর্গ দ্বারের কৃপিকা
 স্পর্শ করান, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অ-
 নায়াসে স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হয়।
 পূর্বতন খ্রীস এবং রোম দেশীয় সেনেদি-
 শার এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে কান ক্রেপদি
 গত প্রকার ইঞ্জির আছে, লজ্জা ভয়, হৃৎ,
 বিবাদ প্রভৃতি যত প্রকার মনের ভাব আছে
 এবং মদ্য পান, মিথ্যা কথন, চৌর্য্য রুদ্ভি,
 বন্দ্য রুদ্ভি প্রভৃতি যত প্রকার কুর্কর্ম আছে,
 সে সকলেরই এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
 আছে, এই অমূলক বিশ্বাসানুসারে উহার
 মানাধি কুৎসিত উপচার দ্বারা ঐ সমস্ত
 দেবতাদিগের আর্চনা করিত। পূর্কোক্ত দে-
 বতাদিগের তুষ্টির নিমিত্ত যে সমস্ত কুৎসিত
 ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত, তাহা ব্যক্ত করিয়া
 লেখা দূরে থাকুক, সে সমস্ত ব্যাপার মনে
 করিতেও লজ্জা বোধ হয় এবং হৃদয় কল্প-
 মান হইয়া উঠে। খ্রীস প্রভৃতি কোন কোন
 দেশে দেব পূজার ব্যয় নিরীকার্থে নানা প্র-
 কার বিগর্হিত কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অর্থাগম

করিবার বিধি ছিল। পুরাতন মধ্যে দেখি-
 তে পাওয়া যায়, যে খ্রীস দেশে কোন দেব-
 তা বিশেষের প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য সেই
 দেব যুক্তির নিকট তদ্রূপ বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোক
 বহু সংখ্যক বাসকের প্রাণ নষ্ট করিত এবং
 কুহাপি বা এককর নীতিও প্রচলিত ছিল,
 যে তদ্রূপ রাজা কোন বিশেষ পণ্ডিত হইলে
 তাহার দেহেরিপদ উদ্ধারের জন্য প্রেমো-
 গের সকলের এক একটি বাসকের প্রাণ
 নাশ করিত কোন দেবতা বিশেষের অমু-
 গ্রহ লাভ করিতে হইত, ঐ সকল দেশে
 কোন কোন সমা প্রায়ই দুই সপদে ফলন
 করিয়া লোকে নরসংখ্যক মনুষ্য দগদগ
 ভক্ষ্যমাণ করিত। এমন সর্ব দোষাশ্রিত ব-
 র্শ্বের অঙ্গুষ্ঠ হইয়া পূর্বতন লোকে এই
 রূপ যে কত কত যুক্তি ও কুৎসিত কর্মের
 অনুষ্ঠান করিত তাহার সংখ্যা করা দুর্ক-
 ঠিন।

যে সমস্ত কল্পনাময় দেশের নামকে এ-
 কেবারে বিদ্যুৎ করে এবং যে সমস্ত কার্য
 অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যকে বাস্তব সংস্কার
 সমর্থ হইতে হয়, ধর্ম নামেই সেই সমস্ত
 দেবতার কোন কষ্টে তাহা অনুষ্ঠিত হই-
 তে সংস্কার নাই। আর খ্রীসীয় ধর্ম
 শাস্ত্রের মধ্যে যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ মত আ-
 ছে, তাহার এক একটি মতের গুরুত্বম ও
 আচার স্তনিসে অবশ্যই হইতে হয়। যে
 রূপিক এবং তদ্বিক্রমাদেশে যে দুটি প্র-
 চলিত মত উক্ত দুই মতের প্রমোদে পণ্ডি-
 পূর্ণ এবং আশেমা অসংখ্য হেতু, এই দুই
 মত খেন পাপ রূপ গুরুত্বের দ্বিগুণ বহু রূপ
 হইয়া তাহাদের উন্নত মনসককে অসংখ্য
 পুঙ্কক রসাতলস্থ কবিরে প্রভূত হইয়াছে।
 যত অনোধ ও মন মুচিব কার্য্য মনেতে প-
 ল্পনা করা হইতে পারে, পুণ্যে শাস্ত্র ম-
 হার কোন কার্য্য আন বিধান করিতে কতি
 করে নাই এবং যে সমস্ত ভয়নর ও দুঃখত
 ব্যাপার কিংম পশ্চাদিতো প্রচারণ কবিরে
 সমর্থ হয় না, তদ শাস্ত্র মধ্যে সে সমস্ত কা-
 র্য্য বৈধ ও অনুষ্ঠেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।
 পূর্কোক্ত মতানুসারে ভারতবর্ষীয় বহু সং-
 খ্যক মনুষ্য এপর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্মের অ-

মুদ্রাণ করিয়া আনিতেছে, তাহা লিপি-
 ক্রমে লক্ষ্য বসে হয়। প্রথমে মুখের নায়
 কাঁচ কোটে দিবে পশুর বুদ্ধি করিয়া তাহার
 অবধার নিযুক্ত থাকে। নিষিকার নিরা-
 য় সন্তান পরমেত্বরবে সামান্য মনুষ্যের
 ন্যায় শোক মোহাদি যুক্ত মনে করিয়া
 তাহার তদনুরূপ উপাসনা করা এনে-
 শেষ প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান। পৌরাণিক যুগের
 মধ্যে কোন মর্মে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান হইলেও
 পুরাণ শাস্ত্রানুসারে তাহাকে নিজীব পদা-
 র্থকে সঙ্গীত মান্য করিতে হইবে, অসল ব-
 দ্বকে সমস্ত মনোনিবেশ হইবে এবং নানা
 কাহীন পুত্র পত্নী স্ত্রী পুত্রজাদিকে স্ত্রী
 স্ত্রী দ্বারা সেবা পূজা করিয়া সন্তানের
 আরাধনা করিতে হইবেক। অমৃত পান
 সময়ের মধ্য রক্ষণীতে জরাজীর্ণ পিতা মাতা
 কে মৃত্যু অবস্থার মধ্যে বস্তু দেবিত নদী
 তটে উপনীত করা বা শিশির সিক্ত খর্দে
 বস্তুকার শয়ান করা, কি পৌরাণিক সংহত
 ক্রীড়া তুষ্ণবৎ ভয়ানক ভিন্ন জলে মগ্ন করা,
 কোন ক্রমে বুদ্ধি চৈতন্য বিশিষ্ট মনুষ্যের
 কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।
 এই সংসার প্রদর্শিনী পরবারী জননী নি-
 নি আকারে নিজে প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার প-
 ত্রিতাপ পূর্ব্বক শিশু সন্তানকে মালিন পা-
 লন করেন, যে জননীও উপকারী কা
 ম কালে এবং কোন রূপেও পরিপোষ হই-
 বার নাহে এবং যাহার অসঙ্গ পুত্রসন্তান, অ-
 তুল স্নেহ ও অসঙ্গ যত্নের কথা শত বর্ষ
 বর্ণনা করিলেও শেষ হয় না। সেই জননীকে
 জীবিতাবস্থায় বস্তু বন্ধ করিয়া প্রকৃত
 চিত্তমনে বন্ধ করা কি কোন রূপে সচেতন
 প্রাণীর কার্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে ?
 কিন্তু এদেশীয় বহু সংখ্যক মনুষ্য দোষা-
 জিত ধর্ম্মের অনুগত হইয়া এই সমস্ত ভয়ঙ্কর
 ও কর্ম্ম ব্যাপারকে নিতান্ত কর্তব্য বলিয়া
 অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। প্রশস্ত ধর্ম্ম
 সাধন জ্ঞান করিয়া এদেশীয় তাত্ত্বিক লোকে
 যে সমস্ত ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত কার্য্যের অনু-
 ঠান করিয়া থাকে, তাহা তত্ত্বোক্ত বাসনাচার
 কৌশলচার ও আচারচার প্রভৃতি শাস্ত্রের
 ব্যর্থ বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। উল্লি-

খিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ঘণিত ও কুৎসিত অনুষ্ঠান
 সকল কোন রূপেই লেখনীর অর্থ দিয়া নি-
 সৃত হইতে পারে না।
 অতএব বিশুদ্ধ প্রতিপন্ন হইতেছে যে,
 মনুষ্য বর্গ যাবৎ দোষানু পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম অ-
 বলয়ন করিতে না পারে, তাবৎ কোন রূ-
 পেই তাহার অমরুপ হইতে উপান করিয়া
 সার্থ্য মহত্ব লাভের অধিকারী হইতে সক্ষম
 হয় না, তাবৎ তাহাদিগকে নানা স্তম্ভ ধর্ম্ম
 কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া ইহলোকে বিজাতীয়
 দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং পরলোকের
 গমন স্তম্ভেও বঞ্চিত হইতে হয়। ইহা বি-
 লক্ষ্য দুর্কট হইতেছে, যে ধর্ম্ম বিষয়ক ভ্রান্তি
 মনুষ্যের অশেষ অনর্গল কেন্দ্র, মনুষ্যের
 অবলাসিত ধর্ম্ম দোষাশ্রিত হইলে তাহাকে
 পদে পদে পিণ্ডে পতিত হইতে হয় এবং
 তাহার উত্তির পথে সর্বদাই কাছ উপশি-
 ত হইয়া থাকে। অম পূর্ণ দোষাশ্রিত ধর্ম্ম
 যেমন মনুষ্যের অন্তঃ ও অনুরক্তির কাণ্ড,
 সৌকর্য্য স্রম বহিত পরিশুদ্ধ ধর্ম্মও তাহার
 বিশেষ মঙ্গলের কেন্দ্র। মনুষ্য অত্রান্ত উ-
 ত্কৃষ্ট ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে অবলাসিত ধর্ম্ম
 রবের পথে গমন করিতে পারে এবং অ-
 ক্রমশে সর্বপ্রকার স্তম্ভ পৌভাগ্য ও স্তম্ভ
 শাস্ত্র উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। তে ধ-
 র্ম্ম আশ্রয় করিলে মনুষ্যকে কোন লোকে
 পতিত হইতে হয় না এবং যে ধর্ম্ম অবলয়ন
 পূর্ব্বক মনুষ্য নিব্বিরে ঐহিক ও পারত্রিক
 সুখ আনন্দনে অধিকারী হইতে পারে,
 আমাদিগের পবিত্র ত্রাঙ্ক ধর্ম্মই সেই নি-
 র্দোষ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে মনু-
 ষ্যকে ধর্ম্মানুরোধে আর কোন প্রকার দুঃখ
 ভোগ করিতে হয় না এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য
 কোন বিঘর্ষিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া মনুষ্য
 নামকে কলঙ্কিত করাও আতঙ্কক করে না।
 ত্রাঙ্ক ধর্ম্ম কোন প্রকার মাদ্রনিক ব্যাপারের
 বিরোধী নহে। ত্রাঙ্ক ধর্ম্ম দ্বারা সংসারের
 সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন ভিন্ন কোন রূপ
 অনুষ্ঠিত ঘটবার সত্তাবনা নাই। ত্রাঙ্ক
 ধর্ম্ম অবলয়ন করিলে পৌত্রাদিকের ব্যা-
 য কোন পরিমিত পরার্থের আরাধনা করি-
 য়া এবং স্তম্ভ বন্ধকে প্রকৃত বিশ্রাম করিয়া

আপনার সূত্রতা প্রকাশ করিতে হয় না এবং উক্ত ধর্ম আশ্রয় করিলে কোন ব্যক্তি-বিশেষকে ঈশ্বরের অবতার মনে করিয়া ও তাহার অনর্থক ও অননুযায় বাক্যে প্রত্যয় করিতে হয় না। উক্ত ধর্মাস্ত্রাসারে কোন গ্রন্থ বিশেষকে ঈশ্বর-প্রনীত এক মাত্র ধর্ম শাস্ত্র বিশ্বাস করিয়া তদনুগত অসংখ্য অসত্য ও অসঙ্গত বচনাদিকে অসত্য অপ্রত্যয় বালিয়া দ্বীকার করিতে হয় না এবং জনকেশ্বর, জন্মেশ্বর ও কপোতেশ্বর এই ঈশ্বর ত্রয়কে একই ঈশ্বর জ্ঞান করত প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া আপনার জ্ঞান নেত্র পূর্ণ প্রক্ষেপ করিতে ও হয় না। ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসরণে সিন্ধুগণ বিদ্যুৎ বুদ্ধি সত্ত্বেও মন্দিরকে শোণিত ও খণ্ড কটিকাকে মাস জ্ঞান করিয়া নিতান্ত অবাধ ও বালাকের ন্যায় কাণ্ডা করিতে ও হয় না এবং উহার অনুসরণে মুক্তিকাময় নগর বিশেষকে সাক্ষ্য স্বর্ণময়ী পর্গাপুরী মনে করিয়া বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইতে যে না। ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পূর্ণ মুক্তি মুক্তক এবং সংসারমুক্তি অতএব ঈশ্বর অবলম্বন করিলে মুক্তি বিরুদ্ধ কোন ব্যাপারেই বিশ্বাস করিতে হয় না এবং কশ্মির কালোও কোন রূপ সত্যের সহিত বিবাদ করিবার প্রবণতা করে না। ব্রাহ্ম ধর্ম আশ্রয় করিলে চিরদিনই সত্য পথের পথিক হইয়া সংসারের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়।

ব্রাহ্ম ধর্ম সংসারের সামাজিক উন্নতির ও বিরোধী নহে। বাণিজ্য, কৃষিকাষা ও শিল্প বিদ্যা প্রভৃতি যে যে বিষয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা সংসারের সামাজিক উন্নতি হইতে পারে, ব্রাহ্ম ধর্মাস্ত্রাসারে তাহার কোন বিষয় অনুষ্ঠান করিতেই নিষেধ নাই। ব্রাহ্ম ধর্মের এ প্রকার বিধি নহে যে লোকে অর্থাপোতারোহণে কোন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া এক দেশের উৎপন্ন বস্ত্র দেশান্তরে বিক্রয় করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন পূর্বক সংসারের শ্রিত্ব করিতে পারিবে না এবং কোন বর্ণ বিশেষে বৃত্তি বিশেষ তিলক আপনার প্রয়তি ও বোধ্যতাস্বাসারে উপযুক্ত ব্যবসায় আশ্রয় করিয়া সংসারের ক্রোধোপযোগী হইবে না।

এই দুই প্রকার কার্যসমূহের মধ্যে কম্পিত

বর্ণ ভেদের যে কুমৎসার প্রবেশ করিয়া এখনে বিষম অনৈক্যের বীজ বপন করিয়াছে, যে অসীক জাত্যভিমানের সঞ্চার ভারতবর্ষী লোকের নানা ধকল্যাণের নিদান হইতে এবং যাহার প্রদল প্রতিবন্ধকতা হেতু ভারতবর্ষী লোক নিগূঢ়ক সততই নানা কষ্ট ভোগ করিতে হয়, পাবেই ব্রাহ্ম ধর্ম সেই জাতিভেদ রূপ কুমৎসার সংহরণের এক প্রধান মনোহেতু। যে অমঙ্গল জ্ঞানময় অধিপুরুষ হইতে এই অমঙ্গল কোণল সম্পন্ন বিশাল বিশ্ব কার্য উৎপন্ন হইয়াছে, তুলেই হইতে তুলেই পৃথিবী সকল পদার্থের মধ্যে যাহার অনুপম হৃদয়ের চিত্র প্রকাশ পাইতেছে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সেই এক পরম পিতার সন্তান এবং সেই এক রাজ্যবিরাজিত হারাজের প্রজা, আমি নিজেদের পরম মিত্র ব্রাহ্ম ধর্মের এই আদেশ এই উদ্দেশ্য। এক মাত্র অসীক পুরুষকে যে ব্যক্তি সংসারের কপে পড়ল যাহার পিতৃবৎ প্রতিশ্রুতি করিলে সমর্থ হয়, অসীক জাত্যভিমানের অনুলব প্রত্যয় তাহার মন হইতে দূর করেই অশ্রুতির হইয়া যায়; সে ব্যক্তি পৃথিবীর যাবতীয় মানুষকে এক গৃহবাসী একত্রিত পৃথিবীর স্বরূপ সন্দর্শন করে এবং লোকসমূহের বান্দী হইতেও আপন প্রাণবান্দী রূপে দেখে, দেহভাব তাহার মনকে কখনই অধিকার করিতে পারে না, তাহার মনোমতো সীমিত স্বীয় সংসোক্তনী শক্তি দৃষ্টকারে সহস্রট বিদ্রাজ করিতে থাকে। অতএব ব্রাহ্ম ধর্ম যে মানব জাতির মধ্যে সাধারণ সত্যের সঞ্চার করিবার বিশেষ উপায় এবং ব্রাহ্ম ধর্ম দ্বারা যে সংসারের সামাজিক উন্নতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা তাহাদের অংগ মনোহর নাই।

মানব জাতির সমাজ কল্যাণে প্রতিশ্রুতি হইয়া এবং জগতী পরেতে সমাজিক স্বতন্ত্র ভিত্তি ও শ্রীতি উৎপন্ন হইয়া, নৈতিক ও পারত্রিক সুখের উন্নতি হওয়া, ব্রাহ্ম ধর্ম সংসারের চরম ফল। *ইহা অনেকে অনেক স্বাভাবিক দৃষ্ট হয়, যে কোন কোন মানুষ ধর্ম সাধন ভ্রমে, পিতা, মাতা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি অসংখ্য পোষ্য বর্ষকে পরিভ্রাম্য পূর্বক সমাজ সমাজ

শ্রম গ্রহণ করিয়া চির জীবন দেশে দেশে পর্যটন করিয়া আয়ুঃ শেষ করিয়াছে এবং কেহ অন্যসমাদি কঠিন ত্রুত অবলম্বন পূর্বক উপঃ কাঙ্ক্ষা যৌঃ শরীরকে শুষ্ক করিয়া জগদীশ্বর প্রণীত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে। উক্ত ভ্রমে অন্ধ হইয়া কেহ আপনার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ক্ষতি করিয়া মনঃ পাপে পতিত হইয়াছে এবং কেহ কেহ মনঃ শিষ্টদেবতার আশ্রয়ার্থে কঠোর তিহম পাণ্ডা স্বীকার করিয়াছে। পবিত্র তন্ত্র গ্রন্থ দ্বারা এই সমস্ত অত্যাচার এককালে নিঃশিত হইবার উপায় সম্ভাবনা। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারণার বিধি ন্যূন যে, আমরা পিতা-মাতা-স্বামী পুত্র-পরিবার-গণকে বহুলা করিয়া সংসারাত্মক পরিচর্যা পূর্বক উদারীনের দায় অরণ্যে অরণ্যে সম্বল করি, অথবা একবারে ভোজন পান পরিচর্যা করিয়া অসংখ্য শরীরকে নষ্ট করি। আমরা চক্ষুর মধ্যে ক্রৌঞ্চ-শুক্লা বিদ্ধ করিয়া অথবা কণ কুলার উচ্চনীচক পদান করিয়া পরমেশ্বর প্রদত্ত ক্রিয় সঙ্কলকে উচ্ছিন্ন করি, ইহা ব্রাহ্ম ধর্মের বিধি মতে এবং কোন প্রকারে অসম্ভাব্য। ইহা যেরূপ পাপ স্বীকার পুঙ্কত পর্যা সাধন বর্জিত, ইহাও উক্ত ধর্মের তাৎপর্য নহে। ব্রাহ্মত্বে আমরা পরামেশ্বর প্রণীত ভৌতিক নিয়ম অসংগত হইয়া মানাঃ ক্রম নৈসর্গিক বিপদকে অতিক্রম করিতে পারি এবং বিধি মতে সংসারের শ্রীক্লিষ্ট কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হই, যদ্বারা আমরা তাঁহার নিয়োজিত শারীরিক নিয়ম পালন করিয়া সুন্দররূপে শরীর রক্ষা করিতে সমর্থ হই ও যাহাতে সামাজিক নিয়ম সঙ্গত হইয়া নিয়োজিত বিত্ত দ্বারা স্বামী পুত্র প্রভৃতি পরিবারগণকে পালন করিতে আমাদেরিগের সামর্থ্য আছে এবং যদ্বারা আমরা ভক্তি ভাজন গুরুজন দিগকে ভক্তি করিয়া গ্ৰন্থাঙ্গাদি প্রিয় পাত্রদিগের প্রতি প্রীতি করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে অনুপম সুখ লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্ম ধর্ম পুনঃ পুনঃ আমাদেরিগকে তাহাই উপাদেশ করিতেছেন। অতএব ব্রাহ্ম ধর্ম মনুষ্য জাতির অশেষ উন্নতির কারণ। একান্ত পর্যাঙ্ক পৃথিবী মধ্যে ক্ষেত্রাঙ্কিত জন্ম পূর্ণ ধর্মের প্রেরণাঙ্গুসারে শ্রে

সমস্ত অত্যাচার উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রাহ্ম ধর্ম দ্বারা তাহার একটি দোষও ঘটবার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত সেই সমস্ত দোষ সমূলে উন্মূলিত হইয়া বিবিধ মঙ্গল উদ্ভব হইবার এই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মর্ত্যালোকবাসী সকল মনুষ্য যদি এই অশেষ কল্যাণকর ব্রাহ্ম ধর্ম অবলম্বন করিয়া তদনুসারে আচরণ করে, তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গসম সূখ ধাম হইতে পারে।

এবংসর এই সমাজ মন্দিরে যে প্রৌথার চতুর্দশ পঠিত হইবার সচল ছিল তাই সম্পন্ন হইল, এই প্রস্তাব তাহার শেষ প্রস্তাব। ব্রাহ্ম ধর্মের কি তাৎপর্য এবং ব্রাহ্ম ধর্ম দ্বারা মৎসারের কত দুর পর্যাঙ্ক কল্যাণ সিদ্ধ হইতে পারে, সর্ব মানাবগণকে তাহাতে সঙ্গত করাই এই সমাজ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ঘটনক যদি এই সকল প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া কোন ব্যক্তির মনে ব্রাহ্ম ধর্মের তাৎপর্য অস্বাভাবিক হইয়া থাকে এবং যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্ম ধর্মকে সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণকর ধর্ম বিবেচনা করিয়া উহার শরণাগত হইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই পুরোক্ত প্রস্তাব সকলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও আমাদের পের উক্ত সকল হইল বলিয়া আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব।

বিদ্যুৎ

পদার্থবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত গণের অনুসন্ধান ও যত্ন দ্বারা এক্ষণে ইহা অনেক অবগত হইয়াছেন যে গগন মণ্ডলস্থ যেখালা হইতে উজ্জ্বল প্রভা বিদ্যুৎ বিচিত্রাৎ নির্গত হয় এবং যাহার যোর নির্বোধ শ্রবণ দ্বারা মনুষ্যকে অচেতন প্রায় হইতে হয়, বৃক্ষ, লতা, বায়ু ও পশু, পক্ষী, প্রভৃতি সমস্ত অচল সচল বস্তুতেই সেই বিদ্যুৎ বিদ্যমান আছে। অধুনাতন পণ্ডিতেরা এই বিদ্যুৎকে সামান্যতঃ তাড়িত পদার্থ বলিয়া ব্যক্ত করেন এবং তাঁহারা উহার অদ্ভুত অদ্ভুত গুণ সকল অবগত হইয়া আশ্চর্য্য তাড়িত বিদ্যার প্রচার করিয়াছেন। পৃথিবীকাজী লোকে বহুতের কল্পনামাত্র কল্পনা করিয়া এবং ত-

কালে লোক সমাজে তাড়িত বিদ্যারও প্রকাশ ছিল না।

অন্যাপি এদেশীয় বহু সংখ্যক অজ্ঞান মনুষ্য বিদ্যুতের স্বভাব, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে যে প্রকার অনভিজ্ঞ রহিয়াছে, পূর্ন কালে সকল দেশীয় লোকেই সেইরূপ অনভিজ্ঞ ছিল এবং ভারতবর্ষীয় পুরাণ শাস্ত্রাদি মধ্যে বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় যেমন নাম প্রকার অমূলক কথা ঘণিত আছে, পুরাকালে অন্যান্য দেশীয় লোকেও উক্ত পদার্থ বিষয়ে সেইরূপ জ্ঞান মত অর্পণ প্রবল রচনা করিত। পূর্ন কালে কোন দেশের লোকেই বিদ্যুতের মূরূপ অর্থাৎ ছিল না, পরে কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য দ্বারা ক্রমে উহার স্বর্গ ও তত্ত্ব নির্দিষ্ট হইয়া থাকিতেছে।

খ্রীষ্টাব্দের ৩০০ বৎসর পূর্বে এশবেঙ্গী পণ্ডিত থোমাস প্রথমতঃ বহুমান তাড়িত বিদ্যার সূত্র পাত করেন। উক্ত পণ্ডিত নির্দেশ করিয়াছিলেন যে, তৈলস্ফাটিক নামক পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে তাহার এক প্রকার উৎপন্ন হয় যে, কোন প্রভৃতি ক্রিতিপয় লবু পদার্থ তদ্বারা আকর্ষিত হইয়া থাকিতে পারে। ক্রমশঃ এই ঘটনায় তিন শত বৎসর পরে থিওফ্রাস্টাস নামক আর এক জন পণ্ডিত নিরূপণ করেন যে ঘর্ষণ দ্বারা তৈলস্ফাটিক পদার্থের যেমন আকর্ষণ শক্তি উৎপন্ন হয় সেই রূপ লাক্স প্রভৃতি কোন কোন পদার্থকে ঘর্ষণ করিলেও তদ্বারা কেশাদি ক্রিতিপয় লবু দ্রব্য আকর্ষিত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তৎকালে তাড়িত বিদ্যার আর কিছু মাত্র জ্ঞান ছিল নাই, তৎকালীন লোকে কেবল ইহাই মাত্র অবগত হইতে পারিয়াছিল যে, কোন কোন পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে তাহার এক প্রকার আকর্ষণ শক্তির উৎপত্তি হয়। পরে মেগাডিবর্গ নগরবাসী অটোগোরিক নামক এক ব্যক্তি উল্লিখিত বিদ্যার সমধিক উন্নতি সাধন করেন, তিনি গন্ধক দ্বারা এক প্রকাণ্ড পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহা ঘণিত করিবার সময় সেই পিণ্ড হইতে বিদ্যুতের ন্যায় অগ্নিস্কলিক নির্গত হইতে দেখিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে ইবর শব্দও জন্ম করিয়াছি

লেন। তদনন্তর হক্কাবি নামক এক জন পণ্ডিত বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় আর একটি অমূল্য বিষয় প্রকাশ করেন। উক্ত পণ্ডিত দেখিয়াছিলেন, যে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে গাঢ় প্রভৃতি অমূল্য পদার্থ কাচাদির ন্যায় স্বচ্ছ অংশ ধারণ করিতে পারে। কাচ পাত্রের মধ্যে গজার জল ভেদন করিয়া যেই পাত্র ঘণিত করিলে তদ্বা দিয়া অমরাগলে সকল বস্তুর মেরু গোচর হইতে পারে, পাত্রের পাত কিছু মাত্র দৃষ্টি সম্বোধন করে না। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রে নামক এক জন পণ্ডিত নির্দেশ করেন যে, সকল প্রকার পদার্থ হইতে সমস্তই বৈদ্যুতিক বায়ু প্রকাশ পায় না। কোন পদার্থ হইলে তদ্ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক বায়ু প্রকাশ সকল প্রকার বস্তু বায়ু কোন কোন প্রকার দ্রব্য তাহা দুই হয় না। উক্ত পণ্ডিত লবুত উক্ত প্রভৃতি দ্রব্য যে, স্বভাবতঃ যে সকল পদার্থ হইতে বিদ্যুৎ বায়ু প্রকাশ পায়, তাহার মধ্যস্থিত বিদ্যুৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধন করিতে পারে না এবং যে সকল জেবে বিদ্যুৎের কার্য প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই সকল বস্তুর মধ্যস্থিত বিদ্যুৎ অনাবাসে ক্রমশঃ ঘন হইতে পারে। যে কে স্থির মনুষ্য দিয়া বিদ্যুৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধন করিতে পারে পণ্ডিতের তাহাকে পণ্ডিতসকল পদার্থ বৈদ্যুতিক উক্ত করেন এবং তাহার মধ্যস্থিত বিদ্যুৎ অল্পেই চলিতে পারে না পণ্ডিত কতক সের সমস্ত বস্তুর নাম ব্যপ্তিগতক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গ্রে নামক পণ্ডিতের কৃষ্ণ বাস নিবাসী স্ত্রী নামে, ও বনভিক্ষ নামক ও খ্রীষ্টীয় ১৮ শতাব্দীর প্রভৃতি মতেই পণ্ডিত বিদ্যার বিলক্ষণ শ্রীতি করেন। উক্ত পণ্ডিতের প্রাতোকেই তাড়িত পদার্থ সম্বন্ধীয় এক একটি অমূল্য বিষয় প্রকাশ করেন এবং উহারই প্রত্যেকটি ব্যাপ্তিগত বিষয় পশ্চাত্ত বর্ণিত হইতেছে। ক্রমশঃ তৈলস্ফাটিক, ঘূনা, গন্ধক, মোম, কাচ, স্বচ্ছ উজ্জ্বল রত্নাদি, রেশম, মোম, কেশ, পশু, পক্ষ, কাগজ, শুষ্ক বাহু, ক্রমশঃ, চক্কাক্ত শুষ্ক উদ্ভিদ, চীনের কাগ, প্রস্তব, কপূর, শুষ্ক খড় মাটি, চূণ, কন কোরাস, বরক, উদ্ভি

সের এবং পশু শরীরের তন্তু এবং ভূলা প্র-
কৃতি কয়েকটি পদার্থ ধর্ষণ করিলে সমধিক
বিভ্রাৎ উৎপন্ন হয় এবং উচ্ছাদিতগের মধ্যদি-
য়া বিভ্রাৎ উৎপন্ন পাবে না, এই জন্য উ-
চ্ছাদিতকে অপরিচালক বস্তু বলিয়া উল্লেখ
করা যায়। সেনো কণা, তাম্র পিত্তল, সৌ-
ন্দর্য্যাদি এবং পশু প্রকৃতি কতকগুলি পদা-
র্থে প্রায় বিভ্রাৎের কাটা দুই হয় না এবং
উচ্ছাদিতের মধ্য দিয়া সহজে বিভ্রাৎ সংহরণ
করিতে পাবে বলিয়া উচ্ছাদিত গণিত্যক না-
ম উক্ত হইয়াছে।

যে সময় পরিচালক ও অপরিচালক পদ-
ার্থের নাম উল্লেখ করা গেল, পৃথিবী ক-
থিত মেগিলেত উচ্ছাদিতের পূর্ণ প্রত্যক্ষ হ-
ইতে পারে। মার্জার প্রভৃতি কোন একের
সেমেশ পুত্র চক্ষু দ্বারা অল্প উৎপন্ন অপ-
ব একটি অল্প গিলে অপহৃত করিয়া সেই
উৎপন্ন অল্প গিলে দ্বারা এক পাঁচ রেসমের
কিণ্ডকে আনয়ন করিলে, তৎক্ষণাৎ সেই
কিণ্ড হইতে বিভ্রাৎের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্গত
হইতে দেখা যায়। উক্ত পরীক্ষা সম্পাদন
করিবার সময় মার্জার দ্বারা পিত্ত্যকে বি-
ক্ষিপ্ত উক্ত করিয়া লইতে হয়। রেসম প্র-
কৃতি পদার্থ হইতে অনেক সময় সহজে
বর্ণি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্গত ও অল্প উৎপন্ন হইতে
প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। হিম প্রধান দেশে
শীত কালে যে সময় বায়ু বাষ্পস্থান শুষ্ক
এ তৎকালে রেসমের মেগীল খুলিবার স-
ময় কখন কখন উৎপন্ন অল্পকণা নিগত হ-
য়। এ দেশে শীতকালে কোন কোন স-
ময় অল্পকণা গছে বিড়ালের গায়ে হাত বু-
লাইলে অল্প কণা নিগত হইতে দেখা যায়।
ঐয়ুরোপের অক্ষরভ্রী নারগুয়ে প্রকৃতি দেশে
যে সময় স্ত্রী লোকেরা কর্তৃতক দ্বারা
কেশ বিন্যাস করে, তখন হাছাদিগের কেশ
হইতে অল্প ক্ষুদ্র বর্ণিত হয়। বিবিধ
উপায় দ্বারা পণ্ডিত গণ কাচ রেসম ও প-
শুক প্রকৃতি বস্তু হইতে তাড়িত পদার্থ সং-
গ্ৰহ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ স্থালী পূর্ণ করিতে
পারেন এবং লৌহাদি সঞ্চারক বস্তু সহ-
কারে ঐ স্থালী হইতে পুনর্বার সেই সময়

তাড়িত পদার্থ বহির্গত করিয়া অপর পাত্র
পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়া। যে স্থালী বা
পাত্র মধ্যে তাড়িত পদার্থ থাকে, তাহার
সহিত লৌহাদি ধাতু নির্মিত তারের যোগ
করিয়া দিলে ঐ তার অবলম্বন করিয়া পা-
ত্রস্থ তাড়িত পদার্থ চলিয়া যায় এবং তাহা
এক সময় বেগে চলে যে নিমিষের মধ্যে
সহস্র সহস্র কোণ গমন করিয়া থাকে। প-
ণ্ডিতগণ তাড়িত পদার্থের এই সত্ত্বগতি
শক্তি অবগত হইয়াই লৌহাদি পাত্র নির্মিত
তার দ্বারা অল্প তাড়িত বাস্তব বস্তু প্রকৃ-
করিয়া মুহূর্তের মধ্যে অত যোজন্যের সং-
বাদ অর্গত হইতেছেন। তাড়িতের গতি
প্রাপ্ত কবিদ্বারা কখন পণ্ডিতের বেসম প্রকৃ-
তি অপরিচালক বস্তু বাসহার করিয়া প্রকৃ-
কৃত হইতে পারে। তাহা হইলে তাড়িত
রেসম থাকে তাহা হইলে তাড়িত তারে
রেসমের অবলম্বন বা অতিক্রম করিয়া এ
কতার হইতে অন্য তাহা গমন করিতে পা-
রে না। কারণ রেসম অপরিচালক বস্তু।
তাড়িত যন্ত্রের সহিত লৌহ তার সংযোগ
করিয়া তদ্বারা বস্তু হইতে বস্তুকে আ-
গ্নি সংযোগ করিতে পারে। তাহা এক
প্রায় বস্তু সংযোগ করিতে হয় এবং তাহার
প্রায় বস্তুদের বারুদে যোগ করিয়া দিতে
হয়, তাহা হইলেই বস্তু হইতে বস্তু
উৎপন্ন। যখন লৌহাদি পাত্র মধ্য তারের স-
থা দিয়া তাড়িত পদার্থ চলিতে থাকে, ত-
খন সেই তার স্পর্শ করিলে বিলক্ষণ আ-
ঘাত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাড়িত শক্তির
পরিমণাভ্যুসারে কখন কখন ঐ আঘাতে এমন
গুরুতর রূপে লাগে যে, তাহাতে করিয়া ব-
হুৎ বৃহৎ পদার্থের প্রাণ বিয়োগ হইতে পা-
রে। কেবল যে উক্ত প্রকার লৌহাদি পাত্র
স্পর্শ করিলেই আঘাত পাইতে হয় এমন
নহে, কোন কোন সজীব জন্তুর শরীর হইতেও
ঐরূপ আঘাত প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণ
আমেরিকা প্রদেশে বাইন মৎস্যের ন্যায়
নিম লোটস্ নামক এক প্রকার মৎস্য আ-
ছে, উক্ত মৎস্যের শরীরে সমধিক তাড়িত
পদার্থ দুই হয়, উচ্ছাদিতকে স্পর্শ করিলে
কম্প উপশিত হইয়া থাকে এবং কখন

কখন অবশ্যই গ্রন্থ হইয়া পতিত হইতে হয়, একরূপ ছুই তিন মংস এক কালে যদি কাহারও অঙ্গে সংলগ্ন হয় তবে তৎক্ষণাৎ গ্রন্থাকে স্পন্দ রহিত হইয়া হৃত চেতন হইতে হয়। উক্ত মংসদিগের স্পর্শে অস্থ পদার্থ অবশ্যই হইয়া পতিত হয়।

কি কারণে যে তাড়িত পদার্থ হইতে উল্লিখিত রূপ আঘাত প্রাপ্ত হওয়া যায় তা বিচার হইয়া পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে নানা প্রকার বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে এবং অসংখ্য হইতেছে কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। উক্ত প্রতি নানা পণ্ডিত নানা কারণ ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স রাজ্য বাসী নবম্বীক্ট নামক বিখ্যাত পণ্ডিত তৎসময় মর্ক প্রথমে তাড়িত পদার্থের উল্লিখিত প্রতিকূল শক্তি অবিদিত হয়। তিনি তৎসময় উক্ত বিদ্যার বিষয় পরীক্ষা করিতে করিতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কোন প্রকার পরিচালক বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাড়িত পদার্থ এত সত্বর বেগে চলিতে পারে যে তাত মনেতে ধারণ করা অসাধ্য। তৎসময় মনুষ্য জ্ঞেয় বস্তু রূপে পণ্ডায়মান হইয়া যদি পরস্পর বস্তু স্পর্শ করিয়া পদার্থ এক স্থানে সেই জ্ঞেয়ীর এক প্রায়ঃস্বীকৃতি ব্যক্তি কোন কাপ তাড়িত করুক আচর হয় তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ সেই মনু সত্বর লোককেই একবারে উক্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পদার্থ পণ্ডিত ঢুকে সাহেব প্রকাশ করেন যে, ছুই খণ্ড বনাতের উপর কাচ ঘর্ষণ করিয়া যদি এই ছুই খণ্ডকে এক স্থানে ধরা যায় তবে এই ছুইখণ্ড পরস্পর আকৃষ্ট না হইয়া উভয়ে উভয়কে বিকর্ষণ করে আর ছুই খণ্ড বনাতের মধ্যে এক খণ্ড বনাতে কাচ ঘর্ষণ করিয়া অপর এক খণ্ডে লাক্কাদি অন্য কোন প্রকার পদার্থ ঘর্ষণ করিলে পব উল্লিখিত উভয়কে আকর্ষণ করে। ছুকে সাহেব এইরূপ দুই প্রকার বস্তু হইতে ছুই রূপ তাড়িত পদার্থ উৎপন্ন হইতে দেখিয়া তাড়িত ছুই প্রকার বলিয়া স্থির করেন। কলত তাড়িত পদার্থ মাত্রেরই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিবার ছুই শক্তিই আছে,

তাড়িতের এই শক্তি দ্বয় বস্তু বিশেষে ও অ বস্তু বিশেষে প্রকাশ পায়। তাড়িতের আ কর্ষণ শক্তি সহকারে যেমন কেশ প্রভৃতি ক্ষ ক্ষ বস্তু কোন কোন পদার্থে সংলগ্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ উহার বিকর্ষণ শক্তি প্রত্যয়ে কেশাদি লবু পদার্থ কখন কখন বস্তু হইতে স্থানিক হইয়াও পারে। একালে পর্য্যন্ত বি ছুৎ সন্ন্যাসীর যিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি বিশেষ বিখ্যাত বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস সাহেবের অসংখ্য কী র্তিই সর্ব প্রথমে। তাড়িত নিষ্কাশক স নোভর মন্দিরে ক্যাথলিক সাহেবের তাড়িত পাতাকা দিওমিন উদ্ভাষণমান থাকিলে এই ধর বস্তু সিদ্ধান্তের মধ্যে সত্বর সাহেবের বস্তু হইয়াছে। তাহা ব্যঙ্গ্যম কোন বিশেষ হইবার মত। তাহাও সত্যতঃ তাহ য় মাঝে হইতে যে পদার্থের তাড়িত বস্তু নির্গত হয়, সেই পদার্থ যে পদার্থের তাড়িত বস্তু বিকর্ষণ করে, তাড়িত বস্তু ক্যাথলিক সাহেবেরই উক্ত নিবন্ধের পদার্থ ক য়ে। অতঃপর তাহার মতে এইরূপ সপ শয় উদ্ভূত হয় যে যেরূপ তাড়িতের প্রত্যয়ে আলাদা নির্গত হইতে দেখা যায় এবং উক্ত আলাদা নির্গত হইবার সময় যেমন এক প্রকার শব্দ শ্রবত হয় পার্থক্য অনেক বস্তু হইতে অবিদিত সঙ্গত হয়। ফ্রান্সিস নির্গত হইয়া থাকে এবং তাহা নির্ গত হইবার সময় এক প্রকার শব্দ শ্রবত হয় অতএব উক্ত আলাদা সঙ্গত হইতে পারে যে যে পদার্থ প্রত্যয়ে পৃথিবীর কোন কোন কোন জায়গায় প্রত্যয়ে বস্তু হইতে অবিদিত ফ্রান্সিস নির্গত হয়, সেখানেই সেই পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। যেরূপ নিষ্কাশক তাড়িতের তাড়িতের মত এক প্রকার শব্দ শ্রবত হয় তাহা উৎপন্ন হয়, তবে সেখানেই তাড়িতের উল্লিখিত অগ্নি স্পন্দিতের মত কোন বি খাত ঘাঝা আলাদা হইতে পারে এবং তাহা পরিচালক পদার্থ অবশ্যই কখন কখন আনিলে তাহা এই নিবন্ধে উল্লিখিত করি য়াথে তিনি অতীত অনুবাদী হইলেন এবং

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্ম ঋতুতে এক দিন আকাশে মেঘ সন্দর্শন করত একখানি পটু বস্ত্রের খুঁটি পছন্দ করিয়া ফিলে ডেলকিয়া নামক স্থানের প্রান্তরে গমন করিলেন। কেবল ঋতুর একটি পুস্তকে সঙ্গে লইলেন। যুক্তিবিদের ভাণ্ডারে একটি সোফার কলা উন্নত ভাবে সংলগ্ন করিয়া রাখিলেন এবং উহার সাধোভাগে একপাতি সনক্কর বন্ধন করিয়া দিলেন। এই সনক্করের অর্থ প্রাপ্তে একটি লোপার চাচি বন্ধন করিলেন। আপনি বিদ্যাহে ভবিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই চাচি অধি নিদ্রায় নিদ্রা শেষে রেসমের সূত্র সংযোগ করিয়া দিলেন। যুক্তি উদ্ভূতী হইলে এই বন্ধন ফিদি হুঁপরিষ্ক মেঘ হইতে কিছু মায়া বিচ্ছিন্ন নির্গত হইতে দেখিলেন। তখন মিতান্ত খিনামান ও ভয়ংকর হইলেন। কিন্তু অনশ্বিত্যয়েই উহার অভিনাশ পূর্ণ ও সংশয় ভঞ্জন হইল। তিনি দেখিলেন যে সূত্র সংযোগ চাচি হইতে মুহূর্ত্ত অগ্নি ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল এবং সূত্রের সর্ভত্র বৈদ্যুত ব্যাপন প্রকটিত হইল। বনস্থর তিনি পূর্ববর্ত্তক প্রকারে মেঘ হইতে সমন্বিত স্মৃতি পদার্থ কার্যকর দেখিয়া, সূত্র বন্ধন স্থানী সকল পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। যখন স্ময়ালিন সাতের বর্জক তাড়িত বিদ্যাত এইরূপ অসাধারণ শ্রুত্ব হইল। তখন লোকেরে বিদ্যাজ্ঞানিত ভয়ঃ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নানা উপায় স্থির করিতে আরম্ভ করিল এবং তদবধি উচ্চ অট্টালিকা প্রভৃতিতে বস্ত্রবাক লৌহ হও স্থাপন কবিবার পক্ষিত প্রচলিত হইল। যে যে উপায় দ্বারা বিদ্যাসমি হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না তাহা অশ্রান্তে মিথিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য কৰ্ত্তক ইহা নিশ্চয় হইয়াছে যে, বিদ্যাহে যখন ঘোর নির্ধেয় পূৰ্বক ধরাতলে বা অন্য কোন বস্ততে পতিত হইয়া স্বীয় শক্তি দ্বারা সেস্থান বা সে বস্তকে দক্ষ ও ছিন্ন ভিন্ন করে, তখন আমরা তাহাকে বজ্র পাত বলিয়া উক্ত করি বাস্তবিক বজ্র ও বিদ্যাহে একই পদার্থ। প্রো-

ফেসর টমসন সাহেব ব্যক্ত করেন, যে কখন কখন শক ব্যতীরেকেও বজ্র হইতে পারে, কিন্তু বধন শব্দ ভিন্ন বজ্র পাত হয়, তখনি বৈদ্যাতালোকের বিশেষ আধিকা হইয়া থাকে এবং বধন অতি দূরে বজ্র পাত হয় তখনি অল্প শক শুনা যায়। বজ্র সামান্যতঃ মন্দিরে অট্টালিকায় বৃক্ষ পৰ্বত প্রভৃতি উচ্চ স্থানেই পতিত হয়, অতঃ এই মেঘ গর্জনে সৰ্ব প্রকার উচ্চ স্থান পরিভাগ করা বিধেয়। নিকটে উচ্চ বস্ত্র থাকিতে বজ্র কখন নিম্ন বস্ত্রতে পতিত হয় না। বস্ত্রের ভীষণ নাদ জ্বলণ কাগজ প্রাণ ভয়ে বৃক্ষমূলে উচ্চ গৃহতলে উপনীত হইয়া অনেক প্রাণ হারাইয়াছে। মেঘবস্ত্র ছুঁষণ সময়ে বজ্র ভয়ে মুক্তিকা তলে প্রবেশ করণ উচিত নহে। এক জন পাণ্ডিত্যবান যাহে কখন কখন মুক্তিকা হইতে তদন্তর্গত তাড়িত পদার্থ মেঘেতে গমন করে তএব তৎকালে মুক্তিকার প্রভৃতি অতি নিম্ন স্থলে থাকিলে অধিক আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। যখন আলোকের অন্তিমিলয়েই শক প্রাত হয়, তখনি নিকটে নথো বজ্রপাত হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। এমত স্থলে ভুতলে শয়ন করিয়া পাড়িলে প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। মেঘ গর্জনে কালে জলে বা জলাশয়ের নিকট থাকি অর্জবা এবং পোতাঙ্গি কোন প্রকার ধাতু পাত্র সঙ্গে থাকিলে পরিভাগ করা উচিত। উচ্চ সময় রেসমের বস্ত্র শরীরকে যাত্ত করিয়া রাখা এবং তুলা কমল ও পাখার শযায় শয়ন থাকি তাল অথবা শকটানি কটে থাকিলে তাহার নিম্নে যাওয়াও প্রেয়। বজ্র পতন কালে কাগজের দ্বারা শরীরকে আচ্ছাদন করিতে পারিলেও জীবন রক্ষা হইতে পারে।

যদিও বিদ্যাহে আপাততঃ মহা ভয়ানক বলিয়া বোধ হয় এবং উহাকে অনেক অপকারের হেতু স্বরূপ মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক উহা আমাদের অশেষ কল্যাণের কারণ। বিদ্যাহে বায়ু শোষণের এক প্রধান উপায়। যখন পৃথিবীর বায়ু রাশি বজ্র ও স্বনীভূত হইয়া মনুষ্যের পক্ষে অপকারী ও পীড়নকারক

হইয়া উঠে, তখন বিদ্যুৎ তাহার সেই দোষ পরিহার করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তদ্বারা রৌদ্রগোপলি নিবারণ করিয়া মরীচয় হ্রাস করিতে পারে। বিদ্যুৎ দ্বারা কোন কোন বিচক্ষণ চিকিৎসক পক্ষাঘাতাদি উৎকট উৎকট রোগের শাস্তিকরিয়া থাকেন এবং বৈদ্যুত শক্তি প্রভাবে উদ্ভিদ পদার্থ সকল নানা রোগ ও বিপদ হইতে রক্ষিত ও সুন্দররূপে বর্ধিত হয়। যখন সকল মঙ্গলালয় সর্বেশ্বর বিদ্যুতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন উদ্ভিদ দ্বারা যে আত্মাদিগের নিশ্চয় মঙ্গল উদ্ভব হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? জগতের কোন বস্তুই আত্মাদিগের অশুভ কার্য হইবে, জগদীশ্বর শাস্তি কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন সে সমস্তই তাঁহার বিশ্বব্রাহ্মণের কল্যাণ সাধন করিতে নিযুক্ত বহিয়াছে। যে উন্নয়নক সিদ্ধান্তটির নাম অরণে অনেকের মনে কল্প উপস্থিত হয় এবং যতাকে লোকের বিধন অনর্ধের তেজ বলিয়া মনে কবে বাস্তবিক সে বিদ্যুৎ আত্মাদিগের অশেষ প্রকার অসাধারণ কল্যাণের কাণ্ড।



গৌমসূর্য্যাদান ।

এদেশে বর্ষকালব্যধিই মনুষ্যশরীর হইতে বসন্তের বীজ লইয়া টীকা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, কিন্তু উক্ত পদ্ধতি দ্বারা সর্বদায় অনেক অনিষ্ট কার্যসাধা থাকে, উদ্ধার করিয়া অনেক সময় অনেকের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হয়, অতএব এপ্রকার ভয়ঙ্কর কুপদ্ধতি বর্জন করিয়া তৎ পরিবর্তে অন্য কোন প্রকরণ প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যিক। পূর্বে ক্যুলে, ইউরোপ যুগের মধ্যে অনেক স্থানে মনুষ্যের বসন্তের বীজ দ্বারা টীকা দিবার বীতি ছিল এবং কখনো দেশীয় লোকে শতভক্তি নানা প্রকার বিষ প্রাপ্ত হইত; অনন্তর ইউরোপীয় শ্রীশিক্ষ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গণ উপাযান্তর অবলম্বনে যত্নশীল হইয়া বদবধি তত্ত্বতা নামেণে গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছেন, তদবধি আর তথায় কোন প্রকার বিষ ঘটনা। এক্ষণে এ-

দেশীয় লোকের মধ্যেও কেহ কেহ গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার গুণ অবগত হইয়া সেই প্রথা অবলম্বন করিতে আৰম্ভ করিয়াছেন এবং যে সকল পরিবারের মধ্যে উক্ত প্রকারে টীকা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার দিগন্ত মধ্যে কখন কোন বিষণ্ড ঘটনা। সকলকেই সুস্থক্লে উত্তীর্ণ হইতে দেখা যায়। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে গোবীজ দ্বারা টীকা প্রদান করিলে কোন প্রকার নিম্ন ঘটনার সম্ভাবনা নাই এবং উক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি টীকা লয় তাহাকেও কোন রূপ ক্লেম পাইতে হয় না, বরং দেশীয় লোকের মধ্যে অনেকে কোন প্রকার প্রতিকার প্রমাণ প্রাপ্ত না হইয়া, অসুখি প্রতিকার পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারেন না। কিন্তু শাস্ত্রে মধ্যেও উক্ত পদ্ধতির প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যথাস্থিরিত এক বামি প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে গোবীজ দ্বারা টীকা দেবার কথা লিখিত আছে। এ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষিত হিন্দু নরকে প্রণয় মহামান শ্রীযুক্ত রাজা বৎসাকান্ত দেব স্বীয় পরিবার মধ্যে গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে দেশীয় মহাত্মাদিগের সমীপে আত্মাদিগের এই অসুখোদয় উপাযান্তর সকলে শাস্ত্রে যুক্তি দিয়া উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বসন্তরোগ ক্রান্ত নানা সম্ভাবিত বিষয় পরিহার করুন।



But when this end shall have been attained, and humanity at length stand at the point which is there tied to us? Upon earth there was no higher state than this—the generation which has once reached it, can do no more than stand there, steadfastly maintaining its position, and leave behind it descendants who shall do the like, and who will again have stood upon the summit, to follow in their footsteps. If man, would he stand still upon his path, and descend, or would he end cannot be far higher, and the world, and in conceivable, attainable, and finite, although we consider all preceding generations as means for the production of a better and complete one, we do not thereby cease the production of a new man, — is what only they of the future? Since a human race has appeared upon the earth, its existence there must certainly be to an end, with, and not contrary to, reason, and it must attain all the development which it is possible for it to attain on earth. But why should such a race have an existence at all,—why may it not as well

How remained in the womb of chaos? Reason is not for the sake of existence, but existence for the sake of reason. An existence which does not of itself satisfy reason, and solve all her questions, cannot by possibility be the truth being.

And, then, in those actions which are commanded by the voice of conscience,—by that voice whose mandate I never dare to criticise, but must obey as laws of obedience,—are those actions, in reality, always the means, and the only means, for the attainment of the earthly purpose of humanity? Still I cannot do otherwise than refer them to this purpose and dare not hit on another object in view to be attained by means of them, is inevitable. But then are these, my intentions, always faltered? Is it enough that we will what is good, in order that it may happen? Alas! many virtuous intentions are entirely lost for this world, and others appear even to hinder the purpose which they were designed to promote. On the other hand the most desirable passions of men, their virtues and their crimes often, for evil, more certain, the good cause than the endeavors of the Christian man, who will never do evil that good may come! It seems that the highest Good of the world pursues its course of increase and prosperity quite independently of all human acts, or views according to its own law, though omnipotent and all-powerful, cannot see the heavenly bodies and their appointed course independently of all human effort; and that this power carries forward, in its own great plan, all human intentions, good and bad, and with all-powerful power, employs for its own purpose that which was undertaken for other ones.

This order of the attainment of this earthly end could be the purpose of our existence, and every doubt which reason could start with regard to it were dissolved, yet would the end not be ours, but the end of that unknown power. We do not know even for a moment, what is conducive to this end, and no being is left to us but to rise by our actions some material, no matter what, for this power to work upon, and to leave to it the task of elaborating this material to its own purpose. It would, in that case, be our highest wisdom not to trouble ourselves about matters that do not concern us, to live according to our own fancy or inclinations, and quietly leave the consequences to that unknown power. The moral law within us would be void and superfluous, and absolutely unfit to be a being destined to nothing higher than this. In order to be at one with ourselves, we should have to refuse obedience to that law, and to suppress it as a perverse and foolish fanaticism.

Not—I will not refuse obedience to the law of duty,—as surely as I live, and am, I will obey, absolutely because it commands. This resolution shall be first and highest in my mind; that by which everything else is determined, but which is itself determined by nothing else,—this shall be the innermost principle of my spiritual life.

But, as a reasonable being, before whom a purpose must be set solely by its own will and determination, it is impossible for me to act without a motive and without an end. If this obedience is to be recognised by me as a reasonable service,—if the voice which demands this obedience be really that of the creative reason within me, and not a mere fanciful enthusiasm, invented by my own imagination, or communicated to me

somehow from without,—this obedience must have some consequence, must serve some end. It is evident that it does not serve the purpose of the world of sense;—there must, therefore, be a supersensual world, whose purposes it may promote.

The mist of delusion clears away from before my sight! I receive a new organ, and a new world opens before me. It is disclosed to me only by the law of reason, and answers only to that law in my spirit. I apprehend this world,—limited as I am by my sensuous view, I must thus name the unnameable—I apprehend this world merely in and through the end which is promised to my obedience;—it is in reality nothing else than this necessary end itself which reason annexes to the law of duty.

Setting aside everything else, how could I suppose that this law had reference to the world of sense, or that the whole end and object of the obedience which it demands is to be found within that world, since that which alone is of importance in this obedience serves no purpose whatever in that world, can never become a cause in it, and can never produce results. In the world of sense which preceded on a chain of material cause and effect, and in that which, whatever happens depends merely on that which preceded it, it is never at any moment law, and with what motives and intentions, or actions is performed, had only respect to the actions.

Had it been the whole purpose of our existence to produce an earthly condition of our race, there would only have been required an unerring mechanism by which our outward actions might have been determined, and we would not have needed to be more than wheels well fitted to the great machine. Freedom would have been, not merely in vain, but even obstructive; a vacuum well wholly superfluous. The world would, in that case, be most unskillfully directed, and attain the purposes of its existence by unuseful extravagance and circuitous byeways. Haste then, mighty World-Spirit! withhold from us this freedom, which thou art now constrained to adapt to thy plan, with labour and contrivance; hasten thou rather at once compelled us to act in the way in which thy plan requires that we should act, then wouldst have attained thy purposes by a much shorter way, as the humblest of the dwellers in these thy worlds can tell thee. But I am free; and therefore such a chain of cause and effects in which freedom is absolutely superfluous and without aim, cannot exhaust my whole nature. I must be free; for it is not the mere mechanical act, but the free determination of free will, for the sake of duty and for the ends of duty only,—thus speaks the voice of conscience within us,—this alone it is which constitutes our true worth. The bond with which this law of duty binds me is a bond for living spirits only; it demands to rule over a dead mechanism, and addresses its decrees only to the living and the free. It requires of me this obedience;—this obedience therefore cannot be nugatory or superfluous.

J. G. FICHTE.

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

আগামী ৩০ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় ভল যুগে সার্বসরিক সভা হইবেক, তাহাতে গত বর্ষীয় সমুদায় কর্ম সাধারণরূপে সভা-গণকে অবগত করা যাইবেক, অতএব সভা মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীমতাপ্রসাদে রায়।

শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।

সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৭ শ.
কের ত্রৈমাসিক অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত
আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

| | |
|-------------------------------|---------|
| ধান প্রাপ্ত | ৯১৭৭৮ |
| পুস্তক বিক্রয় দ্বারা প্রাপ্ত | ১০১৪১৫ |
| তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে প্রাপ্ত | ৭৩ |
| কোষ কাগজ বন্ধক | ১০০ |
| গত মাসের স্থিত | ১৫৪৪/১৫ |

১৩৪৬৭০/৫

ব্যয়

| | |
|---------------------|---------|
| কর্ম চারি গণের বেতন | ৮৩৬১/১০ |
| বিবিধ ব্যয় | ৩১৩ ১০ |

১১৪৯১০/০

স্থিতি

| | |
|-------|-------|
| স্থিত | ১২৭৪৫ |
|-------|-------|

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

| | |
|-------------------------|---|
| শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র রায় | ১ |
| “ ভাষাচরণ সেন | ৩ |
| “ কার্তিকেরচরণ মল্লিক | ৪ |
| “ কাশাইলাল মিত্র | ১ |

| | |
|------------------------------|----|
| শ্রীযুক্ত উমাচরণ চন্দ্র | ১ |
| “ কেশবলাল মল্লিক | ১ |
| “ গোপাললাল মিত্র | ৫ |
| “ যশোদাকুমার শাইন | ৩০ |
| “ জগজন্ম রাশ | ৪ |
| “ নৈকুণ্ঠনাথ সেন | ৮ |
| “ জয়গোপাল সেন | ৭ |
| “ গোবিন্দচন্দ্র দাস | ১০ |
| “ প্রসন্নচন্দ্র চন্দ্র | ১ |
| “ মাধবচন্দ্র দাস | ৪ |
| “ শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় | ১ |
| “ রাজারাম মুখোপাধ্যায় | ১ |
| “ আনন্দচন্দ্র গাঙ্গুলি | ১ |
| “ প্যারীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় | ১ |
| “ গোপালচন্দ্র দত্ত | ১ |
| “ মনমোহন সেন | ১৫ |
| “ মণিলাল মল্লিক | ১ |
| “ যাকব আল মুখোপাধ্যায় | ১ |
| “ হরচন্দ্র দাস | ১২ |
| “ ব্যাসেশ্বর বসু | ১ |
| “ গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ১ |
| “ গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডে | ১ |
| “ গিরিশচন্দ্র পাণ্ডে | ১ |
| “ মনমোহন সেন | ১ |
| “ রাখানাথ শিখর | ১ |
| “ কৈলাসচন্দ্র বসু | ৫ |
| “ বন্যপ্রসাদ রায় | ২৫ |
| “ নীলাদর মুখোপাধ্যায় | ১ |
| “ চন্দ্রশঙ্কর শিখর | ২৫ |
| “ কালীকুমার ঘোষ | ১ |
| “ শিবচন্দ্র মল্লী | ৫ |
| “ কাঙ্গাচরণ দত্ত | ১ |
| “ হলাধর চক্রবর্তী | ১ |
| “ সোমনাথ ঘোষ | ১ |
| “ শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১ |
| “ গোপালচন্দ্র বসাক | ১ |
| “ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক | ১ |
| “ রাজচন্দ্র ঘোষ | ১ |
| “ শ্রীনাথ দাস | ১ |
| “ চুনিলাল চন্দ্র | ১ |
| “ হরিশোভন সেন | ১ |
| “ উমেশচন্দ্র মিত্র | ১ |

| | |
|----------------------------------|---|
| শ্রীযুক্ত কেম্রমোহন মুখোপাধ্যায় | ১ |
| " শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় | ১ |
| " কেশবাম দে | ১ |
| " ব্রহ্মলাল বসু | ১ |
| " শ্রীনাথ সন্দিকার | ১ |
| " অক্ষয়কুমার দত্ত | ১ |
| " চন্দ্রমোহন সেন | ১ |
| " নাগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার | ১ |
| " কানীকর দত্ত | ১ |
| " তারণীচরণ মুখোপাধ্যায় | ১ |
| " কালচাঁদে মিত্র | ১ |
| " ব্রহ্মসুন্দর মিত্র | ১ |
| " চন্দ্রকুমার গজোপাধ্যায় | ১ |
| " রামনাথ হালদার | ১ |
| " অক্ষয় সর্কর | ১ |
| " রাজবল্লভ মলিক | ১ |
| " বিনোদিনীলাল বসাক | ১ |
| " সুনীমোহন চৌধুরী | ১ |
| " উমাদাস দত্ত | ১ |
| " দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১ |
| " মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | ১ |
| " বেণীমাধব দে | ১ |
| " নবরুদ্র বসু | ১ |
| " রাজনারায়ণ দত্ত | ১ |
| " উদেশচন্দ্র মিত্র | ১ |
| " যতুনাথ সর্কর | ১ |
| " শঙ্করচন্দ্র কব | ১ |
| " ভবানীচরণ সেন | ১ |
| " মোকননাথ ঘোষ | ১ |
| " নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১ |
| " শ্যামচরণ হস্তবাগীশ | ১ |
| " দুর্গারাম গুপ্ত | ১ |
| " জ্ঞানানন্দ বেদান্তবাগীশ | ১ |
| " মথুরানাথ কুণ্ডু | ১ |
| " দিননাথ মণ্ডল | ১ |
| " রামভদ্র চক্রবর্তী | ১ |
| " রুক্ষনাথ কুণ্ডু | ১ |
| " হারিকানাথ কুণ্ডু | ১ |
| " কটীকর্চাদ মজুমদার | ১ |
| " রামধন মজুমদার | ১ |

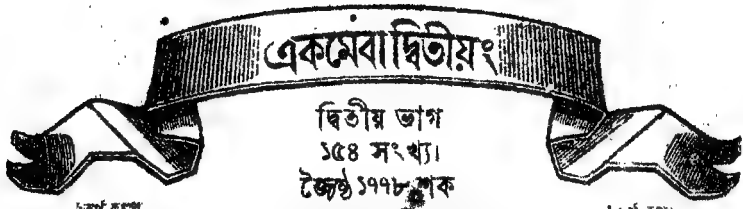
| | |
|------------------------------|---|
| শ্রীযুক্ত হরিনাথ কুণ্ডু | ১ |
| " নবীনচন্দ্র কুণ্ডু | ১ |
| " রাজা কালীকুমার মল্লিক রায় | ১ |
| " গোপালচন্দ্র কাজল | ১ |
| " হরদেব চট্টোপাধ্যায় | ১ |
| " দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১ |
| " গণেশনাথ ঠাকুর | ১ |
| " সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১ |
| " যজ্ঞেশপ্রকাশ গজোপাধ্যায় | ১ |
| " নীলকমল মুখোপাধ্যায় | ১ |
| " নতীলাল মজুমদার | ১ |
| " গুণেন্দ্রনাথ রায় | ১ |
| " কাশীনাথ দত্ত | ১ |
| " উম্মাচরণ সেন | ১ |
| " গৌরগোপাল বসাক | ১ |
| " আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় | ১ |
| " শ্যামলাল মিত্র | ১ |
| " রামকানাই সেন | ১ |
| " বামনরায়ণ কব | ১ |
| " বিশ্বভূর বসু | ১ |
| " দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১ |
| " শঙ্করচন্দ্র মিত্র | ১ |
| " মহোদয়নাথ পাক হাঙ্গী | ১ |
| " কাণ্ডাউলাল পাইন | ১ |
| " পার্শ্বমোহন বসু | ১ |
| " মনোমোহন বসু | ১ |
| " লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র | ১ |
| " কুঞ্জবিহারি চক্রবর্তী | ১ |
| " গোপাললাল বসাক | ১ |
| " কাশীশ্বর মিত্র | ১ |
| " প্রতাপনারায়ণ সিংহ | ১ |
| " প্রপালনের সমষ্টি | ১ |
| দানাপারে প্রাপ্ত | ১ |

১৯৪৫

জন্মশোভন

এই পত্রিকা ১১ পৃষ্ঠের ১৩ ডিগ্রি ৩০ ও ৪১ পৃষ্ঠে
 ক্রমে "মিত্র" শব্দ আছে, তাহার পরিবর্তে "মিত্র
 ভিহার" হইবেক।

১১ ইলাখ সনিবার নং ১১১০ কলিকাতা ১৯৪৫



একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ

১৫৪ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৮ শক

১তম বর্ষ

১তম বর্ষ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ভাষ্যে নিত্যং জ্ঞানমনসং পিণ্ডং লভন্তঃ নিরবসরমেকেমেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপিনস্বর্নিনিসঙ্গঃ শ্রমঃ-
বিৎ সজ্ঞপক্ষিমৎ পরং পূর্নমিতি ॥

তত্ত্বিনী প্রাতিভঙ্গ্য প্রিয়তঃর্গ্যাদাপনক্ত তদ্ব্যাপনমেব ॥

স্তোত্র ।

তে ভগবদীশ্বর ! তোমার করুণা অব-
লম্বন পূর্ণক আমরা নিঃস্বপ্নে সমস্তের কাল
অতীত করিয়া পুনর্বার নববর্ষের প্রথম
দিবসে পদক্ষেপ করিতেছি, অতএব সেই
এক বৎসর কাল মধ্যে তোমার নিকট হ-
ইতে আমরা যে সমস্ত করুণা ভোগ করি
য়াছি, তাহা স্মরণ পূর্বক তোমাকে মনের
মহিত নমস্কার করিতেছি। এই সমস্তের
কাল মধ্যে তুমি আমাদিগের প্রতি যে সকল
করুণা বর্ষণ করিয়াছ, তাহা আমি কি
প্রকারে বাক্য করিব, তাহা বাক্যেতে বাক্য
করা দূরে থাকুক তাহা আমি মনেতেও
ধারণ করিতে সক্ষম নহি। আমি বসন্ত
কালে সুগন্ধ কুম্ভ মলিন মন্দ মন্দ মলম
মারুত প্রাপ্ত হইয়া যে অল্পপম সুখ লাভ
করিয়াছি, কি তাহা স্মরণ করিব! গ্রীষ্মা-
ন্তে নব মেঘনিঃসৃত বারি ধারা প্রাপ্তে শরীর
শীতল করিয়া যে সুখে সুখী হইয়াছি তাহা-
ইবা কি মনে করিব! তোমার স্মৃতি দিবা-
করের উদয়ান্ত কালে প্রতিদিন উষা ও স-
ন্ধ্যার মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া আ-
মরা যে আশ্চর্য্য মন্ত্রমুগ্ধ ভোগ করিয়াছি
কি তাহা মনে করিয়া তোমার প্রেমরসে
সাবিত হইব। তোমার হস্ত রচিত পূণ-
্যশব্দর প্রতি পৌরোহিত্যে নিশীতে আমা-

দিগকে যে আনন্দ প্রদান করিবারে কি শক্তি
স্মরণ করত এক কালে তোমার নিকটে
তোমার নাম হইব। এই এক বৎসরের মধ্যে
আমরা প্রণয়াল্পম প্রিয়বাক্যি দিগের নিকটে
হইতে সুমধুর প্রণয় ভাব প্রাপ্ত হইয়া
তুষ্টি লাভ করিয়াছি কি তাহা মনে করিব
ভাকি ভাজন গুরুজন দিগের নিকটে
হইতে তুল্য ভ্রম্মেহ রক্ত লাভ করিয়া
আনন্দ উপভোগ করিয়াছি কি তাহা স্মরণ
করিব। আমি তোমার কোন গুণ কীর্তন করি
ব ও কোন করুণা স্মরণ করিব তাহা স্থির
করা অসাধ্য। এই সমস্তের কাল মধ্যে
কেবল যে আমাদিগের সুখের ঘটনাসকল
তোমার করুণা দৃষ্ট হইয়াছে এমন মনে
সমস্ত ঘটনাকে আমরা দুঃখকরকামনে
করিয়াছি তাহার ও মধ্য হইতে তোমার অপর
করুণা প্রকাশ পাইয়াছে আমরা এক সমস-
যাহাকে দুঃখজনক বাপসর মনে করিয়া
অভিশয় কাতর হইয়াছি সমস্যাধরে ভয়
হইতে কত প্রকার বক্তৃত্বা উপদেশ ও
লভি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি এক পরম
ঘটনাকে আমরা বিপদের কারণ মনে
করিয়া বিষয় হইয়াছি, সমস্যাধরে
আবার আমাদিগের বিশেষ মঙ্গল
কারণ হইয়াছে। এই কালের মধ্যে তুমি
আমাদিগকে নামামতে যে সকল বিপদ
হইতে রক্ষা করিয়াছ তাহার একটুকর

নে হইলেই শরীর সোমাকিত হইয়া উঠে।
 তোমা হইতে আমাদের জ্ঞান ধর্ম প্রাপ্ত
 সকলেই বঞ্চিত পাইয়াছে। কত সময় আ-
 মরা দোর ঘেঁষে মুহূর্তমান হওয়াতে আমা-
 দিগের চিরোপার্জিত ও নিত্য সাক্ষাত অমূল্য
 ধর্ম রত্ন বিবজিত হইয়া পাপ পঙ্কে পতন
 হইবার সদ্ভাবন হইয়াছে, কিন্তু তোমার
 প্রসাদে পুনর্দার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আ-
 মরা তাকা হইতেও রক্ষা পাইয়াছি। কত
 সময় তোমার প্রতিশ্রুতি নিয়মের অন্যথাচ-
 রণ করিতে আমাদের মৃত্যু-প্রাসে পার্জি-
 ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু তোমার
 রূপাবলে পুনর্দার প্রাণদান পাইয়া আম-
 রা সেই বিপদ হইতে রক্ষিত হইয়াছি।
 তোমার করুণা আমরা প্রতি নিশ্বাসেই ভো-
 গ করিয়াছি এবং তোমার প্রীতি আমরা
 প্রতিক্ষণেই প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি যে দি-
 কে নেত্র পাত করি সেই দিকেই কেবল
 তোমার করুণার চিত্র দেখিতে পাই। আ-
 মাদিগের নৈত্র তোমার করুণার চিত্র, কণ-
 তোমার করুণার চিত্র এবং বাক্য মনও
 তোমার করুণার নিদর্শন; পৃথিবীতে ওপরি
 বনস্পতি ও পশু পক্ষী প্রভৃতিতে তোমার
 দ্বার কার্য এবং গগন মণ্ডলে সূর্য্য উল্ল
 এত নক্ষত্রও তোমার করুণার দাক্ষিণ্য, এবিধ
 কেবলই তোমার করুণার সাপার। মনু-
 যা যদি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বর্জিতম করে ত-
 ষাণি তোমার করুণা সিক্তর এক বিশুদ্ধ মা-
 হেরও শেষ হয় না, অতএব আমি তোমার
 সপার করুণা সাগরে পতিত হইয়া কি প্র-
 কারে পাত প্রাপ্ত হইব। তোমার সৃষ্টির
 কি আশ্চর্য্য কৌশল এবং সেই কৌশল ম-
 য়ে কি অদ্ভুত করুণা প্রকাশ পাইতেছে।
 তোমার পৃথিবী জমিন কালেও পুরাতন হ-
 ইবার মর্মে, প্রত্যেক বৎসরই আমাদের
 নিকটে মৃত্যু রূপে প্রকাশ পাইতেছে
 এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র মৃত্যুই সৃষ্টি ধারণ ক-
 রিবার পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইতেছে। এক
 সূর্য্য-প্রতি দিনই উদয় কালে আমাদের
 চক্রে সূর্য্য বহিয়া লক্ষিত হইতেছে এবং
 একতন্ত্র প্রতি পূর্ণমাসেই একদীপ্তই যেন অ-
 পূর্ণ মন পরিভ্রম পরিধান পূর্ণক আকাশ

বশুনে উদিত হইতেছে। হে জীবনের
 জীবন, প্রব সত্য সত্যতন! তুমি আমা-
 দিগের নিত্য কালের রাজা এবং চিরদিনের
 বন্ধু, আমরা কোন কালেও তোমার আশ্র-
 যের বহিত হইব না, এবং কোন কালেও
 তোমার প্রেমে বহিত হইব না, তুমি আমা-
 দিগের জন্মাবধি একাল পর্য্যন্ত যেকোন কল্পণা
 পূর্বক রক্ষা করিলে, পরিণামেও নিশ্চয় আ-
 মরা তোমার নিকট হইতে তরুণ রূপা-
 লাভ করিব; তোমার সহিত যে আমাদের
 গের নিত্য সঙ্ক নিবন্ধ রহিয়াছে, তাহা
 কোন রূপেই অন্যথা হইবার মর্মে। আম-
 মরা যে অবস্থায় অবস্থান করি তুমি আ-
 মাদিগের রাজা এবং আমরা যে দেশে
 যে স্থানে গমন করি সেই স্থানেই আমরা
 তোমার রাজ্যের প্রজা, আমরা তোমাকে
 পরিত্যাগ করিয়া আর কাছের শরণাপন্ন
 হইব এবং তোমার রাজ্য হইতে প্রস্থান
 করিয়া আর কোথায় বাস করিব? তুমি
 বিশুদ্ধ ও বিশ্বপতি এবং সকলের শরণা
 ও সকলের সুরক্ষ; তোমার ভাবের তুলনা
 আর আমি কোথায় প্রদর্শন করিব, তুমি
 অন্তর্যম ও অদ্বিতীয় হইয়া একাকী এই নি-
 খরাজের আধিপত্য করিতেছ। তোমার
 তুলা রাজ্যই বা আর আমরা কোথায় প্রাপ্ত
 হইব এবং তোমার তুলা সুরক্ষ বা আর আ-
 মরা কোথায় দর্শন করিব! তুমি ধনীকে
 ধন পৌরবের জন্য আদর কর না এবং দীন
 ভাবাপন্ন বিপন্ন রাজ্যকে নির্ধন দেখিয়াও
 ঘণা কর না। তুমি রাজ্য প্রজা ও ধনী দরিদ্র
 সকলকেই সমদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কর। তুমি
 সকলেরই জন্য বাহু প্রসারিত করি-
 যা রাখিয়াছ, আলস্য পরিত্যাগ পূর্বক
 যে তোমার পথের পথিক হয় তাহা-
 কেই তুমি আশ্রয় প্রদান কর। হে স্ব-
 প্রকাশ অন্তরাজ্য! বাহু বিবয়ের মায়া তো-
 মাকে দর্শন করিবার জন্য চক্ষু-ধূলি ম-
 করিবার আবশ্যক হয় না, মনে করিলেই তো-
 মাকে হৃদয় শাসন করিয়া সূর্য্য হস্ত
 বাহু এবং যত্ন করিলেই সর্বত্র হইতে তো-
 মাকে লাভ করা যায়, অতএব কে তোমা-
 কে তুল্য ভাবিয়া দর্শন করে? অর্থাৎ তুমি

মার তুল্য স্বল্পত বস্ত্র আর কি আছে? তুমি তত্ত্ব জ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রেম রসজুতে সততই বস্ত্র রত্নিগ্রাহ এবং সর্বদাই প্রেমিক ব্যক্তির মানস মন্দিরে বিরাজ করিতেছ। এই বিশ্বরূপ বিস্তীর্ণ কানন মধ্যে তুমি এক মাত্র অদ্বিতীয় পুষ্প স্বরূপে বিকশিত হইয়া বিরাজ করিতেছ, যে ব্যক্তি একবার সেই পুষ্প সন্দর্শন করিতেছে, তাহার আর চক্ষু কিরাইবার সাধ্য হইতেছে না। সে নেত্র স্থির করিয়া কাল ঘাপন করিতেছে এবং সেই অনুপম পুষ্পের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া কত শত ভাগ্যবান ব্যক্তি এক কালে তৃপ্ত হইয়া র-
 ছিয়াছে। হে সৌন্দর্যের আকর ও প্রে-
 মেয় সাগর! আমি যখন তোমাকে সন্দর্শন
 করি, তখন এজগৎ আমার নিকট হইতে
 বিলুপ্ত হয় এবং যখন আমি তোমাকে স্ম-
 রণ করি, তখন আমি আপনাকেও বিস্মৃত
 হই। তুমি মৃত্যুই স্নানকর এবং তুমি
 তাই সর্ব চেষ্টা হয়, প্রেমিক ব্যক্তি যে কি
 কারণে সর্বদা তোমার সন্ধান লোভ ক-
 রিতে, অভিলাষ করে এবং তোমার লাভার্থে
 নালারিত হয়, তাহা বর্জিত অপ্রেমিক জ্ঞানে
 তাকা কি প্রকারে বোধ গন্য করিতে পা-
 রিবে? পতঙ্গ যেরূপে জনা দীপ্তাঙ্গিকে প্রীতি
 করে, তাহা পতঙ্গই জানে এবং তৃপ্ত চা-
 তক যে কি কারণে অন্য জল পান না করি-
 য়া এক দৃষ্টে মেঘাভিমুখী হইয়া কাণ ঘাপন
 করে, তাহা সেই চাতকই বলিতে পারে।
 যে ভাগ্যবান পুরুষ তোমার প্রেমে মগ্ন হ-
 ইয়াছে, তোমাকে প্রাপ্ত হইলেই তাহার
 সকল কামনা পূর্ণ হয়। হে প্রণয়স্পন্দ পরম
 বন্ধু! মনের এই প্রকার ধর্ম যে প্রিয়ব্যক্তিকে
 কিছু প্রদান করিতে সতত অভিলাষ হয়;
 কিন্তু আমি তোমাকে কি প্রদান করিয়া সে
 অভিলাষ পূর্ণ করিব? এসংসার মধ্যে এ-
 মন বস্ত্র কি আছে, যে তাহা আমার বলি-
 য়া আমি অধিকার করিতে পারি। এবিস্ব-
 সংসার সকলই তোমার; মানবের ধন জন
 ঘোষন বিদ্যা বুদ্ধি সম্পত্তি সকলই তোমার
 প্রদত্ত। বাহ্য বস্ত্র আমি তোমার বস্ত্র
 তোমাকে প্রদান করিয়া মনের তৃপ্তি সাধন
 করণার্থ একান্তির মনে তোমাতে আত্ম-স-

মর্পণ করিতেছি এবং চিরদিনের জন্য তো-
 মার শরণাপন্ন হইতেছি। তোমার প্রে-
 মাগ্নি যেন আমার হৃদয় হইতে কস্মিন্ ক-
 লেও নির্বাণ না হয়। তুমি সর্বজ্ঞ সর্বা-
 স্ত্বার্থী, তুমি সকলোই মনের ভাব জানি-
 তেছ, তথাপি সূক্ষ্মদের সাক্ষাৎ পাইলে ম-
 নোগত কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। বলিয়া আমি
 তোমার নিকট অধিকারের ভাবে এক নি-
 বেদন করিতেছি যে হে মাধব! তুমি ক্ষণ-
 কালের জন্যও আমার হৃদয় সিংহাসন প-
 রিত্যাগ করিও না। তুমি বাহুগু কাম্পবন্ধু
 এবং সর্ব সুগদাতা তুমি আমাদিগের প্রা-
 র্থনার পূর্বেই সকল কামনা সিংহাসন করি-
 য়া রাখিয়াছ, তথাপি তুমি রাজা এবং
 আমি প্রজা বলিয়া আমার মন পুনর্বার
 এই প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিতেছে যে
 কল্পনা সিন্ধু সীম বন্ধু! আমার চেতনায় যে
 তোমার মহিম্য বর্ণন করিতে করিতে ক্ষয়
 হয়, আমার বাক্য যেন তোমার যশ কে
 হীন করিতে করিতে শেষ হয়, আমার নেত্র
 যেন তোমার রচনা মধ্যে অক্লিষ্ট তোমাকে
 দর্শন করিয়া নিরন্তর প্রেমাগ্নি বিস্কলন করে
 এবং আমার হৃদয় যেন চির দিনের জন্য
 তোমার আশ্বাসের স্থান হয়।

ও একমেবাদ্বিতীয়ম্

পরমেশ্বরের মহিমা।

পশুদিগের সংস্কার

অবনীমণ্ডলে বহু প্রকার জাত চি-
 দামান আছে তন্মধ্যে মনুষ্য জাতিই সর্ব
 প্রধান। মনুষ্য জাতির অসংখ্যক বিভিন্ন
 সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যে জগৎস্থর ম-
 নবকে মর্ত্য লোক বাসী অপব্যাপর জীবের
 অধীশ্বর করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্যের
 পরিণামদর্শনশক্তি ও হৃত্যন্তরায়ণ কবি-
 তার অস্তুত কর্মতা এবং অপব্যাপর মান-
 বিঘরের সহিত স্মীয় প্রকৃতির বহু নিকটপ
 করিয়া কার্য্য করিবার সাধ্য দেখিলে তৎক-
 বিশ্বরাপদ হইতে হয়, যখন আমরা ব্র-
 হ্মি বিহীন ইতর পশুদিগের স্তোত্রজন পান
 ও বৎস পালন প্রভৃতি নানা কার্য্যের প্রে-

কি নেত্রপাত করি তখন আমাদিগকে সেইরূপও বিশ্বয়াগর হইতে হয়—তখন জগদীশ্বরের অনন্ত শক্তি ও অপার মহিমা আমাদের হৃদয়ে জাজ্বল্য মান হইয়া উঠে।

মনুষ্য একাত্ম শক্তি সম্পন্ন হইয়াও যে প্রকার ভ্রমেতে আপন দেহ যাত্রা নির্ধারণ করিয়া থাকে ইতর পশুদিগের কোন জ্ঞান শিক্ষা ও বুদ্ধি শক্তি ন্যায়কণ্ঠেও তাহার্য্য সেইরূপ স্বস্তম্ভ পূর্বক আপনাদিগের সমস্ত জীবন ক্রম সমাধা করিতে সমর্থ হয়। বুদ্ধির পরিবর্তে পরমেশ্বর ইতর পশুদিগকে এক অজান্ত ও অপরিবর্তনীয় সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, সেই সংস্কার ধলেই উহার্য্য আপনাদিগের সমস্ত ধারণার সাধন করিতে সমর্থ হয়। যে শক্তি দ্বারা পক্ষী জাতক নীচ নির্মাণ করিতে পারণ হয়, মনু মক্ষিকা দিগের যে শক্তি থাকতে তাহার্য্য আশ্রয় সংক্রম প্রস্তুত করিতে পারে এবং উষ্টের যে শক্তি থাকতে উষ্ট্র বহু দূর হইতে নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় জানিতে পারে, সামান্য সেই শক্তিকেই পাণ্ডুরগণ সংস্কার বলিয়া উক্ত করেন। পশুদিগের উক্ত সংস্কার অতি অল্প কৃষ্টি, উহা কাশ্ম কালেও পরিবর্তিত বা উন্নত হইবার মতে, চির দিন সমভাবে থাকে। শতবর্ষ পূর্বে যে জাতীয় পশুকে যে প্রকার কাম্য করিতে দেখা গিয়াছে শতবর্ষ পরেও সেইরূপ কাম্য করিতে দেখা যায়। উক্ত সংস্কার প্রভাব এক এক পশু এমন এক এক স্বস্ত কাম্য সম্পন্ন করে, যে মনুষ্য শতবর্ষ পরিত্যক্ত করিলেও তাহাতে বুদ্ধি প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। আমেরিকা দেশীয় বিবর নামক পশুর বাসস্থান নির্মাণ করণের বিষয় যে ব্যক্তি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাকেই চমৎকৃত হইতে হইয়াছে। উহার্য্য যেকণ অসাধারণ কৌশল পূর্বক আপনাদিগের আবাস গৃহ প্রস্তুত করে তাহা বিশেষ রূপে এই পত্রিকার ১৭৮ সংখ্যার ৪১ পৃষ্ঠে লিখিত হইয়াছে। জল মার্জারদিগের বাস স্থান নির্মাণ করণও অল্প আশ্চর্যের

বিষয় নহে। উহার্য্য স্মৃশনাদিগের আবাস স্থান নির্মাণ করিতে যে প্রকার কৌশল প্রকাশ করে, বিশেষ বুদ্ধিমান মোক্কেও হঠাৎ সেই প্রকার শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। উহার্য্য নদ নদী প্রভৃতি কোন জলাশয়ের তীরে মুক্তিকার নিজে গছের করিয়া আপনাদিগের আবাস স্থান প্রস্তুত করে এবং নদ নদী প্রভৃতির জলময় তলস্থ ভূমিতে ছিদ্র করিয়া এই বাস স্থানে গভীরত করিবার পথ প্রস্তুত করে। উহার্য্য আপনাদিগের বাস স্থানে প্রবেশ করণার্থ জল মধ্যে ঘের জুই প্রস্তুত করে, উক্ত জলাশয়ের তল চইতে ক্রমে উর্দ্ধালিমুখে চালিত হইয়া এই বাস স্থানের সহিত মিলিত হয়। কঙ্গ মার্জারদিগের বাস গছের মধ্যে তিন চারিটি পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠ থাকে এবং উহার্য্য সেই সমস্ত প্রকোষ্ঠে জলাশয়ের পানী হইতে এক উর্দ্ধ দেশে নির্মাণ করে যে ত্রিমুখিত জলাশয়ের জল অপেক্ষাকৃত সমধিক বৃদ্ধি হইলেও তাহা সঞ্চিত হইতে পারেনা। মারমট নামক জন্তুদিগের আবাস নির্মাণ বিষয়েও বিশেষ নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। উক্ত জন্তুর্য্য পর্বত বা গিরিতলে মুক্তিকার নিজে কিনন্দর অন্তর করিয়া চইটি পৃথক ছিদ্র নির্মাণ করিয়া হাতের এবং তাহা ক্রমে উর্দ্ধদিকে লম্ব বক্রভাবে চালিত করিয়া উভয় ছিদ্রের মুখ একত্র মিলিত করে। যে স্থানে এই উভয় ছিদ্রের মুখ আসিয়া পরস্পর মিলিত হয়, সেই স্থানে উহার্য্য বাসোপযোগী সম-তল বিশিষ্ট একটি মূল গছের নির্মাণ করে। এই গছের তলে উহার্য্য ভূগ ও শৈবল দ্বারা অপরূপ কোমল শয্যা বিস্তারণ করে। উল্লিখিত ছিদ্র দুয়ের মধ্যে একটি দ্বারা উহার্য্য আপনাদিগের বাস স্থানে গভীরত করিয়া থাকে এবং আর একটির মধ্যে উহার্য্য মল বৃত্রাদি ত্যাগক্রমে পরি-ত্যাগ করে। উক্ত প্রকার এক একটি বাস গৃহের মধ্যে কতিপয় মারমট একত্র বাস করে এবং উহার্য্য সকলে একত্র মিলিত হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা এই বাস গৃহের সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। শীত ঋতুর উপক্রম দেখিয়াই উহার্য্য আপন-

দিগের বাস গৃহের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে এবং আগামী বসন্ত কাল পর্য্যন্ত সেই গৃহেরে নিষিদ্ধ থাকে। এতদ্দেশীয় বাবুই নামক পক্ষির বাস। অনেকেই সন্দর্শন করিয়াছেন; উক্ত পক্ষীরা আপনাদিগের নীড় নির্মাণ বিষয়ে যে অল্পপম কৌশল প্রকাশ করে, মহামহা শিল্পকারী বিচক্ষণ লোকেরা ও ছাত্রের অনুকরণ করিতে সমর্থ হয় না। উহার। যে কি রূপ কৌশল দ্বারা অতি সূক্ষ্ম তৃণপর্ণাদি একত্র সংযুক্ত করিয়া এ প্রকার অপূর্ণ নীড় প্রস্তুত করে, তাহা বোধ গম্য করিবার সাধ্য হয় না। উছাদিগের নীড়ের সঙ্গি স্থানে কোন অস্তি কি কোন প্রকার রুদ্ধ নির্যাসাদি কিছুই দৃষ্ট হয় না অথচ এ নীড়ের পৃথক পৃথক তৃণ নকল পরস্পর এ প্রকার দৃঢ়তর রূপে বন্ধ হইয়া থাকে, যে সামান্য বল দ্বারা এই নীড় ছিন্ন করা যায় না। প্রত্যহ পক্ষীরা আপনাদের শরীরের দ্রাব্যজন ও শারীরের সংস্কারস্বার্থে বাস স্থান নির্মাণ করিয়া থাকে। মারস ও শকুনী প্রভৃতি যে সকল পক্ষীর শরীর রুহৎ এবং যে সমস্ত পক্ষী এক কালে অধিক ডিম্ব প্রসব করে, তাহারা মতরাচর উচ্চ ও প্রশস্ত নীড় নির্মাণ করিয়া থাকে, এবং ঐতরক ও খঞ্জর প্রভৃতি ক্ষুদ্রকার পক্ষী গণকে সর্বদা অপ্রশস্ত ও অদৃশ্য নীড় প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। মনুষ্য যেমন বুদ্ধি দ্বারা মস্তান প্রস্তুত হইবার পূর্বে লক্ষণ অবগত হইয়া সূতিকাগারের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া রাখেন, পক্ষীগণও সেইরূপ সংস্কার দ্বারা শাবক উৎপন্ন হইবার পূর্বেই বস্তু জানিতে পারিয়া সতর্ক হয়। যে সকল পক্ষী সমস্ত দিনের কাল নানা স্থানে কেবল উজ্জীর্ণ হইয়া ভ্রমণ করে, শাবক প্রস্তুত হইবার পূর্বে সে সকল পক্ষীও নীড় নির্মাণ করিতে বাস্তব হয়; এবং অন্যান্য সময় যে সমস্ত পক্ষী জাতির মধ্যে কিছুমাত্র দাম্পত্য ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, শাবক উৎপত্তির সময় উপস্থিত হইলে তাহাদিগের মধ্যেও বিলক্ষণ স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ স্থির হয়। প্রত্যু বিশেষে অনেকাদিক পক্ষী স্ত্রী পুরুষে যুগ্ম বন্ধ হয় এবং দাম্পত্য রূপে দৃঢ়তর বন্ধনে বন্ধ থাকিয়া

কিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েই নীড় নির্মাণ ও শাবক প্রতিপালনাদি কার্য সমাধা করিতে নিযুক্ত থাকে; এবং যদবধি উছাদিগের উভয়ের শরীর জাত শাবক স্বয়ং আশ্রয় রক্ষা ও রক্ষা দিক; সনাতনরূপ করিতে সমর্থ হয়, তদবধি ঐ পক্ষী দ্বয়ের মধ্যে আর কোন সম্বন্ধের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতে পারে যেমন প্রয়োজন নির্দিষ্ট নিমিত্ত রূপীধর পক্ষী জাতিকেও সময় বিধেই উচিতরূপে দাম্পত্য মিবন্ধন রূপ অজ্ঞেয় বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। মনুষ্য ব্যক্তি যেমন মনোভাঙ্গত বাগানের শরীরের জন্য প্রত্যহ মন শব্দ্য প্রস্তুত করে, পক্ষী গণও সেইরূপ করিয়া থাকে। ডিম্ব প্রসবের পূর্বে পক্ষী গণ কোমল কাপড়ের ও পট্টাদি ময়লা এবং কোমল পদার্থের দ্বারা শব্দ্য শরীরের মধ্যে উপযুক্ত শব্দ্য প্রস্তুত করেন। সমস্ত কাজে সুগোচরিত বিবল দাম্পত্য জীবনের বিশেষ কৌশল পক্ষীরা আপনাদিগের আকার প্রকার ও স্বয়ং যক্ষমতার উপযোগী বাস স্থান নির্মাণ করিয়া থাকে। বায়ু কম্পন কৌশলের গঠন মধ্যে প্রবেশ করিয়া বায়ুর স্বনিকট সাধন করিতে পারে না। এবং শব্দ গণ ও কখন পক্ষীর নীড় সংস্কার করিত তাহার ফলিত জন্মদাতার পক্ষের নীড় নির্মাণের পশু পক্ষী প্রভৃতি স্বীকৃত করিতে উপযুক্ত আকার প্রস্তুত করিবার এই অসাধারণ শক্তি অসম করা হইবে এবং পরস্পর এক অরণ্য মধ্যে কর্তা সিংহ ভারতী বাঘ ও অতি বীর্য প্রভৃতি স্বীকৃত হইবে পশুগণ পরস্পর নিঃসঙ্গ বাস করিতে পারিলেও পশু পক্ষীদিগের বাস স্থান নির্মাণ দি য়ে যেমন অস্তুত সংস্কার শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রূপে পক্ষীরাও নিঃসঙ্গ বাসার্থে কৌশল দ্বারা উপায় করিয়া এবং সমস্ত পালন করিতে থাকে। যেমন মকটাদির আঁক হীর দ্বারা সে বাস মধ্যে পক্ষীরা নীড় নির্মাণ করিতে বাস্তব উপায় স্থর অবলম্বন করে। যে সকল পক্ষী অন্যান্য বন মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে নীড় নির্মাণ করিয়া থাকে উক্ত বন মধ্যে তাহারা আর

সে প্রবেশ না করিয়া অতি জল স্থলে বাস স্থান প্রস্তুত করে। পক্ষীগণ প্রায় মনুষ্যাদি বৈরী নগের দক্ষিণ অধোচর বল দেখিয়াই তাহা বাস প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করে। গ্রীষ্মকালে দেশে যে সকল পক্ষী বৃক্ষ শাখায় নীচ নিবাসন করে, হিম প্রধান দেশে সেই সকল পক্ষীকে আবার গিরি গাছের মধ্যে বাস করিতে দেখা যায়; পশু পক্ষী দিগের আত্ম রক্ষাবানিমিত্ত পরস্পরের নগ দস্থ শত্রু প্রভৃতি সাহায্যে যে প্রকারে উপায় গ্রহণ করিয়াছেন, বিপদ কালে সে গাছ ও সে পক্ষী আপনাই হইতেই সেই উপায় অবলম্বন করিতে পারত হয়, তজ্জন্য তাহাদিগের কিছু মাত্র উপদেশ আবশ্যিক হয় না। গো মছিন ও মেঘ ছাগ প্রভৃতি শূক্ৰ ধারী পশুগণ বৃক্ষ কালে স্বীয় স্বীয় শূক্ৰ অগ্রাধী করিয়া শত্রু আক্রমণ ও আক্রমণ করিয়া থাকে। শূক্ৰী পশুরা যেমন বিপদ কালে শূক্ৰ ব্যবহার করিতে উদ্যত হয়, সেই রূপ সিংহ নায়াত্র ও ভল্লুক প্রভৃতি দস্তী এবং নীচী পশুরা কোন বিপদে পক্ষি বা যুদ্ধে উদ্যত হইলে নথ দস্থ প্রভৃতি স্থান কাঁচ তন্তু সংগ্রহন করিতে প্রস্তুত হয়। মাছাদি শূক্ৰধারী পশুরা কদম্বপ স্থান বৈরীর প্রতি দস্তাঘাত বা নগাঘাত করিতে উদ্যত হয় না এবং বায়ুদিগের ন্যায় স্বীয় স্বয়ংকণে কদম্ব পশুকাষাত বা নগাঘাত করিতে দেখা যায় না। শূক্ৰী পশুরা প্রায়ই সমস্ত হস্তী জাপন বধা করিতে প্রস্তুত হইয়া আক্রমণ করে, দস্তাঘাত প্রদর্শন করে এবং কখন কখন পক্ষীকে পক্ষি করিয়া স্বীয় একতর অস্ত্র দ্বারা ধাবা দলন পূর্বক বধ করে। হস্তীর দেহ অতিশয় তরু বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত পশু যেমন স্বীয় শত্রুকে সর্বদা পক্ষতলে নিক্ষেপ পূর্বক নিশীড়ন করিয়া বধ করিবার চেষ্টা করে, অশ্ব প্রভৃতি অন্যান্য পশু দিগকে কখন সে প্রকার করিতে দেখা যায় না। অশ্বগণ গধন স্থলনা মধো মিত্রা যায়, তখন তদ্বাধো একটি অশ্ব জাগ্রত থাকিয়া প্রহরীর কার্য সম্পাদন করে এবং শশ নামক জন্তু যখন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন সে স্বীয় গমন কৌ-

শল দ্বারা তাহা হইতে পরিত্রাণ পায়—ঈশ্বরদত্ত সংস্কার দ্বারাই তাহা হইতে রক্ষা পায়। উক্ত সংস্কার দ্বারা ইতর জন্তুরা তাহাদিগের শত্রু মিত্র অবগত হইতেও সমর্থ হয়। সর্প মার্জার ও শৃগালাদি কোন কোন জন্তু পক্ষী হিংসা করিয়া থাকে এজন্য পক্ষী জাতি এই সকল জন্তু দেখিলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বজাতীয় ধনী করিতে প্রবৃত্ত হয়। ঐকু কুটা যখন শ্বেন প্রভৃতি কোন প্রকার হিংস্র পক্ষির সাক্ষাৎ পায়, তখন সে এক প্রকার সচেত শব্দ দ্বারা স্বীয় শাবক গণকে সতর্ক করে এবং শাবক গণও সেই শব্দে—শব্দ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সাবধান হয়। মরমট নামক জন্তুরা ঘর্ষকালে অরণ্য মধ্যে ক্রীড়া করে, তৎকালে তাহাদিগের মধ্যে একটিকে উহার প্রহরী নিযুক্ত করিয়া থাকে, এই প্রহরী যদি মিথ্যে বৈরশব্দে কোন মনুষ্য বা কুকুর কি কোন পক্ষীকে আসিবে দেখে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে এক প্রকার শব্দেত পক্ষ করিয়া স্বজাতি দিগকে সতর্ক করে এবং তাহারা সেই শব্দ শুনিয়া বিবর মধ্যে প্রবেশ করিলে পর প্রহরীও তাহাদিগের অনুগামী হয়। ইতর স্বীয় জন্তুদিগের সংস্কার কখন কখন মনুষ্যের পরিণামদৃষ্টিকেও অতিক্রম করিয়া কাষা করে। সংস্কার দ্বারা কোন কোন স্বীয় অতিক্রান্তি অনাবৃত্তি প্রভৃতি ভাবী বাপারও অথৈ জানিতে পারে। যখন আমরা কোন মতেই রক্তির সম্ভাবনা মনে করিতে পারি না, যখন আকাশে কিছু মাত্র মেঘের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তৎকালেও ভেদ চাতুর্য প্রভৃতি কতিপয় স্বীয় রক্তির পূর্বে লক্ষণ জানিতে পারিয়া উল্লাস ধনী প্রকাশ করিতে থাকে। সংস্কার প্রভাবে কোন কোন পক্ষী পাতৃ বিশেষে দেশ বিশেষে অবস্থান করিয়া আত্ম রক্ষা করিয়া থাকে। এদেশে বর্ষাকালে নানা জাতীয় ভূতন ভূতন পক্ষী দেখা যায়, কিন্তু বর্ষান্তে তাহারা সকলেই এদেশ হইতে অন্তর্হিত হয়। অনেক পক্ষী গ্রীষ্ম কালে শীত প্রধান দেশে বাস করে এবং শীত কালে উক্ত দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। সংস্কার দ্বারা অনেককে পশু শারীরিক

রোগের ঔষধ অবগত হইয়া বিচক্ষণ চিকিৎসকের ন্যায় আপনাদিগের চিকিৎসা করিয়া থাকে। ভুল্লুক এবং নকুল হইতে অনেক প্রকার ক্ষত রোগের ও বিষয় ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিড়াল জাতির কোন রোগে বিশেষ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে এক প্রকার তুণ ভক্ষণ করিয়া বমন করিতে দেখা যায়।

হিতর জন্তুদিগের বংশ পালন ব্যাপার ও অল্প আশ্চর্যের বিষয় নহে, উহা মনে হইলেও জননীশ্বরের মহিমা মানস মন্দিরে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। চক্ষুস স্বাক্ষরী গণ সততই নানা স্থানে জস্থির হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু ডিম্ব প্রসব করিবার পরেই স্বমনি উঠারা কাশফা বা অন্য ভাবে বন্ধ হইয়া নিবশ্বত মীত মধ্যে প্রতি করে এবং স্বীয় শরীর স্বয়ং সেই প্রকার ডিম্ব আচ্ছাদন করিয়া তাহাকে সমুদ্র উপকণ্ঠস্থ রাখা করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীদিগের মধ্যে উৎকর্ষক্রমে আচ্ছাদন করিয়া তা রাগিলে উচ্চতর উড়াপ নষ্ট হইয়া শীঘ্রই জিহ্মে গমন হইতে পারে। কিন্তু রুহং পক্ষীগণের অগ্রেতে সমর্পক উচ্চতর বিদ্যমান থাকিতে তাহা এই প্রকার কথিন আচ্ছাদন করিবার আবশ্যক হয় না বলিয়া রুহং পক্ষীগণ ডিম্ব প্রসবেরে অদো মণ্ডে স্থানান্তর ও গমন করিয়া থাকে। কিন্তু যৎকালে তাহার বাস স্থান পরিত্যাগ করিয়া গমন করে তখন প্রস্তুত ডিম্ব মন্ডলকে নানা বিধ ভূগাদি দ্বারা লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া যায়। যে ক্ষুদ্রর যে প্রকার সংস্কার থাকা আবশ্যক, পরমেশ্বর তাহাকে সেই রূপ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, কাহারও কোন অংশে ক্রেশ ঘটবার সম্ভাবনা নাই। এক প্রকার পক্ষী, ডিম্ব প্রসব করিয়া স্থানান্তর গমন করে, কিন্তু ডিম্ব প্রস্তুতি হইবার সময় উপস্থিত হইলে সংস্কার দ্বারা জানিতে পারিয়া প্রত্যাগমন পূর্বক স্বীয় চক্ষু দ্বারা সেই সকল ডিম্ব বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করে। অনেকানেক জীব জন্তু গর্ভ ধারণ করিয়া অবধি শাবকের নিমিত্ত ভোজ্য আসাদন করিতে আরম্ভ করে এবং কোন কোন কীট পতঙ্গা-

দি স্বজাতীয় জীবিকাহান সন্দর্শন করিয়া সেই স্থানে ডিম্ব প্রসব করে। জীবিকা পরিভাগ পূর্বক অসমসাহসী কর্ম করিয়া কোন কোন জন্তু সম্ভান রক্ষা করিয়া থাকে মেঘ ও কুকুটী প্রভৃতি যে সমস্ত পশু পক্ষীদি স্বভাবত শাস্ত প্রকৃতি, বংশ বা শাবক বক্ষার জন্য তাহার ও উগ্র স্বভাব ধারণ করিয়া থাকে। যাহাবা সক্ষম শাবক রক্ষা করিয়া বিক্ষণ করে, তাহার কক্ষাণি ভুল্লুক বিদ্যমান থাকিতে শাবকের প্রতি অক্রমণ করে না। ভুল্লুকীর সমক্ষে তাহার শবদ গণের প্রতি আচ্ছাদন করিলে ঘোর ভয়েতে উপস্থিত হয়। আচ্ছাদনকারী ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা পাওয়া ভার হয়। এই রূপ স্বভাবিক সংস্কার প্রভাবে পশু পক্ষী প্রকৃতির জন্তু পশু স্ব স্ব সমস্ত প্রয়োজন মন্দ করিয়া সুখেতে জীবন ধারণ করিতেছে। সংস্কার জীবের প্রধান সহায় মনুষ্য শিশুর স্থান পালন করণ সংস্কারের কার্য। বুদ্ধির গভীর হলেই জগদীশ্বর সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, বিশেষতঃ বুদ্ধি যে স্থানে কাব্য করিতে অপারগ হয় সে স্থলে সংস্কার কাব্য করিতে পারে, সংস্কার বলে গ্রাম্যরাজ্য অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

সে মানব একবার চিন্তা করিয়া দেখে, কাহার নিকট হইতে সংস্কার পক্ষী জন্তু সংস্কার প্রাপ্ত হইয় বুদ্ধিমান মনুষ্যের ন্যায় কাব্য কবিত্বেরে কোন মন্তী এত বিশুদ্ধ যত্ন নিষ্কাশন করিয়া হস্তে হস্তে রাখা মানবের মন মোহিত করিতেছেন। এক বলা এই বিশ্ব বাস্তব সত্য অবগত করিয়া নিম্নোক্ত হইলেই কি মনুষ্য মানবের মনুষ্য হইবে। একবার উহার রায়চার মনুষ্য ও মহিমা স্বরূপ পূর্বক তাঁহাকে মানব মনুষ্য হিত মমস্কার করিয়া আপনায় বহু চিন্তা ও জন্তু মজ্জ কব।

স্বদেশীয় ভাষানন্দীলন।

মোহনাপুর, বিত্তন ১৯৩৬ বঙ্গাব্দ।
১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে গ্রামাদিগের উপরাজ রাজপুরুষেরা সাধারণ লোককে অন্য

কোন ভাষায় শিক্ষা প্রদান না করিয়া প্রজা পুঞ্জের মানোন্নয়ন জন্য তাঁহাদিগের প্রাচীন পরম অক্ষয়্য সংস্কৃত ও আরবি ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় স্কুল খোলান প্রথমে নগরে সংস্থাপন করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেন। পরে তাহারা উক্ত ভাষা দ্বয়ের অনুশীলনের প্রতি অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করিতেন। এই ভাষা দুয়ের ছাত্র যতকৈ বহু সংখ্যে পারিতোষিক হইত ততমাত্র বৃত্তি প্রদান কার্যতঃ হইত। উক্ত ভাষা দুইয়ের উক্ত দুই ভাষাতে বিদ্যান শাস্ত্রীয় পুস্তকাদির জন্য অধিক কষ্টের অনুশীলন সকল নিযুক্ত করিতেন। শৈশবকাল হইতে এই দুই ভাষায় অনুশীলনের সাহায্যে শিক্ষার যত্ন হইত। তাহারিজন্যে অল্পবয়সে পুস্তকাদির সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষার বিধানের যেহেতু নিযুক্ত করিতেন। বিশেষ করে সংস্কৃত ও আরবি ভাষা দুইয় পুস্তকাদির সাহায্যে অধ্যয়নিত পুস্তকাদির সাহায্যে বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে বহু উৎসাহের সৈমকাল হইত। উক্ত দুই ভাষায় বিদ্যাশিক্ষার সাহায্যে বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে বহু উৎসাহের সৈমকাল হইত। উক্ত দুই ভাষায় বিদ্যাশিক্ষার সাহায্যে বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে বহু উৎসাহের সৈমকাল হইত।

কখন আশ্রয় করেন নাই, ও বাঁহাঙ্গ নিকট বিবিধ মহোপকার জন্য এই দেশে বিশেষ কৃতিত্বের স্বপ্নে বন্ধ আছে, তিনি ১৮৩৫ খ্রী-স্টাব্দের ৭ এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখে রাজ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা এই নিয়ম প্রচার করিলেন, যে সাধারণ শিক্ষা কার্য তদবধি ইংরাজি ভাষায় সম্পাদিত হইবেক, এবং পূর্বে যে অর্থ আরবি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা প্রদানে ব্যয় হইতেছিল, তাহা কেবল ইংরাজি-ভাষা-শিক্ষা প্রদানে ব্যয় হইবেক, এবং যে সকল সংস্কৃত ও আরবি বিদ্যালয় লোক সমীপে অবস্থিত আনুত, সেই সকল বিদ্যালয়কে বন্ধ করিয়া অন্য সকল বিদ্যালয়ের ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়া হইবেক। লোক সমীপে বিদ্যালয় স্থাপনের সাহায্যের উক্ত বিজ্ঞাপনী প্রদেশের মধ্যে অনেক উৎসাহিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞাপন হইতে হইবেক বিদ্যালয় স্থাপনের সাহায্যে বিদ্যা শিক্ষা প্রদানের কথা কিছু মনে উল্লেখ নাই। এই সময়ের মধ্যে ইংরাজি ভাষায় প্রতি লোকসমীপের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অনেক স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, সাধারণ লোকে ইংরাজি শিক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া পলাশ করিতে লাগিল। এমন বোধ হইতে লাগিল যে দেশীয় ভাষা বা একেবারে উৎসেদ করা প্রাপ্ত হয়। তাৎপরে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে ১২ ফেব্রুয়ারি গবর্নর জেনারেল জীযুক্ত লর্ড অকলেণ্ড সাহেব সাধারণ শিক্ষাকার্য সম্বন্ধীয় স্বার্থের অভিপ্রায় প্রতিপাদক পত্রে ব্যক্ত করেন যে তদবধি বাঙ্গলা ভাষাতে বালকদিগের শিক্ষাপ্রদানের উত্তম উত্তম পুস্তক সকল প্রস্তুত না হইবেক তদবধি কেবল ইংরাজি ভাষাতে শিক্ষাকার্য সম্পাদিত হইতে থাকিবেক। এখন এই সকল পুস্তক প্রস্তুত হইবে, তখন জেলা ইকুলে আর ইংরাজিতে শিক্ষা না দিয়া বাঙ্গলাতে শিক্ষা দেওয়া হইবেক। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম প্রদেশে জেনারেল ও তৎপ্রদেশের শাসন কর্তা জীযুক্ত টমাস সাহেব দেশের প্রচলিত ভাষাতে অল্পবয়সে অল্প সময়ে সম্পূর্ণরূপে সাধারণ লোকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে ইচ্ছা করিয়া

শ্রীমে গ্রামে হিন্দু ভাষার পাঠশালা স্থাপন পূর্বক এই দেশের প্রচুর হিত সাধনের উ-
পায় করেন। মহানুভব টমাসন সাহেবের
দ্বারা অনুষ্ঠিত সাধারণ শিক্ষা প্রণালী এত-
দিবস পরে বঙ্গদেশে পরিগৃহীত হইয়াছে।
রাজ পুরুষদিগের যত্ন দ্বারা এতদেশে স্থা-
নে স্থানে উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে নূতন বা-
ঙ্গলা পাঠশালা নবল সংস্থাপিত হইয়াছে,
অমান্য স্থানে এ প্রকার বালিকা পাঠশালা
স্থাপিত হইবার সূচনা হইতেছে, এতদে-
শীয় গুরু মহাশয় দিগের পাঠশালা নবলে-
বৎ উন্নতি সাধন জন্য চেষ্টা হইতেছে
এবং এই সময় পাঠশালার তত্ত্বাবধারণ
কেনা উপযুক্ত পরিদর্শক সকল নিযুক্ত হই-
যাচ্ছে। এত দিবস পরে এতদেশে দেশীয়
প্রচলিত ভাষার দ্বারা সাধারণ জন গণকে
বিদ্যাভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠান হইতেছে।
হিন্দু ইচ্ছা অক্ষয় স্বীকার করিতে হইবেক
যে ইহার পূর্বে রাজপুরুষেরা বালিকা ভা-
ষার অনুশীলন বিষয়ে যে কোন উৎসাহ
প্রদান করেন নাই। এমত নহে। গবর্ণর জে-
নরেন হার্ডিঞ্জ সাহেব '১০১ পাঠশালা এ-
তদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার
মধ্যে অনেক পাঠশালা উপযুক্ত তত্ত্বাবধা-
রণ অভাবে ও মীন্যায় কারণে তল্প দশা
প্রাপ্ত হইয়াছে। গত শিক্ষা সমাজের সভা-
পতি শ্রীযুক্ত কেমিরণ সাহেব রাজকীয় ইং-
রাজি বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের প্রতি উক্ত
আপন বক্তৃতাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে
“তোমাদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে তো-
মরাই কেবল ইউরোপীয় বিদ্যানুশীলন
করিতেছ; ইংরাজি ভাষার গ্রন্থ সকল
বালিকা ভাষাতে অনুবাদ করিয়া স্বদেশীয়
লোকের আশেষ হিত সাধন করিতে পার।”
ডিপুটি গবর্ণর শ্রীযুক্ত মেডক্ সাহেব স্তম-
লি কালেজের সাব্বৎসরিক পারিতোষিক
বিতরণোপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন
তাহাতে বালিকা ভাষা অনুশীলনের আব-
শ্যকতা বর্ণন করিয়াছিলেন। বীটন সা-
হেব যিনি কেমিরণ সাহেবের পর শিক্ষা
সমাজের সভাপতি ছিলেন, তিনি ১৮৩৯ খ্রী-
ষ্টাব্দে ককনগর কালেজের সাব্বৎসরিক
পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা

কবেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন “কলি-
কাতার যে সকল যুবা ব্যক্তি ইংরাজি ভা-
ষার গদ্য পদ্য রচনা করিয়া ভাষা পুস্তক
আমার নিকট আনয়ন করেন, আমি তাহা
দিগকে সর্বদাই কহি যে বঙ্গ ভাষা শিক্ষা
করাই তোমাদিগের যশঃ প্রাপ্তির একমাত্র
উপায়। তাহাদিগের রচিত প্রস্তাব সম্মুখ-
নের যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়া পরে সচি-
রাজি যে যদি তোমরা যে মতে পদাশয় গ্রহণ
কর তবে এ প্রকার প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা
পরিত্যাগ কর। যদি তোমাদিগের এক
কর্ত্তা হইবার অনুরাগ ও একপন্যাসী
কমতা থাকে তবে স্বকীয় ভাষায় দ্বিত বচ-
না করিতে অথবা ইংরাজি গানের উত্তম
উত্তম প্রস্তাব অনুবাদ করিতে আরম্ভ হই-
তাহা হইলে স্থায়িতব দীর্ঘি লাভ করিতে
পারিবে। ইহারা প্রথমে এই পদাশয়ই
হইয়া রুতকাথা হইবেন তাহাদিগের নি-
মিত বিপুল যশঃ সঙ্গিত বহিরাছে।”

“যাহা স্মৃষ্টক এত দিবস পরে বালিকা ভা-
ষা দ্বারা সাধারণ জনগণকে শিক্ষা প্রদান
করিবার উপায় হইতেছে, ইহা অত্যন্ত আ-
নন্দের বিষয়। পরিবারের ভরণ পোষণের
উপায়ের জন্য সাধারণ লোক দিগের শীঘ্র
শীঘ্র বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে হইয়া
এব তাহাদিগের সন্তকে জাতীয় ভাষায় শি-
ক্ষা প্রদান আবশ্যক, যে হেতুক তাহাদের
নির্দিষ্ট কালের মধ্যে জাতীয় ভাষায় আশ্রয়
দ্বারা যত বিদ্যা শিক্ষা করিলেক সফল হয়
তত পরভাষার আশ্রয় দ্বারা শিক্ষা করি-
তে কখনই সফল হয় না। অধিকন্তু বাস্ত-
লা ভাষায় শিক্ষা প্রদান যত অল্প ব্যয়
সম্পাদিত হয় ততক্রমে ইংরাজিতে শিক্ষা প্র-
দান হয় না। ইংরাজি ভাষার উপেক্ষা
শিক্ষক দিগের অত্যন্ত দুঃ দেশ হইবে। এ-
খানে আশ্রিত হয় এবং এই ভাষায় এত ক-
শজাত শিক্ষক দিগের পরীক্ষা দ্বারা
অনেক পরিপ্রমে দীর্ঘ কালে এই শাস-
ন রক্ত করিতে হয় এই সকল কারণে এখন
ইংরাজি শিক্ষক অল্প বেতনে চলিতনীয়,
অতএব সকল দিশ্ বিবেচনা করিলে সাধা-
রণ লোককে বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা প্র-
দান অপেক্ষা দেশীয় প্রচলিত ভাষাতে শি-

ক্ষা প্রদান প্রেরণ করি। তাহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবেক। শিক্ষা প্রদান দ্বারা পরিপ্রবেশ লোকের কত মহোপকার সাধন হইবেক তাহা বর্ণনাতীত। বিবেচনা করিয়া দেখুন এক্ষণে পরিপ্রথমে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য, কত প্রবন্ধনা, কত শঠতাচরণ, ও কত পরস্পর অবিশ্বাস প্রবল দৃষ্টিতে পল্লি চামেস্ত লোকেরা বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে তাহাদিগের মনোযোগ হইবেক। তাহাদিগের উদ্ধার প্রেরণের ক্রম হইবে। তাহারা রাজ প্রদত্ত স্বকীয় ক্ষমতা সকল বিস্তারিত হইয়া আপনাদিগের যথার্থ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে একপোষক। অধিক ক্ষমতান্বিত হইবে। প্রকৃষ্টাঙ্গী ও রাজকর্মচারিদিগের দ্বারা তাহাদিগের পীড়িত ও প্রবন্ধিত হইবার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে দূরীকৃত হইবে। পরন্তু তাহারা জ্ঞাত হইবে যে কেবল ভূমি কর্ষণ ও বাণিজ্য পরিবার অন্য মনুস্যা এখানে কল্প গ্রহণ করে নাই, মনুষ্যের বুদ্ধি রুজি ও ধর্ম প্রেরিত আছে তাহার মার্জিত ও উন্নতির প্রকৃতি তাঁহার মূখ্য অনেক অংশে নির্ভর করে।

বাঙ্গলা ভাষা অনুশীলনের যে সকল উপকার বলা হইল, সেসকল উপকার সকল লোকের বোধ সুলভ কিন্তু তদ্বারা আর এক মহোপকার সাধন হইবেক, তাহা একপোষ বোধ সুলভ নহে, অতএব তাহা বাস্তব্য রূপে প্রতিপাদন করিতে প্ররুত হইতেছি। বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন যত বুদ্ধি হইবেক সেই ভাষা যত উন্নত ও পরিমার্জিত হইবে ততই উত্তমোত্তম কাব্যকার বঙ্গদেশে উদ্ভূত হইবেক। অন্যান্য আদি বংশের হইল আমি মহোপকার তাহার সাহেবের স্বরণার্থ সাংসারিক সভ্যতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহাতে আমি অনেক উদাহরণের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে যদবধি কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা প্রবল থাকে তদবধি সে

দেশে কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার উদ্ভব করেন। আর সেই দেশে জাতীয় ভাষার অনুশীলন যত বুদ্ধি হইতে থাকে ততই প্রসিদ্ধ কাব্যকার সকল উদ্ভব হইতে থাকেন। সে বক্তৃতা অতিদীর্ঘ অতএব সময়াভাব প্রযুক্ত তাহার সমুদয় এক্ষণে পাঠ করা হইতে পারে না; এই জন্য এস্থলে তাহার মর্ম সম্বলন করিয়া বলিতেছি। “দেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল হইলে প্রসিদ্ধ কাব্যকার সেই দেশে এই ছুই কাবণ বশত উদ্ভব হয়; প্রথম কারণ, মাতৃ ভাষা মাতৃ চুকের ন্যায়; মাতৃ শব্দ রূপ বালকের তৃপ্তি জনক ও তদ্বারা তাহার সেক্ষণ খলাধান হয়, ‘পশু চুক্ত সে রূপ নহে, তেমনি মাতৃ ভাষার প্রেমের আশ্রয়ে মনের ভাব সকল অনায়াসে তৃপ্তির সহিত যেমন ব্যক্ত হইতে পারে, তেমনি অন্য কোন ভাষার আশ্রয়ে হইতে পারে না। বিদেশীয় ভাষাতে কোন ব্যক্তি অত্যন্ত পারগ হইলেও কোন, তথাপি জাতীয় ভাষাতে তক্রপ পারগতা উপার্জন করা অপেক্ষাকৃত অস্বাভাবিক। তাহা থাকিলে সেই আশ্রয় ভাষাতে কাব্য রচনা পরিত্যাগেত কাব্য রচনা অপেক্ষা অনেক সহজ পোষ হইবে তাহার সম্বন্ধ নাই; দ্বিতীয় কারণ, কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা অত্যন্ত প্রবল হইলেও, যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি অনেক ব্যয় স্বীকার করিয়া অতি দীর্ঘ কাল পর্যন্ত অত্যন্ত যত্নের সহিত সেই ভাষার আলোচনা করেন, কেবল তাঁহারাষ্ট অনেক পরিমাণে সেই ভাষার নিগূঢ় প্রকৃতি ও তাহার প্রত্যেক শব্দ ও কাব্যার্থ ও প্রয়োগ কোন বিশেষ অর্থবোধক ও কোন স্থলে ব্যবহার যোগ্য তাহা অবগত হইয়া সেই ভাষাতে প্রস্তাব রচনার পটু হইতে পারেন, আর অবশিষ্ট লোক সেই ভাষানুশীলনে তত ব্যয় স্বীকার ও তত যত্ন ও মনোযোগ প্রদান করিতে পারে না সুতরাং সে ভাষাতে তাহাদিগের সেক্ষণ অতিজ্ঞতা জন্মে না, অতএব চুক্ত হইতেছে যে দেশে বিদেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল সেই দেশে সেই বিদেশীয় ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন লোক অল্প সংখ্যক ও তাহাতে অল্প ব্যয়

* দেশের অনেক পত্রিকিতে যে ভাবি ব্যাক্র আছে তদনুসারী দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। পরম বিদ্যোৎসাহী প্রযুক্ত হইলে নং প্রোগ্রামের কোন কোন প্রকারের সাহায্যের পা বিদেশীয় বিত্তরূপ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহাতে ব্যক্ত করিতা হইলেন।

পত্র লোক বহু সংখ্যক ; অল্প সংখ্যক লোক অপেক্ষা বহু সংখ্যক লোকের মধ্যে লোক সংখ্যানুসারে স্বাভাবিকবিন্দু শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি কাব্যিক অধিক সম্ভাবনা কিন্তু উক্ত বিদেশীয় ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি অভাবে ও স্বদেশীয় ভাষায় অসম্পূর্ণ অবস্থা হেতুও তাঁহাদের সেই শক্তি ফলিত্তি পায় না। এই ছই কারণ বশতঃ ইহা কখন দুই হয় নাই, যে যেভাবে আমরা কখন শিক্ষা করিয়াছি তাহা আমরািগের স্মরণ হয় না। যাহা শিগ্গিবার জন্য তাহার ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার আবশ্যক হয় নাই, সেই অল্প ভাষা বাস্তবিক অরে কোন ভাষাতে কেহ কখন কোন সমীচীন কাব্য সৃষ্টিতে সমর্থ হইয়াছে। দেখুন রোমানেরা পৃথিবীর অনেকাদিক দেশ জয় করিয়াছিল, কিন্তু ইটালি দেশ যাহার প্রাদেশিক ভাষা তখন রোমান ভাষা ছিল, সেই দেশের লোক, স্বাক্ষরিত অনাদেশের লোক ঐ ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকার রূপে বিখ্যাত হইতে পারে নাই। বর্গিন ও অবিড, হোরেস ও সিলিও, লুক্রেসিও ও কেটুলস, মিবিও টেসিটস সকলেই ইটালি দেশ জাত। যে পর্যন্ত ইয়ুরোপ খণ্ডে ইটালি, ফ্রান্স ও স্পেইন নামক দেশ সকলেতে ল্যাটিন ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল সে পর্যন্ত ঐ সকল দেশে কোন বিখ্যাত কাব্যকার উদয় হয়েন নাই, তৎপরে যখন ঐ সকল দেশের মধ্যে প্রত্যেক দেশে তত্ত্বদেশীয় প্রচলিত ভাষার অনুশীলন প্রবল হইয়া উঠিল তখন ডেণ্ডি ও টেসো, কুপিল ও রেসিন, কেনভিরোন ও লোগডি বেগা ইত্যাদি চিত্তের উন্নতিকর ও বিনোদকর কবিশ্রেষ্ঠ সকল উদয় হইতে লাগিলেন। যখনই ইংলণ্ড দেশে নরমেন কৃষ্ণ ভাষা কিংবা জর্মানি দেশে ক্রাফ ভাষার অনুশীলন প্রবল ছিল তখনই কোন সুপ্রসিদ্ধ কাব্যকার ঐ সকল দেশে উদয় হয় নাই, তৎপরে ঐ দেশে প্রচলিত ভাষার আলোচনা যখন ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন প্রকাণ্ড মানসিক বীর্ষাবান সেকলপিয়র্স ও মিলটন, গেরেথি ও মিলর্, স্পকল্ড ও ক্লিনগ্রাথ আপনাদিগের বিকল্প বিকল্প প্রকাশিত কাব্য

দ্বারা সর্বত্র লোককে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। আশিয়া খণ্ডে দেখুন যখনই পর্তুগলদেশে আরবি ভাষার আলোচনার অত্যন্ত প্রাচুর্য্য হইল, তখনই কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার উদয় হয়েন নাই তৎপরে যখন দেশীয় ভাষার অনুশীলন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন ক্রনোসিস দ্বারা ইরানের প্রাচীন বাজাদিগের রক্তান্ত পুত্রি পুত্রদের প্রধান প্রধান কাব্য মধ্যে পলিমনির নাম নামক মহাকাব্য বিখ্যাত হইল, তখন সাদি উজার মরুমসখীর মরুল ও বঙ্ক উপদেশ প্রভেব সহিত উসাই হইলেন তখন হায়েজ চিত্ত প্রমোদকর পরম রসমণীয় স্থানে হানে পরমার্থ রসপূর্ণ কাব্য বলি প্রচার করিলেন ও জেলসেভান রাসম বিবিধ প্রসঙ্গ গর্ভ মসখুরি নামক পদ্যমে, বুরুফ্ট আশ্চর্য্য কাব্য প্রকাশ করিলেন, দুই হইতেছে যে কোন দেশে পুরকীর ভাষার অনুশীলনের পরমোৎকর্ষ সময়ে যে কিছু কনয় ফল প্রকৃত কবিতা প্রচারিত হয়, তাহা বিদেশীয় ভাষায় না হইয়া দেশীয় অসম্পূর্ণ ও অসংস্কৃত প্রচলিত ভাষাতেই হইয়া থাকে। যখন ফ্রান্স ও জর্মানিদেশে ল্যাটিন ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল তখন অমৃত ভাষিণী কনয় ফলিত্তি কবিতা পবকীর ভাষার দাসত্ব স্বাভাবিক রসজন্যতঃ শূন্য কবিত্বিগের মানস ক্ষেত্র পলি তাগ পূর্বক ট্যুবার্ট ও মিনিমিস্তর নামক বিদ্বৎ পবিত্রাজক গাথকবিত্তের জনমে অবস্থিত কবিতা মারলঃ স্তম্ভাসিক্ত নামক দ্বারা প্রকৃতির অকপট গুণ ইতর স্রোত বিগের মানোমোহন করিয়াছিলেন। আমরািগের এই নজ ভূমিতে এক্ষণকার ইংলণ্ডে ক্রুতবিন্দু যুরাদিগের মধ্যে এরা ইংলণ্ডি ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকার হইয়া পদ্য হইবার অভিজ্ঞান করেন, ইংলণ্ডের জ্যাম্বির আর সীমা নাই। উক্ত কনয় কখন হয় নাই, সত্য হইবার মধ্যে মাসাধন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। বিপুল কীর্ত্তিমান মহারাঙ্গ কেভরীকের দুর্দান্ত কাব্যিগের স্মরণ কর উচিত। ঐ যশস্বী ভূপতি বালাকলাবি কেফ ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ঐ ভাষাতে অত্যন্ত বুৎপন্ন হ

ইয়াছিলেন, কেবল দেশীয় লোকদিগের স-
 চিত্ত বাক্যনাগে দ্বিভাষাভাষ্যের অনেক সময়
 ক্ষেপন করিতেন, নিজের এই ভাষায় কমতা
 সূচক অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন
 সপ্তক কীর প্রকাশিত গ্রন্থেতে এই ভাষার
 প্রাণি বিরুদ্ধ প্রয়োগ প্রত্ন করিয়া হুঙ্কার
 কবাবিবেক শক্তি সম্পন্ন পারি নগরের
 গায় জনেরা হস্তা করিত। তাঁহা দ্বা-
 নিক সভায় অহম বলমণের নামক কায়
 দেশীয় বহা-পাণ্ডিতের নিকট যখন তিনি
 আপনায় ব. হস্ত প্রাপ্ত মকল সংশোধন
 জন্ম প্রেরণ ব্যক্তিকেন তখন বটলেয় ব ক-
 হিতেন " রাজ্য কত মকল নস্ত্র হোত করি-
 বার জন্য আমায় নিকট প্রেরণ করিয়াছে
 ন "। এই মকল যুবকেনা যদ্যপি এই ক-
 গা বলেন যে বাঙ্গলা ভাষা অতি অনস্পন্ন
 হীন ভাষা তাহাচার গ্রন্থ রচনা করা দুঃসাধ্য
 কেন্দ্র তাঁহার। বহুরচনা করিয়া দেখুন যে
 সিন্ধবোর সময়ে ল্যাটিন ভাষার নাম কিয়া
 নসিন্ধের সময়ের জন্মান ভাষাবনাগ কি
 আমাদিগের বাঙ্গলা ভাষা অনস্পন্ন ? আ-
 মাদিগের নিজ নিজ দেশীয় ভাষা উন্নত
 করিয়া এই দুই মকল্য কি পণ্ডিত না যক্ষ্মী
 হইয়াছেন, বহুপণ্ডিত আমাদিগের আমা ভা-
 যার উন্নতি সাধনে আমরা যত্ন বান হই স-
 বে এই কণ যক্ষ্মী আমরাও হইতে পারি।
 এতদা বাঙ্গলা ভাষার ছুরবস্থা দেখিয়া
 তাহার প্রতি উল্লিখিত যুবক দিগের ক্রোধ
 কি কিছুমান কাফ্যারনের মকল হই না।
 টাহারা কেমন ক্রম ধারণ করেন তাহা
 তাঁহারাই জানেন। স্বদেশীয় ভাষার প্রতি
 উৎসাহদিগের অক্র দেখিলে আমার দিগ-
 কে আশ্চর্য হইতে হয়। সিন্ধ নামক উৎ-
 রাজ গ্রন্থ কর্তা ব্যক্ত করিয়াছেন " যে স্থলে
 এক প্রকৃত উৎসাহকর দ্বারা মনের ভাব
 ব্যক্ত হইতে পারে সে স্থলে যে ব্যক্তি কেঞ্চ
 ভাষা অর্থব জন্মেন তাহােকর কথা ব্যবহার
 করে, তাহাকে আমা ভাষার প্রতি বিদ্রোহাচ-
 বণ জন্য রক্ষু বক্ত করিয়া হস্তা করা উচিত।"
 লিখিত গ্রন্থ কর্তার এই উক্তি অতিশয় ক-
 টু হই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু
 আমা ভাষার প্রতি উৎসাহকর দিগের যতদূর
 প্রেম তাহা তাহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশ

পাইতেছে। ইংরাজ দিগের শুণ সকল
 অনুকরণ না করিয়া দোষ অনুকরণ করি-
 তে আমরা বিলক্ষণ পটু। স্বদেশ ও স্বদে-
 শীয় পদার্থ প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রেম
 আমরা অনুকরণ করি না। প্রত্যেক বা-
 জির সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা
 কোন এক বিশেষ স্থান সর্বাপেক্ষা মনো-
 হর। প্রব তাহার প্রতি যেমন দিগদর্শনের
 শলাকা লাগিত থাকে তেমনি বিশেষ গভ
 গুরুত্বের চিত্ত সেই স্থানের প্রতি লাগিত
 থাকে, সেই স্থান তাঁহার স্বদেশ। সেই
 স্থানের সম্বন্ধে তাঁহার বাসস্থিত্ব, সেই
 স্থানে তাঁহার প্রাণপ্রায় জনদিগের আবাস।
 সেই স্থানে মনোহর স্বদেশ নিরুদ্ভাব। এ প্র-
 যোগ জন্মেরূপ শূন্য হইলেও উৎসুক আ-
 না কোন দেশ, এমন কি কাশ্মীরের নিষ্ক-
 ল হুদ ও মনোহর উদ্যান পরিভ্রমের সু-
 চারু গৌলাব পুষ্পের উগবন ক্রমোপেল
 সম্বন্ধিত জালর ও তটের মনম বিস্ময়কর
 শোভায় হাঙ্গমনে বিখ্যাত অথচ পর্যাস্ত
 তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পা-
 রে না। এমন স্বদেশের প্রতি বাহার অ-
 তুরাগ নাই তাহাকে কি মনুষ্য বলা যায়
 হই পারে? যথার্থ বলিতে কি মোনু,
 গোটো ও মনোবিশ্বাস রচিত চারুতম নি-
 রুগণ কবাবের পাণের প্রকৃত স্বস্থ সন্তো-
 গ করি কিয়া চরিত্র বনম নৈপুণ্যের পরা-
 ক্রমা প্রদর্শক সেক্সপিয়ারের অন্তত বধ
 প্রাপ্ত মটিক সকল অধ্যয়ন করিয়া অভ্যাস
 উন্নতি হই কিয়া অন্তত সূক্ষ্মতা সক্তি
 মনস্ক্রমণে ধাতু সিন্ধের কবাব পাঠ ক-
 রিয়া আশ্চর্য্যার্থে ময় হই তথাপি এক আ-
 শা অনস্পন্ন থাকে, এক তুচ্ছ অনির্ভুক্ত বা-
 কে; সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন পূজ্য
 বিশাল গ্যাতি গ্রন্থকার দিগের বহাদোরত
 দ্বারা প্রফুল্ল দোখবার আশা, সে তুচ্ছ
 স্বদেশীয় সমীচীন কবাব করিত অন্তত ধারা
 পান করিবার তুচ্ছ। হা কখনোই! আমাদি-
 গের সেই আশা কবে পূর্ণ করিবে? সেই তু-
 ক্ষা কবে নিরস্ত করিবে? এমন কিম্বা কখন আ-
 গমন করিবে, বধম আমাদিগের আমা ভাষার
 রচিত কবাবের বহাদোরত আকৃষ্ট হইয়া আ-
 ন্যদেশীয় লোকসেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে?।

পূর্বোক্ত বাবা কখন যে বক্তৃতা হই-
 তে উক্ত হইল, তাহা অনুমান আট বৎসর
 পূর্বে রচিত হয়। ইহা অবশ্য আমদের
 বিষয় বর্ণিতে হইবেক যে সেই আট বৎ-
 সরের মধ্যে আত্ম ভাবের প্রতি ইংরাজিতে
 ক্লান্তবিদ্যা ব্যক্তি দিগের মনোযোগ রুজি হ-
 ইয়াছে; এমন কি হাঁকার; বাঙ্গলা ভাষায়
 উত্তম রূপে কথোপকথন করিতে পারিতেন
 না তাঁহারা। পরমাত্ম আত্ম ভাষাতে পত্রিকা
 প্রকাশ করিয়া স্বদেশীয় লোকের উপকার
 সাধন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। সেই আ-
 ট বৎসরের মধ্যে বিবিধ বিষয়ে অনেক
 মতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সাপ্তাহিক
 মাসিক পত্রিকা ও সংবাদ পত্রের সংখ্যা
 অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশীয় ভাষা পু-
 ঙ্গলাপেছা সম্পন্ন আকারে দারণ করিয়াছে।
 স্বদেশীয় ভাষা। এতদ্দিনস পরে তে আর
 ভোক্তাগণের উহার চিত্র সকল দুর্ভেদ
 হইবে। স্বদেশগের্মী ব্যক্তিরা আশাপ্ৰণ
 মন্ত্যকরণে সেই সকল চিত্র নিরীক্ষণ ক-
 রিতেছেন। গৃহের এক দেশে সংস্থিত অ-
 ন্যত্র জনমীর ন্যায় ভোমার অক্ষতক পু-
 ত্রের ভোমাকে পূর্বে স্বভঙ্গ্য কবিত; এ-
 কণে ভোমার প্রধান প্রধান সন্ধানেরা য-
 ত্তের সহিত ভোমার শুক্রবা করিতে আরম্ভ
 করিয়াছে। পরম বরণীয়া সার্থ্য সংস্কৃত
 ভাষার অনুল্লভ্য কন্যা যে ভূমি ভোমাকে
 পূর্বে কে চিনিত? ভোমাতে কে এক প্রজ
 প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা পূর্বে কে বুঝিতে পারি-
 রাছিল? স্বদেশীয় ভাষার প্রতি একধকার
 ইংরাজিতে ক্লান্তবিদ্যা ব্যক্তি দিগের মনো-
 যোগ বর্জমান দেখিরা সদয় পুলকিত হ-
 ইতেছে। তাঁহারা যদ্যপি নিঃস্রায় কালা
 যাপন করিহবন, তবে আর কাহার দ্বারা
 ভারত বর্ষের উপকার সাধন হইবে? তাঁ-
 হাদিগের মধ্যে হাঁহার যে বিষয় বচনাতে
 স্মৃত্তাধিক বিশেষ ক্ষমতা আছে এমন ম
 নুভব করিবেন; তাঁহার সেই বিষয়ে গ্রন্থ
 রচনা করা উচিত। কেহ বলিয়া থাকেন
 যে ধর্ম বিষয়ক পুস্তক স্বদেশীয় লোকের
 পক্ষে অত্যন্ত উপকারি হইবে অতএব তা-
 দ্বিষয়ে গ্রন্থ রচনা সর্বপ্রথমে কর্তব্য, কেহ
 বলেন গ্রন্থ স্বদেশীয় গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত আব-

আবশ্যক, কেহ বলেন কৃষি কার্য ও সম্পত্তি
 বিদ্যা বিবয়ক গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত আবশ্যক, কি-
 স্ত যেমন কৃষি রুজি, বাণিজ্য রুজি, শিল্প রুজি,
 প্রান্তবিবাক রুজি, বঙ্গোপদেশ রুজি ই-
 ত্যাদি প্রাত্যক রুজির পক্ষ লোকেরা সেই
 রুজিকে সর্বাঙ্গপেছা উপকারী করে চিত্র স-
 কল রুজিই লোম মনোজ্ঞেব পক্ষে উপকারী
 কেমনি সকল প্রকার উক্ত বিধানে।
 নাগ্রন্থ রচনা স্বদেশের প্রার্থে উপকারী হ-
 ইবে। ১৮৩২ বৎসর পুত্রের প্রকাশিত
 যাতে বিবিধ বিষয়ের প্রার্থে রচনা করা যে
 কপ কঠিন বোধ হইত এক্ষণে সে কপ কঠিন
 বোধ হয় না। বহু প্রার্থে প্রকাশিত রচনা বিবিধ
 তবর শ্রীযুক্ত উৎসাহক বিদ্যায় প্রার্থে রচনা
 টি ও শ্রীকৃষ্ণ বাবু অমর্য বৃন্দাবন, বিদ্যাকৃষ্ণ
 রাঃ কুম্ভলার মিত্র ইত্যাদি রচনা। এতদন্য
 দর্শনশাস্ত্র স্বদেশে বিদ্যা প্রার্থে রচনা করা
 হইত বেশ ক্রম হইত। ক্রমে ক্রমে প্রার্থে
 ক্রমে আর এক জন অধ্যাপক ব্রাহ্মণ রচনা
 ক্রমে কিছু না বলিরা বাসিন্দা পরিবর্তন
 তাঁহার এমনি অধ্যাপক অধ্যাপক রচনা যে
 এতদন্য তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া গিয়া
 শেষ কৃষ্ণ হইবেন এক প্রার্থে রচনা
 হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে একধকার রচনা
 কোন স্মৃতিগায়ক গ্রন্থ রচনা হইতে
 নিকট বাঙ্গলা ভাষায় রচনা রচনা রচনা
 বিষয়ে উপদেশ জন কপ উপকার সাধন
 ও তিনি অনেক অর্থ দাতা ও ব্রাহ্মণ রচনা
 র এক মহা অধ্যাপক সাধন অধ্যাপক
 বাঙ্গলা ভাষায় রচনা রচনা রচনা রচনা
 প্রদান করিয়াছেন। এ রচনা অধ্যাপক
 কার করিবেন। এই রচনা মনোজ্ঞেব
 র বহু ও পরিচয় রচনা রচনা রচনা
 ক্রমে উপকার উন্নত হইয়াছে। এ রচনা
 বিবিধ বিষয়ে রচনা কপ কপ কপ
 বোধ হইত একধকার রচনা রচনা
 প্রার্থে বটে যে পূর্বকালের প-
 রত চিত্র প্রার্থে ও বর্তমান কালে
 মুক্ত বাবু উৎসাহক গ্রন্থ প্রার্থে রচনা
 গের বিরচিত করিতা বর্তী বাঙ্গলা ভাষা
 র স্বকপোল রচিত প্রবন্ধ সকল অধ্যাপি
 প্রকাশিত হয় নাই, কেবল অনুবাদ ও ই-
 রাজি হইতে পরিগৃহীত তাব গাঢ় গ্রন্থ স-

নেক দেশে প্রথমে হইয়াছিল, তাৎপরে
 কামা উন্নয়ন ও স্বসম্পন্ন হইলে বিবিধ বি-
 ধানে স্বকণ্ঠে রচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশিত
 হইয়াছিল; সেই ক্ষেপ এই দেশেও হইবে-
 র। চতুর্দিকে স্তম্ভ চিহ্ন সকল দুই হই-
 তেছে। যেমন কোন ব্যক্তি আপনার পা-
 সিত ক্ষেপ থাকুক বন্ধমান দেখিয়া ভবি-
 বাতে শাসনকার্যে গম্যস্ত উক্ত প্রদেশে তা-
 কাদের উচ্চারণমান দৃষ্টিতে দর্শন করিব
 এই আশাতে পুমান্ত হই, যেমন স্বদেশ-
 শির হোমের গ্রন্থসমূহে শাক্য বীহকর্তৃক প
 আদ্যাংশে কাম্য উক্ত উচ্চারণমান হইয়া
 নর্মীতান্যে কপ স্তম্ভের দ্বারা অসঙ্কটক
 গমে সাক্ষ্য করিতে সক্ষম হইবে এই প্র-
 কাশন্যে চিত্র অত্যন্ত উল্লসিত হইতেছে।
 উচ্চারণের ক্ষেপ ও সংস্কৃতোচ্চারণ
 কাম্য। যিনি প্রত্যয়ে যে একমন্ত্রকল্প-
 ক্ষেপ লক্ষ্যবর্তী উচ্চ হইবেক ইহা চিত্র
 করিয়া মন আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেছে।

জ্ঞানই মুখের মূল।

প্ৰথম ন্যায়বিক পবনোৎসর্গ আঘাদিগকে
 যে মুসহ মহৎ মহৎ মুখেব অধিকাংশী ক-
 বিদ্য। সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রকৃত জ্ঞানের আ-
 লোচন ব্যক্তিরেকে যে সময় মুখ ভোগ
 করা দুঃখ থাকুক অস্বাস্থ্য হইলে মনুষ্যে-
 র সেই মুখ নিবাহি তপ্তয়াও সত্তব নহে।
 অস্বাস্থ্য, মনুষ্যেব অশেষ দুঃখের কারণ।
 জ্ঞানসাধনে অনেক মনুষ্য অনেক প্রকার
 দুঃখ ভোগ করিয়া পরার্থে আপন অধুর্ভকে
 নিম্ন। করিয়া থাকে। কেবল এক জ্ঞানের
 ভারতম্য কেউই দে মনুষ্যের মুখ জ্ঞানের
 ইতর বিশেষ হয় গুণিণীর সকল স্থান হ-
 ইতেই অত্যন্ত অস্বাস্থ্যে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া
 যায়। জ্ঞানের অভাব হেতু এক সময়ের
 মনুষ্য উপযুক্ত বান স্থানান্তরে অরণ্যে অ-
 রণ্যে বা পর্বতে পর্বতে জন্মণ করিয়া কাল
 ক্ষেপ করিয়াছে, যখননিরমে অন্ন ব্যঞ্জনাদি
 প্রস্তুত করিবার ক্ষমতাভাবে কটু তিক্ত ক-
 বাথ প্রভৃতি বন্য ফল মুলানি বা বনচর ও
 লক্ষের মীন জন্তুর আম মাংস প্রভৃতি অ-
 ন্যান্য লভ্য দ্রব্য উৎসর্গ করিয়া জীবন ধা-
 রণ করিয়াছে এবং বস্ত্র বস্ত্রন করিবার শক্তি-
 র অভাবে বিপন্ন বেশ বাসন করিয়াছিল।

কেন পরিধান করিয়া অবস্থিত করিয়াছে।
 এবং জ্ঞান প্রভাবে সময়ান্তরের মনুষ্য ব-
 হুবিধ কৌশল পূর্বক অট্টালিকাময়ী স্থাশো-
 ভিত রাজ পুরী নির্মাণ করিয়া তদ্ব্যয়ে অ-
 পূর্ণ পথ্যাদ্যোপরি চক্র কেন; সক্ষ শব্দায়
 শয়ন পুস্তক নিশা বাপন করিতেছে, চক্র,
 চোষা লেহু পের চাতুর্বিধ উপাদেয় খাদ্য
 দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সুখেতে ভোজন করি
 তেছে এবং লোম কাপাস ও পট্ট প্রভৃতি
 বানা জাতীয় বস্ত্র দ্বারা অপূর্ণ পরিচ্ছদ
 পরিধান পূর্বক কত শত রাজ সূতা ও উৎ-
 নবাসনকে শোভিত করিতেছে। জ্ঞানের
 অভাব হেতু এক দেশীয় মনুষ্য ইচ্ছ কষ্ট
 ব্যথা পূর্বক পদ ব্রজে পর্যটন না করি
 লে আর এক স্থান হইতে স্থানান্তর প্রাপ্ত
 হইতে পারে না, স্থায়ের উদয়ান নিরূপণ
 তিন্ন আর অন্য কোন প্রকার উদ্ভিদে
 করিতে সক্ষম হয় না এবং দিবা রাতের প-
 ননা সিন্দ অপর কোন উপায় দ্বারা কালের
 বিভাগ বা কালের নিরূপণ করিতে জানে
 না এবং জ্ঞান প্রসাদে দেশান্তরীয় লোক-
 বিনা শরীর সঙ্কালনে যিনা কোন দীকের
 ঐতি শক্তি সাহায্যে অপূর্ণ বাস্পীয় যান
 কোষণে সত্যাপ কাশের মধ্যে বস্ত্রদুর গমন
 করিতেছে, অল্পই তাড়িত বার্তাবহ যন্ত্র
 প্রস্তুত করিয়া নিম্নেবর মধ্যে শত শত
 ক্রোশের সংবাদ অবগত হইতেছে, দিগ্ধ-
 শন বস্ত্র নির্মাণ করিয়া অক্স সাপরের ম-
 ধা দিন। রজস্বী যোগেও দিগ্ধ গির পূর্বক
 শীর স্বীর ব্যক্তি পবে গমন করিতেছে,
 মস্ত তটিকা যন্ত্রের সাহায্যে অতি সুখা-
 মুস্তক কপে কালের বিভাগ ও কালের
 নিরূপণ করিতেছে। কেবল এক জ্ঞানের
 ভারতম্য হেতু মনুষ্য জ্ঞতির মধ্যে আচার
 ব্যবহার স্বথ সৌভাগ্য ও রীতি নীতির এত
 ইতর বিশেষ দুই হয়, যে উচ্চারণের সক-
 লকে এক জাতীয় মীর বলিয়া স্বীকার করা
 কঠিন হইয়া উঠে। ফলতঃ সেই সময় যে
 দেশে যে পরিধীতে জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীরণ
 হয় তৎকালে অন্ধকারের স্রোকে সেই প-
 রিমাণেই মুখ সৌভাগ্য-স্বয়ং করিয়া থাকে।
 জ্ঞান প্রসাদে একমন্ত্রে যে একমন্ত্র দেশ
 মনুষ্যের আশ্রয়, বলিয়া পরিগণিত হইতে
 পারে, তাহা হইবে একমন্ত্রের প্রসাদে

লোকে যে কপ চূড়শাপন্ন হইয়াছিল, তাহা মনে করিতে হুঙ্কে বোধ হয়। যদিও কোন সময় মারী ভয়, হুতিক্কা, ভূমিকম্প, জলগমন এবং অস্বাভাবিক প্রভৃতি নানা জাতীয় নৈসর্গিকবিপদ উপস্থিত হইবার পূর্বেলক্ষণ সন্দর্শন করিয়াও তাহার পূর্ক প্রতীকার করা আশাদিগের সাধা হয় না, তথাপি ইহা নিঃসংশয়ে বলা হইতে পারে, যে পৃথিবী মধ্যে যদি সাধারণ রূপে প্রকৃত জ্ঞানের প্রচার হয়, তাহা হইলে কখনই মনুষ্য কৃপাকে সতত নানা সত হুঙ্ক দ.বান্দে এক হইতে হয় না এবং অনেক সময় অনেক প্রকার দৈব হুটনটনঃ প্রতিক্রিয়া গায়েন করিতে পারা যায়। পুরা বস্তাদি হুঙ্ক পাঠ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে মনুষ্য জাতি ক্রমে ক্রমে নানা বিপদের জ্ঞান লাভ করিয়াই নানা প্রকার নৈসর্গিক বিপদ ও শারীরিক রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আসিয়াছে। পূর্ক কালে যখন লোক বমাজে পড়িয়া পিতৃ পরার্থবিচার না পালীকা মূলক আনুসঙ্গিক সাংঘিক প্রচার হয় নাই তৎপারীন লোকে কোন শারীরিক দী হুঙ্ক নী সত হইলে বা অন্য কোন বিপদে পতিত হইলে তাহার প্রতীকার করিতে বত স্বকম হইত, অধুনা আর এক হয় না। পূর্ক কালে যখন ইউরোপ দেশের রসায়ন বিদ্যার সমাধিক প্রচার হয় নাই, তখন উক্ত স্থানে মধ্যে মধ্যে মনুষ্য গণ জগৎ ময় ধনীভূত বিষয়বৎ বাষ্প দ্বারা পিনট হইত। কৃপ সংস্কার কারী ও ধনি গমন কারী ব্যক্তির বহু কালের অবাবহৃত মনুষ্য কৃপ মধ্যে অবতরণ করিয়া বা প্রাণ সংহানুক দুবিত্ত বাষ্পের খনি মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্বদাই প্রাণ হারাইত, স্তম্ভিকভাবে ম দিয়া প্রকৃত কারী পরিচারক গণও পূর্কোক্ত প্রকার দুবিত্ত বাষ্প পূর্ণ করা কুণ্ড মধ্যে লইয়া অবতরণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিত। এবং বায়ু কৃপ গৃহ মধ্যে অনবরত অস্বাস্থ্যের ধন আশ্রয় করিয়াও অনেক অনেক সময় মৃত্যু প্রাণে পতিত হইত। অনন্তর যখন ইউরোপে পণ্ডিতগণ পুনঃ পুনঃ রসায়ন বিদ্যার আন্বেষণ দ্বারা নানা জাতীয় বাষ্পের গুণাবলি অবগত হইতে লাগিলেন এবং বহু বিধ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে

প্রাণ হইলেন, তখন তাঁহার পূর্কোক্ত প্রকার নৈসর্গিক বিপদের প্রতিবিধান করিতে উদ্বেগী হইলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ব্যায়াম পরীক্ষা দ্বারা অবগত হইলেন যে পুরাতন কপ, মণি জলশয় বা পলি খাত ও দায়ুক্রক গহ্বর এবং মণি কুণ্ড প্রভৃতি স্থানে কার্বনিক অ্যাসিড মনুষ্য এক প্রকার বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং তাহা দ্বারা মনুষ্যের শরীরী শক্তি ও অধিরূপ শিক শক্তি উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত পণ্ডিতেরা বায়ু ও বাষ্পের এই প্রকার পৃথক অবগত হইয়া ব্যবসায়ী লোক ও পরিচালক ব্যক্তিদিগকে বিশেষ রূপে সতত সতর্ক করিলেন। ইহা দ্বারা প্রচার করিলেন যে স্বাভাবিক হুঙ্ক ও পুষ্ক কৃপ বা মনুষ্য বায়ু নিষ্কাশিত হইলে মনুষ্যের শরীরী শক্তি বিধার পূর্বে তম্পে। অত্র একটি প্রকৃত উল্কা নিষ্ক্ষেপ করা উচিত। যদি পূর্কোক্ত স্থানে এই উল্কা প্রস্থানকালে হইতে পারে তাহা হইলে তৎকালে অবতরণ করিবে মনুষ্য শরীর নাই, কারণ যে বায়ুতে অধি প্রকৃত তাবস্থার অবস্থান করে, সে বায়ু সেনম করিয়া মনুষ্যও স্বকমে শরীরী পরিত্রাণ পাবে, কিন্তু উল্কা নিষ্ক্ষেপ হইলে মনুষ্যের মতে পূর্কোক্ত কৃপাদি মাধ্যম অবতরণ করিবে। উক্ত একই কৃপাদি মাধ্যম পৃথক পৃথক নিষ্ক্ষেপ করিলেও তাহার দোষ নষ্ট হইতে পারে। অতএব কোন মনুষ্যের শরীরী হুঙ্ক নিষ্ক্ষেপ করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই কৃপের বায়ু প্রাণস্বাস্থ্য করিয়া দিয়া ও তাহার দোষ পরিচাল করা মাধ্যম হইবে। ইউরোপীয় পণ্ডিত গণের নিকট হইতে তৎকাল সাধারণ লোকে এই প্রকার নৈসর্গিক বিপদ হুঙ্কতে ক্রমশঃ পরিচরণ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জ্ঞান প্রচার দ্বারা ইউরোপে যখন দিন দিন বহু বিধ হুটনটন হুঙ্ক হইতে লাগিল সেইকপ তথায় ক্রমে ক্রমে স্তম্ভিকা মারীভর অকাল মৃত্যু বেড়াইন প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জ্ঞানস্বাস্থ্যেও নিবারণ হইতে আরম্ভ হইল। জ্ঞান প্রচার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় আপামর সাধারণ লোকে উক্তরোক্ত বহু প্রকার শারীরিক রোগ হইতেও মুক্তি লাভ করিতে লাগিল। পূর্ক ইউরোপের নানা দেশে বহু সংখ্যক মনুষ্য

সত্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণ ত্যাগ করিত। যে সময় ইউরোপীয় আ-
 নিকারসহ প্রকৃত বাসস্থানি সংক্রামক রোগ
 দ্বারা সংক্রান্ত হইল। তৎকালে উক্ত
 ভাষার অধিকারকর মনুয্য টীকা দিবার প-
 ক্ষি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইত।
 ঐ সময়ে অসংখ্যক জনের মনুষ্য নিগের
 এই রূপে ভোগে ভোগে জগতীপুত্রের উ-
 ক্রান্তব্রহ্মে এতদ্ভাষা ইতিহাসে উৎপত্তি
 যত এবং তাহার উৎপত্তি এই তৎকাল
 যোগে আপনাই হইতে স্বভাব হইয়া থাকে।
 সতএব স্বাক্ষরভীরে সমস্তের মত এতৎ
 স্বাক্ষর, ইচ্ছা পূর্বক এক প্রোগ্রামে নাম
 করিয়া ভাষাতত্ত্বের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত
 প্রক্রিয়া ক্রমাৎ এই পত্রকে কর্তব্য মান, তা-
 দ্বারা উপরে বর্ণিতপ্রকার প্রকৃত কার্য করা
 হই। এতৎকাল সকল ক্ষেত্রে সন্ধানের স
 মন প্রচার হইয়াছে এখন অনেক লোকের
 মত কৃষ্ণায় চুড়ীভূত হইল এবং তাহার
 কোনো বিশেষ মত্রে অসংগত হইল। যে ক্ষে-
 ত্রে শারীরিক নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্যে বর্তমানেই মনুষ্য
 শরীরের রোগে প্রাকৃতিক সুরক্ষার উপ-
 গতি করিয়া হইল। এতৎকাল সন্ধানের
 উপায়ে হইলে উপায় করা জগতীপুত্রের
 মনুষ্য মানব। এতৎকাল তাহার মনুষ্য
 মনুষ্যের উপায় চেষ্ঠা করিতে প্রকৃত হই-
 ন এবং ক্রমে নানা উপায় প্রেরিত পার-
 শ্বমে মনুষ্য আপনাদিগের মধ্যে গোষ্ঠী
 হার টীকা দিবার প্রকৃতি প্রচলিত করিল।
 তৎকালেই জগতীপুত্রের মনুষ্যসমূহ রোগের
 প্রা-
 স্তার হইতে লাগিল। অত্রাপি এতৎকাল
 বহু সংখ্যক মনুষ্য মলিন স্থানে বাস, মলিন
 বস্ত্র পরিধান, মলিন জবা ব্যবহার করাত
 এবং অর্গন্ধ যুক্ত দুষ্টিত বায়ু সেবন করাত
 গেম উৎকট উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়,
 পূর্বে ইউরোপীয় নানা স্থানের মনুষ্য
 বিকৃত বায়ু সেবন করিয়া সর্বশাই সেই রূপ
 বস্ত্র প্রকার উৎকট পীড়ায় পীড়িত হইত।
 কিন্তু জ্ঞানের প্রচার হেতু তৎকালে সাধার
 সাধারণ লোকে বস্ত্র পরিষ্কার স্থানে বাস ও

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে বহুশীল হইল, তা-
 তই উহার সুস্থতা ও সুস্বাস্য ভোগ করিতে
 আরম্ভ করিল। শারীরিক সুস্থতা ও
 নিয়ন্ত্রণ প্রাপ্ত হইবার জন্য সর্বদা বিশুদ্ধ
 বায়ু সেবন করা এবং নির্মল হাওয়া বাস করা
 যে কত দূর পর্যন্ত কর্তব্য তাহা এই প-
 ত্রিকায় বায়ু সেবন ও গৃহ পরিমার্জন বিষ-
 য়ক পদ্ধতাবে বিশেষ বিপণিত হইয়াছে। পা-
 ঠক গণ তাহার প্রতি দৃষ্টি পাত করিলেই
 জানিতে পারিবেন। কলকাতা শারীরিক সু-
 স্বতা সাধনের পক্ষে নিম্নলিখিত স্থানে, বাস ও
 বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের তুল্য মহোপায় আর
 কিছুই নাই। জগতীপুত্রের জন্মকর্তৃক মধ্য
 মনুষ্যসমূহকে আশাদিগের যথা প্রায়
 করণ করিয়াই তদ্বি করিয়াছেন কিন্তু ইহা
 কিপর্ষিত জগতের বিষয় যে জানাচলে সা-
 যোগে সম্বোধনা প্ৰকৃত করিতে উচিত।
 এতৎ সেই কলকে মলিন করিয়া জগত
 দিগের প্রাণ নাশক করিয়া তুলিয়াছে। এ
 কাল রূপে সকল বিষয়ে সন্ধান জ্ঞান করিলে
 যে মনুষ্যের বর্ণনামাত্র উন্নতি হইতে পারে,
 তাহা সন্ধান করিয়া শেষ করা যায় না।

পূর্বেই মনুষ্য জ্ঞানোন্নতি মহাকালে
 আপনাদের জ্ঞান নিরুক্তি করিয়া আসিয়াছে,
 উত্তর ভাগেও বস্তু সন্ধানের প্রচার হইতে বা-
 কিয়ে সেই মনুষ্যের জ্ঞান নিরুক্তি হইয়া
 প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব
 তাহাতে প্রকৃত জ্ঞানের জ্যোতি দ্বারা সা-
 ধনার মানের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়
 এবং অন্য ব্যক্তিকে জ্ঞান প্রদান করিয়া তা-
 হার কল্যাণ সাধন করিতে পারা যায়, সকল
 মনুষ্যকে যে বিষয়ে বহুশীল হওয়া কর্তব্য।
 জানই মনুষ্যের সকল জ্ঞান হরণের কাম
 এবং জ্ঞান প্রসাধনই মনুষ্য সকল সন্ধান
 দাত করিতে সমর্থ হয়। যে সাধ্যবান পু-
 ত্রের সর্বভোগ্যে সকল বিষয়ের জ্ঞান লা-
 ভ করিয়া আপনাদের বুদ্ধি বুদ্ধিকে সাধক ক-
 রিতে পারে এবং যে ব্যক্তি স্বদেশ বিদেশ
 প্রকৃতি সকল স্থানে জ্ঞান প্রচার করিতে
 সতত বহুশীল হয়, মনুষ্য জাতির মধ্যে সেই
 যথার্থ মনুষ্য এবং সেই প্রকৃত পুন্ধান।

২ ইচ্ছা শুধবাং লখন ১১১০ বঙ্গাব্দ ১৩২৯

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ

১৪৫ সংখ্যা।

আষাঢ় ১৭৭৮ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

হুগল জিলায় জগদীশ্বর শিব ও মনুস্বয়ম্বরকর্তৃক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মুদ্রণার্থে প্রকাশিত হইয়াছে।
প্রথম প্রকাশিত ১৭৭৮ শক

বঙ্গীয় প্রাক্তন প্রিন্সিপালসাহসন ও সম্পাদকগণের।

জগদীশ্বরের মহিমা।

মহুয়া দেখ।

পরমকৌশলকারী পরমেশ্বর পৃথিবীতে
বহু প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন,
অথচ আমরাই দেখে কৌশলের ভুল্য অ-
ন্য বৌদ্ধি বোধ হই আর কুরাণি বিস-
ময়। মানব দেহ কেবল কৌশলময়।
তিনি মহুয়া শরীরে যে নরক কৌশল
কৌশল সম্পাদন করিয়াছেন, সে মহুয়া-
বোধ কখন চুড়ে থাকুক, তাহার কুল কুল
বিধি তাহাতে হইলেও এক কালে বিশ্বর
মাগরে সিদ্ধ হইলে হয়। জগদীশ্বরের
কৌশলাবোধে প্রতি নিমেষে আমাদের
নেত্রে মধ্যে যে সমস্ত অশ্রুত ব্যাপার স-
ম্পন্ন হইতেছে, আমরা কবি একবার তা-
হা প্রতি মনোনিবেশ করি, তাহা হইলেই
তাঁহার কাম, ক্রীড়া ও করুণা আশ্বিনের
মতো হৃদয়পাতন হইয়া উঠে, তাঁহার স-
মস্ত কৌশলকে কল্পিত করা আমাদের
দৃষ্টিতে হইয়া কল্পিত করিতে হইত।
আমাদের শরীরের অঙ্গকর্ম সকল অং-
গই তাহাতেই তাঁহার মহিমায় বাঁধা প্র-
মাণ হইতেছে, এক আমাদের জাতি
সমস্তই তাহাতেই তাঁহার করুণ প্রকা-
শিত হইয়াছে। মনুষ্যের যে মনোহর
কৌশল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা

লক্ষিত হয়, যে মনুষ্যই মনুষ্য হইলেও
যেঁর মধ্যে অগ্রগণ্য বস্তু প্রকাশিত
হইলেও তাহাতে পারে, এবং তাহাতে
সহিত পূর্ণ শরীর ও বিকশিত পুষ্পের
শোভার তুলনা করিয়াও তুল্য হইতে পারে।
পরম কৌশল কর্তা পরম পুরুষ সেই গু-
ণেতে যে কি অল্পপম কৌশল প্রকাশ পা-
রুক তাহার অন্তর্দৃষ্টি অসামান্য, ইহা মনে
করিয়া তাহাকে মনুষ্যের উদ্যোগী কবি-
য়াছেন, তাহা বাঁধা দ্বারা বাঁধা হইতে
পারে না। মুখ মণ্ডল মনুষ্যের যেমন দেখে,
মনুষ্যের মূলাধার সেই রূপ সকল জ্ঞানে-
শ্রিরেণও সুধিতান হইল; মনুষ্যের মুখ সত্য-
তার জগদীশ্বর এক পুস্তক হইয়াছে।
পকারিত গুণ সম্পন্ন করিয়া একেবারে
কৌশলের শেষ কবিয়াছেন। মনুষ্যের মুখে
জগদীশ্বর যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন
তাঁহার তুলনা নিবার জ্ঞান অন্য হইতে
হয়। চক্ষু কর্তৃক দৃষ্ট প্রভৃতি জগদীশ্বর
সকল যে স্থানে যোজনা করিয়াছেন, তাহা
মনুষ্যের দর্শনাদি জিন্স দিকের চক্ষু
পারে, জগদীশ্বর এই সকল জিন্সকে সেই
স্থানেই সংস্থাপন করিয়াছেন, পক্ষ, পক্ষান্ত
মনুষ্যের দৌর্ভাগ্য বুদ্ধি হইতেছে জগ-
দীশ্বর মনুষ্য মুখের যে স্থানে চক্ষু সং-
যোজনা করিয়াছেন, চক্ষু যদি সে স্থানে স-
্থিত হইত তাহা হইলে তাহা কিঞ্চিৎ উন্নত বা

আবেদনাদি সাংগঠিত হইল এবং তিনি উহারে প্রকৃত শিক্ষণ করিয়াছেন যদি সেই প্রকৃত শিক্ষণ করিয়া অন্য রূপে শিক্ষণ করিত তাহা হইলে যে কোন ক্রমেও মনুষ্যের মঙ্গল সাধন করিতে একককার প্রকারে তাহা নিবন্ধ হইত না তাহাতে তাহা নিবন্ধ হইত নেত্র মনুষ্য বিচক্ষণ পণ্ডিতের বিপরীতে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন এবং জগদীশ্বরের কর্তৃত্ব মনুষ্যের নেত্র স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যদি সেই প্রকারে শিক্ষণ করিত হইত তাহা হইত একাধিকবার রক্ষিত হইত এবং যে রূপে তাহা হইয়াছে সে রূপে তাহা শিক্ষণ করা হইত তাহা হইত নেত্র মনুষ্যের মুখ মণ্ডল কদাপি প্রকারে শিক্ষণ করিত হইত না তাহাকে ও তাহা কত প্রকারে হইতে পারে না। তাহা কে জানিত ও কণ প্রভৃতি অন্যান্য জগদীশ্বরের একককার অপেক্ষা অন্য প্রকারে তাহা অন্য স্থানে সম্ভাবিত হইত তাহা হইলে তাহা মনুষ্যের অবশ্য আবেদন প্রকৃতি সম্বন্ধে শাস্ত্রী নিবন্ধ হইত এবং প্রত্যেক প্রকারে তাহা উপস্থিত হইত এবং তাহা প্রত্যেক প্রকারে অনেক হানি হইত। তাহা হইলে তাহা পণ্ডিত নাশিকাদি প্রকারে তাহা প্রকাশ করিয়া অন্য প্রকারে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইলে তাহা প্রকাশ করিয়া ও অবশ্যের রূপে তাহা প্রকাশ করিয়া ও তাহা প্রকাশ করিয়া তাহা হইতে পারে করণমাত্রের পরমেশ্বর উদ্ভাটনিককে সেই রূপেই বচনা ও সেই রূপেই যোজন করিয়াছেন। আমাদিগের নাশিকার মুখের পুরোভাগে এই রূপ উন্নত ভাবে থাকতেই আমাদিগের সমস্ত মস্তিষ্ক হ্রবের স্রাব গ্রহণ করিয়া স্খীয় হইতেছি ও শাস প্রস্থান ক্রিয়া সমাধা করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি এবং আমাদিগের অবশ্যের রূপ হ্রবের উত্তর পাশ্বে অবস্থিত আছে বলিয়াই আমাদিগের অঙ্গি হ্রবকে চকু ক্রিয়া হইতে এই রূপ প্রকার শক গ্রহণ করিয়া স্খীয় ও

মস্তক হইতেছি। অতএব বিলম্বিত প্রতিপন্ন হইতেছে, যে অনন্ত জ্ঞানময় আদি পুরুষ বিশেষ কৌশল পুরুষ মধ্য মিরমে ও বাহ্য স্থানে চকুরাদি ইঞ্জির যোজনায় বাহ্য মনুষ্যের মুখ মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাকে এতাদৃশ জ্ঞান ও কার্যোপযোগী করিয়াছেন। চকু কর্ণ ও শাসিকার প্রকৃতি যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহ্য মনুষ্য মুখের এতাদৃশ রূপ উৎপন্ন হইয়াছে, মুখেতে সেই সকল অঙ্গ বিদ্যমান থাকি নিত্যন্ত আবশ্যিক। বিশেষতঃ ললাট, গণ্ড, ওষ্ঠ, চিবুক প্রভৃতি মুখ মণ্ডলের অপরাপর ভাগেতেও জগদীশ্বরের করুণা-পূর্ণ হস্তের অনুগ্রহ কৌশল স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। জগদীশ্বরের যে রূপ আশ্রয় কৌশলে উল্লিখিত সমুদায় ভাগের শ্রী সম্পাদন করিয়াছেন তাহা বর্ণনের অর্জিত। জগদীশ্বরের যে রূপে তাহা আশ্রয় করিয়াছেন, তাহার এক খণ্ডের হানি বা অধিক হইলেও মনুষ্য মুখ বিধোপাসিত করিতে পারিত না এবং তাহার এক খণ্ডের হানিতিরেক হইলেও মনুষ্যের মুখ মণ্ডলের কোন শ্রী থাকিত না। মনুষ্যের মুখ মণ্ডলকে শ্রী সম্পন্ন ও কার্যোপযোগী করিয়া অন্য জগদীশ্বরের যে কি গর্হাস্ত্র কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বর্ণন করিয়া দেখ করা যায় না। শরীরস্থান বিদ্যা ব্যবহারী পণ্ডিতগণ শব-শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন, যে মুখ মণ্ডলের উর্দ্ধদেশে ১৩ খণ্ড মাত্র অঙ্গি বিদ্যমান আছে, উহার উর্দ্ধর পাশ্বে ছয় খণ্ড করিয়া বাহ্যিক খণ্ড অঙ্গি আছে এবং এক খণ্ড মধ্য ভাগে রহিয়াছে। মুখ মণ্ডলের উর্দ্ধদেশের অকর্তৃত্বের যেমন ১৩ খণ্ড অঙ্গি দুই হয় সেই রূপ উহার অধোভাগ ব্যবচ্ছেদ করিলেও উক্তর দিকে তিন খণ্ড করিয়া আর ছয় খণ্ড অঙ্গি দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয়েক খণ্ড নিশ্চয় অঙ্গি ও কতকগুলি শিরা ও বন রক্তাদি পদার্থ দ্বারা এতাদৃশ সৌন্দর্যশালী মুখের রচনা করা যে কত কষ্ট সাধিত আশ্চর্যের বিষয় তাহা মনে হইবে। কী অন্যথা এতাদৃশ সৌন্দর্য সাধনার কার্য হই

বর্ষণক্রিমা সমান্তর পুরুষের মহিমা বলেই সম্পন্ন হইয়াছে। মানবের মুখস্থ-কৃত রচনা বিবয়ে কণ্ঠস্বর আর একটি অ-দ্রুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির মুখেতেই দুই চক্ষু দুই কর্ণ ও এক নাসিকা প্রদান করিয়াছেন এবং আর আর সৰ্ব্ব প্রকারও সমান করিয়া রচনা করিয়াছেন অথচ প্রত্যেক মনুষ্যের মুখস্থিত পৃথক পৃথক হইয়া রহিয়াছে, স্পষ্ট ও রূপে অভিন্নতার দুই জন মনুষ্যে দুই হস্ত এক প্রকার অসম্ভব। কোটি লোক একত্রিত হইলেও তাহার মধ্য হইতে আ-পন পরিচিত ব্যক্তিকে চিনিয়া লওয়া যায়, এ প্রকার অদ্রুত কৌশল কে কোথায় দৃষ্টি করিয়াছে? সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক সমান করিয়া এ প্রকার বিভিন্ন রূপ সম্পন্ন করা দৃষ্টি যোগ্য না করিলে কি কেহ সমস্ত লোক মনে করিতে পারে? কোন উৎপন্ন দক্ষিণ শিল্পকার ব্যক্তি আত্ম পরিচয় করিলেও এ কৌশলে বুদ্ধি বিশেষ করিতে সমর্থ হইল।

ছন্দদীপ্তির যে রূপ আশ্চর্য্য কৌশল পৃথক মনুষ্য দেখে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যো-জনা করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিতে করি-তে শরীর লোমস্থিত হইয়া উঠে। পর-মেশ্বর মনুষ্যেও তক্ষু কর্ণ ও হস্ত প্রভৃতি কোন কোন অঙ্গ দুইটি করিয়া ত্রুটি করি-য়াছেন এবং নাসা রসনা প্রভৃতি কতিপয় ভাগকে একটী করিয়াই রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য্য এই দৃষ্ট হইতেছে, যে মনুষ্য মানবের হস্ত প-লাকি সে যে অঙ্গকে দুইটি করিয়া রচনা করিয়াছেন সে সমুদায় উহার দেহের উৎকর্ষ পাশ্বে সংযোজন করিয়া দিয়াছেন এবং নাসিকা ও বিহ্বা প্রভৃতি যে যে অঙ্গকে একটী মাত্র করিয়া নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা মনুষ্য দেহের মধ্যভাগেই সংস্থাপন করিয়াছেন অথচ একই কৌশল হারাই মনুষ্য শরীরে আশ্চর্য্য স্পন্দ ও কাব্যোপ-যোগ্য হইয়াছে। ঠেলা স্পন্দিত দুই হ-ইতেছে, যখন মনুষ্য যেমন এক চক্ষু বা এক কর্ণ দ্বারা অঙ্গের যে যে দিক নির্বাহ হইয়া

অনেক কঠিন হইত এবং তাহার দিক্য মুখে এক মাত্র চক্ষু ও ললাটি বা দাঁড়া দৈর্ঘ্য একটি মাত্র কর্ণ সংযুক্ত হইলে তাহার কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য থাকিত না সেই রূপ মনুষ্য যদি এক চক্ষু ও এক পদ হইত, তাহা হইলেও উহার স্বকন্দ পূর্ণক কন্দা নির্বাহের পক্ষে বিশেষ ব্যয় উৎকর্ষ হইত এবং উহার দেহের উত্তর পাশে বস্তু ঘস ও পদ ঘরের সৃষ্টি না হইয়া যদি বিহ্বা কণ্ঠ মূলে এক হস্ত ও নাসি ঘসে প্রত্য-পদের সৃষ্টি হইত হস্ত হইলে তাহার শরীরের কিছু মাত্র সৌন্দর্য্য থাকিত না। মনুষ্য দেহে ঘটনার বিষয় তাৎকালিক হইলে বিশ্বাস্যপাত হইতে হয়, উহাতে যে পদার্থের কত প্রকার অঙ্গের যোগ্যতাই প্রকাশ করিয়া মনুষ্য শরীরের কাব্যোপযোগ্যতা স্পষ্ট সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা কি করিয়া? মনুষ্যের দাঁত ছয় প্রকার রূপে বিভক্ত রচনা পাশ্বে বিলম্বিত থাকে, যে কি পর্ব্বত অঙ্গ সংযুক্ত তাহা কিঞ্চিৎ নিবেদন করিলে সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে। ভূতাক্রম পান ও আহারকালি যে সকল কাম্য নির্বাহের উদ্দেশ্যে অঙ্গদীপ্তি মনুষ্যের হস্ত প্রদান করিয়াছেন, হস্ত যদি শরীরের উপ-পাশ্বে এই রূপে বিস্তারিত না থাকিত তাহা হইলে কখনই উহার উৎকর্ষ সে দায় কথা নির্বাহ হইত না। মনুষ্যের কণ্ঠ কন্দ দেশে উত্তর বাহু সংযুক্ত না হইলে তাহার মানবের বহু প্রকার কার্য্য সে হস্ত দ্বারা রূপে নির্বাহ হইত না, বহুবিধ ক্রিয় স্বধীপণ তাহা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করি-য়াছেন এবং তাহা মানব পশুতনামা প্রকার গ্রন্থে বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন হস্ত যেমন মনুষ্য দেহের উত্তর পাশ্বে সং-যুক্ত থাকে তিন্ত আনুগত্য, বহু তা-মনুষ্যের পদ ছয়ও কটি মূল্য উৎকর্ষ দিকে সংস্থাপিত হইলে সম্পন্ন হইত। কণ্ঠদীপ্তি যদি মনুষ্য শরীরের উপ-পাশ্বে এই রূপ পদ ছয় প্রদান না করিয়া তাহা নাতি মূলে একটীমাত্র পদের সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে যেমন তাহার শরীরিক সৌ-ন্দর্য্যের বৈশিষ্ট্য হইত, সেই রূপ তাহার

গমন ক্রিয়ার পক্ষেও বিশেষ ব্যাঘাত জগিত। মানবের পদ রচনা বিষয়ে জগদীশ্বর যে কি প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পদমাত্রের মনুষ্য কেবল তাহারই প্রথম প্রত্যয়ে এই পদ ছয় দ্বারা এতাদৃশ প্রাথমিক পরীক্ষার ভার বহন পূর্বক দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত অধিকৃত সমর্থ হয়। মনুষ্যের প্রতিভুক্তি নিয়োগ করিয়া তাহাতে কোন প্রকার অসামান্য ক্ষেত্রনা না করিলে সে প্রতিভুক্তিকে কেবল পদ করে ব্যাপক মঙ্গল মুক্তিকর উপরি উন্নত আনন্দ স্থাপন করিয়া রাখা অসাধ্য ভাষ্যে নিজে কোন প্রকার প্রশংসায়তন পদার্থ সংযোগ করিয়া না দিলে অত্যাশংসন দ্বারাই তত্তা। ভূতলে পতিত হয়। কিন্তু কি আশংসা জগদীশ্বরের কৌশল। মনুষ্য কেবল পদের উত্তর নিষ্ক্রেয় করিয়া অনায়াসে দীর্ঘ কাল দপায়মান হইতেছে, অবলীলাক্রমে সমস্তমন করিতেছে এবং কোন প্রকার পদ ব্যক্তিরেই অতি সম্ভব বেগে ধাবিত হইতেছে। মনুষ্য নিত্যন্ত অসামর্থ্য না হইলে আর কখন কোন ক্রমে পতিত হয় না। মনুষ্যের শক্তি দ্বারা সর্বদা পৃথিবীর সকলকণ পৃথিবীর প্রতিবিধান করিয়া এই ক্রমে সাপনার গমনাদি ক্রিয়া নির্বাহ করিত পারে তথা অত্যন্ত অক্ষত। অপর্যাপক শুভ বয় পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির দ্বারা যে রূপ আকৃষ্ট হইয়া থাকে মনুষ্য দেহের ও রূপের আরেকটু হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিং জগদীশ্বর এরূপ আশংসা কৌশল পৃথক মনুষ্যের পদ ছয়ের রচনা করিয়াছেন এবং তাহাকে এরূপ আশংসা শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যে সে তদ্বারা অবলীলাক্রমে পৃথিবীর আকর্ষণের প্রতিবিধান করিয়া আপনার গমনাদি ক্রিয়া সমাধা করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু সম্ভবও এক বায়ু চলিতে শিথিলে আর সে সম্ভব ভূতলে পতিত হয় না।

মনুষ্য শরীর রচনা বিষয়ে পরমেশ্বরের যে প্রকার সাধারণ প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ তাহার ব্যতিক্রম করিয়া ও তিনি স্বামন্যের স্তম্ভ রক্ষিত পৌন্দর্য্য

সাধন করিয়াছেন। মনুষ্য দেহের অপরিপূর্ণ আকর্ষণ তাহা যে অপ সাংসে চর্চাদি দ্বারা আবৃত, উহার সমস্তে রূপ নহে। মনুষ্যের হস্তকে যদি জগদীশ্বর মাংসাদি কোন প্রকার কোমল পদার্থ দ্বারা আবৃত করিতেন, তাহা হইলে উক্তর আর কেশের পরিশেষ থাকিত না। তাহা হইলে হয় মনুষ্যকে চর্চণ শক্তি বর্জিত হইতে হইত, নতুবা এই চর্চণ ক্রিয়া উহার বিশেষ কেশের কারণ হইত।

মনুষ্য দেহের প্রত্যেক সোম কুপেতেও জগদীশ্বরের কৌশল ও করুণা প্রকাশিত রহিয়াছে। আমাদিগের এক একটি সোম কুপ এক একটি কলাধন দ্বারা। আমাদিগের শরীরে প্রত্যেক সোম কুপ দ্বারা যথার্থি দেখাশুনার অনিষ্টকারী মন পদার্থ নির্গত হইয়া আমাদিগের সুস্থতা রক্ষা করিয়া থাকে। আমাদিগের শরীরেতে সোম কুপ সমূহ না থাকিলে যে আমাদিগের কিশা উপস্থিত হইত, তাহা অতি সহজেই সকলের অন্তভূত হইতে পারে, যে-সময় যে ব্যক্তির সোম দ্বার সকল কোন কারণ বহত রুক্ষ হয়, তখন তাহার শরীরে বিশেষ পীড়া উপস্থিত হইতে থাকে। সোম রুক্ষ সকল এক কালে রুক্ষ হইলে আমাদিগের জীবন ধারণ করাই কঠিন হইয়া উঠিত। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মানব দেহের যে স্থলে যে রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোগ করিলে তাহার সুখ সম্বন্ধতা ও সান্তা ভোগ হইয়া নির্জিয়ে জীবন ধারণ হইতে পারে, পরম করুণাকর পরমেশ্বর সেই স্থলে সেই রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোগ করিয়াই তাহাকে এতাদৃশ অনাম্যাত্মিক সম্পদ ও সংসারের কর্তব্যপোষনী করিয়াছেন।

গুণের আভিষ্যে দোষের উৎপত্তি।

মহা পূর্বে অবস্থিত করিয়া নির্ভেদরূপে জীবন রক্ষণ করা যে এক বৃহৎ পুণ্য ক্রিয়া তাহার তাহার নির্ভেদরূপে করা

শিষ্ট বংশোদ্ভূত পুস্তক গণের মধ্যে অনেক
কোন কোন বংশের শীলতা জগৎ বশতঃ কোন
মনোবৃত্তি তাহাদেবী স্বর্গবা পান দোষাক্রান্ত
বস্তুকে গুরুতর অপকৃষ্ট মনোরক্ষা করিতে
শক্তি যদিহেদের সর্বত্রই স্ত্রোকে স্বীয় জ্ঞান
বলেও থাকে। তাহাচারি সকলই কল্পীকৃত ক-
লা। তাহারা যখন প্রথমদে আচারও আ-
নুচরণে কৃত্যরূপে প্রকাশিত হয় তখন যতন্তে
উদ্বুদ্ধ করিতে প্ররক্ত হয়, তখন এই রূপ
মানে করে যে অনেক পুস্তকের প্র কঠোর
বাহ্যের দ্বারা লোকের মনোবেদনা প্রদান
প্ররূপে প্রকাশিত হয়। পান করা
কোন মতেই গর্হিত কার্য। ইহাতে পারে না,
একবার মাত্র মদিরা স্পর্শ করিলে কিছু লো-
কে প্রশিক্ষণ পান দোষাক্রান্ত হয় না। কিন্তু
তাহাদিগের প্রকৃপ বিবেচনায় সকল অনর্থের
মাত্র হয়। তাহারা মধ্যে মধ্যে এই প্রকাব
অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া অবশেষে অ-
ভিচার পানসমূহ হইয়া উঠে এবং অসঙ্গত
মনোবেদনা সঙ্কালে দাম্পত্যাদি বন্ধ প্রকার
কোন কোন মনোভেদ তাহাদিগকে স্পর্শ করে।

যে ব্যক্তি মনোভেদে কোন কান্তরূপ প্রিয় ও দু-
চরিত্রের নত পুস্তক, সে ব্যক্তি কখনই
মনোভেদে পান দোষ করিতে সক্ষম হয় না।
যদিহে কখন রূপ মনোভেদে আপনাই হইতে
আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। সেই
কালে কখনও হইতে বীর্ষ। মনুষ্য যখন তাহার
নিকট গিয়া তাখন তাহারই মনোভেদ কথা
সঙ্গেতে প্রকাশ হয়। যে যখন কখন তৎপর
সময়ই নিরাকার বাসীর নিকট হইতে সর্ব
প্রকার যুক্তি সিঙ্গল ও বিচার সঙ্কত বাক্য
সঙ্কালে জগদাচারের নিরাকার তত্ত্বের ক-
থা প্রবণ করে, তখন তাহাতেও সম্প্রতি প্র-
দান করে এবং যখন অজানা ক মুচ পৌত্ত-
লিক ব্যক্তি শব্দ স্পর্শ রূপাদি বর্জিত অ-
ভিচার পরমেশ্বরকে আকার বিশিষ্ট ও প-
বিত্ত পদার্থ বলিয়া বর্ণন করে, তখন তা-
হাতেও তাহার অসম্মতি নিতে সাহস হয়
না। সে ব্যক্তি পরানিষ্ঠকারী মাত্তিক লো-
কের নিকট হইতে ষড়ৈশ্বর্য করিয়াও
তাহার সন্তোষ কলাইতে চেষ্টা করে এবং
কোন পরোপকারী মহাত্মা ব্যক্তিকে সন্তোষ

করিবার জন্য তাহার নিকট পরোপকারিত্ব
বোধের যথো যোষণা করিতে থাকে, সে কখন
মনোবৃত্তি লোকের সন্তোষ সাধনের জন্য
মাত্ত্ব শক্তির মহিমা কীর্তন করে এবং
কখন ব্যয়কুণ্ঠ রূপে লোককে ছুই করিবার
জন্য কাৰ্পণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে থাকে,
সে ব্যক্তি মনোভেদে মনোভেদী
করিবার জন্য কখন দেশ প্রচলিত প্রাচীন কু-
রীতি সমুহের নিন্দা করে এবং কখন প্রাচীন
সত্য উপস্থিত হইয়া তজ্জ বয়স্ক ব্যক্তি দি-
গের সন্তোষ সাধনার্থ আধুনিক মনীতি ম-
কলের দোষ চর্চা করিতে প্ররক্ত হয়। উক্ত
প্রকার মনুষ্য যখন তাহার নিকট উপবেশন
করে, তাহার সহিত আশ্রয় করে এবং যে
লোকের সহিত কার্য করে তখন তাহাবি
মনোভেদ কথা কহিতে প্ররক্ত হয় তৎ কালে
সত্যসত্যের প্রতি তাহার কিছু মাত্র দৃষ্টি
থাকে না। লোক বিবক্তির আশঙ্কায় সে
কখনই আপন মনোভেদ কথা প্রকাশ্য করিতে
সমর্থ হয় না।

কোন শীলতা জগৎ সম্পন্ন হইয়া সৰু-
ল লোকের মনোরক্ষা করিতে প্ররক্ত হইলে
পুস্তক কখনই স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিতেও
সক্ষম হয় না। যে সকল লোকের মনে কি-
মিৎ মাত্র বীর্ষ্য নাই, তাহারা এমন নি-
শ্চেজ যে কোন ব্যক্তির অস্তর্বে রক্তি ও মুখ
তার সঙ্ক করিতে পারে না, তাহাদিগের ধর্ম
এই যে, তাহাদিগকে যখন যে বিষয়ের জন্য
অনুরোধ করা যায় তাহারা তখন তাহাই
সম্পন্ন করিতে প্রতিজ্ঞা কর্ত হয়, তাহারা
এক সময় কোন জ্ঞানাপন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তির
পরীক্ষাশালার প্রাণ পণে যে লোকের উপ-
কার সাধন করিতে প্রতিজ্ঞা করে, কনোকে
কুমন্ত্রণা শুনিয়া সমসাময়ে তাহার তাহারই
প্রাণ সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা কর্ত হইতে
পারে। তাহাদিগকে যদি কোন দেশ হিতৈষী
ব্যক্তি সন্তোষ উন্নতি সাধনার্থে পণে মনো-
ভাষ্যার সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করেন
তাহা হইলে তাহারা সে ব্যাপার সংলাধন
করিতেও প্রতিজ্ঞা করে এবং কোন জা-
না না হইলে ব্যক্তি যদি সেই বিষয়ের প্রতি কু-
লভ্য কর্ত কর্তে অনুরোধ করে, তাহাও

হারা তাহাও করিতে সক্ষমকার করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিনয় মাত্রই প্রধান জ্ঞান এবং লোক রঞ্জন কাৰ্য্যই চরমামিঙ্গি, তাহারা। অমুরোধ ক্রমে বানী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিতে আরম্ভ হয়, স্বতরাং তাহারা কখন কালেও স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া পুরুষাৰ্থ প্রকাশ করিতে পারে না। প্রকৃতি দোষে তাহাদিগকে সততই প্রতিজ্ঞা তত্ত্বক কাপুরুষ হইতে হয়। তাহারা বিনয় ও শীলতাকে পুরুষের প্রধান ভূষণ স্বরূপ বলিয়া মনে করে এবং লোকানুরাগ লাভ করিবান চিন্তা সতত ব্যস্ত থাকে, তাহারা অনুরক্ত হইলে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেই প্রতিজ্ঞা করে এবং সকল প্রকার বিষয়েতেই প্রতিমত প্রচলন করে। তাহারা যদি দেখে যে যে বিষয় সম্পন্ন করিবার জন্য লোকের তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা বন্ধ হইলে অমুরোধ করিতেছে, তাকে কোন অংশেই সত্বেব কীৰ্ত্তি নহে, কোন প্রকারেই স্বদেশের না স্বজাতির কল্যাণকর নহে এবং কোন কাৰ্য্যই বন্ধ্য সম্মত ও যুক্তিনিঙ্গি নহে, সে বিষয় সম্পন্ন হইলে আপনার না অন্যের কোন উপকার দর্শন দূরে থাকুক সম্বারা বিশেষ প্রকার অনিষ্ট উৎপন্ন হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাহাপি তাহারা লোকানুরোধ ও লোক ভয় পরিত্যাগ করিয়া সে বিষয়ের প্রতিবিধান করিতে পারেনা। তাহারা বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানাপন্ন হইলেও প্রকৃতি দোষে তাহাদিগের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিবার সাধ্য থাকেনা, লোকানুরোধ অনিয়ম তাহাদিগের নায়, যুক্তি ও বিচার শক্তি প্রকৃতি সর্বপ্রকার যুক্তি বৃত্তিকে জড়ীভূত করিয়া কেলে, তাহারা কোন বিষয়ে অনুরক্ত হইলে আর তাহারা সোষাদোষ কিছুই বিচার করিতে পারে না। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মন্তব্য সাময়িক স্থগীল ও সত হইয়াও যদি সাহস হীন ও বীৰ্য্য বিহীন হয় তাহা হইলে কখনই সে সত্যরূপে যথেষ্ট হুনা হইতে পারে না। সুবিধীতে যেমন শীলতা ও বিনয় বাবহার হারা লোকের সম্ভাব সাধন করা উ-

চিত তেমন বীৰ্য্যবস্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া বিনয় বিষয়ের প্রতিবিধান করিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করায় নিত্যস্ত কর্তব্য। পরমেশ্বর নামক সর্ব সাধন উদ্দেশ্যে আমাদিগকে নামক প্রকার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি যে মন মনুষ্যকে শাস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন হইতে দেয়, মনোরঞ্জন করিবার শক্তি দিয়াছেন সেই রূপ লোক ভয় পরিত্যাগে পুরুষাৰ্থার্থ হইতে পরিত্যাগ পাইবার ক্ষমতা হইলে মনে প্রতিবিধিমাণে প্রদান করিয়াছেন। অতএব লোক ভয় পরিত্যাগে লোকানুরোধের প্রতিবিধান না করিলে কোন সত্যের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া যথেষ্ট পাপের পাতক হইতে হয়। অতএব লোক ভয় পরিত্যাগে পুরুষাৰ্থে পরিভ্রমণ করিবার ক্ষমতা দিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে সাধন সাধন সম্পন্ন করিয়াছেন, আমরা সেই ক্ষমতা লোকানুরোধে কোন মতে ব্যস্ত হুনি হইতে সক্ষম না হই। যে উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদিগকে বিশেষ বীৰ্য্য প্রদান করিয়াছেন, যিনি সেই বীৰ্য্য পরিত্যাগে পুরুষাৰ্থে ভয়ে ভীত হইয়া কেবল লোকানুরোধেই অনুগত হয় তাহারা কিছু মতে পুরুষাৰ্থ থাকে না এবং সে কখনই নিজেদের পক্ষেরে বিচরণ করিতে পারে না। এই অবস্থা স্বীকার করিতে হইলেও সে উদ্দেশ্য পূর্ণ পরমেশ্বর আমাদিগকে দেয়া হইয়া মনোরুদ্ধিই নিরর্থক প্রদান করিয়াছেন। তাহারা নিকট হইতে আমরা যে সমস্ত সাময়িক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, সে সমস্তই আমাদিগের অবশ্য কল্যাণের কারণ। আমরা এক কালে শাস্ত্র স্বভাব পূর্ণ হইলে যেমন কোন মতে লোকের প্রতিবিধানের উপযোগী হইতে পারিতাম, তখন রূপ সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়তা বিহীন হইতাম। এখন আপনার ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য ইতাম না। শীলতা জ্ঞান আত্মনির্ভরতা মন উপকারী মানসিক দৃঢ়তা ও হৃদয় বিচলনক, আমাদিগের বিশেষ উপকার সাধন উদ্দেশ্যেই জগদীশ্বর প্রয়োজন মতে আমাদিগকে দৃঢ় ব্রত হইবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তাহারা এক কালে দৃঢ়তা

স্বনা হইয়া কেবল কৃষ্ণের তাৎপর্য বাবহারে
 দ্বায়, সব পণের পত্রিক হইতে অভিজ্ঞতা
 করেন ঐক্য পদবো আশ্রিত হইয়া অবধি
 মনীষ্য হইয়া কালো ও সমস্ত কর্তব্য
 তাৎপর্য করিতে সমর্থ হইবেন না। সম্পূর্ণ
 তৎপর্য শুন্য থাকিতে হইলে সময়ে স-
 ময়ে স্বেচ্ছা ভ্রষ্ট হইয়া অধমদি কুকর্মের প্রতি
 বিশেষ আশ্রয় হয়। সুকর্ম পরিত্যাগ ক-
 রিবার জন্য সুস্থ মতি মননত কাল পরি-
 ত্যাগ করিয়া ১৩ ভ্রষ্ট হইয়া এবং কুপ্রবৃত্তি
 দ্বারা অসং সংশোধন অনুরোধ করা হয়
 করে, বিচারক তাহার তৎপর্য চাক্ষুসিক।
 প্রকাশনা পাঠের বরণ হইয়া, তীক্ষ্ণ এবং
 সুকর্মের ও চর্চাই হইয়া প্রকাশিত হয়, অতএব
 তীক্ষ্ণের চাক্ষুসিকতা দেখেই উৎপত্তি হইয়া-
 য়ার সময় প্রকৃতি ও সুস্থিত মনোর পরিভাষা
 অভিন্ন। কখন কোন বিষয়ে প্রতিবাদী হই-
 তে প্রস্তুত করেন না, তাৎপরিণেই বিবেচনাকে
 কখনই ক্ষিণেই বর্জিত করা কবি যাইতে
 পারে না। সুতরাং কেবল যোগ্যতার উপরে
 তৎপর্য ন্যায় বিষয় কখনই স্বরের আভিপ্ৰায়
 লক্ষ্য করিয়া না হইবে তাহার। সাপেক্ষ
 কর না সমস্তের জন্য কখনই বিবেকে প্র-
 তিবাদ করিতে চিত্তে মনন করেন হইবে
 তাৎপরিণেই পরিভাষা পুনা ধামে উপনীত
 হইয়াই পাইবে। তাৎপরিণেই আভিপ্ৰায় লক্ষ্য
 কর না কখনই কখন ও সুস্থিত বর্জিত পথে
 চলিয়া যাবে। দ্বিতীয় উপায় নাই, তাহার
 তৎপরিণেই নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চল-
 লেই যোগ্যতার মনুষ্য জন্ম পারণের সত্য-
 পের্যে নিষ্কর্তব্য

একাগ্ররূপেণ সত্যবিশিষ্টঃ স্বভাঃ আত্মনি ভোগ্যতম
 এব' আত্মানং পরমায়াং স্বভবতঃ পশ্যাতি
 ব্রহ্মবিঃ

ব্রহ্মবিং ব্যক্তি শান্ত, দাঁড়, নিরাময়, স্নি-
 ক্ত ও তৎপরিণিত হইয়া আপনাতাই পরমায়া
 কে দৃষ্টি করেন।

এক দিকে সাংসারিক স্বার্থের কামনা
 আর দিকে ঈশ্বর লাভের স্পৃহা। যে পরি-
 মাণে সাংসারিক স্বার্থের কামনা খর্ব হয়,
 সেই পরিমাণে ঈশ্বর লাভের স্পৃহা প্রবীণ
 হইতে থাকে। ঈশ্বর-স্পৃহা প্রবীণ হইলে
 বুঝি তখন তাঁহাকে অমূলজ্ঞান করে
 এবং অমূলজ্ঞান করিয়া যখন সেই পুণ্য
 স্বরূপকে প্রাপ্য হয়, তখন তাঁহাকে সর্বত্র
 পরিপূর্ণ দেখে। ব্রহ্মবিং ব্যক্তি জান প্রমা-
 ণে বিশ্বস্ত হইয়া সেই সত্যের সত্য প্রা-
 প্তের প্রাণ, যেতমের চেতন মঙ্গল স্বরূপকে
 আপনার অন্তরেই দৃষ্টি করেন এবং রূপার্থ
 হইয়া পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ
 করেন। তিনি আয়ারদিগের কাচারপুত্র-
 কই হইতে দূরে নহেন, যেখানে আয়ারদি-
 গের জীবান্ন সেই স্থানেই তিনি স্থিতি
 করিতেছেন, সকল স্তুত সকল লোক, সকল
 জীৱ জীৱেরই দ্বোড়ে আশ্রিত হইয়া র-
 হিয়াছে। ১৩ দিন জ্ঞান-নেত্র না প্রকৃতি-
 ত হয়, তত দিন লোকের কাটকে অতি দু-
 রূপ করিয়া জানে; কিন্তু বাহার জ্ঞান-নেত্র
 প্রকাশিত হইয়াছে তিনি শান্ত দাঁড় উপরত
 ভিত্তি সমাহিক হইয়া আপনাতাই তাঁহা-
 কে দেখিতে পান।

নৈনং পাণ্যান্তরতি সর্বং পা-
 প্যানং তরতি। নৈনং পাপ্যা-
 তপতি সর্বং পাণ্যানং তপতি।
 বিপাপোবিরজে হবির্গিত্বংসো-
 বাক্ষণোভবতি।

স' এবং 'শান্তঃ' পাণ্যন্তরতি 'তরতি' শান্তি
 কথং সর্বং পাণ্যানং 'তরতি' কথং সর্বং
 এবং 'পাপ্যা' হৃদয়িত্বংসো এবং 'সো-
 পাপ্যাহং' 'তপতি' হৃদয়িত্বংসো 'বিপাপো
 পাপ্য' 'বিরজে' হৃদয়িত্বংসো 'সো-
 বাক্ষণোভবতি' হৃদয়িত্বংসো

ব্রাহ্মধর্মঃ
 প্রথমখণ্ডঃ
 ষোড়শোধ্যায়ঃ

শাস্তোদান্তউপারতন্তিত্বঃ
 সমাহিতোত্ত্ব আত্মনোবায়ানং
 পশ্যাতি ।

'শান্তঃ' হৃদয়িত্বংসো 'উপপাতঃ' 'নান্তঃ' 'বুস্করনা'
 'উপারতঃ' 'পাপকর্মোবিনির্মুক্তকঃ' 'বিকল্পঃ' 'বদন্তীকর্মা'

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা - আদি বৈষ্ণব নিম্নোক্তঃ 'বা
 জ্ঞান' বসতি ।

৩০. পাপি ইহাকে স্বর্ণ করিতে পারে না, ইনি
 সমগ্র পাপকে অতিক্রম করেন; পাপি ইহাকে
 নষ্টাপ দিতে পারে না, ইনি সমগ্র পাপের
 নষ্টাপক হয়েন । ইনি নিষ্কাপ, নিষ্কল-চিত্ত
 ও পরব্রহ্মের সাক্ষাতে মিসংগত হইয়া প্রকো-
 পাসক হয়েন ।

পাপারণ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ-পথ
 অবলম্বন না করিলে ত্রুষ্ণ-রূপ নিকতনে উ-
 পনীত হইয়া পড়ে না । যতএব যিনি জ্ঞান-
 ব-সেগকে সেই স্বর্গের গানের প্রতি এক
 নাভ রাগিয়া পথে পথত্যাগ করিতে-
 ছেন, তাঁহাকে পাপ আশ্রিয়া স্বর্গায় করিতে
 পারে না । তিনি পাপ ফাপ হইতে মুক্ত
 হইয়া ত্রুষ্ণোপাসক হয়েন ।

সমোদিতে মোদনী যুক্তি লক্ষ্যে

**তরতি শোকং তরতি পাণ্যামঃ
 কৃত্বাহিত্যোবিমুক্তোহস্য তভি-
 বতি ।**

'ব' বিধান মোদকে 'মোদনী' হইয়া এক
 ি লক্ষ্যে ' তরতি শোক' বাসন সম্বলে বা
 তি হ্যাহিত্যোবিমুক্তোহস্য ' ' স্বাভাষিকা' ।
 মোদকোমোদপুষ্টিতে 'বিমুক্ত' বন' সমুদ্র হসতি ।

তিনি আশ্রয়ী পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া
 জানসিত্ব করেন । তিনি শোক হইতে উদ্ধী হ-
 য়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়েন, এবং
 সমগ্র পাপসমূহ হইতে নিমুক্ত হইয়া কামত
 যোগ্য ।

ধর্মবী ভাষার চির আর্ষিত এক পাশ
 হইলে যেকোন আপনাকে কৃত্যে বাধ করে,
 ত্রুষ্ণ হইলে হৃদয় স্থানস্থল শীতল কল ত্রুষ্ণ
 হইলে বে কপ আর্ষিত হয়, সেই রূপ
 সমগ্রের জ্ঞাত, সমগ্র এক বাধ ত্রুষ্ণের
 গমর্গ হইতে মুক্ত লাভ করিয়া ত্রুষ্ণের দা-
 কি অর্ধজননী স্বয়ং স্ত্রোদগ কোবন ।

নিম্ন পর্বতকে লাভ করিয়াসন, তিনি কাহাকে
 ইচ্ছা করে না হ্যারিক রূপে নিষ্কৃত্য ক
 এক জামিনা মুদ্রা হইয়া উক্তিত হ
 হিষ্ণিত মোদপথে পরিষ্ণ করিতে পারে
 এবং পাপ পরিত্যাগে বিসংগত করিয়া তাঁহ
 ক হিষ্ণিত মোদপথে পরিষ্ণ করিয়া তাঁহ
 ক হিষ্ণিত মোদপথে পরিষ্ণ করিয়া তাঁহ

কেবল পাপের দ্বিতীয় পক্ষে হইলে সঞ্জি
 করেন পাপে হিষ্ণিত হইয়া পায়-
 যৎসায়েব মোদে পাপ্য হইতে নিমুক্ত পরিষ্ণ
 চিরকাল পরব্রহ্মে নিলা ভাষ্য অর্ধজননী ক
 য়েন ।

**সত্যায় শ্রমদিতব্যং
 শ্রমদিতব্যং কৃশজ্ঞানং ন ব্রহ্মোক্তং
 ব্যং**

ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং

ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং

ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং

**সত্যং বদ । সমাজেবৈ
 পরিস্ফুটতি যোগেন তমতিভয়ততি ।**

ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং

ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং

ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং

ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং
 ব্রহ্মোক্তং শ্রমদিতব্যং শ্রমদিতব্যং

স্বাভাবিক ক্রমেই তাই হইবে।

স্বাভাবিক ক্রমেই তাই হইবে। স্বাভাবিক ক্রমেই তাই হইবে। স্বাভাবিক ক্রমেই তাই হইবে।

অশ্রদ্ধা দেহে । অশ্রদ্ধা অ-
দেহে ।

অশ্রদ্ধা দেহে । অশ্রদ্ধা অ-দেহে । অশ্রদ্ধা দেহে ।

মাতদেবোভব পিতৃদেবোভব
আচর্যদেবোভব ।

মাতদেবোভব পিতৃদেবোভব । মাতদেবোভব পিতৃদেবোভব ।

যান্যপাম্যানি কশ্যাপ্তানি
সেবিত্যানি নো ইত্তরাণি ।

যান্যপাম্যানি কশ্যাপ্তানি সেবিত্যানি নো ইত্তরাণি ।

যান্যপাম্যানি কশ্যাপ্তানি সেবিত্যানি নো ইত্তরাণি ।

যান্যপাম্যানি কশ্যাপ্তানি
সেবিত্যানি নো ইত্তরাণি ।

যান্যপাম্যানি কশ্যাপ্তানি সেবিত্যানি নো ইত্তরাণি ।

যান্যপাম্যানি কশ্যাপ্তানি সেবিত্যানি নো ইত্তরাণি ।

এতৈরুপায়ৈযতন্তে ব্রহ্ম বিদ্বান
তট্যাম্বাভ্যাং বিশতে ব্রহ্মধাম ।

এতৈরুপায়ৈযতন্তে ব্রহ্ম বিদ্বান তট্যাম্বাভ্যাং বিশতে ব্রহ্মধাম ।

এতৈরুপায়ৈযতন্তে ব্রহ্ম বিদ্বান তট্যাম্বাভ্যাং বিশতে ব্রহ্মধাম ।

এতৈরুপায়ৈযতন্তে ব্রহ্ম বিদ্বান তট্যাম্বাভ্যাং বিশতে ব্রহ্মধাম ।

কে ধার্মানি দিব্যানি ভক্তঃ।

পুত্র বিবে নরো অত্যাচার্য রজনঃ পুত্রো
'মে' ধার্মানি দিব্যানি রহস্যধার্মিণী' অ. ৩৮। ১৬৭
উক্তি।

হে কিং! ধর্মিণী বানি অমৃতের পুত্র হকল
তাঁহারা শ্রবণ কর।

কোন প্রকৃ পরণাণ বাক্তি প্রকৃকে লাগি
করিয়া উচ্ছাণের সুস্থদায় জীব নিগের স
মক্ষে নবোৎসাহে পরিপূর্ণ হউয়া কহিতে
কেন মেধে অমৃত পুত্রদের পুত্রেরা আনি
আনানিগের পরম পিতাকে জাণিয়াছি,
যেমন তাহা প্রবণ কর।

১৩৩

• বেদাহমেতং গুরুঞ্চ মহান্ত
মানিত্যবণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যমেতি না
ন্যঃ পর্হা বিদ্যাতে হৃদনাব।

বেদ জানে অহং এতৎ পুণ্যং গুরো মহান্ত
কর্মণ্যেবৈ গুণ্যামকপং তমসঃ কাম্যং পার
স্তাৎ তং এব বিদিত্বাৎ গুরুং অহং এতি অ
মেতি অতিমৃত্যতি অহং অ তমসঃ পর্হা বিদ্যাতে
হৃদনাব। পরমপরাপ্রাপক।

অনি এই তিমিরাজীত জ্যোতির্জগৎ মহান
পুরুষকে জানিয়াছি লোক কেবল তাঁহাকেই
জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাঁহির মুক্তি
প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

যিনি কেবল জ্ঞানময়, যেখানে অজ্ঞতা
য়ের দেশ নাই এবং তাঁহাকে দেশ ৩ কাঃ
পরিচ্ছেদ করিতে পারে না, সেই মহান জ
রাহরুঃ বিবর্জিত নরীযাপী পুরুষকে
যিনি বীর অন্তরে নির্মল জ্ঞানচক্ৰ ধার।
কর্নি পাইয়া বিতুষ্ক-চিত্তে শ্রীতি করিয়া
ছেন তাঁহির সেই ধর্মাতন প্রিয় বস্তুর
সংলগ্ন কর্যাণি বিচ্ছেদ হয় না তিনি
কৃত্যকে অতিক্রম করিয়া, তির কাল সেই
প্রেমের পরব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে
এবং পশিবাকল উপভোগ করিতে থাকে
ন। পাপ জাপ করা পুত্র অতিক্রম করি
য়া প্রবোধে উপনীত হইবার জন্য জ্ঞান
তত্ত্বের মাকীও আর অন্য উপায় নাই।

১৪

এতৎকরণং নিত্যং বোধাসং

স্বং নাতঃ পবং বেদিতব্যং তি
কিকিৎ।

যথাঃ তৎকরণান্নন্থং পবং বেদিতব্যং তথা
'এতৎ করণং নিত্যং বোধাসং' আচার্যি লক্ষণিকায়
তি 'অং তৎকরণং' ইতি বচ পরো বেদিতব্যং ইতি কথিতং
কারি।

যাপনারেই নিত্যং বোধাসং পবং বেদিতব্যং
পবং স্বা. তিমিরি কামিন্যং স্বা. বোধাসং
জানিবার লোক্য লোক্য কেম ভগবতঃ

নসুভায় স্মৃতি বক্তঃ সত্যং সত্যং সত্যং
কেই স্মৃতিয় বেদিত্য তিমিরি কামিন্যং
তিমিরি কামিন্যং স্মৃতিয় স্মৃতিয় স্মৃতিয়
চিরকালঃ স্মৃতিয় স্মৃতিয় স্মৃতিয়
গিলোচনঃ স্মৃতিয় স্মৃতিয় স্মৃতিয়
এতৎ করণং বোধাসং বোধাসং
কেন স্বা. স্মৃতিয় স্মৃতিয় স্মৃতিয়
জানিবার বক্তঃ স্মৃতিয় স্মৃতিয়

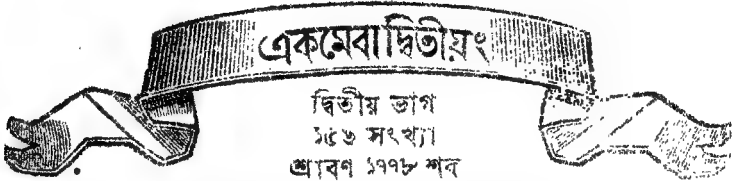
১৫

সং প্রাপ্য সর্বমেকস্য এবং পরমেশো
কৃত্যান্মোনৌত্তরাপাঃ প্রাপ্য স্মৃতি
তে সর্বগং সর্বভঃ প্রাপ্য ধীমস
জ্ঞান্যঃ সর্বমেবাবিশর্নিত।

সং প্রাপ্য সর্বমেকস্য এবং পরমেশো
সর্বমেকস্য 'আনুভূত্যা' কাম্যং স্মৃতিয় স্মৃতিয়
কৃত্যভাঃ স্বীকরণাঃ স্মৃতিয় স্মৃতিয়
ইন্দ্রিয়াক্ষয়স্বীকরণে স্বীকরণ কাম্যং স্মৃতিয়
'সর্বগং সর্বভঃ প্রাপ্য' ধীমস' বেদিত্য 'স্মৃতিয়'
নঃ স্মৃতিয় স্মৃতিয় স্মৃতিয় স্মৃতিয়
প্রতিশ্রুতি কাম্যং

কৃত্যভি, কাম্যং স্মৃতিয়, কাম্যং স্মৃতিয়
কল ইত্যক্ নামক প্রাপ্ত হইবে, কাম্যং স্মৃতিয়
হয়েন। সেই স্মৃতিয় স্মৃতিয় স্মৃতিয়
কৃত্যভাঃ' পরমেশ্বরের সকল প্রাপ্ত হইয়া সর্ব
সংক্ প্রাপ্তি হইবে।

যিনি সকলের স্বর্গ কাম্যং স্মৃতিয়
কৃত্যভে স্মৃতিয় স্মৃতিয় স্মৃতিয়
বুঝা যায় তাহা পবং বেদিতব্যং
যুক্তি আসক্তিবান প্রাপ্ত হিয়া হইবে স্মৃতিয়
প্রিয় বক্তাকে শক্ত করিয়া কাম্যং স্মৃতিয়
ছেন। যিনি সেই জ্ঞানময়ের জ্ঞানস্বয়
হইয়া আপনাকে বিতুষ্ক করেন এবং সেই
সংক্ প্রাপ্ত হইয়া স্মৃতিয় স্মৃতিয়
করিয়া সকলকে প্রাপ্তি হইবে স্বর্গ্যং তি-



দ্বিতীয় ভাগ
১৫৩ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৮ শব্দ

১৯৩৮

১৯৩৮

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

পত্রিকার মিত্রাণ জ্ঞানসন্ধান প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিরববরমে একমেবাদ্বিতীয়ং শব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।
নিম্ন লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

অধিন প্রীতিভঙ্গ্য প্রিন্সিপালসাহেব ২৭ পাতা মূল্যঃ।

ঈশ্বরের মহিমা :

মল্লধ্বজদেব :

মনুষ্যের হৃদয় পদমূলক প্রকৃতি ব-
হিত ~~ক~~ জগদীশ্বরের অদৃশ কৌশল
সেই পদমূলক উহার শরীরের সমুদায়
অঙ্গাঙ্গকে উহার আদর্শ কৌশল বিদ্য-
মান আছে। শরীর-স্থান বিলাক ব্যতীত
অদৃশিত গণ যখন শব্দ শরীর ব্যতীত
কবিরা উহার অদৃশিত পরীক্ষা করিয়া দেখেন,
তখন তাহার প্রত্যেক অঙ্গি খণ্ডেই ঈশ্ব-
রের অদৃশিত কৌশল কলাপ সম্বন্ধে
বিমোহিত হইয়া থাকে। কোন পূর্ববয়স্ক যুবা
পুরুষের শরীর ছেদ করিলে তখনো ২৫৪
খণ্ড অঙ্গি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই
সমস্ত পৃথক পৃথক অঙ্গি খণ্ডকে একত্র স-
ম্বন্ধ করণার্থে জগদীশ্বর যে রূপ আশ্চর্য
কৌশল পূর্বক অঙ্গি সন্ধি সকল সম্পাদন
করিয়াছেন এবং এই অঙ্গি সকলকে মনুষ্যের
কামোগ্রাণী করণার্থে যে কৌশল প্রকাশ
করিয়াছেন, তাহা অসম্ভব বর্ণন করিয়া
শেষ করিতে সক্ষম নহি। কোন দুই খণ্ড
পৃথক অঙ্গির সংযোগ স্থল সম্বন্ধে
বিশদরূপে উইতে হয়। যে যে অঙ্গিকে যে
প্রকারে এছন করিলে মনুষ্য হুখেতে হক
পদাদি সঞ্চালন করিয়া জীবনধারণ করি-
তে পারে, পরস্পর তাহাকে তরুণ কর-

বাই সংযোগ করিয়াছেন। মনুষ্যের
সঞ্চালন সাধ্য শরীরের যে সজ্জা
সর্বত্র অঙ্গি-সংযোগ করিয়া
সংযোজন। সেই সকল অঙ্গি-সংযোগ
মেশ্বর এক প্রকার কৌশল ও কামোগ্রাণী
দ্বারা সাধারণ করিয়াছেন। এবং কোন
পৃথক পৃথক অঙ্গির চরিত্র গতি মনুষ্য
তাহাকে যেমন কোন বিশেষ
তৈলাদি সেই পদার্থ প্রকারে মনুষ্যের
রক্ত মনুষ্য দেহের প্রত্যেক অঙ্গিকে
তৈলতরু এক প্রকার পদার্থ
উহার সঞ্চালন হইয়াছে। মনুষ্যের
শরীরের মধ্যে সকল অঙ্গি-সংযোগ
একটি বিশেষ কৌশল প্রকাশিত
কিন্তু তখনো মনুষ্যের মনুষ্যের
হার অত্যাশ্চর্য কৌশল বিদ্যমান
শরীর, উপান ও উপবেশন কার্যে
সরল, বক্র ও অঘনত চক্র
স্থিতি করিতে হয়, এই জন্য
শেষ কৌশল পূর্বক মনুষ্যের
তরুপয়স্ক করিয়া রাখা
বা জজ্ঞার ন্যায় যদি মনুষ্যের
হি জ্ঞান রক্ষিত হইত, তবে
মনুষ্যের হৃদয়ের শেষ
ইতে নানাকারণে মনুষ্যের
চিরে চূর্ণ হইয়া যায়ত, এনা
শর উহাকে ২৪ খণ্ড পৃথক পৃথক

র, নিম্নলিখিত কাব্যগুলোর সংগ্রহ ক্রেতার প্রতিবেদন অনুযায়ী রচনা করা হয়েছে। উক্ত সংগ্রহে সর্বত্র কবিগণের গভীর জ্ঞানকে পরস্পর পরস্পর পরস্পর জ্ঞান করে। তাহা হইলে এই সংগ্রহের কথা, জিহবে প্রকাশ্য পণ্ডেরই হইয়া থাকে। তাহা হইলে প্রত্যেক দেখিতে পাইয়া যায়, উক্ত সংগ্রহে প্রতিবেদক একত্র সমস্ত করিয়া প্রায়শঃ উচ্চতর মনোকে প্রকাশ্য হইয়া গিয়াছে। উক্ত সংগ্রহে আপন পক্ষ নিম্নলিখিত গভীর জ্ঞানকে প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত সংগ্রহে সর্বত্রই কবিগণের বিশেষ মনোকে প্রকাশ্য হইয়াছে। তাহা হইলে এই সংগ্রহের কথা, জিহবে প্রকাশ্য পণ্ডেরই হইয়া থাকে। তাহা হইলে প্রত্যেক দেখিতে পাইয়া যায়, উক্ত সংগ্রহে প্রতিবেদক একত্র সমস্ত করিয়া প্রায়শঃ উচ্চতর মনোকে প্রকাশ্য হইয়া গিয়াছে। উক্ত সংগ্রহে আপন পক্ষ নিম্নলিখিত গভীর জ্ঞানকে প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত সংগ্রহে সর্বত্রই কবিগণের বিশেষ মনোকে প্রকাশ্য হইয়াছে। তাহা হইলে এই সংগ্রহের কথা, জিহবে প্রকাশ্য পণ্ডেরই হইয়া থাকে। তাহা হইলে প্রত্যেক দেখিতে পাইয়া যায়, উক্ত সংগ্রহে প্রতিবেদক একত্র সমস্ত করিয়া প্রায়শঃ উচ্চতর মনোকে প্রকাশ্য হইয়া গিয়াছে।

আমরা যখন নিম্নিত্ত থাকি, তখনও আমা-
 দিগের জ্ঞান ও পাকস্থলী প্রভৃতি কোন
 কোন আঙ্গুর গতি ক্রিয়া করিয়া হইতে
 থাকে। এই সকল জ্ঞানের গতি আমাদিগের
 ইচ্ছার অনুসরণ হইলে নিম্নোক্তরূপে তাহা
 কল্প হইল এবং আমরা নিম্নিত্ত হইলে আর
 তাহা কল্পই আমাদিগকে পাজেশ্বের ক-
 রিতে হইল না, এক নিম্নোক্তই আমাদি-
 গের মন: নিম্নিত্ত উপস্থিত হইত। এই জ-
 ন্য জগদীশ্বর এই সমস্ত অঙ্গুর গতিতে আ-
 মাদিগের ইচ্ছার অধীন করেন, নাই। কিন্তু
 যে সকল অঙ্গুর গতিতে আমাদিগের ইচ্ছার
 অধীন করিলে আমাদিগের বিশেষ কল্যাণ
 উদ্ভূত হয়, রূপায় পরমেশ্বর তাহাদিগকেই
 আমাদিগের ইচ্ছার অধীন করিয়াছেন। তা-
 হা হইলে ইচ্ছা করিলে চক্ষু স্পন্দিত করিয়া কোন
 পদার্থ সন্দর্শন কবিত্তে পারি এবং ইচ্ছা ক-
 রিলে উঃ নিম্নিত্ত করিয়া অতিশয় ভালোকে
 ও অপব বিপদ হইলে উহারক বন্ধা কবিত্তে
 পারি। আমরা ইচ্ছা পূর্বক বাক্য-ক্রিয়াসি
 করিয়া মনের জাব বন্ধ কবিত্তে পারি
 এবং ইচ্ছাক্রমে বাক্য বন্ধ করিয়াও সক্ষি-
 তে পারি। আমরা ইচ্ছা করিলে পদ-
 চালনা কবিত্তেও সক্ষম হই এবং ইচ্ছা ক-
 রিলে গতি রোধ করিয়া এক স্থানে স্থিত হ-
 ইতেও পারি।

জগদীশ্বর যে রূপ আশ্চর্য্য কৌশলে
 সন্তুষ্টা দেখে শির! সকল সংস্থাপন করিয়া
 শরীরের সর্বত্র শোণিত সঞ্চালিত হইবার
 উপায় করিয়া দিয়াছেন, তাহা মনে হইলে শ-
 রীর লোমাঙ্কিত হইয়া উঠে। যেমন নানা ন-
 দী দ্বারা পূর্বকৃত উৎস জল নানা স্থানে প-
 রিবেশিত হয় সেই রূপ শরীরে শির! স-
 কল দ্বারা সঞ্চার হইতে শোণিত প্রবাহিত হ-
 ইয়া শরীরের সর্বত্র সঞ্চালিত হইয়া থাকে।
 শরীরের মধ্যে এমন স্থান নাই যে সে স্থান
 বিজ্ঞ করিলে শোণিত নির্গত না হয়; অতি
 তীক্ষ্ণ সূত্র দ্বারা কোন স্থান বিজ্ঞ করি-
 লেও তাহা হইতে শোণিত বহির্গত হইতে
 থাকে। শির! দ্বারা প্রথমতঃ সঞ্চার হ-
 ইতে যুক্ত সঞ্চালিত হইয়া শরীরের সর্বত্র
 সঞ্চারণ করে এবং শির! দ্বারা সেই শোণিত

মুক্ত থাকে, সেই রূপ পরমেশ্বরও দর্শন
 স্বয়ং ও আত্মপ্রাপ্তি ইন্দির সকলকে চতুর্দিকে
 প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত করিল। কপালরূপ অ-
 স্থিময় দুর্গ মধ্যে সজ্জিত রূপ মহা যন্ত্রকে
 স্থাপন করিয়াছেন। এই রূপ সমুখা দে-
 বের যে স্থলে নিরীক্ষণ করা যায়, সেই স্থলেই
 লগদীশ্বরের স্তান শক্তি ও কল্পনার চিত্র
 দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি মানব দে-
 হের কোন স্থলে যেহি রূপ কৌশল প্রকাশ
 করিয়াছেন তাহা সম্যক অবগত হওয়া অ-
 ন্যাপি কাহারও সাধ্য হয় নাই, কথাপি
 উহাকে মধ্যে যাহা কল্পিত স্তান গোচর
 হইতে পারে, তাহাতেই বিমোচিত হইতে
 পারে। মনুষ্যের প্রত্যেক অস্থি প্রত্যেক
 শিরঃ প্রত্যেক মাংসপেশা ও প্রত্যেক ই-
 ন্দ্রিয় সকলেই উদ্দেশ্যের জীহার মহাযন্ত্র
 মণিমার ঘোষণা করিতেছে।

বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা

এই বঙ্গদেশের বর্তমানাবস্থার প্রতি দৃ-
 ষ্টিপাত করিলে যেমন কোন কোন অংশে
 উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই-
 একা নানা বিনোদ ইহার দুর্গতিও বৃদ্ধ হয়।
 পুর্কের অপেক্ষা এক্ষণে এদেশের অবস্থা
 নানাবিধে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা-
 তে আর কোন সংশয় উপস্থিত হইবারই
 সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে এদেশের চতুর্দি-
 ক নিরীক্ষণ করিলে নানা জাতীয় শো-
 ভা ও সৌন্দর্যের চিত্র দেখিতে পাওয়া
 যায় এবং অনেক প্রকার উন্নতির জ্ঞানও
 মনন গোচর হয়। এক্ষণে এদেশে নানাপ্র-
 কার ছুরমা ও মালিকারও অভাব নাই,
 দূরপ্রসারিত সুপ্রশস্ত রাজপথেরও অপ্রতুল
 নাই এবং হস্তী, অশ্ব ও শকটাদি বহু প্রকার
 কুলসাহায্যেরও অল্পতা নাই, এ দেশের শে-
 সমস্ত প্রসস্ত ভূমি হইত পুর্কে ঘোরারণ্য
 আয়ত ছিল, এক্ষণে সেই সমস্ত ভূমিতে উ-
 ব্ধকৃৎ উৎকৃৎ ক্রমপদ স্থাপিত হইয়াছে।
 যে স্থানে অরণ্যবাসী হিংস্র পশু গিগের
 আশঙ্কার বা স্তান হীন অসভ্য লোকের দো-
 শাঘাত করে দিবা ভাগেও লোক গভাব্যত

করিত শক্তি হইত, এখনও ভঙ্গদেশের
 শ্রীরঞ্জি হওয়াতে সেই সকল পশু বন্যভী
 যোগেও নিশেধে ও নিবিধে ঘন-
 লের বন বাস করিতেছে। এক্ষণে বঙ্গদেশ
 এদেশের প্রধান প্রধান নগর ও গ্রামের প্র-
 প্রধান প্রায়স্বেচ্ছী ভাষা ন বিন্যাস প্রচার
 করিয়াছে এমন মধ্যে, তাহা ন শুধুমাত্র কল
 কত প্রাকৃতিক হোকে-
 লরূপ নির্যাস হু-
 তেছে। পুত্র কন্যে
 মনীরে মীম
 খানি কলক
 ল মনীরে
 ত্রিত দেশ
 যেন-
 সম্পন্ন ব্যক্তি
 যান করা
 রা যে সদ্য
 কার নাই
 যেমন
 এক্ষণে
 হিংস্র নগর
 নে পরিজন
 হীপোংগর
 রবদী
 হইতেছে
 বিদেশীয়
 বহুমুখা
 নানা
 সজ্জাদি
 কারীন
 তাক
 করা
 মন্য
 রুই
 ভারত
 তাহার
 এক্ষণে
 পশু
 নগর
 তেও
 রাসী

আপোহিত কবিতা সর্বদা পঠাশীত করিতেছে
এক কবি মনুষ্য হইতে নারী বাহু পূর্বেকা-
লিত পদে তাৎকালিক কবিতায় লোক হয় দে-
খাইয়া পলিয়া মান করিত, এক্ষণে বঙ্গ-
কবিতার নানা স্থানে সেই হ্রাসিত মান
দেখিয়া উইয়া উইয়াছে। তবে বাণেশ্বর
এই সাংসারিক চরণ হইবে এক প্রধান
ক্রমাৎ যে মস্তের সাহায্যে বঙ্গসাহিত্যক
স্বয়ং প্রকাশক প্রকার দৈনিক প্রদে হইতে
সংস্কৃত কবিতার পদার্থেই কাব্যোপ-
স্থাপিত পদার্থ লক্ষ্য করিতেছেন এবং
যে মনুষ্যক সাধ লক্ষ্যে নিয়া প্রচারের
বহুমাত্র উৎসাহ, বহুই পদ মস্তা প্রদ
এক নিবসের মধ্যে মস্তা প্রকাশক পৃথক
মুদ্রিত হইয়া মস্তা প্রদে দৈনিক হইতে
পাবে, এবং বঙ্গদেশে উক্ত কাব্যীয় চরণ
ও মুদ্রা মস্তের বিলক্ষণ প্রচার হইয়াছে।
এক্ষণে আর একজনীয় পত্রিকাকার
মুদ্রিত মস্তা কেবল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার
চরণই প্রদে সাধা বঙ্গের প্রতি দিগ্বর
কবিতায় হয় না এবং নিজস্ব উক্ত পত্রিকার
পৃথক পত্রিকার সাধ মস্তে বঙ্গ বিন্যাস করিয়া
প্রকাশিত প্রদে করিতে চায় না। এক্ষণে
বঙ্গদেশে বাণেশ্বর সাহায্যে প্রদে প্রকাশ
কাব্যেরও অবস্থা সেই মস্ত হইতে স্থান
মুদ্রা হইতে প্রকাশিত নাই, ইচ্ছা করিলে
প্রদে কর্তা এক নিবসের মধ্যে স্বপ্নীত
এই মুদ্রিত কবিতা নানা স্থানে প্রচার
করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এদেশে যেমন নানা
বিভিন্ন প্রকারের উন্নতির চিত্র দৃষ্ট হয়,
সেই প্রকার পরিমাণে জ্ঞানোপার্জন বি-
ষয়েও প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। পূ-
র্বে যে মস্ত প্রদে পত্র প্রস্তাব অর্পণ অদ-
গত হইয়া লোকের পক্ষে অসম্ভব কঠিন
ছিল এবং যে মস্ত তত্ত্ব ছুই এক বাজি
সমাধারণ মনুষ্যের জন্মে নিষ্কিন ছিল এবং
যে সকল তত্ত্বজ্ঞানের কথা অস্বীত বরক
প্রদীপ পত্রিকার মস্তা প্রদে হইতে নি-
হত হইত, এক্ষণে এদেশের নানা স্থানে না-
না লোকের নিকট হইতে বেই সকল জ্ঞান
তত্ত্বের কথা অর্পণ করা যায়। এক্ষণে এ-
দেশীয় কোন পত্রিকার মস্তা কি প্রকৃতি প্রদে

প্রদিত হইয়া এখন উন্নত বরক বালক প-
থের সহিত আলাপ করা যায়, তখন প্রায়
তাহার মধ্যে অনেকেরই নিকট হইতে সু-
গভীর জ্ঞান তত্ত্বের কথা শুনিয়া শুধী হও-
য়া যায় এবং নব্য সজ্ঞানী বালক বৃন্দে
মধ্যে প্রায় অনেককেই কোন না কোন প্র-
কার জ্ঞানোপার্জনে তৎপর দেখা যায়। এই
রূপ বঙ্গ প্রকার বাজ শোভা ও বাস্তব-
তার প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে আপাতত অ-
নেকেরই মনে হইতে পারে যে অধুনা বঙ্গ
কুমি বিশেষ সৌভাগ্য শালিনী হইয়াছে।
কিন্তু যিনি তথ্যাত্মক জান তৎপর হইয়া
স্বয়ং দৃষ্টিতে এই বঙ্গ কুমির প্রতি দৃষ্টি পাত
করিলেন, তিনি দেখিবেন, যে অধুনা বঙ্গ
কুমির যেমন কতিপয় বাজ শোভার শো-
ভিত দেখাইতেছে সেই রূপ অন্যান্য মস্ত
প্রকার আন্তরিক রূপে উহার কালবর স্ফি-
ট হইয়াছে। তিনি যেমন এক দিগে উহার বি-
ক্রিৎ উন্নতির লক্ষণ দেখিবেন, তেমনি আর
দিনে মস্ত প্রকার চূর্ণিত চিত্রও দেখিতে
পাইবেন। তিনি দেখিবেন যে উহার গ-
ঢ়কে যেমন প্রদে আত্মাদের তাব অল্পত-
লইতেছে, তেমনি উহার আন্তরিক শোক নি-
কট উচ্চমিত হইয়া অপর চকু হইতে অন-
বরক অঙ্গ ধারা পতিত হইতেছে এবং উহা
আপনার অবলম্বনীয় নিপত্তন মিরীক্ষণ ক-
রিয়া বিশ্ব বদনে প্রিয়মান হইয়া রহিয়াছে।
প্রকৃত রূপে উহার আন্তরিক হওয়া দূরে থাকুক
উহার অবস্থা দিনে দিনে বরং অবসন্ন
হইয়া আসিতেছে এবং উহা অন্তরে অন্তরে
জীর্ণ হইয়া ঘাইতেছে। জবাগন্ধ জীর্ণ
শরীরকে উৎকলিত ভূষণে স্নানকৃত করিলে
তাহার বাসুশ শোভা প্রকাশ্য পায়, বর্তমান
বাই শোভা হইয়া বঙ্গদেশেরও বাসুশ অব-
স্থা হইয়াছে। এখন বঙ্গ দেশ বাসী অধিকাং-
শ মনুষ্যের শরীর দিন দিন চূর্ণিত হইতে
ছে এবং ক্রমে বৈশ্বিক অবস্থা তদ্রূপে
দীনতা প্রাপ্ত হইতেছে, এখন বঙ্গ রাজ্যের
প্রতি গ্রাম, প্রতি পল্লী ও প্রতি পরিবারের
নিকট হইতেই অনবরত দুঃখ হাহাকারের
অনন্ত কণ্ঠস্বর বিলাপ ধনি শ্রবণ করা যায়
এবং এখন বঙ্গরাজ্য বাসী চূর্ণিত মনুষ্যের

দেশাস্বামী প্রবল বাস্তবিক কর্তৃক অনবরত প্রপীড়িত হইতেছে, তখন এক কাপ চক্ষু কর্তৃক রূক্ষ না করিলে আর কোন ক্ষম্য এক্ষণে বঙ্গ দেশকে সম্পূর্ণ রূপে উন্নত দশাশ্রয় মনিত্বা গণনা করা সম্ভব হইতে পারে না। সম্মান গণের অসম্ভব ক্রমে সন্দর্শন করিয়া বঙ্গ ভূমির বিয়ল্প বন্দন ক্রমে মর্দিন হইতেছে এবং তাহার ক্ষমত স্বয়ং হইয়া বাইতেছে। তাহার চির পাণ্ডিত্য সুধূর্ণগের যত্নে বন্ধে তামাকে সমস্ত প্রকার অলকারে ভূষিত করিলে এখনই তাহার মুখে প্রশংসার কিছু প্রকাশ পাইবে না। বঙ্গ রাজ্য চির দিন যাহার দিগের বাসস্থল, এবং বঙ্গ দেশের রক্ষাকোষপুত্র শকাদি উপভোগ করিয়া বাহারা পুরুবাঙ্করুমে প্রতিপালিত হইয়া অধিকেষ্টে, তাহারি যে এক্ষণে কি অবস্থায় অবস্থান করিতেছে এবং দিন দিন যে তাহা বিধগায় কি দশা উপস্থিত হইতেছে ফিরি চিন্তা করিয়া তাহাৎ প্রতি মুহূর্ত্তে পান করিয়াই বঙ্গ ভূমির সমস্ত শুভাশুভ পরিষ্কার করণ প্রকাশিত হইয়া উঠে। বঙ্গ দেশবাসী হুঃখী জন গণের এক একটি ক্রেশব গিয়ার ভাবিয়া দেখিলেই সঙ্করণ বা কিয় ক্ষমত করণারসে অবশ্যই আত্ম হইয়া উঠে, সন্দেহনাই। বর্তমান বঙ্গবাসী লোকের চ্ছুরাণি বর্ণন করিয়া শেপ করা অসাধ্য। যথার্থ রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে কি বৈষয়িক স্তম্ভ, কি মানসিক শাস্তি, কি শারীরিক অক্ষমতা বর্তমান বঙ্গবাসী লোক ইহার কোন স্তম্ভেই প্ররুত রূপে সূখী নহে। যাঁহারা কেবল কসিকাসাহ ও কতিপয় অন্য নগরস্থ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লোকের সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গদেশের শুভাশুভের বিষয় আলোচনা করে, যাঁহারা কেবল নগর মধ্যে সঙ্কীর্ণ কতিপয় লোক লোকের শক্তি একত্রিত হইয়া কথোপকথন করে, এবং যে সমস্ত লোক আধুনিক নব্য সম্ভাব্য দিগকে ইংরাজদিগের বেস চ্ছুরা ও আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিয়া বহানন্দে আনন্দিত হয়, তাঁহারা ই বলে যে অল্পা বঙ্গদেশের বিশেষ উন্নতি

হইয়াছে, কিন্তু যে সমস্ত লোক বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পল্লী গ্রামের বঙ্গদেশের বঙ্গবাসী অনুসন্ধান করিয়া দেখে এবং তাহাদের মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের শক্তি কথোপকথন করিয়া নানা প্রকার চ্ছুরাখের ব্যাভি অধিক করে, তাঁহারা আর তাহাদিগের শক্তিতে পূর্ণের না দে এক্ষণে বঙ্গ ভূমির সমস্ত শুভাশুভ পরিষ্কার করণ প্রকাশিত হইয়া উঠে। বঙ্গ দেশবাসী হুঃখী জন গণের এক একটি ক্রেশব গিয়ার ভাবিয়া দেখিলেই সঙ্করণ বা কিয় ক্ষমত করণারসে অবশ্যই আত্ম হইয়া উঠে, সন্দেহনাই। বর্তমান বঙ্গবাসী লোকের চ্ছুরাণি বর্ণন করিয়া শেপ করা অসাধ্য। যথার্থ রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে কি বৈষয়িক স্তম্ভ, কি মানসিক শাস্তি, কি শারীরিক অক্ষমতা বর্তমান বঙ্গবাসী লোক ইহার কোন স্তম্ভেই প্ররুত রূপে সূখী নহে। যাঁহারা কেবল কসিকাসাহ ও কতিপয় অন্য নগরস্থ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লোকের সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গদেশের শুভাশুভের বিষয় আলোচনা করে, যাঁহারা কেবল নগর মধ্যে সঙ্কীর্ণ কতিপয় লোক লোকের শক্তি একত্রিত হইয়া কথোপকথন করে, এবং যে সমস্ত লোক আধুনিক নব্য সম্ভাব্য দিগকে ইংরাজদিগের বেস চ্ছুরা ও আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিয়া বহানন্দে আনন্দিত হয়, তাঁহারা ই বলে যে অল্পা বঙ্গদেশের বিশেষ উন্নতি

হইয়াছে, কিন্তু যে সমস্ত লোক বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পল্লী গ্রামের বঙ্গদেশের বঙ্গবাসী অনুসন্ধান করিয়া দেখে এবং তাহাদের মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের শক্তি কথোপকথন করিয়া নানা প্রকার চ্ছুরাখের ব্যাভি অধিক করে, তাঁহারা আর তাহাদিগের শক্তিতে পূর্ণের না দে এক্ষণে বঙ্গ ভূমির সমস্ত শুভাশুভ পরিষ্কার করণ প্রকাশিত হইয়া উঠে। বঙ্গ দেশবাসী হুঃখী জন গণের এক একটি ক্রেশব গিয়ার ভাবিয়া দেখিলেই সঙ্করণ বা কিয় ক্ষমত করণারসে অবশ্যই আত্ম হইয়া উঠে, সন্দেহনাই। বর্তমান বঙ্গবাসী লোকের চ্ছুরাণি বর্ণন করিয়া শেপ করা অসাধ্য। যথার্থ রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে কি বৈষয়িক স্তম্ভ, কি মানসিক শাস্তি, কি শারীরিক অক্ষমতা বর্তমান বঙ্গবাসী লোক ইহার কোন স্তম্ভেই প্ররুত রূপে সূখী নহে। যাঁহারা কেবল কসিকাসাহ ও কতিপয় অন্য নগরস্থ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লোকের সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গদেশের শুভাশুভের বিষয় আলোচনা করে, যাঁহারা কেবল নগর মধ্যে সঙ্কীর্ণ কতিপয় লোক লোকের শক্তি একত্রিত হইয়া কথোপকথন করে, এবং যে সমস্ত লোক আধুনিক নব্য সম্ভাব্য দিগকে ইংরাজদিগের বেস চ্ছুরা ও আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিয়া বহানন্দে আনন্দিত হয়, তাঁহারা ই বলে যে অল্পা বঙ্গদেশের বিশেষ উন্নতি

আবার করিয়া যথাকালে বিষয় কাণী সম্পাদন করিবার পদ্ধতি করিয়াছেন, সুতরাং এদেশীয় বিষয় কর্মীরা কোন বিশেষকরণে সেই পদ্ধতি অনুসরণে চলিতে হইবেহে। বিশেষতঃ যে সমস্ত লোকের উৎসাহ বন্ধক দিগের বাণিজ্য কাণী সংক্রান্ত বিষয় কাণী করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বিজ্ঞান পরিপ্রায় করিতে হয়, তাহাদিগের মধ্যে অনেক প্রায় চারি প্রকারেরও অধিক ফলাফল করিয়া থাকে, প্রথমঃ তাহাদের মধ্যে অন্যতরই নীচ রোগে প্রায় হইয়া পড়ে। ইহা কেনা সীমার করিবারই যে নীচ প্রায় দেশীয় সকল উৎসাহ জ্বলিত হইলেই যে পদ্ধতিতে পরিপ্রায় কাণীতে শরীর ধারণ করিতে পারে, এদেশীয় লোকের মনুষ্য চরিত্রই যে নিম্নে জ্ঞান করিলেই যে কাণীতে পারেন না করিলেই তাহা অসম্ভব, অল্পবয়সে মৃত্যু হইয়া যায়।

এদেশীয় লোকের শরীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার কারণ একটি পক্ষ কাণীতে দুর্গ হইবেহে। যে সকল স্থানেই যে জন্ম বাসু, নিত্যম অস্বাস্থ্য কর সঙ্গিত অর্থ ব্যয় করিতে না পারিলে সে সকল স্থানে শরীর রক্ষা করা কোন মতেই সাধ্য হয় না, উৎসাহ জ্বলিত আপনঃ দিগের অর্পণে সেই সকল স্থানে স্বাস্থ্যে শরীর ধারণ করেন, কিন্তু এদেশীয় লোকের সেই প্রকার স্থানে আর কোন কাণেই স্বস্ত থাকিবার উপায় নাই। যে সকল রাজধানী বা জেলার জল বাসু নিত্যম কর্মম্য প্রধান পক্ষীয় উৎসাহ রক্ষা পুরুদেরা সেই সকল স্থানে অন্যায়েরে স্বস্ত থাকেন, কিন্তু তাহা কার অল্প বেতনভুক্ত এদেশীয় কর্মী চারি দিগকে সমস্তই অস্বস্ত দেখা যায়। তাহা আবার প্রায়জ হইয়া কোন কর্মের স্থানে বিধায় কর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেও পারে না। এবং সেই সকল স্থানে বাস করিবারও স্বস্ত থাকিতে সক্ষম হয় না। অর্থলো-

ভুক্ত ব্যাকুলি হইয়া ব্যাকুলি হইয়া গিয়া কলশত অন্তর্য একধর কর্মেরে হারান বহন করিয়া ও অপরিষ্কৃত এবং অধিক মিত্র রূপে পরিপ্রায় কাণী আশ্রয়ণ করিবার পর্যায় নষ্ট করিয়াছেন। আপনঃ দিগের শরীরিক ব্যাকুলি ও অনেকের মনুষ্য বিপরীত নিম্নেই কাণী করিয়া এবং, শরীরিক পরিপ্রায় কাণীতে অনেক লোকের প্রায় দিন দিন দুর্গ হইয়া পড়িয়া এবং কয়েক কয়েক লোকের মনুষ্য চরিত্রই যে নিম্নে জ্ঞান করিলেই যে কাণীতে পারেন না করিলেই তাহা অসম্ভব, অল্পবয়সে মৃত্যু হইয়া যায়।

এদেশীয় লোকের শরীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার কারণ একটি পক্ষ কাণীতে দুর্গ হইবেহে। যে সকল স্থানেই যে জন্ম বাসু, নিত্যম অস্বাস্থ্য কর সঙ্গিত অর্থ ব্যয় করিতে না পারিলে সে সকল স্থানে শরীর রক্ষা করা কোন মতেই সাধ্য হয় না, উৎসাহ জ্বলিত আপনঃ দিগের অর্পণে সেই সকল স্থানে স্বাস্থ্যে শরীর ধারণ করেন, কিন্তু এদেশীয় লোকের সেই প্রকার স্থানে আর কোন কাণেই স্বস্ত থাকিবার উপায় নাই। যে সকল রাজধানী বা জেলার জল বাসু নিত্যম কর্মম্য প্রধান পক্ষীয় উৎসাহ রক্ষা পুরুদেরা সেই সকল স্থানে অন্যায়েরে স্বস্ত থাকেন, কিন্তু তাহা কার অল্প বেতনভুক্ত এদেশীয় কর্মী চারি দিগকে সমস্তই অস্বস্ত দেখা যায়। তাহা আবার প্রায়জ হইয়া কোন কর্মের স্থানে বিধায় কর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেও পারে না। এবং সেই সকল স্থানে বাস করিবারও স্বস্ত থাকিতে সক্ষম হয় না। অর্থলো-

কল্পপাক সহকারে ঘোরতর ব্যক্তি হইয়াছিল। এই দুর্ব্যোগ নিরুত হইলে পর উক্ত স্থানে যে কয়েকটি পিণ্ড দর্শন হয়, তাহান্ন মধ্যে একটির পরিমাণ প্রায় পাঁচ মের হইবেক। এই সকল উচ্চাপিণ্ডের উপর ককের ন্যায় কুক বর্ণ প্রক প্রকাণ্ড পাঁজাং বর্ণ ছিল, কিন্তু উচ্চাপিণ্ডে হস্ত পশু ক-
 রিয়ে পর উচ্চাপিণ্ডের সব তাপ হইতে ধূ-
 বর বর্ণ প্রকাশ পাইল। উক্ত উচ্চাপিণ্ড
 স্তেতে নানা প্রকার রসিক মাত্রে প্রাপ্ত হও-
 গিয়াছে। মধ্যে কোঁচের তাগই অধিক।
 বসারণবিদ্যা।

১১—পশুগণ নিশ্চয় জানে যে বায়ু গ্র-
 হণ করে, সেই বায়ু কীর উচ্চাপিণ্ডের দো-
 ত্বেরক শোষিত সংশোধিত হইয়া কার্বনিক
 এসিড নামে এক প্রকার ছোট বাষ্প নির্গত
 হইয়া থাকে। সম্ভ্রান্ত এক ধর পশুক পা-
 ঙ্গা কনিয়া দেখিয়াছেন, যে পশু কতি
 এককর অপেক্ষা ব্যালোককে আপনাদের
 শরীরস্থিত তাগনিঃ এবিজ নামক বাষ্প
 নির্গত করে করিয়া থাকে। উক্ত পশু
 কনিয়া এককর একটি কাচ পাত্রে প্র-
 বিষ্ট করিয়া তাহাটিকে কার্বনিক এ-
 সিড বাষ্প শূন্য বায়ুতে ছাড়াইয়া দিয়া
 দেখিলেন, যে তাহারা যখন তাহাকারে বহিল
 তৎকালে তাহাটিকে নিশ্বাস দ্বারা যে প-
 রিমাণে উক্ত বাষ্প নির্গত হইল তৎকালে
 যখন তাহারা ব্যালোককে রক্ষিত হইল
 তখন অধিক বাষ্প নির্গত হইল।

তত্ত্ববিদ্যা

১২—কেশু উইচ উপদ্বীপে মনালোয়া
 নামক পর্বতে সন্ধানি এক প্রকাণ্ড অগ্নি-
 হোম উৎসব হইয়া প্রায় ত্রিশ মাই
 দূরিত হইয়াছে। উক্ত পর্বতে গহ্বর
 হইলে এক প্রকাণ্ড ধূম সারা উদ্ভিত হয়,
 যে তাহাকে কনিয়া এক কাল আকাশ পদ
 আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। পর্বতের চতু-
 শাশ্রু স্থানে কিছু দিন পর্যন্ত কনিয়া
 কাশি পায় নাই। উল্লিখিত অগ্নির আ-
 পেক্ষে উইচ একটি বাসি লোক এক

রাশি উৎক্ষেপ করিয়াছে, যে তাহা পদ
 মাণ হয় না। পর্বতের উক্ত পর্বতের
 কোন স্থান খালি নিহন অগ্নির
 কাশি দ্বারা একদিকে ঐ অগ্নি
 কে, এবং এই সমস্ত জর বাস্তব
 প্রশস্ত জোড় পুরিত হইলে অগ্নির
 প্রবাহিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র কোম্পানি হইলে
 হস্ত কোম্পানি স্তোত্র হইলে
 বৃক্ষ স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে

১৩—ইউরোপ দেশের
 পদ হইলে
 তুমিকা গনন করিয়া
 পুরস্কৃত হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে

১৪—ইউরোপ দেশের
 পদ হইলে
 তুমিকা গনন করিয়া
 পুরস্কৃত হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে
 স্তোত্র স্তোত্র হইলে

Lit. & Phil. Journal of Science and Art No. 64.

Literary Gazette, 22nd March, 1867
& Literary Gazette, 8th March, 1867.

নের উচ্চ গ্রাণ্ডে ছুই জন মনুষ্য দৃশ্যমান হইয়া পরস্পর কথোপকথন করে। ছুই হস্ত অঙ্গরে থাকিয়া পরস্পর কথোপকথন করিলে যে রূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সহকারে উল্লিখিত ছুই জন মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর ৩০০০ হস্তের থাকিয়া সেই রূপ করিয়া উচ্চগ্রাণ্ডে উচ্চগ্রাণ্ডে কথোপকথন করিলে, উচ্চগ্রাণ্ডে গল্প দ্বারা এক দূর হইতে পরস্পর কথোপকথন করিয়া নিমিত্ত কোন কোন বিজ্ঞানবিদ, পণ্ডিত চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন, যে নতুন কোন যন্ত্র আ-পনায় তাহা দ্বারা তত দূর হইতে কথা কহিতে পারা যায়।

ত্রিপুরারাজ্যসম্বন্ধে

বক্তৃত।

শ্রী শ্রী প্রবর পণ্ডিত ব্রজমোহন জাটন বর্মা, একথা স্বাক্ষর করিয়া প্রবেশ, কিম্বদ্বিতীয় চিত্তে বিস্ময় বৃদ্ধি দ্বারা উচ্চগ্রাণ্ডে বিবেচনা করিলে ইহা প্রকৃতি হইবে যে মনুষ্যের কঠিন ব্যক্তিগণের কথোপকথন দ্বারা দিগন্তে ও সংসারের প্রথম প্রবর ব্যক্তি দিগন্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক মনুষ্যের ক্রম্ব সাধন সাপেক্ষ নহে এবং তৎসম্বন্ধে ব্যবহার করিলে অস্ব-করণে পথ পরিষ্কার করে উদ্ভূত হয় এবং তদনুশীলনে সাধনোক্তা অধিকতর উৎসাহ লাভে। স্রোতে যে পর্যন্ত ধর্ম জনিত বিমলানন্দের মর্ম্ম আনবগত থাকে, তাহাও তদানুশীলনা করিলে বহুতর ক্রোধানুভব করে, কিন্তু অজ্ঞান দ্বারা পুণ্যোৎপাদ্য জ্ঞানসিকারী হইলে অতঃপাছ তাহা হইতে পরিচূত হইতে পারে না এবং অত্রম রশতি কোন অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে অন্য বিবাদার্ণবে নিমগ্ন হয়। শেষব কালে বিদ্যা কি বাধা তাহা অজ্ঞাত থাকিতে বাসক গণ স্বভাবতঃ অধ্যয়নকে অতিক্রম সাধ্য জ্ঞান করে এবং শব্দ কল্পীয় মন্দ গমনে অনিচ্ছ।

পুণ্ডিক বিদ্যাগারের যাইন্য থাকে বিস্ময় দ্বারা দূর করে। ছুই হস্ত অঙ্গরে থাকিয়া পরস্পর কথোপকথন করিলে যে রূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সহকারে উল্লিখিত ছুই জন মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর ৩০০০ হস্তের থাকিয়া সেই রূপ করিয়া উচ্চগ্রাণ্ডে উচ্চগ্রাণ্ডে কথোপকথন করিলে, উচ্চগ্রাণ্ডে গল্প দ্বারা এক দূর হইতে পরস্পর কথোপকথন করিয়া নিমিত্ত কোন কোন বিজ্ঞানবিদ, পণ্ডিত চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন, যে নতুন কোন যন্ত্র আ-পনায় তাহা দ্বারা তত দূর হইতে কথা কহিতে পারা যায়।

শ্রী ব্রজমোহন জাটন বর্মা

বিজ্ঞান

শ্রী ব্রজমোহন জাটন বর্মা বিজ্ঞান পরিচয় হইয়া গেল। তাহাও তদানুশীলনা করিলে বহুতর ক্রোধানুভব করে, কিন্তু অজ্ঞান দ্বারা পুণ্যোৎপাদ্য জ্ঞানসিকারী হইলে অতঃপাছ তাহা হইতে পরিচূত হইতে পারে না এবং অত্রম রশতি কোন অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে অন্য বিবাদার্ণবে নিমগ্ন হয়। শেষব কালে বিদ্যা কি বাধা তাহা অজ্ঞাত থাকিতে বাসক গণ স্বভাবতঃ অধ্যয়নকে অতিক্রম সাধ্য জ্ঞান করে এবং শব্দ কল্পীয় মন্দ গমনে অনিচ্ছ।

বিজ্ঞাপন

পুস্তকালয়

| | | |
|-----------------|-------|----|
| সংস্কৃত-ভাষা | | 10 |
| অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ | | 10 |
| অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ | | 10 |
| অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ | | 10 |
| অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ | | 10 |
| অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ | | 10 |
| অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ | | 10 |
| অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ | | 10 |
| অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ | | 10 |
| অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ | | 10 |

বিজ্ঞাপন

১৯০৬ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখের

আমরা পত্রিকা ও বাঙ্গলা পঠন শাখার
 চার দিনের পঠন পুস্তক ও সেখা প্রচার
 করে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ্যে রাখি।
 প্রচারিত পুস্তকগুলির মূল্য নিম্নোক্ত
 উপর উক্ত প্রচারিত পুস্তকগুলির
 মূল্যের একে ত্রিশ শতাংশে হ্রাস
 করিয়া প্রচারিত করা যাইবে।
 প্রচারিত পুস্তকগুলির মূল্যের একে
 ত্রিশ শতাংশে হ্রাস করিয়া প্রচারিত
 করা যাইবে।
 প্রচারিত পুস্তকগুলির মূল্যের একে
 ত্রিশ শতাংশে হ্রাস করিয়া প্রচারিত
 করা যাইবে।

প্রচারিত পুস্তকগুলির মূল্যের একে ত্রিশ শতাংশে হ্রাস করিয়া প্রচারিত করা যাইবে।

১৯০৬ সালের ১১ই জানুয়ারি

তারিখের ১১ই জানুয়ারি

বিজ্ঞাপন

সম্রাট শ্রীমন্ত নবাবশেখের সহকারি-

তায় যে সমস্ত বঙ্গীর পাঠশালা স্থাপিত
 হইয়াছে ও হইবেক উক্ত পাঠশালায়
 অষ্টাঙ্গ শিক্ষক নিযুক্ত করা আবশ্যিক নিবা-
 রে স্থানিগণ শিক্ষক প্রেরণ করণের নিমিত্তে
 জেলা জগন্নির অস্থাপতি নিজ জগন্নির
 সদর মোকামে নরমাল জল স্থাপিত করা
 যাইবেক, ও নরমাল জলের প্রধান ইন্স-
 পেক্টের (স্বর্গীয় প্রধান অধ্যাপক ও শিক্ষকের)
 একজন সহকারী প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রতিমাসে উক্ত সহকারি ৭৫ মুদ্রা বে-
 লন পাইবেন এবং তাহার প্রোগ্রামুলারে
 তিনি স্বল্প করিতে বাধ্য করিতে পা-
 যিবেন।

যে ছাত্র বাঙ্গলা ভাষা বিদ্যা প্রদান
 করাই উক্ত সহকারী হইবেন।
 প্রোগ্রামুলারে উক্ত সহকারী
 প্রোগ্রামুলারে উক্ত সহকারী
 প্রোগ্রামুলারে উক্ত সহকারী
 প্রোগ্রামুলারে উক্ত সহকারী
 প্রোগ্রামুলারে উক্ত সহকারী
 প্রোগ্রামুলারে উক্ত সহকারী
 প্রোগ্রামুলারে উক্ত সহকারী

জসম্ম এন্ট

বঙ্গদেশের সকল খণ্ডের ইন্সপেক্টর

জসম্মগেরা সংস্কৃত

কুটী ৩০ জুন ১৯০৬

এই ভুক্তবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে
 মোকামুলারে ভুক্তবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হই-
 তে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইবে—৩০টি মুদ্রা এক টাক।
 ১ জানুয়ারি হইলবার পর্যন্ত ১৯০৬ খ্রিঃ শকাব্দ ১৯০৬

ভুক্তবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবে ভুক্তবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবে ভুক্তবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবে

তোমার সহিত: আমাদের নিকট তৃতন
 মুক্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইতেছে।
 পৃথিবীর এমন এক বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রচার
 হইতেছে, যত বিপণ্য কার্যের উন্নতি হই-
 তেছে এবং যত আর আর প্রকৃত তত্ত্বের
 প্রকাশ পাইতেছে, ততই কেবল তোমার
 সাহায্যেরই বিস্তার হইতেছে। অর্থ বে-
 মন বাক্যের সহিত সংমিলিত হইয়া রহি-
 য়াছে, তোমার জ্ঞান ও তোমার শক্তিও
 রূপান্তর সহিত সেই রূপ একত্রীভূত হইয়া
 অবস্থিতি করিতেছে। পরমাশ্রম সংসার
 মধ্যে আমি যখন তোমাকে সন্দর্শন করি,
 তখনই উহা আমার চক্ষু শোভনীয় বলিয়া
 প্রকাশ পায়—তখনই আমি ধর্মের মর্ম বো-
 ধন্য করিতে পারি, পুণ্যের পথ দেখিতে
 পাই এবং বিশ্ব সংসারের সকল শৃঙ্খলা বু-
 ণিত করি; কিন্তু তোমার স্নানকাণ্ডে এই
 বিশ্বসংসার যে এক বিষয় বিশ্বের বর যেরূপ
 স্বয়ং অনুভূত হয়, সুস্থতা মূল বেদ অস্বাভী
 কল পিত বৈদ্যবৈদিক পুস্তিকার ন্যায়
 প্রতীতমান হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়ম প্র-
 কাশিত হইতে পারে, এই প্রতীতি প্রায় বি-
 বেদনা হয়। যে অভ্যন্তর তোমার জ্ঞান
 লাভে বঞ্চিত হয় এবং তোমার সহিত মিত্য
 সম্বন্ধ নিবন্ধ করিতে না পারে, সে ধর্মকে ছা-
 রার ন্যায় ও ভীষণতর স্বপ্নবৎ সন্দর্শন করে
 এবং মৃত্যুর লীগণ মুক্তি তাহার নিকট মো-
 র্তর তিথিয়ারূপে স্থান্য সম বোধ হয়।

যে জগদীশ। তুমিই বিশ্বের প্রাণ স্বরূপ
 এবং তুমিই তাহার সৌন্দর্যের মূল; তুমিই
 মানবের জ্ঞের বস্তু এবং তুমিই তাহার ধ্যেয়
 বস্তু। যে জগদীশ পুরুষ তোমাকে না জা-
 নিতা বুঝা জ্ঞান ধর্মের পবিত্র হয়, সে কি
 মূঢ়! যৎ সামান্য রূপ প্রাপ্ত হইয়া অবেদ্য
 বালক যে প্রকার মহাশয়ির পর্বা করে, সে-
 ও তরুণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি জে-
 মার জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া তোমার উপা-
 সনীয়—তোমার আরাধনার প্রবৃত্তি না হয়,
 সেই না কি জগদীশ। অমুসা মনিস্য হার
 প্রাপ্ত হইয়া আমরা যদি কষ্টে ধারণ না
 করি এবং নিকর নিবৃত্ত হইয়া কল প্রা-
 প্ত হইয়া আমরা যদি তদ্বারা স্নান পান

করিয়া সুখী না হই, তাহা হইলে যেমন উ-
 হা লাভ করা আমাদের পক্ষে নিরর্থক
 হয়, সেই রূপ তোমাকে জানিতে পারিয়া
 তোমার প্রেমে মগ্ন হইকের আমরা
 তোমার জ্ঞান লাভের সম্যক কল প্রাপ্ত হ-
 ইতে পারি না। তুমি যে আমাদের কষ্ট
 প্রকার হ্রদের কারণ, তোমা হইতে যে পু-
 রুষ কত দূর পর্যন্ত আনন্দ লাভ করিতে
 সক্ষম হয়, তাহা তোমার প্রেমাত্মক ভক্ত
 জনই বলিতে পারে। হা হৃদয়শেষ! তোমার
 প্রেমের প্রেমিক ভিন্ন আর কে তোমার ম-
 র্যাদা জানিতে পারে? ভোগ না করিলে
 কি কখন অনুমান দ্বারা অমৃত কলের আ-
 শ্রম জানা যায় এবং তোমার প্রেমে মগ্ন
 না হইলে কি কখন যে প্রেমের মন্যাবোধ
 হইতে পারে? পরমেশ! তুমিই আমাদের
 শাস্তির নিকতন এবং তুমিই আমাদের
 জুড়ির স্ক্রম। তোমাকে না পাইয়া মানা-
 কাম্যের চিরজীবন যানের জন্য ব্যাকুলিত হ-
 ইয়া আনুশ্রবণ করে, যশ স্নানকাম্যী মশ হেতু
 চাহাকার করিয়া প্রাণত্যাগ করে এবং ধ-
 নাকাম্যী মদের নিমিত্ত উন্নতির ন্যায় ই-
 তদ্বৎ ভ্রমণ করিয়া জীবন শেষ করে।
 পরমেশ! মনুষ্য দীর্ঘ কাল পর্যন্ত এই পৃ-
 থিবীর মানা অবস্থায় অবস্থান করিয়া যখন
 বিশেষ রূপে অবগত হয়, যে পৃথিবীর স্বর্ধ
 সম্পদ, যশ পৌরুষ প্রকৃতি সকলই কেবল
 অলঙ্কারময়, এখানেই হস্ত মাংসর্ধ্য কোবাদি
 দুর্জয় ত্রিণু সকল অনবরত প্রবল প্রবেশ ইত-
 তত ভ্রমণ করিতেছে, এখানে কোন রূপে
 ই বিসলানন্দ ও নিরর্থ শাস্তি উপভোগ
 করিবার উপায় নাই—যখন যে দেখে যে
 সাংসারিক স্বর্ধ দ্বারা মনুষ্য যত সুখী হই-
 তে চেষ্টা করে, ততই স্বর্ধ তাহার নিকট
 হইতে অস্তিত হইতে থাকে—যখন তাহার
 মন মানা হ্রেশে রিষ্ট হয়, শুরু তারে আক্রান্ত
 হয় এবং অভিজন্মে প্রাপ্ত হয়, তখন আশা
 হইতে তাহার এই প্রার্থনা উপস্থিত হয় যে
 হা জগদীশ! অতোমার মনুষ্যের তত্ত্ববোধি
 কোটির্গম্য সুতোমার অমৃত মনস্য
 আমাদের অনিত্য ও অলঙ্কারময় মনুষ্য
 আশ্রয় হইতে বিস্তারিত হইয়া মনুষ্য

ধামে লইয়া যাও এবং তখন সে সম্পূর্ণ দে-
খিতে পার যে তোমার প্রোন্নত পান তিন
প্রকৃত স্বপ্ন ভোগের আর অন্য উপায় নাই।

ঈশ্বরের মহিমা।

গর্ভ

পরিম কর্তব্যের পরমেশ্বর যে কি প-
র্যায় আশ্চর্য্য কৌশলে গর্ভকে রক্ষা ক-
রেন, তাহা বাক্যেতে ব্যক্ত করা অসা-
ধ্য। গর্ভ সৎকার সকল বিঘ্নই বি-
ঘ্ন কর। গর্ভ সংস্থান হওয়া, গর্ভ রক্ষা
পাওয়া এবং গর্ভ পালিত হওয়া, ইহার কি-
ছুই সাধারণ ব্যাপার নহে। ইহার এক এক-
টি বিঘ্নেতেই ঈশ্বরের অপার মহিমা প্রকা-
শ রহিয়াছে। যে অসীম শক্তি সম্পন্ন আদি
পুরুষের অনির্বচনীয় মহিমা প্রভাবে সামান্য
বীজ-গর্ভে বৃহৎ বৃক্ষের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
প্রকল্প ভাবে অবস্থিত থাকে, সেই পুরুষের-
শক্তি ক্রমেই মাস, শোণিত ও অস্ত্রময় উদন
যথো গর্ভস্থ সন্তান হস্ত পদাদি সমুদায় অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ সহকারে অল্পে অবস্থিত করিতে
পারে। শারীরস্থান বিষয় ঘাঘমারী পণ্ডি-
ত গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে উ-
দন মধ্যে যে স্থানে গর্ভস্থ সন্তান অবস্থান
করে, গর্ভ সৎকার হইবার পূর্বে সে স্থান
সম্পর্শন করিলে কোন মতেই এমন বোধ
হয় না যে, কোন ক্রমেই তথায় এক বিলু-
প্ত ও অপর পদার্থ স্থান গাইতে পারে,
কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা, গর্ভ
সৎকারের সহিতই গর্ভস্থ সন্তানের রন প্র-
কৃত হইতে থাকে।

যে কোন মনো গর্ভের সৎকার হয়, তা-
হার কাম অসম্ভব না গর্ভাশয়। ই অসম্ভব এ-
ষদি ভ্রমভঙ্গকার ধর্ম, যে দিন দিন যত গর্ভের
বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই উক্ত গর্ভাশয়ের
আকার বিস্তৃত হয়। গর্ভ সৎকার হইবার
পূর্বে উল্লিখিত গর্ভাশয়ের যে রূপ প্রকৃতি
হইত, গর্ভ সৎকার হইবার পর আর উ-
হার কোন রূপ প্রকৃতি থাকে না। উহার সমু-
দায় রস ও বায়ুপেশী এমন বর্জনশীল ও
নির্মিত হইয়া উঠে যে উহার

কুলি দ্বারা আকর্ষণ করিয়াও কিংবা গরি
মাণে বিস্তৃত করা যায় এবং বিস্তৃত করিলে
তদ্বারা উহার একটি আশ্রয় শিরাত্তির তির
হয় না। গর্ভাশয়ের ঐ গর্ভাশয়ের চকু-
পাখের অপরাপর ভাগও ক্রমে শিথিল
হইতে আরম্ভ হয়। যখন গর্ভাশয় দি-
ন দিন বিস্তৃত হইতে থাকে, তখন উদ-
রস্থিত অস্ত্র সৎকার তাহাকে পর্ষ্য প্রদা-
ন করে। উহার আপনা হইতেই অস্থ-
রিত হয়। তখন অস্ত্র করণি গর্ভাশয়ের
সম্মুখে না থাকিয়া উহার পাশ্বেদেশে ও প-
শ্চাৎ ভাগেই অবস্থিত থাকে। গর্ভের বিস্তার
বিঘ্নে জগদীশ্বরের আর একটি আশ্চর্য্য
কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়; গর্ভ এক
নিয়মে ও একাঙ্গক্রমে বৃদ্ধি পায় না। প্র-
থম এবং দ্বিতীয় মাসাত্যেকা তৃতীয় মাসে
গর্ভ কিছু শীঘ্র বৃদ্ধি হইয়া উঠে। কিন্তু তৎপরে
বৃদ্ধি হয়, পরে গর্ভ মাসে কিঞ্চিৎ সত্তরে উন্নত
হইয়া পুনর্বার যত্ন মাসে অঙ্গ অঙ্গ বৃদ্ধি
করিতে থাকে, অস্ত্রের প্রসব কাল পর্য্যন্ত
উহা আর বৃদ্ধি নহে। ক্রমে
ক্রমে উহার বৃদ্ধি অবস্থা হ্রাস হইয়া যায়।
গর্ভ যদি প্রসব কাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত বৃদ্ধি-
তই হইত, তাহা হইলে আর সপ্ত গর্ভা-
শয়ের মধ্যে কখন উহার স্থান হইত না
এবং তাহা হইলে গর্ভাশয় কখন নিবিঘ্নে
গর্ভ ধারণ করিতে পারিত না, তাহা হই-
লে গর্ভ ও গর্ভবতী উভয়ের পক্ষেই বিষম
বিষ উপস্থিত হইত কিন্তু জগদীশ্বরের স্বীয়
কারশ্য শুধে অসুখ কৌশল প্রকাশ পূর্বক
উক্ত সত্ত্বাবিত বিঘ্নের পরিহার করিয়াছেন
হয় বাস পর্য্যন্ত যে পরিমাণে গর্ভের বৃদ্ধি
হয়, পরে উহা আর সে পরিমাণে বৃদ্ধি
হয় না, হয় মাসের পর নয় মাস পর্য্যন্ত
উহার অঙ্গ সকল স্থাপন হইতে পারে
এবং অন্যথা পরিণত হয়। শারীর জ্ঞান
নির্মা কাহিনী গর্ভের গণ প্রকাশ্য করি-
ছেন, যে সামান্য বীজাত্মক পদার্থসমূহ
জগদীশ্বরের পরিমাণে ১২ গুণ বৃদ্ধি হয়; পূর্ণ গ-
র্ভবতী ত্রীশতাব্দীর অধিক উচ্চ প্রায় ১২
গুণ নিঃসৃত হইতে পারে।

কিন্তু করুণামিবান বিধি ব্যক্তিরা পরম দুঃ-
 কলের বি অসুস্থ মহিমা, তিনি এই সঙ্কীর্ণ
 জগত্ৰু মনোরম সন্তানদের সম্পন্ন যত্ননা স-
 জ্ঞানকে দেখা করিয়া অনায়াসে প্রতিপা-
 লন প্রদান করিয়া সন্তানকে যতদূর পর্যন্ত
 স্নেহ ও স্নেহিত পায় যায়, পরিত্রস্ত সন্তানের
 পদে উত্তম পৰ্য্যবেশ সঙ্কুচিত হইয়া
 অবস্থিত করে। যিনি গর্ভস্থ সন্তানের
 অস্বাস্থ্যের ভাব স্বপ্নে প্রকাশ করিয়াছেন,
 তিনিই সর্বিশেষ অবগত হইয়াছেন যে এক
 গর্ভস্থে জন্মদীর্ঘকাল পর্যন্ত কৌশল প্র-
 কাশ করিয়াছেন। গর্ভস্থ সন্তানের হস্ত
 পদাদি সবল হস্ত সঙ্কুচিত হইয়া বক্ষ ও শ্রী
 বস্ত্র সঞ্চিত একই ন্যায় হইয়া থাকে এবং
 উহার মস্তকও অধোভাগে অস্থান করে।
 গর্ভস্থ সন্তান যখন কিছু এক কালে প্রকাশ
 পায় না, তখন চক্ষু বন্ধ মুখ বাঁশিকা ও হ-
 স্ত পদাদি বন্ধ একই কালে ক্রমে প্রকাশিত
 হইয়া যখন কিছু জগদীশ্বরের এমন আ-
 কর্ষণ ঘটে, তখন সন্তানের যে অঙ্গটি
 প্রকাশিত হইবে তখনই সেই অঙ্গটি উ-
 পস্থিত হইয়া অবস্থান করে। গর্ভস্থ সন্তা-
 নের গর্ভস্থ সম্পর্কিত সঞ্চিত বেগ হয় যে-
 ন গর্ভস্থিত সন্তানকে যখন স্নেহে উহার
 অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশিত হইতে রক্ষণ কা-
 রিতাছেন। অঙ্গ প্রকাশিত হইয়া যখন
 গর্ভস্থ সন্তানের হস্ত পদাদি উল্লিখিত প্র-
 কাশে সঙ্কুচিত ও একত্র সংযত না হইয়, জ-
 ন্য প্রকাশিত ক্রিয় প্রসারিত হইলে যে গর্ভ
 ও গর্ভিণী উভয়ের পক্ষে বিশেষ বিষ উ-
 পস্থিত হয়, তাহাতে আর কিঞ্চিৎ সংশয়
 নাই। যদি কোন কারণে গর্ভস্থ কোন কোন
 গর্ভস্থ সন্তানের কোন হস্ত পদাদি প্রকৃত অব-
 স্থ হইতে কিঞ্চিৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় বা
 উহার অবস্থিতির ভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়,
 তাহা হইলে সে গর্ভ ও গর্ভবাণীর্ণী শীঘ্র
 হস্তা পঞ্জা কঠিন হইয়া উঠে। বিশেষ
 যত্ন গর্ভ পূর্ণ হইলে উহা আপনা হইতে প্র-
 সৃত হয়। আরও অসুস্থ ব্যাপার। উক্ত ব্যা-
 পানে স্নেহ করিলে মন এক কালে স্নেহের

মহিমা সাগরে মগ্ন হইয়া যায়। গর্ভ প্রস্থ
 হইবার জন্য জগদীশ্বর যে সকল উপায়
 করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিলে বোধ
 হয় যে বিশ্ব বিধাতা বিশ্বকর্মা যেন স্নেহে
 ধর্মী রূপ ধারণ করিয়া প্রকৃতির প্রসব ব-
 স্ত্রণী পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জন্ম
 মধ্যে প্রথমত যখন গর্ভের স্ফারণ হয়, তখন
 তাহার পদময় অধোভাগে ও মস্তক উর্দ্ধ ভা-
 গে থাকে, অনন্তর গর্ভ যত দিন দীর্ঘ-
 ক্রমিত হইতে আরম্ভ করে, ততই উহা ক্রমে
 ছেলিয়া পড়ে এবং নয় মাস পরিপূর্ণ হইলে
 উহার অবস্থিতির ভাব এক কালে পরিব-
 র্তিত হইয়া যায়। তখন উহার মস্তক অধো-
 দিকে ও পদময় উর্দ্ধদিকে হয় এবং প্রসব
 সন্দেহ উপস্থিত হইলে উহা অনায়াসেই
 ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। গর্ভের মস্তক এই রূপে
 অধোভাগে স্থিত না হইলে যে গর্ভ ও গর্ভিণী
 উভয়ের বিশেষ প্রকার যত্ন উপস্থিত হ-
 ইত তাহা বাক্য করাই নাহক, তাহা প্রায়
 সকলেই অবগত আছেন এবং গর্ভস্থ গর্ভ
 তাহা বিশেষ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।
 দ্বিতীয়তঃ গর্ভাবস্থা পূর্ণ হইলেই গর্ভ-
 আপনা হইতেই বহির্গত হইবার চেষ্টা
 করে, তৎকালে উহার এমন এক আক-
 র্ষ্য শক্তি উপস্থিত হয়, যে উহা সেই
 শক্তি সহকারে আপনাকে বেগেই ভূমিষ্ঠ
 করে। সঙ্গপূর্ণ জগদীশ্বর প্রসব ক্রিয়া
 সমাধান জন্য নান্য উপায় বিধান করি-
 য়া দিয়াছেন। যদি কেবল গর্ভস্থ সন্তানের
 চেষ্টা দ্বারা প্রসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইত,
 তাহা হইলে মৃতপর্ভ হারি কন্যাপি ভূমিষ্ঠ
 হইত না এবং তাহা হইলে অনেক গ-
 র্ভবতী শ্রী মৃতগর্ভ বস্ত্রণী প্রাপ্ত হই-
 য়া প্রাণত্যাগ করিত, কিন্তু জগদীশ্বর উ-
 পায়ান্তর বিধান করিয়া উল্লিখিত সন্তান
 বিপদের প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছেন।
 গর্ভবতী শ্রীর উদ্বোধন ক্রিয় মাংসপেশীর
 সংকলন ক্রিয়া ও স্নেহ পূর্ণ সঙ্কোচ ক্রিয়াই
 সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার প্রতি প্রধান কারণ।
 নয় মাস পরিপূর্ণ হইলে গর্ভাবস্থা ক্রমে স-
 কুচিত হইতে থাকে এবং তৎপরিণতি
 মাংসপেশী সকল আপনা হইতে গর্ভকে

তেলিতে আরম্ভ করে। গর্ভ প্রসূত হইবার সময় তৎপাশ্বে অস্থিঃ আপনা হইতে শিথিল হইতে আরম্ভ করে, স্তন্যবাৎ মৃত গর্ভঃ অনারম্ভে গর্ভবীর উদর হইতে খলিত হয়।

গর্ভঃ সন্তানের শরীর মধ্যে মেকম একুত কৌশলে শোণিত লক্ষণিত হয় এবং উক্ত সন্তান যে প্রকারে আহার প্রাপ্ত হয়, তাহা নিতান্ত বিশম্বরক, তদ্বারা জগদীশ্বর এক কালে আপনার করুণা বলাপের শেষ করিয়াছেন। তিনি যেমন সদ্যোজাত সন্তানের জীবন ধারণের জন্য নবপ্রসূতির মস্তক হেঁচ ও স্তনেতে স্তন্য অর্পণ করেন, সেই রূপ গর্ভঃ সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য ও গর্ভবর্তী স্ত্রীর উদর মধ্যে নানা উপায় সংস্থাপন করিয়াছেন। সন্তান ভূমিত হইবাব পর আহার শরীরে যে নিয়মে শোণিত লক্ষণিত হয়, গর্ভাবস্থার সে নিয়মে হইবার কোন উপায় নাই। ইহা অনেকেই অসঙ্গত হইয়াছেন যে, মনুষ্য নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করে, তদ্বারা আহার শরীরে দুই শোণিত সংশোধিত হয় এবং সেই শোণিত ভ্রম্য প্রাণিক হইয়া পুনর্বার শিরোপথে সর্ব শরীরে সঞ্চার করে। শরীরস্থিত বায়ু যন্ত্রের লক্ষণমন ক্রিয়াই শোণিত সঞ্চারের প্রতি প্রধান কারণ, আমদিগের দেহান্তর্গতবায়ু যন্ত্র যদি ক্ষণকালের জন্যও রুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ আমদিগের সংহার দশা উপস্থিত হয়, কিন্তু মনুষ্য যখন গর্ভাবস্থায় অবস্থান করে তখন তাহার শ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন বা উক্ত বায়ু যন্ত্র লক্ষণিত হইবার কোন উপায়ই থাকে না। তৎ কালে তাকে বায়ু শ্বাসের রক্ত মরচর্ম্মারিত জরায়ুরূপ কারাগারে বন্ধ থাকিতে হয়, স্তন্যবাৎ তখন তাহার বায়ু যন্ত্রও রুদ্ধ থাকে। মনুষ্য সন্তান ভূমিত হইবার পর যে অবস্থায় অবস্থান করে, ভূমিত হইবার পূর্বে তাহাকে তদপেক্ষা সম্পূর্ণরূপ বিপরীত অবস্থায় থাকিতে হয়, এজন্য জগদীশ্বর গর্ভঃ সন্তানের শোণিত সঞ্চারের এক পৃথক উপায় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। পোত্রী

নামে এক অপূর্ণ বায়ু দ্বারা গর্ভঃ সন্তানকে শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া ও ভোগন ক্রিয়া দুই সম্পন্ন হয়। এই পোত্রী এক পরমাশুভত বায়ু, উহা গর্ভ মধ্যস্থ হইবার পূর্বে থাকে না এবং গর্ভ প্রসূত হইবার পরে উহার উপস্থিতি হয় এবং প্রসূত কাল পর্যন্ত উহা আপনার কাষে দৃশ্যমান করিয়া গর্ভ ভূমিত হইবার পর আপোনা হইতে ইগর্ভ ধারিতীর উদর হইতে স্থগিত হয়। উক্ত পোত্রী গর্ভ ও গর্ভ বহিনী উভয়ের শরীরে। মনুষ্যে থাকে। গর্ভঃ সন্তানের মরিচদেশে সে হারী দুটি হয় উক্ত হারীর অগ্রভাগের সম্মুখে উক্ত পোত্রী গর্ভ এবং উক্ত পোত্রী গর্ভের সন্নিহিত স্থানে ও গর্ভভাগের মধ্যস্থ থাকিয়া হারী দুটি পোত্রী সঞ্চালন প্রকরণে মনুষ্যের শরীরকে শোণিত করে। উক্তব সন্তানের শরীরে যেমন রক্ত ও শোণিত দুই বর্ণের শিকড়কে দুই প্রকারে শোণিত সঞ্চারণ করে, গর্ভ শরীরে সে রূপ করে না। উহার শরীরে উৎস কোষিত মন একপ্রকার শোণিতই দুই রক্ত সঞ্চার করে। এই যে গর্ভ ধারিতীর শরীরে পোত্রী হারা যে শোণিত সঞ্চারিত করে, তাহা বিকৃত হওয়া পূর্বেই সন্তান সন্তানের শিরো মধ্যঃ প্রস্তাবনন করে। তাহা গর্ভ বহিনীর শিরো মধ্যঃ প্রস্তাবনন করে এবং উহার স্তন্যদেশে প্রস্তাবনন যন্ত্রের সঞ্চারনক্রিয়া হারা পূর্ণরূপে শোণিত হয়। হারি শিরো মধ্যঃ প্রস্তাবনন মনুষ্যে গর্ভঃ সন্তানের শরীরে শোণিত সংশোধিত হইবার উপায়। গর্ভ বহিনী তিনি উহার শরীরের শোণিত সঞ্চারিতীর গর্ভ মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন। গর্ভঃ সন্তানের শরীরে উহার প্রাণ সঞ্চারিত যে বিঃ পৃথক অঙ্গের বিঃ যম পাতা কি বলিব, গর্ভঃ প্রসূত হইবার পর যে পরিমাণে বর্জিত হয় তখন গর্ভধারিতীর

১০ হারিকে কুল বলে।

শরীর হইতে উহা সেই পরিমাণেই আহার লাভ করা গরু যখন ক্ষুদ্র থাকে তখন গরুভোজিনীর শরীর হইতে তদনুরূপ অল্প পরিমাণে পুষ্টিকর দ্রব্য ভোগ উহার শরীরে যাহা এবং যখন উহা কিঞ্চিৎ বর্ধিত হয়, তখন সেইরূপ সমধিক দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। এই নিয়মই নিয়মের কথাপি ব্যতিক্রম ঘটেনা, ইহার কিঞ্চিৎ অন্যথা হইলেই সংকরণে মহানমর্ষ উপস্থিত হইতে পারে, অতি ভোজন ও অস্বাস্থ্যের কারণ। যেমন আমাদিগের নানা রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, সেই রূপ উহার দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানেরও নানা রোগ জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কিন্তু গর্ভবীধর প্রসঙ্গাৎ তাহা কল্পিত কল্পেও ঘটতে পারে না। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ওস্তো ভাবুক! জিহ্বা দস্ত ও পাকস্থলী প্রভৃতি নানা অঙ্গের সমবেত শক্তি দ্বারা যে ভোজন করিয়া সম্পন্ন হয়, ঐশ্বরের মহিমাকাল গর্ভ শরীরে তাহা এক পোহী নগ্ন অস্ত্র মস্ত্র মস্ত্র অনায়াসে সম্পন্ন হয়, গর্ভবীধর যদি গরু রক্ষার নিমিত্ত উল্লিখিত বোকার নাম বিধি অজ্ঞত কৌশল প্রকাশ না করিতেন তাহা কঠিনে পৃথিবী হইতে মনুষ্য রূপ এত দিনে বিস্মৃত হইয়া হইত। কা কাপদীশ! তোমার মহিম! আমার কত কীর্তন করিব এবং তে। মার কৌশলের মর্ষ আমবা কতইবা বুজির গোচর করিব। তুমি যেমন আনন্দ বৃদ্ধ যুবা প্রভৃতি নানা প্রকার মনুষ্যকে নানা রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ, সেই রূপ অক্ষয়-রাক্ত করায়ু শাশা শরীরী অচেতন গর্ভকে-ও যথা উপযুক্ত ভোজন পান বিধান করিয়া পালন করিতেছ, তুমি আমাদিগকে কোন অবস্থাতেই বিস্মৃত হও না, আমরা তুমিষ্ট হইয়াই মাতার স্তন হইতে অশূরী চুখ প্রাপ্ত হই এবং তুমিষ্ট হইবার পূর্বেও সেই জননী শরীর হইতে আহার লাভ করিয়া জীবন ধারণ করি, অতএব আমরা তোমার রূপ কি প্রকারে পরিশোধ করিব।

বর্হাবাহ।

এক স্ত্রী বর্তমান থাকিতে অন্য স্ত্রীর পানি গ্রহণ করা যে কি পর্য্যন্ত নায়, ধর্ম ও যুক্তি বিরুদ্ধ কর্ম এবং তন্মারা যে কতদূর পর্য্যন্ত লংগারের অনিষ্ট ঘটিতে পারে, ইতি পূর্বে আমরা তাহা এই পত্রিকাতে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছি। আমাদিগের ক্ষমতুমি এই ভারত বর্ষকে উক্ত অধিবেদন রূপ উৎকট বিবে জরুরীভূত সম্পর্শন করিয়া এক্ষণে এদেশীর অনেক সখিদ্যা-শাসনী সাধু মনুষ্য এই খরলময় কুপক্ষিত উৎসাহ করিবার জন্য অলীক অমুরাগী হইয়াছেন এবং তাহার অন্য ধোম প্রকার আশু উপায় প্রার্থনা হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় মহায় এই বিষয় কুপক্ষিত বিবেচক কোম রাজ নিয়ম প্রচার করিবার প্রার্থনায় ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদন পত্র অর্পণ করেন, এই আবেদন চারোজি এবং বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই লিখিত হইয়া অর্পিত হয়। বোধকরি তাহারাই এদেশীর সর্ব সাধারণ লোকে এই আবেদন পত্রের তাৎপর্য্যাবগত হইয়া থাকিলেন, অতএব এস্থলে আর তাহা ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এদেশের কি ছুঁড়গা এবং এদেশীয় লোকের কি ছুঁড়শা, এখানে কোন শুভ কর্মের সূত্রপাত হইতে না হইতেই তাহাতে সমস্ত প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত হয় এবং দয়া করিয়া কেহ কোন মার্কসিক ব্যাপারের বীজ বপন করিলে তাহা অধ্বস্ত হইতে না হইতেই তাহার উপর শত শত লোকে আঘাত করিতে উদ্যত হয়। বহু বিবাহ নিষেধক উল্লিখিত আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সমাজে অর্পিত হওয়ার্তে ভারতবর্ষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোম কোন মহাশয় আর তাহা সঙ্গ করিতে না পারিয়া এই আবেদনের প্রতিকূলে এক প্রত্যাবেদন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কলিকাতা বাণী ও পল্লী-গ্রাম বাসি কতিপয় লোকের নাম সাক্ষর করাইয়া ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে অর্পণ করিয়াছেন। আমরা উক্ত প্রত্যাবেদন পত্র সম্পর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি।

একই প্রয়োজনকারি ব্যক্তি দ্বিগুণে বন্য
বোধ করিয়াছি। উক্ত মহাশয়ের প্রথম
আবেদনের লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণের তা-
ৎপর্যায়ত্তর প্রতিপন্ন করিয়া যে সকল দো-
ষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং উহার প্রতিপ-
ক্ষে আর যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করি-
য়াছেন, আমরাইগের সে সমুদায় বিচার
করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং আ-
মরা যে সমুদায় কথায় উত্তর প্রদান করি-
তেও প্রবৃত্ত হই নাই, কেবল পাঠক বর্গের
অবগতির নিমিত্ত তাহার কতকগুলি স্থল
তাৎপর্য্য পক্ষাৎ ব্যাক করিতেছি।

দ্বিতীয় পক্ষ আবেদন কারিরা আপ-
নাদিগের আবেদন পত্রের মধ্যে প্রথমত
এই আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন; যে "বা-
হীগণ বহু বিবাহ ধর্ম বিরুদ্ধ কর্ম প্রতিপন্ন
করিবার জন্য মনু ও বাহুল্লক্যে যে সমস্ত
বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্বারা কোন রূপে
বহু বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়
না, বরং তাহার শেষ চারিটি বচন যাত্রা উহা
ইহা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতে পারে" কিন্তু
তাঁহাদিগের এ আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎ

সহ বোধ হইতেছে, যেহেতু আমরা প্রথম
পক্ষীয় আবেদন কারিদিগের সন্মত বচন
ও প্রমাণ চুক্তি করিয়া বিলক্ষণ দেখিতেছি,
যে উহাদিগের উদ্ধৃত বচনাদি দ্বারা অপি-
বেদনের পদ্ধতি সামান্যতঃ শাস্ত্র নিষিদ্ধ
তিন্ন কোন মতেই বৈধ বলিয়া বোধ হয় না,
যথামনু "স্ত্রীর পাম দোষ প্রকাশ পাইলে
কি তাহার স্বামির প্রতি ঘেবতাব থাকিলে
অথবা যে ধর্ম বিরুদ্ধ কর্ম করিলে ও স-
পরিমিত ব্যরণীনা হইলে পুরুষ স্ত্রী স-
ন্তেও অন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিতে পারে
এবং স্ত্রীর বহুতা ও ব্যতিচার দোষ প্রকাশ
পাইলে অথবা সে কোন প্রকার অসা-
ধা ও চির রোগে আক্রান্ত হইলেও পুরুষ
সে স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিবাহ
করিতে পারে" এই রূপ অন্যান্য যে
সকল বিশেষ বিশেষ স্থলে মনু এবং
বাহুল্লক্য স্ত্রী সন্তে পুরুষের স্ত্রী স-
ন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিবার বিধি দি-
য়াছেন, বহুবিবাহ সেই সকল বচনের মধ্যে

কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়া এক স্ত্রীকে
স্ব করিয়াছেন, যে কোন স্থল বিশেষ
তিন্ন সামান্যতঃ পুরুষের দুই বিবাহ কিন্তু
শাস্ত্র সন্মত নহে। স্ত্রী সন্তেও শিক্ত্য
নিতান্ত অমূলক বোধ হয় না, কেন না বহু-
মহাদি প্রাচীন শাস্ত্রে কারের এক স্ত্রী সন্তে
অন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করণ বিধয়ে স্থল
বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন হস্ত্যার,
সামান্যতঃ আর আর সর্বত্র স্থল বিবাহের
নিষেধই বুঝাইতেছে; সপক্ষেও যথেষ্ট
স্ত্রী সন্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা শাস্ত্র বর্ণনা
হইলে তাঁহারা কদাপি সল বিশেষের উ-
ল্লেখ করিতেন না। কিম্বা শাস্ত্রের বিচারে
নীতি, কি বিধয় ব্যবহার যে কোন বিষয়ে
হইক বিশেষ স্থলের উল্লেখ করিলেই
আপনা হইতে সামান্য স্থলের নিষেধ বু-
ঝায়, যে কয় শাস্ত্রনিষিদ্ধ বা ব্যবহারি
রূদ্ধ না হয় বহুবিবাহ বোধ থাকেই কদাপি
নিষেধ করিবার উল্লেখ করে না। অতএব
বাহীগণের পুরুষের শিক্ত্য কোন মতেই
নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ আবেদনের পক্ষিত্বের কিন্তু
শাস্ত্র সন্মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রথম
বাহী গণের যত্ন ও পরিশ্রম পুরুষের পৌত্র
ধর্ম শাস্ত্রদিগের কাঁচি দুখির ও তাঁহাদের
একল উল্লেখ করিয়া উক্তকাঁচি প্রমাণ
দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। যতঃ

সবদ্বারা বিচারিতঃ প্রমাণ্যঃ সপ্তমঃ
কামতন্ত্ৰঃ স্ত্রীস্বত্বাঃ সপ্তমঃ
শ্রীমদে ভাষ্যঃ স্ত্রীস্বত্বাঃ সপ্তমঃ
তে চ স্বীচৈব রাজস্বঃ সপ্তমঃ
যদি স্বাক্ষরপত্রাঃ সপ্তমঃ
ধিকারঃ সপ্তমঃ
দেশ্যঃ

স্ত্রীর স্বত্বঃ সপ্তমঃ
স্বীচৈব রাজস্বঃ সপ্তমঃ
যদি স্বাক্ষরপত্রাঃ সপ্তমঃ
ধিকারঃ সপ্তমঃ
দেশ্যঃ

কিন্তু ইচ্ছাশক্তি যখন ধরাও তাঁহারা আপনাদিগের অন্তর্নিহিত সিক্ত করিতে পারেন না, তাহা হইলে তাহাদের চাই দোষ দেখিতেছি, তাহাদের ইচ্ছাশক্তির আপনাদের বাক্যের বিরুদ্ধে বৈষম্য ঘোষ প্রকাশ পাইতেছে। দ্বিতীয়ত উক্ত বচনাদি দ্বারা তাঁহারা আপনাদিগের সমান স্বল্প শাস্ত্রকে অত্যন্ত উচ্চমানস্থাপন করিতেছেন। তাঁহারা যে বচন দ্বারা কলিযুগে সচ্ছ বিপাক শাস্ত্র সিক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই বচনকেই আবার আপনারা কলিযুগের অপমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যখন মনুষ্যের উচ্চতর বৈশিষ্ট্য বচন দ্বারা উচ্চতর দেখাইতেছেন, সে বৈশিষ্ট্য বচনের এক পুরুষের সমস্ত গুণের প্রাকৃতিক প্রকাশের স্থান ধারণে ইহন কন্যা বিবাহ করিবার কথা শাস্ত্রে মধ্যে দেখা আছে। কিন্তু পূর্বে উল্লেখ আপনাদেরই সিদ্ধান্তের যে সিক্ত প্রকার বৈষম্য বিবাহের ব্যবহার পর্যন্ত প্রথমার্ধে পুরুষের ক্রমে সিদ্ধান্ত হইতে কন্যা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়া উল্লেখ করা, অতএব উক্ত বচনাদি দ্বারা কলিযুগে একটা সতর বচন হইলে প্রথম বচন তাহাদের শাস্ত্র বিধি সিক্ত প্রতিপন্ন হইতে পারে। প্রতিবাদী শাস্ত্রকে একবার দৃষ্টিযোগে অপ্রমাণ কাইতেছেন, তাহাকেই আবার সলিলত প্রত্যয় বলিয়া বচন করিতেছেন, ইহার পর অতএব অধিক বৈষম্য ঘোষ কি আছে? অতএব অসম্মত পরিভ্রম স্বীকার পূর্বক তাঁহাদিগের ঐ সকল বচন সংগ্রহ করা নিতান্ত বিকল হইয়াছে। বিশেষত তাঁহারা যে শাস্ত্রের মর্যাদা বক্ষার জন্য উক্ত অধিবেদনের পদ্ধতিকে পরিভ্রম করিতে অসম্মত হইতেছেন, উক্ত শাস্ত্র প্রণীত কোন বচনাদি দ্বারা তাঁহারা একপ প্রতিপন্ন করিতে পারেন না, যে পুরুষ এক স্ত্রী সত্রে অন্য স্ত্রীর পানি গ্রহণ না করিলে কোন সত্রে তাহারা কোন প্রকারেই হইতে পারে। তাঁহারা শাস্ত্রীয় বচনাদি দ্বারা কেবল ইহাই মাত্র প্রদর্শন করিতেছেন যে, পুরুষ এক স্ত্রী সত্রে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিলে পর উল্লিখিত

শাস্ত্রোক্ত বচনানুসারেই করিলে অথবা এক পুরুষের বহু স্ত্রী গর্তস্নাত সন্তান বর্তমান থাকিলে তাহারা উল্লিখিত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ দ্বিগমে পিতৃ ধনাদি বিভাগ করিয়া লইবে। অতএব যে কর্ম না করিলে শাস্ত্র মতে কোন প্রত্যাবার স্বীকার করিতে না হয়, সে কর্মকে কন্যাপি শাস্ত্রের নিতান্ত বৈধ বলিয়া গণনা করা যায় না। যখন সম্পূর্ণ যুক্তি, বিরুদ্ধ ও প্রত্যক্ষ ধর্ম নিবর্তক অধিবেদনের পদ্ধতি অবলম্বন করিবার জন্য শাস্ত্রেতে কোন বিশেষ অধ্যরোধ দৃষ্ট হয় না, তখন প্রতিবাদী গণ শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যে উক্ত কুপ্রথাকে পরিভ্রম না করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও সম্মত রূপে সম্মত হইতেছে না। তবে প্রতিবাদী মহাশয় দিগের উক্ত বচনের মধ্যে কেবল বিবাহসুত্রে যেমন কন্যা বিবাহ চতুর্থকং এই এক বচন দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে, যে পুরুষ যদি তিন বিবাহ করিয়া চতুর্থ স্ত্রীর পানি গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহার পুত্র পুরুষের অধঃপতন হয় ও তাহাকে জ্ঞান হ্রাস পাপের ভাগী হইতে হয়, কিন্তু এ বচন দ্বারা বহু বিবাহ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, কেননা যখন এক স্ত্রী সত্রে দ্বিতীয় স্ত্রীর পানি গ্রহণ করাই একে ধারে নিষিদ্ধ হইয়া পাইতেছে, তখন এক পুরুষের তিন স্ত্রী ঘটবারই আর সম্ভাবনা কি? অতএব তিন স্ত্রীর স্থলে যে চতুর্থ স্ত্রীর পানি গ্রহণ করিবার কথা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কোন কার্যেরই মর্মে। বিশেষতঃ উক্ত বচনের একপ তাৎপর্য্য মর্মে, যে স্ত্রী জীবিত থাকিলে পুরুষ উপস্থাপি স্ত্রীর পানি গ্রহণ করিবে। কন্যাপিত্রী বিরোধেতে করিয়া যদি কোন পুরুষকে তিনবার বিবাহ করিতে হয় এবং সেই বিবাহ বিরুদ্ধ হইয়া স্ত্রীর পানি গ্রহণের পর আর বিবাহ করিতে সম্মত না হয়, তবে তাহাকে পাপভাগী হইতে হয়, অতএব উক্ত বচন দ্বারা কোন কার্যেরই বহু বিবাহ প্রতিপন্ন করিয়া অপিচ যে মনুষ্য সংহিতা বিধি ধর্মের শিরোনামি স্বরূপ, বাহার অসম্মত মর্যাদা রক্ষা করিতে

ক্রান্তিও পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিয়াছেন, সেই মনুষ্যই সমস্ত শাস্ত্রের পর্যায়সমানে এই বিদ্বান্ধ করিয়াছেন, যে মনুষ্য কদাপি যুক্তি বিপ্লবকোন কর্তব্য করিবে না, যুক্তিহীন কর্তব্য করিলে পাপভাগী হইতে হইবে। যথা

কেবলঃ শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো দিগ্দিগন্তঃ ।
বুদ্ধিধীনবিচারে তু ওর্ধ্বহানিঃ প্রক্ৰান্ততে । মনু ।

অতএব সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ বহু বিবাদের পদ্ধতিকে কর্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিবাদী গণ যে সকল শাস্ত্রীয় ঘটন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কোন কার্য্য কারণেই হয় নাই।

তৃতীয়তঃ সাদীগণ বহু বিবাহ পদ্ধতি উপলক্ষে তাঁহাদিগের আবেদন মধ্যে বর্তমান কৌলীন প্রথার যে সকল দোষ উল্লেখ করিয়াছিলেন, প্রতিবাদী গণ আপনাদিগের লিপিনিপুণ্য, বলে ও তর্ক কৌশলে সেই সমস্ত দোষ নিরাকরণ করিবার বিশেষ চেষ্টা পাঠিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, যে এদেশীয় কৌলীন পদ্ধতি কোন রূপেই দোষাবহ নহে এবং পূর্ক্সাপেক্ষা এক্ষণে কৌলীন ব্যবহারেরও কিছু মাত্র বৈশিষ্ট্য হয় নাই, উহার দ্বারা পূর্ক্সেও যেমন ছিল এ রূপেও সেই রূপ আছে, এবং কৌলিনেরা কুল মর্যাদা রাখার নিমিত্ত নিত্যম আবশ্যক না হইলে কদাপি এক স্ত্রী থাকিতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে না, বরং তন্ত্র কুলের সহিত তন্ত্র কুলের আদান প্রদান করিবার জন্যই বর্তমান কৌলিনেরা নির্দিষ্ট কুলে কন্যা পুত্রের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং শাস্ত্রেও উহার বিধি আছে। কিন্তু পক্ষপাত খুলি হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাদিগের উক্ত বাক্য সমুদায়কে কদাপি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে কেবল কৌলীন রূপ কাল নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই আমাকে আবিবেচন করিয়াছিলেন, যখন প্রদান করেন এবং উক্ত কৌলিনেরা দ্বারাও প্রথমাপেক্ষা দিন দিন আমের বিকৃত হইয়া আসিয়াছে। বহুকালে রাধা বঙ্গাল সেন দ্বারা পূর্ক্স পুরুষের আত্মত পক্ষ লব ব্রাহ্মণের স্ত্রীস্বয়ংক্রিয়

বিশিষ্ট বংশ মর্যাদা প্রদান করণার্থে কুল মর্যাদা প্রদান করেন, তৎকালে যে কৌলীনদিগের মধ্যে ক্ষণকাল মত কোন প্রকার আদান প্রদানের নির্দিষ্ট নিয়ম প্রচলিত ছিল না তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তাহার প্রথম কুলমস্ত্রোদি নামা স্থান হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, এবং তিনি যে আতিপ্রায়ে যে পণ্ডার প্রত্যেক কুল মর্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন এক্ষণে যে তাহার অনেক ভ্রমণ হইয়াছে তাহাও কৌলীন দিগের মূল লক্ষণেতেই প্রকটিত হইয়াছে, যথা শ্যামলো বিনয়ো বিদ্যা উত্যাদি। যে কুলিয়া, খড়পল, বর্কামর্যাদা, বদারী প্রভৃতি মেলের অন্তরগণে বর্তমান কুলমস্ত্রোদি কুলে বহু বিবাহ স্বীকার করিতে হয় এবং যাহার অন্তরগণে কাহা কাহ হুত হইয়া কৌলীন কুলাদিগকে অন্তরগণেতেই অন্তরগণে করিতে হয়, রাজ, বরগণ মেলের সময়ে যে মেলা লক্ষ্যে মনুষ্য ও ছিল না, তিনি কেবলমাত্র তাঁহাদের মধ্যে মনুষ্য মনুষ্যে ২২ প্রকার কৌলীন করেন, যথা সঞ্জিয়া গোত্রের ভট্টসারগণ, মুখা, কাশ্যগণ, সুরগোত্র ভট্ট, ভরগোত্রের ধরকম মুখা, সবলি গোত্রের বীরব্রহ্ম গণ, বাহক গোত্রের সুরভি গোত্রের এবং এই গণে গোত্রের পক্ষপাত প্রকার প্রোচিনের স্ত্রীস্বয়ংক্রিয় এবং কৌলিনের স্ত্রীস্বয়ংক্রিয়ের সহিত কৌলীনদিগের মনুষ্য বরগণ করণও হইতে। অন্যত্র দেবীস্বয়ংক্রিয় এক বর্জিত এই সকল প্রোচিনের স্ত্রীস্বয়ংক্রিয় সন্তানের করণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তৎকালে দোষাদোষ বিচার করত কুলিয়া প্রভৃতি ৩৬ টি মেলের স্ত্রী করেন ও প্রত্যেক মেলের মধ্যেই করণ কারণের নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়া দেন এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে বিবাহ বিষয়ক দোষাদোষাদ্বারা এক এক মেলের মধ্যে অনেক প্রকার শাখা ও প্রশাখার স্ত্রী হয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে বর্তমান কৌলিনেরা প্রাচীন কুল মর্যাদার অন্তরগণে বহু বহু বিবাহ রত হইয়া, পূর্ক্সকাল মেল ও আদিমিক দোষাদোষ ঘটত দ্বন্দ্বালির অন্তরগণে তাঁহাদিগকে সর্বদা

ই আবিবেকন রূপ রূপরূপে নিম্ন হইতে হয়। বিশেষতঃ একজনকার তত্ত্ব কুলীনের। বিশেষতঃ সেনন জীৱিক লাভের উপায় মাত্র মনে পরিচয় এক এক ব্যক্তি শতাধিক মাতৃস পাণি গ্রহণ করেন এবং হয় তো তাহার মধ্যে কামিনী কালো উন্নত নারীর সুপাশোকন করেন না। স্বামী বজাল সেননের দয়াকার সতী সচাচার ও সম্বন্ধ সম্পন্ন কুলীন মহাশয়ের। কদাপি সে রূপ করিতে নাই, তাঁহাদিগের লক্ষণসমূহই তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব প্রতিবাদী মহাশয়ের প্রকৃতকার এবং একজনকার কৌশলীনা গারো সমস্ত প্রমাণ করণের জন্য যে প্রমাণ প্রদেয় হইবে তাহাও বার্থ হইয়াছে। যে ব্যক্তি একবার বিবেচনা করে ও বিচার সমস্ত দৃষ্টিতে উত্তর তাহার মৌলিক ব্যবহারের বিষয় ভূমিকা কবিয়া দেখে, সেই কুলীকান করিবে যে প্রতিবাদী একজনকার কৌশলীনা ব্যবহার প্রমাণ করে। কুলীনা প্রমাণে এরূপ তাহাও প্রমাণ প্রমাণ হইয়াছে। কুলীন মহাশয়ের বহু প্রমাণ রূপ বজায় রাখিয়া তাহা প্রমাণ করিয়া থাকেন, অন্য প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ উত্তর বিচার করে। একজনকার করে না, একথা সমস্ত প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ এবং তাঁহারা কুলীন কামিনীগণের সম্বন্ধবস্থা মূর পরামর্শে জানা যে একজনকার প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ করেন, একবারই বা আর বি প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ করা হইবে। যদি চিত্ত বিবাহিনী কুলীন কামিনীগণের সম্বন্ধ বহু প্রমাণের উত্তরীয় স্পর্শ দ্বারা অনুভূত হইতে হয়, তবে সংসার মধ্যে আর উচ্চ অনুভূত কোন প্রমাণ থাকে না, তবে কঠিন হৃদয় উচ্চ উপলব্ধী কুলীন মহাশয়ের একথা বলিতে পারেন। হা জগদীশ্বর এ কুলীনা শুভসাম্বন্ধ দেশকে ভূমি কত দিনে জানা দোকান চাই উচ্চল করিবে, এ পর্যন্ত এখানে স্বচাচার প্রমাণ কাহারও প্রমাণ হইল না, আর কত দিনে এখানকার লোক প্রকৃত ধর্মের মর্ম অবগত হইতে পারিবে। কুলীন মহাশয়ের। যে কেবল নব পাঠে কন্যাশাসন করণের অ-

মুরোধেই কুলীন বংশীর এক পুরুষকে বহু কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন একথা প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রতিবাদীর মহাশয়ের। মনুর প্রমাণ সম্বন্ধ করিয়াছেন। যথা উৎকীর্ষাভিষ্কাব্য বরায় সম্বন্ধ হ। অপ্রমাণিত তাহ উচ্চ কন্যাং কন্যাং বখানিধি। কাশ্যমরণেও তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যাং মতাপি। ন টেবনাং প্রহরকৃত্ত গুণদীনাং জিহিৎ। কিন্তু এ প্রমাণ দ্বারাও তাঁহাদিগের কিছু মাত্র অভীক সিদ্ধি হয় নাই, ইচ্ছা করে কিরাং বরং বাণীগণেরই আবেদনের পোষকতা হইয়াছে। পূর্বোক্ত মনুর বচনের তাৎপর্য এই যে কন্যাকে বিহিত বিবাহে মৎ পাঠে প্রদান করিতে পিতা মাতা মতই চেষ্টা করিবেন, তাহাকে কালাকালের বিচার করিবেন না। কন্যা বহু প্রাণ না হইলেও যদি উৎকৃষ্ট বর যখন হয় তাহা পিতাকে সেই বরই সম্প্রদান করিবেন এবং যদি উৎকৃষ্ট পাত প্রাণ না হইলেও যদি তাহা হইলে কন্যা অনুভবহার প্রাণ ত্যাগ করে সেও প্রমাণ তাহা পিতাকে করাপি অপাত্রে প্রদান করিবে না। এ প্রমাণ দ্বারা প্রতিবাদী দিগের কি প্রতিবাদী সিদ্ধি হইল? একজনকার কুলীনের। যে সকল পাঠে কন্যা সম্প্রদান করেন, যদি তাহাদিগকে মৎ পাঠে বিন্যা প্রমাণ করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে আর কোন ব্যক্তিকে অমৎ পদ বাচ্য হইতে পারে না। মনুষ্য যে সকল দুর্কর্মে লিপ্ত হইলে তাহাকে অমৎ ও অমৎপ্রাপ্ত হইতে হয় এবং যে সকল কর্ম দ্বারা মনুষ্যকে নরাধম শব্দে উল্লেখ করিতে হয়, বর্তমান কুলীন মহাশয়ের দিগের মধ্যে প্রায় তিন ভাগ মনুষ্যকে উচ্চ দোষে লিপ্ত ও উচ্চ অধর্মে অভিহিত দেখা যায়। আধুনিক কুলীন মহাশয়ের। বহু সংপাত এবং কুলীন কুলোত্তর পুরুষের। বহু ধর্মপরায়ণ তাহা এদেশের কোন ব্যক্তি না অবগত আছেন? কুলীন মহাশয়ের। তাহা সর্বাংশে প্রমাণিত আছেন। অতএই মর্দলীনা ও জাননীনা কুলীন বিবাহে কন্যা দান করিয়া মৎ পাঠে কন্যা সম্প্রদান করণের কারণ প্রমাণ কোন প্রমাণেই নরক

হইতে পারে না। পুরোঁজ মনু বচন ভগ্নের এ প্রকার অভিপ্রায় নহে, যে কেহ অস্বাভাবিক কুলান্তিমানে রক্ষা করিবার জন্য অথবা আধুনিক কুলীনকে কন্যা সম্বন্ধান করিবার জন্য স্বীয় চূড়িতাকে অপ্ৰাপ্ত বয়সে পাত্রস্থ করিবে বা অল্পতাবিহীন চির জীবন রক্ষা করিবে। মনু যাহাকে সৎ পাত্র বা সৎ কুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে কন্যাপি এ আধুনিক কুলীন বা কুল কুল করিবে না। মনুর শাসন কালে এ আধুনিক কুল ও কুলীনের সৃষ্টিও হয় নাই, অতএব প্রতিবাদীগণের উল্লিখিত মনুর বচন দ্বয় উদ্ধৃত করা নিরর্থক হইয়াছে।

• তুর্ভঙ্গ্য প্রতিবাদীগণ সিথিয়াছেন, যে বান্দী পক্ষ বর্তমান কৌলীন্য ব্যবহারে অনিত্য দোষের যত আতিশয় বর্ণন করিয়াছেন, সে সমুদায় সমূলক নহে এবং উদ্ধার এত অসিদ্ধি ঘটেনা, যে তাহার নিবারণ করিবার জন্য রাজার মনোযোগ বা রাজ নিষেধের আবশ্যক হয়। কিন্তু প্রতিবাদীগণের একথা আমরা কোন ক্রমে বাস্তবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, কেন না আমর প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে যে সকল অসত্যচারকে বিবম অসত্যচার বলিয়া পান করিয়া যায় এবং যে সমস্ত পৃথিত পাপ্যার সমুদায় সমাজে নিত্যম নিম্ননীয় বসিত, প্রসিদ্ধ আছে ও বাহা নিবারণ করিবার জন্য রাজার নিত্যম মনোযোগ করা আবশ্যক। বর্তমান কৌলীন্য হারা তৎকার একটি মাত্র দোষও উৎপন্ন হইতে অপেক্ষা নাই। জন্ম হত্যা, ব্যভিচার দোষ, আত্ম হত্যা, স্ত্রীহত্যা, কাদহত্যা, বংশ নিম্ন হওয়া, বেশ দরিদ্র হওয়া এবং হওয়া, সম্ভান দুর্ভ হওয়া, পিতা পুত্র, স্বামি স্ত্রী, প্রকৃতির প্রকৃত নিম্ন বস্তু বিস্মৃত হওয়া ইত্যাদি যত প্রকার কলুষ কৰ্ম বিদ্যমান আছে, কৌলীন্য পদ্ধতি হারা তাহার কোন কুলকর্মে না উদ্ধত হয়। হৃদয় কে এক কালে পাষণ বস্ত করিতে না পারিলে, চক্ষেতে সৌই কলক প্রবেশ করিয়া অন্ধ না হইলে, কর্ণেতে শীশক প্রদান করিয়া বধির না হইলে এবং জ্ঞানবোধের এক কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইলে কোন মতে

ই একপ বসিত পারা যায় না, যে কৌলীন্য হারা সংসারের মধ্যে সমগিক অনর্থের উদ্ভব হইতেছে না এবং তাহা নিবারণ করিবার জন্য রাজার মনোযোগ করিবার কোন আবশ্যক নাই। কৌলীন্য হারা যেকোনো উল্লিখিত পাপ সমুদায়ের উদ্ভব হইতেছে তাহা দিষ্টার করিয়া সিথিবান কোন আবশ্যক নাই, তাহা সিথি করিতে হইলে দেব হয়। যদ্যেতদেব যোগে দেৱা মাতামহান তদা তত্ব নহে তিন্দু যাহাতে সে সমস্ত পাপ যেন পরিহার কর যোগে দেৱার তত্বই কলা উচিত। হায়! কি আশ্চর্য্য কাণ্ডে! মনু বা যে পাপ্যাহে নতক বস্তু হয়, স্বাভাবিকভাবে রক্ষা করিবার জন্য তাহা নিষেধ করিতে হইবে না, হইলে তাহাকে আরও প্রসিদ্ধ করা হইবে।

• প্রত্যয় প্রতিবাদী মহাশয়েরা কায়স্থ কুলের সমস্ত পুত্রের উত্তরধি করিয়া কুল শাস্ত্রের মনোযোগ করিবার এক আবশ্যিক উপায়ে করিয়াছেন, কিন্তু উদ্ভতে আমরা এই সিদ্ধি বিবেচন করি, যে কুল শাস্ত্র তিন্দু উল্লিখিতের কোন কোন পক্ষ শাস্ত্র নহে। যাহা ফার্ম দক্ষ শাস্ত্র, বোধবান হারা মত হই তাহা হার হারি হইতে যেন সাইতেছে। কৌলীন্য করা করিতে গিয়া যে অনেক সময়ে অনেক প্রস্তুত বস্তু শাস্ত্রের শাসন উল্লিখন করিতে মনোযোগ প্রসিদ্ধ আছে এবং একগা কুলীনমেরাও অনেক স্বীকার করিয়া থাকেন, অতএব আর তাহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই।

• যত্নতঃ প্রত্যয়বদনকারি মহাশয়েরা এই কথা সিথিয়া আবেদন খেদ করিয়াছেন, যে এদেশের মধ্যে কোন নিম্ন সমাজে এক বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেই রূপ দেশসময়ান সত্যবোধ উল্লিখন অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, অতএব বাবস্ত পক্ষ সমাজ যদি এদেশের পক্ষ বিবাহ নিষেধক কোন নিষেধ প্রচার করেন, তাহা হইলে উল্লিখন কেবল নিম্ন আতির প্রতি প্রচার না করিয়া উহা নিম্ন দেশসময়ান উত্তর জাতির পক্ষেই প্রচলিত করা আবশ্যক। প্রতিবাদী গণের একথা কোন উত্তর নাই।

বিভিন্ন সময়ে তাহা উপস্থিত হইলে তাঁহারা মনে মনে কেবল হাসাই করিবেন। কোন কোন দশ হইবার সময় কোন ব্যক্তিকে সেই ভাবি হইতে উদ্ধার করিতে কোন যে ব্যক্তি যদি একপদ অস্বপত্তি করে, যে অন্তরা অনেকেই এককালে দক্ষ হইতেছি অতঃপর কেবল আমি একাকী কি-জন্য এ ভাবি হইতে মুক্ত হইবো তাহা হই-লেই প্রতিবাদী গণের পুরোক্ত আপত্তির অবিবল উপমা হইতে পারে। যাহা হ-উক উল্লিখিত মনুষ্য ও অসঙ্গত আপত্তি দ্বারা কেবল প্রতিবাদী মহাশয় দিগের এই মাত্র মনের গভীর দাক্ষ হইতেছে, যে তাঁহারা কোন মতেই অধিবাদের পদ্ধতি-কে পবিত্রাণে করিতে সম্মত নছেন। তা-দ্বারা উক্ত পদ্ধতিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় পর্য্যন্ত পদ করিয়াছেন। উদাহারা তাঁ-হাদিগের 'স্বেরা' হানি হউক, মানেরই খ-কতা হউক, আর ধনেরই ক্ষয় হউক, তাঁ-হারা উক্ত পদ্ধতিকে আনপদে ক্রমশে ধারণা করিয়া গিয়াছেন। দেশ অসংলিত বহু বিবাক-ব-প্র-এন স্বীতির উপস্থান হওনাপেক্ষা তাঁ-হাদিগের সর্বনাশ হইয়াও নকল।

কিন্তু ইহারা প্রামাণ্যের আশ্রয়। বোধ হইতেছে যে কেবল আমরা প্রত্যক্ষ স-ন্দর্শন করিতেছি। যে এ অধিবাদের পদ্ধ-তি দ্বারা সর্বতোভাবে অসঙ্গল ভিন্ন কোন রূপে দেশের কল্যাণ হইতেছে না, বাহাদ-রা বিজ্ঞ জাতির মুখ মততই উক্ত সমাজে অসংগত হইতেছে, যে পদ্ধতি কোন স-ম্মত জাতির মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় না, উক্ত পদ্ধতিকে প্রচলিত রাখিতে প্রতিবাদীগণ কি জন্য এত আয়াস স্বীকার করিতেছেন। উহার অনুলুপ পক্ষে তাঁহারা দি-গের যে রূপ আন্তরিক মন্ত্র আছে, তাহা তাঁ-হাদিগের আবেদনের মধ্যেই প্রকাশ পাই-য়াছে, প্রামাণ্যিক হউক বা না হইক তাহার গোষকতার শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিতেও এটি করেন নাই এবং সঙ্গত হউক বা না হউক যুক্তি প্রদর্শন করিতে আপেক্ষা রা-খেন নাই কিন্তু উক্ত প্রচলিত থাকিতে তাঁ-হাদিগের কি লাভ আছে তাহা আমরা

কিছুই বলিতে পারি না। আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল ইহাই মাত্র মনে করিতাম যে কেবল জন কত বঙ্গদেশীয় উচ্চ উপজীবী লোক-ই এদেশের মধ্যে অধিবাদের পদ্ধতি প্র-চলিত রাখিতে বদ্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু এত দিনে আমাদের উক্ত জন্ম দূর হইল। দ্বিতীয় আবেদন পড়ে যে সকল মহাশয় দিগের নাম সন্দর্শন করিলাম, যদি তাঁহাদি-গের মনেতে বহুবিবাহ পুঙ্ক কাল কটকের বিষ জ্বালা অনুভূত না হইল, তবে আর কা-চার হইবে? আর আমাদের কোন ভ-রসা নাই, আমরা এতদিনে যুক্তিলাম যে বঙ্গভূমি কম্বল কালেও বর্তমান ছুরবস্থা হইতে পাত্রোপান, কারবে না। যখন উহানু-প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানেতেই ব্যাঘাত উপস্থিত হয় তখন আর উহার কল্যাণ কোথায়? আমরা অবশেষে দেশীয় সর্ব সাধারণ মহা-জ্ঞাদিগের সমীপে বিনীত ভাঙে এই নিবে-দন করিতেছি, যে তাঁহারা একবার অতি-মান কন্য হইরা মলালিনের দ্বৈ পরিভাগ করিয়া এবং আপনাদের দিগের প্রভুত্বের আ-শা বিসর্জন দিয়া নিরপেক্ষ ভাবে নেত্র উ-দ্বীলন করিয়া দেখুন যে বহুবিবাহ পদ্ধতি দ্বারা কত দূর পর্য্যন্ত প্রকৃত ধর্মের হা-নি হইতেছে, কি পর্য্যন্ত দেশময় পাপের প্রো-প্রবাহিত হইতেছে এবং কি প্রকারে স্বর্গভীর ও স্বদেশের অধঃপতন হইতেছে, তাহা হইলে আর তাঁহাদিগকে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হইবে না এবং তাহা হইলে আর কোন যুক্তিও সর্গাইবার আ-বশ্যক করিবে না। তাহা হইলেই তাঁহারা আপনা হইতে উক্ত পদ্ধতির সকল গুণাগুণ জানিতে পারিবেন, তাহা হইলে তাহাকে দূর করিতে আপনা হইতেই তাঁহাদিগের ইচ্ছা হইবেক এবং তাহা হইলেই বঙ্গভূমি উক্ত পদ্ধতি জানিত পাপ ভার হইতে মুক্ত হইবে।

বহাভারত।
আদিপর্ক।

৬৭ অধ্যায়—সত্তর পর্ক।
১১৪ লংঘন পত্রিকা ১০৪ পৃষ্ঠায়
জনমেধর-জিজ্ঞাসা করিলেন, হেতুগব্দ!
দেব, দানব, ব্রহ্মর্ক, সাকল, নিবে, কাল;

স্বপ্ন, স্বপ্ন, পক্ষী প্রভৃতি জাগরণ বেক্ষণে
মমুখা বোধিতে জগৎ গ্রহণ করেন, এবং
জগৎ গ্রহণ করিয়া যে সকল কর্ম করেন, তা-
হাৎ আত্মপুণ্ড্রিক সর্বিশেষ বিধারণ প্রসিদ্ধিতে
প্রাপ্ত হইল।

স্বপ্নপারন কঙ্কিলে, হে অরেক্ষ' যে স
স্বপ্ন হেতা ও স্বপ্নের মমুখা লোককে জগৎ
গ্রহণ করিয়া ছিলেন, অর্থমহৎ উদ্যোগের
অপেক্ষা পরিবেশ বর্জন করি।

স্বপ্নপারন কঙ্কিলে হি নামে বিখ্যাত
ছিলেন, তিনি মরলোক জগৎ গ্রহণ করিয়া
করণেশ্ব নামে মরপতি হন। দ্বিতীয় যে
পুত্র হিরণ্যকশিপু নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন,
তিনি মর লোক শিবপারা নামে জগৎ গ্র-
হণ করেন। প্রহ্লাদপুর যে অসুরক সংহাস নামে
বিখ্যাত ছিলেন, তিনি মর নামে জগৎ গ্র-
হণ করিয়া, বাহ্যিক দেশের অধীশ্বর হন।
অনুহাস নামে প্রহ্লাদের অপেক্ষা দৈত্যক অ-
সুর ছিলেন, তিনি মৃত্যুকৈ নামে খ্যাত
হন। যে মৈত্রেয় শিব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন,
তিনি কুমণ্ডলে নামে মরপতি হন।
যদি স্বপ্নক নামে মতি প্রধান অসুর ছি-
লেন, তিনি মমুখা লোক জগৎ গ্রহণ করিয়া
মরপতীর নামে মরপতি হন। অয়শিরা,
অশ্বশিবা, অর, শঙ্কু, গমন, সুর্কী, বেণ
হাস এই পাঁচ বীমাশালী প্রধান অসুর
কৈকেয় দেশে জগৎ গ্রহণ করিয়া অতি প্র-
ধান পৃথিবীপতি হন। অতি প্রতাপ শাস্ত্রী
অন্য যে এক অসুর কেতুমান নামে বিখ্যাত
ছিলেন, তিনি অমিতোজ্ঞা নামে অতিক্রম
কর্মা মরপতি হন। স্বর্কীসু নামে প্রসিদ্ধ
জীমান, মহাসুর উগ্রসেন নামে উগ্রস্বভাব
মরপতি হন। যে জীমান মহাসুর অশ্ব
নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি অশোক নামে
মরপতি হন। ইহঁদের কেহ কখন প-
রলোক করিতে পারে নাই। উহার কনিষ্ঠ
যে মৈত্রেয় অমরপতি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন,
তিনি হার্কিকা নামে ড্রাক হন। যে জীমান
প্রধান অসুর রূপকর্মা নামে বিখ্যাত ছিলেন,
তিনি পৃথিবীতে দীর্ঘকাল নামে মরপতি হন।
অজক নামে মরপতীর যে অসুর ছিলেন,
তিনি পৃথিবীতে অন্য নামে মরপতি হন।

অশ্বশ্রী নামে যে এক প্রভাবশালী অসুর
ছিলেন, তিনি রোচমান নামে মরপতি হন।
যতিমান, কীর্তি মান, যে অসুর কক্ষ নামে
কীর্তিত ছিলেন, তিনি কিত্তিলে রুহহ
নামে বিখ্যাত কিলিগা হন। তুলস নামে
বিখ্যাত যে এক প্রধান অসুর ছিলেন, তিনি
সেনাবিন্দু নামে মরপতি হন। মমুখা নামে
যে প্রধান অসুর ছিলেন, তিনি মমুখলে
ময়জিহ নামে বিক্রমশালী বিখ্যাত মরপতি
হন। যে প্রধান অসুর এক চক্র নামে প্র-
সিদ্ধ ছিলেন, তিনি পৃথিবীতে গালি বক্রী
নামে অতি বিখ্যাত মরপতি হন। সু-
ক-বিদ্যা-মিথুন সিকপাত নামে যে প্রধান
দৈত্য ছিলেন, তিনি মরলোকের বিখ্যাত
মরপতি হন। স্বপ্ন নামে প্রধান অসুর
শাস্ত্রী যে প্রধান অসুর ছিলেন, তিনি মর-
লোক নামে প্রধান অসুর নামে মরপতি
হন। মরপতি নামে প্রধান অসুর
কুমণ্ডলে নামে প্রধান অসুর ছিলেন, তিনি মর-
লোক নামে অতি বিখ্যাত মরপতি হন।
মি-
কুম নামে যে মরপতি মরলোকের
কেহ পরাস্ত করিতে পারিত না, তিনি
কুমণ্ডলে দেবগণ নামে অতি প্রধান মর-
পতি হন। শবত নামে যে এক প্রধান অ-
সুর ছিলেন, তিনি দেবগণ নামে মরপতি
হন। যে জীমান মরপতি নামে প্রধান অসুর
কুমণ্ডল নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি মর-
লোক নামে প্রধান অসুর নামে মরপতি
হন। জগৎ গ্রহণ করিয়া মরলোকের নামে মরপতি
হন। ইহঁদের শরীর কাঠের পত্রপত্র নামে
প্রতীয়মান হইত। শবত নামে অন্য যে
এক অসুর ছিলেন, তিনি মরলোকের
কুমণ্ডলে নামে মরপতি হন। মরলোকের
চক্র নামে প্রসিদ্ধ অন্য যে এক প্রধান অ-
সুর ছিলেন, তিনি মরলোক নামে প্রধান অসুর
নামে মরপতি হন। অর্ক নামে প্রসিদ্ধ দানব
রাজ স্বর্কী নামে রাজকি হন। মৃতপা
নামে বিখ্যাত প্রধান অসুর পাশ্চাত্য
নামে মরপতি হন। পৃথিবী নামে মরপতি

কৃত্বী বিখ্যাত অক্ষর ধরাতলে ক্রমসেন নামে
 য়ে পরপতি হন। যে শ্রীমান মহাহর ম-
 র ব নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি বিশ্ব নামে
 বিশ্ববিখ্যাত পৃথিবীপতি হন। তাঁহার
 যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপর্ণ নামে বিদিত ছিলেন,
 তিনি পৃথিবীতে কালকীর্তি নামে বিখ্যাত
 নৃপতি হন। যে প্রধান অক্ষর চন্দ্রের নামে
 কীর্তিত ছিলেন, তিনি ক্রমক নামে রাজর্ষি
 হন। যে প্রধান অক্ষর চন্দ্রের বিনাশকারী
 বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তিনি জানকি নামে
 বিখ্যাত নৃপতি হন। দীর্ঘজিহ্ব নামে যে
 শ্রেণিক দানব ছিলেন, তিনি পৃথিবী মণ্ডলে
 কাম্বরাজ নামে পৃথিবীপতি হন। চন্দ্র
 ও সূর্য্যের উৎপাদনকারী যে গ্রহকে সিং-
 হিকা গ্রন্থে করিয়াছিলেন, তিনি ক্রাধ
 নামে নরপতি হন। অনায়ুষের পুত্র চ-
 তুউয়ের পরশ্রেষ্ট তেজস্বী নিম্বর বহুমি-
 ত্র নামে রাজা হন; দ্বিতীয় পাণ্ডুরাষ্ট্রপিপ
 নামে বিখ্যাত নৃপতি হন। যে প্রধান অ-
 ক্ষর বসীম নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি পৌ-
 রমাংশুক নামে নরপতি হন। যে মহাহর
 ব্রহ্ম নামে বিদিত ছিলেন, তিনি মনিমান না-
 মে নৃপতি হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রো-
 ধেশ্ব নামে বিখ্যাত নৃপতি হন। ক্রোধবর্ধন নামে অন্য
 যে অক্ষর ছি-
 লেন, তিনি হৃৎকার নামে রাজা হন। কা-
 লের ভিগের যে আট পুরু ভ্রমণে ক্রম
 গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ব্যাচের নাম
 বিক্রমশালী ছিলেন। এই আটের সর্ব
 ক্ষেত্র মগধদেশে অরুসেন নামে রাজা হন।
 দ্বিতীয় অপরাধিত নামে রাজা হন। মহা
 তেজস্বী মহামায়াবী ভরানক পরাক্রমশালী
 কৃত্বী নিখাদ্বাপতি হন। চতুর্ধ ক্রিতি-
 তলে যেমিমান নামে বিখ্যাত নরপতি হন।
 পঞ্চম মহৌজম নামে শ্রেণিক রাজা হন; ইনি
 অশেষ প্রকারে বীর শত্রুগণের শমন ক-
 রিয়াছিলেন। ষষ্ঠ অতীক নামে আট প্র-
 ধান রাজর্ষি হন। সপ্তম সমস্ত ভ্রমণে
 বিখ্যাত সনুসেন নামে পরম ধার্মিক রা-
 জা হন। বৃহৎ নানা অতীম সর্বকৃত-বিদ-
 কারী আট ধর্ম্মা নৃপতি হন। কৃষ্ণকা-
 মে বিখ্যাত মহাবল পরাক্রান্ত দানব পা-

কৃত্বী নামে নরপতি হন। ক্রমক নামে বিখ্য-
 শালী মহাহর ক্রিতিমণ্ডলে স্বর্ঘ্যাক নামে
 ক্রিতিপতি হন। স্বর্ঘ্য নামে আট শ্রীমান ম-
 হাহর বরদ নামে আট প্রধান নৃপতি হন।
 যে রাজন। যে ক্রোধবর্ধন গণের কথা পূর্বে
 উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে ক্রিতি
 তলে বহুতর নরপতি ক্রম গ্রহণ করেন।
 মন্ত্রক, কর্ণবেক, সিদ্ধার্থ, কীটক, স্ববীর,
 সুবাহু, মহাবীর, বাহ্লিক, ক্রম, বিচিত্র, সূ-
 র্য, নীল, চীরবাসা, কুহিলান, সন্তবক,
 সুভয়, রত্নী, আবাচ, বাহুবেন, কুরিতেজা,
 একদব্য, স্মিত্ত, বাটমান, যোবুধ, কাকব-
 ক নামক রাজগণ, কেমবুর্তি, ক্রতাহু, উ-
 বহ, বৃৎসেন, কেম, অশ্রীর্ষ, কুহর, মতি-
 মান, ঈশ্বর; এই মহাভাগ, মহাবল, ম-
 হাকীর্তি রাজগণ ক্রোধবর্ধন গণ হইতে ক্রি-
 তিতলে অবতীর্ণ হন। যে মহাবল পরাক্রান্ত
 দানব কালনেমি নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি
 উগ্রসেনের উরসে ক্রম গ্রহণ করিয়া ক-
 স নামে বিখ্যাত হন। যে দেবরাজ-তুল্য
 প্রভাবশালী অক্ষর দেবক নামে বিদিত ছি-
 লেন, তিনি ক্রিতিতলে গন্ধর্ভপতি নামে
 আট প্রধান নরপতি হন।
 যে ভরত কুলশ্রীপ। বৃহৎকীর্তি দেব-
 যি বৃহৎপতির অংশে ভরবাজ কুলভিনক
 যোগাচার্য উৎপন্ন হন। ইনি অদ্বিতীয়
 ধর্ম্মকর, সর্বশাস্ত্র বিশারদ, মহাকীর্তি, ম-
 হাতেজস্বী, ধর্ম্মবেদে ও বেদে আট প্রবীণ
 ছিলেন; এবং আশ্চর্য্য কর্ম্ম দ্বারা বীর
 কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। মহাবলের ও
 বমের অংশে মহাবীর্ষ্য শত্রুপক্ষ করকারী
 অশ্বখান ক্রম গ্রহণ করেন। বশিষ্ঠ শা-
 পে ও ইন্দ্রের আদেশ ক্রমে গন্ধার নর্দে
 শাস্ত্রের উরসে আট বহু ক্রম গ্রহণ করেন।
 তাঁহারের সর্ব কনিষ্ঠ ভীম, মতিহার, বে-
 দবেজা, বক্র, কুরুকুলের শ্রুতর দাক ও
 শত্রুপক্ষের অক্ষর ছিলেন। এই মহাতেজ-
 স্বী, অস্ত্রবিদ্যা পারদর্শী, মহাপুরুষ কৃষ্ণ-
 গোষ্ঠের বহাঙ্ক জানকীর পতি হইয়া
 রিয়াছিলেন। ক্রম নামে যে রাজন। পৃথি-
 বীতে ক্রম গ্রহণ করেন, সেই আট ক্রিতি-
 শালী পুরুষ একাধম রক্তের ক্রমে আট

ভূত হন। রথচালনচক্র শব্দ বাতী রাজ
 ক শব্দনির্দেশার অংশে জন্ম গ্রহণ ক-
 রেন। ভূত প্রতিভা, শব্দ স্বকর্ষককারী হস্তিকুল
 প্রাণী পশুত্যাগি বাহু দেবতাসিংহের অংশে
 উৎপন্ন হন। শব্দ-বিদ্যা-বিদ্যার রাজ্য
 রূপে, অল্পমম কৰ্মকারী কাজির কুলাতিলক
 রূপবন্দী ও বিপক্ষ-রাজ্যসংসকারী বিরাট
 ইন্দ্রীয়াও বাহু দেবতাসিংহের অংশে জন্ম গ্র-
 হণ করিয়া ছিলেন। অসিকার যে পুরু অংশ
 নামে সর্ষভ প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি কুরু
 শে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বকর্ষকসিংহের রাজ্য
 হন। শীর্ষবাহু মহাভক্তের প্রাণাঙ্গামী রাজ্য
 ধৃতরাষ্ট্র রূপবোধিনীর উৎপন্ন হন;
 মহর্ষি ইন্দ্রীর বাহুর অপরাধ দর্শনে রোধ
 পরবশ হইয়া শাপ প্রদান করেন, তাহাতেই
 ইনি জন্মক হন। ইন্দ্রীরই কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ
 মহাপ্রভাব মহাকালশালী বিশ্বজ্ঞানিত স-
 ত্যত্রয়, পরায়ণ পাণ্ডু নামে বিখ্যাত হইয়া
 ছিলেন। বুদ্ধিমত্তি বিহীন অস্মিগ্ননিব পুত্র
 দুর্ঘোষন কলির অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া
 পৃথিবীতে রাজা হন; ইনি অতি জুবুষ্টি ও
 দুর্গোত ছিলেন এবং কুরুকুলকে কলঙ্ক-
 পক্ষে লিপ্ত করেন। যে কলি পুরুষ হ-
 মন্ত জগতের দেহের আঙ্গুল, তিনিই দু-
 র্ঘোষনরূপে আবিস্কৃত হইয়া স্বপিল জন্মগুল
 উচ্ছিন্ন করেন; এই দুর্ঘোষন সর্ষভভূত
 করকারী চক্র বৈরামল প্রাণিত করেন।
 দৌলন্তোরা এই দুর্ঘোষনের ভ্রাতা হইয়া
 জন্ম গ্রহণ করেন। দুর্ঘোষনের চরণামন,
 চুর্ধ্বা, চুর্সহ প্রভৃতি শত জাত; ইন্দ্রীয়া
 সকলেই অতিক্রম ছিলেন। এই শত পুত্র
 তির বৈষ্ণাঙ্গরাজ্য সুবুৎস নামে ধৃতরা-
 ষ্ট্রের আর এক পুত্র ছিল।

কর্মমেন্দ্র, কহিলেন, হে বিভো! ধৃত-
 রাষ্ট্রের এই পুত্রগণের মধ্যে কাহার পর
 কে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাঁহাদের নাম
 মকল আনুপূর্বিক কীর্তন করিব।

বৈশম্পায়ন উত্তর করিলেন, মহারাজ! দু-
 র্ঘোষন, সুবুৎস, দুর্শালন, দুর্শাল, চুর্সহ,
 চুর্ধ্বা, বিক্রিশক্তি, বিক্রম, মনোজ, হ্রসোচ-
 ন, নিল, অস্বিন, দুর্ধর্ষ, সুবাহু, দুর্শাধর্ষ,
 দুর্ধর্ষ, দুর্ধর্ষ, দুর্ধর্ষ, কপ, চিত্র, উপচিত্র,

চিত্রাক, চাকচিত্র, অক্ষয়, দুর্শাল, দু-
 বিবিন্দু, বিকট, সম, উর্ধন্যভ, পশনভ, মন-
 উপমঙ্গ, মেনশক্তি, সুমেন, কুণ্ডলর, ম-
 হোদর, চিত্রবহু, চিত্রবধ্য, সুপর্মা, চক্রি
 রোচন, অহোবল, মনোহর, চিত্রোপ, সু-
 কুণ্ডল, ভীমবেক, ভীমবল, বনাকী, ভীমবিক্রম,
 উগ্রাধ্ব, ভীমশর, কনকানু, দুর্শাধ্ব, দুর্শ-
 ষ্যা, দুর্শকম, সোমকীর্তি, মন্তনর, জরাসক,
 দুর্শসক, মহামক, মহপ্রবাক, উগ্রপ্রবাক, উ-
 গ্রশেন, কেয়কুর্তি, অশরাশিত, শক্তিভক,
 বিশালক, দুর্শাধন, দুর্শাস্ত, হ্রস্ব, বাতভন,
 সুবর্কি, আশিত্যককু, বহুশো, নাগভক
 অশ্বায়া কবচী, শিখরী, চক্রী, কশরী, ধ-
 মূর্ধ্ব, উগ্র, ভীমবাহু, বীন, বীনবাহু, ম-
 সোলুণ, অস্তর, রৌরবক, মনোহর, মন-
 ধ্বা, কুণ্ডলনী শিরসী, শীর্ষমোচন, ধী-
 র্বদ্য, মহামোহ, ব্রহ্মক, কনকাক্ষর,
 কুণ্ডল, এবং চিত্রক, ধৃতরাষ্ট্রের এই শত
 পুত্র এবং স্বকর্ষক নামে এক কন্যা ছিল।
 আর এই শত পুত্র হইতে অধিক বৈষ্ণা-
 গরীশাল সুবুৎস কাহার আর এক পুত্র।
 ধৃতরাষ্ট্রের এই একাধিক শত পুত্র এবং এক
 কন্যা, ইন্দ্রীয়াসিংহের আনুপূর্বিক নাম কী-
 র্তিত হইয়া। ইন্দ্রীয়া মহামহা মহাপ্রভ-
 বকলেই মহাবীর্ষ্য, সকলেই পুত্রকুলে।
 কলেই বেদবেদ্য এবং কতি কিতান পা-
 রণ ও সকলেই সংগ্রাম বিদ্যাতে নিপুণ।
 ইন্দ্রীয়া সকলেই অনুব্রত দার পুত্রগণ
 রিকাহিলেন। আর সেইবারের অনুব্রত
 ধৃতরাষ্ট্র উপযুক্ত কালে দিগ্ধ শেখের অধিপ-
 তি অয়মথকে কুশলে শাসী কন্যা। কাল কাল
 হে মহারাজ! বাহ্যী কৃষ্ণিদির মধ্যে
 অংশে অবতীর্ণ হন। আর শব্দে নামে
 ভীম, দেবচাক উত্তের কাহার পুত্র।
 অধিনী কুমারকিতের অংশে দর্শনচক্র
 ত্রে অপ্রতিম রূপ সম্পন্ন মনুল ও মনুল
 পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন। যিনি সোম
 পুত্র প্রতাপশালী বর্কি নামে বিখ্যাত ছিলেন,
 তিনি অশ্বকিতের পুত্র রূপে কীর্তি অতিক্র-
 ম্য হইয়া অবিস্কৃত হন; বর্কিভক্তকে ইন্দ্র
 পরভরণ কাণে সোম দেবতাসিংহকে কহি-
 লেন, হে দেবর্ষন! আমার প্রাণ হইতেও

শ্রিয়তম এই পুত্রদি আদি তোমাদিগকে দিতে সম্মত নহি, তবে যদি তোমরা প্রতিজ্ঞা কর তাহা হইলেগ প্রদান করিব। দেবগণিগের কাহা যে পুত্রবিশেষ জনক পুত্র বলা আনাদিগেরক জাতি হইয়াছিল। তাহা হইলে বগমন করিয়া গিয়া কামনা থাকেন। তাহা হইলে তাহাকে যে প্রত্যাপনাদী পুত্র পুত্র কামনা করিলে যেন দয়া হইয়া জন্মিবেন, এই মন্ত্র তাহা হইয়া পুত্র কামনা মহাপুত্র কামনা বিদ্যা হইলে হে অমরগণ! তাহার পর ইনি দেবগণের তরফে অবস্থান করিলে। তাহার অংশে অবতীর্ণ হইয়া যে যুদ্ধে অস্ত্রনির্মাণ করিলে, তাহা পুত্র কামনা দেবগণের পুত্র হইবার আনাদিগের পুত্র তাহা অস্ত্রক হইবে, কিন্তু তুর মারামণি অর্থাৎ অস্ত্রনির্মাণ তাহাকে উপস্থিত থাকিবেন না, কেবল তোমরা তাহাকে সংস্থাপন করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিবে এবং আমার পুত্র এই একে সমুদায় বিপক্ষ বসকে পরাভব করিলেন। এই বাক্য অস্ত্রের বাহু মধ্যে প্রদানের দ্বারা বিচারণ করত মনোরথ হীন মন্যাকে বিনাশ করিলেন এবং মন্ত্র জিবাসের মধ্যে যুদ্ধবিধারের দীর নিবাস সাহিত মিলিত শতাব্দীর মন্ত্রবিশেষ বলা মনোরথের জেতন করিলেন। পরে দিনাসময়ে এই মহাবীর বক্তা পুনর্বার আমার নিকটে আগমন করত মদীয় বংশের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাহার নাম ইহা স্বীকার পরে ওবে নষ্টপ্রায় ভাগ্যে বংশকে ইনি গিয়া উদ্ধার করেন। দেবতার। সকলে এই কণ সোমবাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে বহু মন্ত্রদান পূর্বক ত্যাগ করিলেন। উত্তর প্রদেশ করিলেন। মহাবীর। এই কামে তোমার পিতামহ পুত্রবিশেষে জন্ম গ্রহণ করেন।

দে রাজন। মহাপুত্র পুত্রদায় অমির অংশে অবতীর্ণ হন এবং শিশুগণী পূর্বকামে জীপুত্র নামে রাজন ছিলেন। হে ভরত কুলপ্রদীপ। বিশ্ব নামে ঐশ দেবগণ, তাহা হইলে জৌপদীর পুত্র মন্দন হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের উরসে প্রতিবজ্রা, কামের উরসে অকামাশ্ব, অকামের উরসে অকামাশ্ব, নরুরের উরসে

শতাব্দীক এবং নরুরের করনে বীর্ষাশালী হইলেন উৎপন্ন হন। বহুবর্গে বহুবর্গের পিতা হুর জন্ম গ্রহণ করিলে। অশাকানা কপিণী পুত্রা কাহারই জন্ম জাতা কন্যা হইলেন। বীর্ষাদান হুর স্বীয় পৌত্রস্বর্গীয় পুত্র অনপত্য কুলিতোজের নিকটে পুত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, প্রথম আমার যে সন্তানটি জন্মিবে, তাহা তোমাকে প্রদান করিব। পুত্র পুত্র কামিত হইলে পুত্র প্রতিজ্ঞায়সারে তাহাকে কন্যাগী পুত্রান করিম। অননর পুত্র কুলিতোজ চাহে মন্ত্রদান হইয়া অতিথি ব্রাহ্মণিগের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন। একদা এই সমসিত ব্রত উৎসতপস্বী ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করেন। বীর্ষাকে লোকে চুর্কানা মনি বলে, তিনি সঙ্গ প্রবন্ধে পরিচর্যা করিয়া কাহাকে পরিচর্যা করেন। চুর্কানা মনি তাহাকে জীত হইয়া কহিলেন, হে সন্তান! আমি তোমার প্রতি সম্বন্ধে হইয়া করিবো, তুমি এই মন্ত্রদান গ্রহণ কর, ইহা দ্বারা মখন যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই দেবতার প্রসাদে তোমার, তদন্ত বংশ পুত্র জন্মিবে। ইহা গ্রহণ করত বাল্য পুত্র। কোতুলনাসিত হইয়া সেই মন্ত্র গ্রহণ পুত্রক উদ্ধার। পরা দেবকে আহ্বান করিলেন এবং দেবগণ পুত্রদানও তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন। যথাকালে সেই গণে সর্বশস্ত্র দক্ষ, দীপ্ত প্রত, কুণ্ডলী, কবচী ও সর্পাতরন কুচিত এক পুত্র জন্মিত হইল। অনন্তর পুত্র কন্যাকান্ধার সন্তান স্বভায়ে পাছে বহুবর্গে দৌষী করে এই আশঙ্কায় তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিলেন। মহাযশা রাধাতর্জী দৈবাৎ কলময় শিশুকে দেখিতে পাইয়া তথা হইতে গ্রহণ করত চুহে গিয়া রাধাকে প্রদান করিলেন এবং বহুসেন নাম রাখিয়া তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। বহুসেনের কিঞ্চ কাল মধ্যেই অস্ত্র বিদ্যাতে ও বেদ বেদাদি শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। ধীমান সন্তা পরাক্রম বহুসেন মখন মন্ত্র জপ করিতে বসিলেন, তৎকালে সেই মন্ত্রদায় বাচকবিধকে কোন জন্মই অস্ত্রের বাচক নী। হে বাবা। প্রাধান্য করিত, তাহাকেই জন্ম প্রদান করিলেন।

একদা ভূতভাবন ইন্দ্র ত্রাক্ষর কৃপ ধারণ পূ-
 স্কিক নীর বস্ত্রসমনের নিকট গিয়া স্বীর পুত্রের
 তিনিহে তাঁহার শরীরস্থ কুণ্ডল ও কবচ প্রা-
 র্থনা করিলেন। বস্ত্রসমনও তৎক্ষণাৎ তাহা
 নিজ অঙ্গ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে প্রা-
 দান করিলেন। তখন ইন্দ্র বিশ্বাসাপন্ন হইয়া
 তাঁহাকে শক্তি বস্ত্র প্রদান করণ কহিলেন,
 হে ত্বর্কর্ষ! দেবতা, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব,
 উপদে, ও রাক্ষস ইহার মধ্যে, বাহার প্রতি
 তুমি এই শক্তি প্রক্ষেপ করিবে, তাহার আর
 সিদ্ধি থাকিবে না। ইহা বলিয়া ইন্দ্র প্র-
 ণত করিলে সেই অবধি তাঁহার নাম দৈ-
 বত্বম ও কর্ব্ব হইল। কখন কখনারি কখন
 ারবাব পুর্বে পৃথক প্রথম তমসঃ মনুষ্য
 া মনুষ্যের নামে প্রথিত ছিলেন, সে
 ার পরে কর্ণ নামে সিধ্যাত করিয়া সূত কৃ-
 ল বন্ধনাম হইলে নামিলেন। হে রাজন
 বর্তমানে কুপল, মরুতমঃ, জুহোবানের জস্রী,
 গজ বিহাগ্যকারী, গনু ভূম সেই সখকে চি-
 ত্বকেরে পশ্যাবত্যা জানিবে।

যিনি দেবেতে বন্দনান নাগের নামে
 নগমঃ মনুষ্য ভোকে অসতীর্ণ পাতাপরা-
 ন্যাত্রমেরকে তাঁহারই আশা জানিবে।
 ার পরে বগমঃ, মনুষ্যমার প মনুষ্য
 ার শেষ নামকে অংশে অবর্ষণে জন
 এই কাপে বস্ত্রদেবের কুপে কৃপ বন্ধন অবা-
 অনেক মনুষ্যের দেবতাদিগের অংশে কল
 গ্রহণ করেন, হে কাক্স! পুর্বে যে সকল
 অসুরা গণের নাম কীর্তন করিয়াছি, তাঁ-
 হাদিগের অংশে ইন্দের বিযোগে ঘোষণ
 সহস্র দেবীগণ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া
 বস্ত্রদেব কর্তৃক পরিপূরিত হন। না-
 রায়ণের রত্নাৰ্ণ লক্ষীর অংশে তাঁহের কুপে
 শাবী কক্ষ্মিবী উপমা হন। শটার অংশে
 উপদেবুলে বেদি মধ্য হইতে আনন্দিতা
 জৌপদী জন্ম গ্রহণ করেন; তিনি অত্যন্ত
 ক্রম করেন এবং আতিশয় বীর্যও নহেন: তা-
 হার গাজে পঞ্চমজ, তিনি পঞ্চাৰতাক্ষী, জু-
 গ্রোণী, বৈভূর্য্যমণি মনুষ্য, সর্বে লক্ষণ মল্লম
 এবং পুঁচ জন্ম জ্যেষ্ঠ পুরুষের চিত্ত প্রমোদি-
 নী ছিলেন। সিজি ও স্ত্রীতি নামে যে দুই দে-
 বী, তাঁহারাই পক্ষ পাণ্ডবের মাতা কৃষ্ণী ও

মাদ্রী হইয়া জন্মের এবং মতি স্ববলের কন্যা
 হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। হে মহাবাক্ষ! দে-
 বতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, অসুরা, এবং রাক্ষস
 গণের অংশগ্রহণ এই কীর্তিত হইল।
 মুক্ত বিশালদ যে সকল মহাত্মা পাতাপর্ণ বি-
 পুল মনুকুলে উপদেশ হন এবং যে সকল
 ত্রাক্ষর বৈশ্ব অমিত্রগণ এ উপদেশে পূর্ণি-
 ব্যীতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের নাম
 তোমার নিকট কীর্তন করিলাম; এবং, বগমঃ,
 প্রদ, মনুষ্য, আনুর্ভাবিক, পশ্যাবত্যা এই
 অংশগ্রহণ অসহস্র ব্যক্তি যবে, কবিরেক
 প্রাক্ত মনুষ্য এই জন্ম, বন্ধক, মরুতমঃ
 অংশগ্রহণ জন্ম করিয়া তাঁহাদিগের টি
 এপতি বিযোগে মনুষ্য করিয়া পশ্যাবত্যা
 পতিত হইলেও তাঁহা মনুষ্য মনুষ্য

ত্রৈলোক্য

বিভাগ

১৮৮৩

আচার্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে
 গুহণ পিত্তি ভাষ্যেও বহুতম পুত্র
 মনুষ্য হইলেন, যে কোন কক্ষ বন্ধন, পক্ষ
 মনুষ্যকেও মনুষ্য করিবে।
 গুহী ব্যক্তি পিত্তি ভাষ্যেও মনুষ্য
 আচার্য্য মহাশয় গুহণ ভাষ্যেও
 করিলে তাঁহাদের মনুষ্য করিবে।
 কুলপারম পুত্র পিত্তি ভাষ্যেও
 ব্যক্তি করিলে, সকল পিত্তি ভাষ্যেও
 কাম। তাহারই এবং পিত্তি ভাষ্যেও
 পক্ষ গ্রহণ মনুষ্য আচার্য্য মহাশয়
 সেন। মনুষ্য পুত্রী অংশে মনুষ্য, পিত্ত
 পিত্তি ভাষ্যেও অংশেও উচ্চতর।

মন্ত্রন হইলে পিত্তি ভাষ্যেও মনুষ্য
 মনুষ্য করেন, মনুষ্য মনুষ্য ও তাহার
 মনুষ্য করিবে কেহ শক্তি হইল।

কোষ্ঠ ভাষ্যে পিত্তি ভাষ্যেও মনুষ্য
 স্বীর শরীরের ন্যায়, মনুষ্য অংশেও
 মনুষ্য, আর জিহবা অংশেও মনুষ্য, এই
 হেতু মনুষ্যের দ্বারা উচ্চতর মনুষ্য ও
 মনুষ্য বা হইয়া মনুষ্য মনুষ্যতা অবলম্বন
 করিবেক।

পারল অত্যাধিক সকল সজ্জ করিবেক, তাহা হইলেও অপমান করিবেক না; এই আশঙ্ক্য সেই কারণে পত্রিকা কাহারও সহিত সন্দেহে না করিবেক না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুঙ্খম যাবৎ শ্রী গ্রহণ না করেন, তাহা পর্যন্ত অর্জেক্ত থাকেন। যে গৃহ বা এক দ্বারা পরিভুক্ত না হয়, সে গৃহ শাসনান বন্দন।

সম্মান বিহীন পত্রিকা নিমিত্তে শ্রী সকল বন্ধ কল্যাণপত্রী এবং আশ্রয়িতা, উচিত গৃহ উচ্চ করা করেন। শ্রী বা পত্রিকা স্বরূপে শ্রী অর্থাৎ শ্রীতে উচিত বিশেষণ নাই।

কন্যা সজ্জাবরণ যতদূর এক স্ত্রীশীলা শ্রীর সঙ্গ বিবাহ করিবেক; তে কন্যা সজ্জাবরণ, স্ত্রীত হইলে, সে বিধি সঙ্গত পত্রী নহে।

শ্রী পুরুষের সজ্জাবরণ পর্যাপ্ত পেশম্পর কা- র্যকরণে পত্রিকা উচিত করিবেক না; এবং পত্রিকা কাহারও এই পরম ধর্ম জ্ঞা- য়িতব্য।

যদিও তাহার পত্রিকা বিযুক্ত হইয়া নাহলেও তাহা কাহারও পত্রিকা হইতে না পারে। তাহা বর কাহারও সজ্জা করি- যেন।

পত্রিকার স্বামী ভার্য্যাও পত্রিকা এবং তাহার স্বামীর প্রতি নিত্য সজ্জা, সে পত্রিকা- য়ের নিশ্চিত করণ।

সেই ভার্য্যা তাহার প্রাণ, সেই ভার্য্যা যে সজ্জাবরণ, এবং সেই ভার্য্যা তাহার সন এবং দান; ও তর্ক শুভ, আর যিনি পত্রিকা- য়ের পত্রিকা হইবে।

যদিও তাহার যিনি স্বামীর অঙ্গুতা ও সঙ্গীত নাই। কাহারও হিতকর্ম সাধিকা হই- য়ে থাকিবে, এবং সঙ্গীতা প্র- ক্তই থাকিবে। গৃহ কার্যেতে সজ্জা হই- যেন।

কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অন্যথাক বন্ধ ভাষণ করিবেন না, অপরি- মিত ব্যয় করিবেন না এবং ধর্ম ও অর্থ- বিধয়ে শিরোধিনী হইবেন না।

যে ভার্য্যা পত্রিকা শ্রীর ও হিত কার্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সঙ্গীতা ও সংযত- শ্রীতা করেন, তিনি ইহা লোকে কীর্তি ও পরলোকে সন্তুপম স্বরূপ প্রাপ্ত করেন।

শ্রীর স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করি- যেন, ইহা কাহারও পরম ধর্ম। সঙ্গী- সঙ্গীতার শীলা পত্রীকে পরিভাগ করিলে ধর্ম হইতে পত্রিত করেন।

শ্রীমণিকে অত্যন্ত দ্বন্দ্ব হইতেও বি- শিষ্ট রূপে রক্ষা করিবেক, যেহেতু শ্রী স্ত্রী- সঙ্গীতা না হইলে পিতৃ কুল ও ভর্তৃ কুল উভয় কুণ্ডেই শোকে কারণ করেন।

শ্রীমণি ও আশ্রয়িতা ব্যক্তিগণ কর্তৃক গৃহ মধ্যে রক্ষা থাকিলেও শ্রীর অঙ্গীতা; তা- হারা তাহাকে আপন রক্ষা করেন, তা- হারাই সুরক্ষিত।

কাহারও আত্মার ভাষণ কনিত আত্মার গুরু পত্রী স্বরূপ, আর কনিত আত্মার ভাষণে গুরু আত্মার পুঙ্খবধ স্বরূপ; ইহা স্ত্রীর- কাহিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

গৃহস্থ স্বীর শ্রীকে প্রতিপালন করিবেন, পুঙ্খমণিকে বিদ্যা ভাষণ করাইবেক, এবং সঙ্গীত বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবেক; এই স- সঙ্গীত ধর্ম।

কন্যাকেও এইরূপে পালন করিবেক ও সঙ্গীত যন্ত্রের সহিত শিক্ষা দিবেক এবং সন সঙ্গীতের সহিত সঙ্গীত পাত্র সঙ্গীতান করিবেক।

যে শ্রী যাদুক, গুণনিশ্চিক তর্কীর স- হিত বিধি পুঙ্খক সংযুক্ত হয়; সে শ্রী তাদুক গুণই প্রাপ্ত হয়; যেমন নদীর জল স্রা- হইয়াও সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে জল- গাঢ় হয়।

কন্যা যত দিন পতি সঙ্গীতা ও পতি- সেবা না করে এবং ধর্ম পালন অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেননা।

জ্ঞানবান পিতা কন্যাহীন মিত্তিক কি- কিম্বাও পণ গ্রহণ করিবেন না, কারণ সৌ- ভাসঙ্গ হইয়া পণ গ্রহণ করিলে সন্তান বি- ক্রয় করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

যে কখন বুদ্ধ হইয়া, যাঁহার কেবল স্তন
কেশ; কিন্তু বুঝা হইয়াও তিনি বিদ্বান্, তাঁ-
হাকে দেবতারা বুদ্ধ বলিয়া কামেন।

মৌন বাক্য প্রযুক্ত কেহ মুনি হয় না,
অরণ্য বাস, জনাও কেহ মুনি হয় না;
দ্বিহৃত্ত তিনি আপনার লক্ষণ জানেন, তি-
মিই শ্রেষ্ঠ মুনি।

পূর্ব পদ সম্পাদিত হইয়াছিল। আপনাকে
অবজ্ঞা করিবেন না; আমরণ পদ সম্পা-
দিত হইয়া করিবেন; তাহা চুল্লি মনে
করিবেন না।

ধর্ম: কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ্য উদ্ভবের সান-
না, তাহাও পদ্যসমূহ গ্রন্থের অন্তর্গত; সংক্ষে-
পেতে স্তম্ভ উদ্ভবের এই লক্ষণ জানিবে।

আপনার এক বোভাভাষায় অসুখ
পুরের মর্ষ্য বাক্য করিবেন না, যে পৌত্র
আপনার ও পাবন পদ লক্ষ্য করিবেন তাহা
নাহে ও পরকে বীভী দেখা হয়।

পৌত্র কামের পক্ষীপদ হইবেক, জী-
বন পক্ষমই নিতা মনে, কে জানেন অস-
বাক্য বুদ্ধ কাম উপস্থিত হইবে।

ধর্মি বুদ্ধিমন্, সঙ্গরিত্ত, স্তম্ভীল, প্রম-
দমস, ও ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি ইচ্ছাক্রমে সমুদয়
লাভ পূর্বক পরলোকে সঙ্গারি প্রাপ্ত
সেন।

বাহ্য বাকা ও মন সর্বদা সমস্তকমে
অপ্রমত্ত থাকে এবং কাঁহার উপস্যা, দান
ও মতা কথার অন্তর্গত থাকে, তিনি প-
রম পদ প্রাপ্ত হইয়ে।

যে প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি ধর্মকে নিতা আ-
জ্ঞয় করিয়া কার্যোপায়ের সদা তৎপর থাকে,
তিনি অধর্মের আলোচনা করেন না
এবং পাপোক্তেও প্রবৃত্ত হইয়ে না।

যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া
ইচ্ছিয়া পরায়ণ হয়, সে জী, আশ, ধন, স্বর্গ
প্রভৃতি হইতে অধিকমো পরিচ্যুত হয়।

আত্ম: গম: যে আত্মা বশীভূত হই-
গাছে, সেই আত্মাই আত্মার বধু। আ-
ত্মাই নিয়ত বধু এবং আত্মাই নিয়ত রিপু।

উত্তম মানব লক্ষ প্রাপ্ত হইয়া এবং ই-
ন্দ্রিয় মোক্তব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্ম

হিত না জানে, সে আত্মবাহী হয়।

প্রথম বয়সে সেই কর্ম করিবেন যাহা
রা বুদ্ধ কামে স্মৃষ্ণ থাকিতে পারে, আর
বাবস্কীবন সেই কর্ম করিবেন যাহারা পদ-
লোকে স্মৃষ্ণ হইতে পারে।

মরণকালে স্মৃষ্ণ করিবেন তাহা এবং জী-
বনকালে স্মৃষ্ণ করিবেন তাহা, তাহাও স্মৃষ্ণ প্র-
তীক, করিয়া থাকিবেন; তাহাও স্মৃষ্ণ
উচিত মাতের কাম্যক পদ্যে লক্ষ্য।

মরণ পর্যায়ে
স্মৃষ্ণাবী বাক্যে স্মৃষ্ণাবী বাক্যে স্মৃষ্ণাবী
বংশের থাকিবেন; তাহাও স্মৃষ্ণাবী বাক্যে
মূল, এবং অধিকারিত স্মৃষ্ণাবী বাক্যে
মূল।

মরণোত্তর স্মৃষ্ণাবী বাক্যে স্মৃষ্ণাবী বাক্যে
পাতি পদ্যে স্মৃষ্ণাবী বাক্যে স্মৃষ্ণাবী বাক্যে
মূল, এবং অধিকারিত স্মৃষ্ণাবী বাক্যে
মূল।

মরণ পর্যায়ে স্মৃষ্ণাবী বাক্যে স্মৃষ্ণাবী
বাক্যে স্মৃষ্ণাবী বাক্যে স্মৃষ্ণাবী বাক্যে
মূল, এবং অধিকারিত স্মৃষ্ণাবী বাক্যে
মূল।

তির্যকল জ্ঞান, যেমন মরণ তির্যকল
স্মৃষ্ণ লক্ষ্য হয় না, শরীর পূর্ণ ও মূল
উভয়েই আত্মক।

স্বর্গই হইক বিদ্যা হুইকই হইক বিদ্যা
হইক বা অপ্রিয়ই হইক, যাহা স্মৃষ্ণাবী
ব্যক্তি হইতে অসমর্থ হইবে, তাহা স্মৃষ্ণাবী

ত্রিষ হইক হইবে স্মৃষ্ণাবী বাক্যে
বেক না; এবং স্মৃষ্ণাবী বাক্যে
মাগও হইবেক না; ধর্মকল হইবেক
হইবেক না, এবং সংক্ষেপে পরিচয়
বেক না।

সম্ভোগেতে কণা বসে, সম্ভোগেতে
যায়, সম্ভোগেতে জ্ঞান যায়, এবং
ব্যাপ্তিকে প্রাপ্ত হয়।

বস্তু পর্যায়ে
আপনার যশ ও গৌরবের জন্য আপন
স্বার্থের নিমিত্তে সে কথা করিয়া হয়, এবং
পরের উপকারের নিমিত্তে আপনার স্বার্থ
যে কার্যে কৃত হয়, তাহা ধর্মজ ব্যক্তি
কাম করিবেন না।

বীর ব্যক্তি মতা, মুক্ত, প্রিয় ও হিতকর

স্বাক্ষর করিয়া এবং আত্ম প্রকাশ ও পর-
স্পন্দ পরিচয় করিয়া দেন।

সত্য প্রকাশের দ্বারা, যিনি সর্বদা সত্যের
প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং কাম, ক্রোধ বাহ্যিক
স্বার্থের দ্বারা তিন লোক হিত হই-
য়াছে।

যিনি সত্যের দ্বারা, যিনি সর্বদা সত্যের
প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং কাম, ক্রোধ বাহ্যিক
স্বার্থের দ্বারা তিন লোক হিত হইয়াছে।

যুক্তি যিনি জীত করেন না, সংগ্রামে
যিনি পরাভূত হইয়াছেন না, অন্য যুক্তি যিনি
নুসৃত্তি করেন, সত্যের দ্বারা তিন লোক
হিত হইয়াছে।

সত্য প্রকাশের প্রিয় প্রিয় হইয়াছে। কিন্তু
প্রিয় সত্য প্রকাশের দ্বারা, এবং প্রিয় মিথ্যা
প্রকাশের দ্বারা। ইহা সত্যের দ্বারা।

সত্য প্রকাশের দ্বারা, প্রিয় প্রিয় হইয়াছে। কিন্তু
প্রিয় সত্য প্রকাশের দ্বারা, এবং প্রিয় মিথ্যা
প্রকাশের দ্বারা। ইহা সত্যের দ্বারা।

সত্য প্রকাশের দ্বারা, প্রিয় প্রিয় হইয়াছে। কিন্তু
প্রিয় সত্য প্রকাশের দ্বারা, এবং প্রিয় মিথ্যা
প্রকাশের দ্বারা। ইহা সত্যের দ্বারা।

সত্য প্রকাশের দ্বারা, প্রিয় প্রিয় হইয়াছে। কিন্তু
প্রিয় সত্য প্রকাশের দ্বারা, এবং প্রিয় মিথ্যা
প্রকাশের দ্বারা। ইহা সত্যের দ্বারা।

সত্য প্রকাশের দ্বারা, প্রিয় প্রিয় হইয়াছে। কিন্তু
প্রিয় সত্য প্রকাশের দ্বারা, এবং প্রিয় মিথ্যা
প্রকাশের দ্বারা। ইহা সত্যের দ্বারা।

সত্যের অধায়

সত্যের দর্শন ও প্রবেশে সাক্ষিক হইয়া
সাক্ষী হইয়া সত্য বলিলে ধর্মার্থ হইতে
বঞ্চিত হইয়া না।

যথার্থ সত্যের সন্ধানই ধর্মার্থ
বলিতে। সত্য, কখন ধর্ম সাক্ষী হইয়া
এক ধর্ম সাক্ষী হই।

সে সাক্ষীর সচেতন আত্মা মিথ্যা কহি-
য়াছে। এমন প্রকাশের দ্বারা, সত্যের দ্বারা।

এই লোকে তাঁহা হইতে আর কাহারও
ক্ষেত্রে বলিয়া জানেন না।

যে কহে। আমি একাকী আছি, এই
যে কহি, মনে করিতেছি, ইহা মনে করিতে
না; এই পুণ্য পাপকর্মী সর্বজন পুণ্য
তোমার কৃপায় নিত্য স্থিতি করিতেছেন।

ঐক্য অধায়

যাহা আপনার কৃপায়, জানিবেক, তা-
হাকে আপনাকে নিযুক্ত করিবেক। পা-
পাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবেক
না, কিন্তু সর্বদা মানুষই থাকিবেক।

স্বয়ং কৃত্যং যিনি অবিচলিত থাকেন,
এবং সত্য সেবা করেন, সত্য ও সত্য কর্মের
অনুষ্ঠান জায়া তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম পাবে শীঘ্র
পায়।

যুক্তি সাক্ষিদের সহবাসে সত্য হইয়া
হের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সত্য স-
মর্মে নিশ্চিত ধর্মের উৎপত্তি হয়।

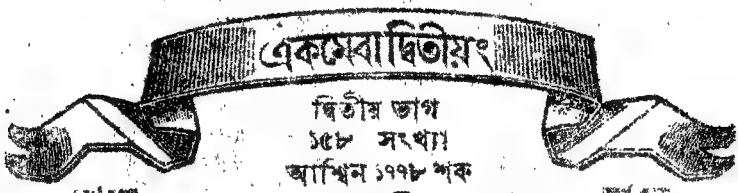
যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বাসনা গ্রহণ
না করে, সে দীর্ঘ জীবী হইয়া পুরুষার্থ হই-
তে প্রস্তুত হয় এবং পক্ষাৎ সম্ভাষণে পতিত হয়।

যে ব্যক্তি সত্যধর্মের অভিপ্রায় অতি-
ক্রম করিয়া অসম্মুখিদের সত্বে অবলম্বন
করে, তাহার মিত্রেরা তাহাকে পরিহার
বিপদগুণ দেখিয়া শোক করেন।

যিনি অবিদ্যার কল্পকর্ম করিয়া বুদ্ধি-
মান ও সয়ল হইলেন, তিনি ক্রমক্রমে কীর্তি
লাভ করেন। এবং কোন অনর্থ সাধন করিয়া
যুক্ত হইলেন না।

কৃত্যের বশই বা কোথায়, হানই বা
কোথায়, স্বর্থই বা কোথায়। কৃত্যের ব্যক্তি
অন্ধকার পাত্রে মগ্ন হইয়া নিমজিত হই।

এই পত্রিকা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা, ১৯০০
সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মূল্য এক টাকা।
৫ ভাগে সোমবার লক্ষ্য ১৯০০ কলিকাতা-১৯০০



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

১৮৬০ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট তারিখ, বঙ্গদেশ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়, কলিকতা, বঙ্গদেশ।
 বিখ্যাত দার্শনিকগণের পুস্তকাদি

প্রকাশিত: বঙ্গদেশের প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স।

ঈশ্বরের মহিমা।

শৈলশ্যামস্বামী।

মনুষ্যের মস্তিষ্ককে বিশ্বব্যাপক ব্যাপার
 মনে আন্দোলিত করিয়া দেখিলে জগদী-
 শ্বরের অসীম জ্ঞান, শক্তি ও করুণার ঠিক
 কী মনে আসিয়া যায়, সেই মূঢ় উত্তর নাহা,
 মনুষ্য ও স্বর্গলোকাবস্থার বিশেষ বিশেষ ব্যা-
 প্যের দক্ষণ পর্য্যায়োচনা করিলেও আমা-
 দিগের জ্ঞানসীমার সীমার মহিমা স্বর্বা-
 দিকশিত হইয়া উঠে। আমরা যখন যে
 প্রকারে অবস্থান করিলে তখনই জীবন ধা-
 রণ করিতে পারি, জগদীশ্বর আমাদের
 তখন সেই রূপেই রক্ষা করিয়া আমাদের
 অপার করুণা বিশ্বাস করেন। তিনি সম-
 স্ত বিশ্বব্যাপ্যকে আমাদের অবস্থার উপ-
 পযোগী করিয়া জীবের কল্যাণ বর্ধন করি-
 তেই ইচ্ছা করেন। তিনি স্বর্গরহীন মনোভাষ্যাত্মক
 সত্ত্বার স্রষ্টার বিখ্যাত সে সকল আশ্চর্য্য
 নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন এবং যে প্রকার
 অসুখ, কৌশল, হারা, তাহারক দিনে দিনে
 উন্নত ও বর্ধিত করিয়া পৃথিবীর সমুদায়
 মূঢ় জাতির উপযোগী করেন, তাহা স্বির
 দিতে বিশেষ বিশেষনা করিয়া দেখিলে
 এক কালে মুগ্ধ হইতে হয়। যখন যখন
 কালে মৃত্যু পাই হইতে চুড়িত হয়, তখন
 যে কোন-সে, এক কোক হইতে লোকান্তর

প্রাপন করে, সে জন্মী কই মনে যে
 প্রকার অবস্থার সম্মত হইবে, পৃথিবী
 তে আমরা তাহার যথেষ্ট বিপাক
 বহা লাগু হয়। তাহারই মহিমা মনুষ্য
 পিঙ্গিরাত্ত জরাজু শব্দে পরিভাষ্য করিয়া
 এক কালে আলোকময় বায়ু মাথলে
 ময় হইতে হয় এবং তুমিষ্ট হইবার
 পূর্বে যে কোন জরাজু পক্ষে এক
 মলীর পদার্থে ময় বাক্যে তুমিষ্ট
 পর আর সে প্রকার থাকে না, তখন
 মারের এখন আশ্চর্য্য শক্তি সে
 হঠাৎ পরিবর্তন করে। তুমিষ্ট
 হইতে কই মনে যে প্রকার
 পূর্বেই তিনি তাহারক পৃথিবীতে
 স করিবার উপায় কল্যাণ
 মনুষ্যের মনকে মনকে ইচ্ছা
 এক মেম্বলার স্বয়ং মনকে
 ছেন, উহা মনসিক রক্ত মনকে
 কমে কমে প্রকৃষ্টিত হয়, সেই
 চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদাদি ইত্যাদি
 তাহার উপযোগী
 তুমিষ্ট হইয়া কমে কমে মন
 র্শন করিয়া যখন কতিপয়
 জ্ঞান লাভ করে এবং যখন
 যখন জ্ঞান তখন কৌতুহল
 কাব তাহার আবির্ভাব হয়
 সমস্ত জ্ঞান ব্যতী
 করিবার আশ্চর্য্য হয়, ক-

যদি তাহার বাক্য স্মৃতি হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু এক দিন পর্য্যন্ত তাহার মনেতে প্রকৃত কণে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান নাহলে এবং মনো প্রকার আন্তরিক তাহাদের উৎস না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার বাক্য স্মৃতি হইয়া মনোগত তাব ব্যক্ত করিবারও বাধ্য হয় না। মনুষ্য শিশুকে উল্লিখিত রূপ নিয়মের অধীন করিয়া জগদীশ্বর যে কি পর্য্যন্ত তাহার কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা কি বলিব। মনোগত তাব ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা প্রকাশ করিতে না পারা যে কিপর্য্যন্ত ক্রেশের বিষয় তাহা বাক্যহীন সুক ব্যক্তিই বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারে; বিশেষত শিশুর জীবন দর্শনাদি ইঞ্জিরেতে জগদীশ্বরের আর একটি অনুপম কোশল দৃষ্ট হইতেছে। উহার সকল ইঞ্জির একদা প্রস্তুতিত হয় না এবং এক কালে সকল ইঞ্জির জয়া কার্য্য করিবারও আবশ্যক হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বালক প্রথমত চক্ষু খোলা দৃষ্টি বস্তু সকল দর্শন করিতে পারে, অনন্তর কিছুদিন বিলম্বে শব্দ শুনিতে পায়, এবং বহু দিন পরে হস্ত সঞ্চালন করিয়া জব্যাদি স্পর্শ স্মরিতে আরম্ভ করে। বালকের দর্শন জীবগাদি ইঞ্জির গণ উল্লিখিত রূপে ক্রমে ক্রমে প্রস্তুতিত হওয়া নিত্যক আবশ্যক এবং তদ্বারা উহার বিশেষ কল্যাণ উদ্ভব হয়। সন্দোহাত সন্তানের সমুদায় ইঞ্জির যদি এক কালে প্রস্তুতিত হইত এবং উহাকে যদি একদা সকল ইঞ্জির দ্বারা কার্য্য করিতে হইত, তাহা হইলে আর উহার ক্রেশের শেষ থাকিত না, তাহা হইলে উহাকে বিধম জন্মে পতিত হইতে হইত। তদ্বদর্শী পণ্ডিত গণ নির্দেশ করিয়াছেন, যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যখন প্রথমত বাহ্য বিষয় সকল জীবন দর্শন করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার দর্শন ক্রিয়া ও জীবন ক্রিয়া প্রাপ্ত বয়সক মনুষ্যের জীবন দর্শনের সহিত একী হয় না, তৎ কালে প্রত্যেক দৃষ্ট বস্তুকে তাহার হৃদয়ে চক্কে হুই হুই বোধ হয় এবং প্রত্যেক বস্তুকে হিন তির রূপে অনুভূত হয় ও তৎ কালে যে যদি কোন বস্তুকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ক-

রিয়া বেধে তাহা হইলে তাহার পাঁচটি স্মৃতি দ্বারা এক বস্তুকে পাঁচটি বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু বালকের এই সময় জন্ম হুর করণার্থে জগদীশ্বর এক চমৎকার উপায় করিয়াছেন, উহার এক ইঞ্জির দ্বারা অপর ইঞ্জিরের জন্ম সংশোধিত হইবে এবং ক্রমে অত্যাশ দ্বারা উহার এই সমস্ত জন্ম দূরীভূত হইয়া যায়। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যত দিন পর্য্যন্ত বালকের সকল ইঞ্জির সুস্পন্দন হইয়া পরস্পর পরস্পরের জন্ম সংশোধন করিতে না পারে এবং যতদিন পর্য্যন্ত উহার অভয়ান ত্রুত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত উহার জন্ম সকল পদার্থ জ্ঞান মনস্ক বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিবারও সাধ্য হয় না।

বালকের অন্যান্য অবস্থা ভেদের সহিত আকৃতিরও অবস্থা ভেদ হইয়া থাকে। লক যখন নিত্যক শৈশবাবস্থায় অনবরত ব্যাধিয়া হইয়া কাল যাপন করে, তখন তাহার শরীর অপেক্ষা মস্তকের ভার অধিক থাকে; পরে যত তাহার বয়োরুদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, তত তাহার মস্তক অপেক্ষা শরীরের ভার অধিক হয় এবং সে অল্পে আপনার মস্তক ভার বহন করিয়া বৃদ্ধিতে গমনাগমন করিতে পারে। বালক দণ্ডারমান হইবার পূর্বে উহার অঙ্গ সকলও তদুপযোগী হইয়া উঠে। ক্রমে উহার বলহীন কোমলাঙ্গি সকল কঠিন ও সবল হয় এবং উহার মাংসপেশী সকল দৃঢ় হইতে থাকে। এইরূপে বালকের শরীর ক্রমে ক্রমে সুবলঙ্গ হইয়া মানবের প্রকৃতাকারে পরিণত হয়। রোগাঙ্গি কোন বিশেষ ব্যতিক্রম ভিন্ন বয়োরুদ্ধি বালকের মস্তক জগদীশ্বরি তাহার শরীর অপেক্ষা বৃহৎ হয় না।

যে পর্য্যন্ত বালকের অপরাপর ইঞ্জিরের জোপ বুদ্ধি না হয় যে পর্য্যন্ত তাহার স্মৃতিক কাল নিত্যতেই প্রত্যক; বিশেষতঃ পিপাসা বা কোন প্রকার সজ্ঞা বোধ না হইলে আর তাহার ক্রিয়া তর হয় না। অঙ্গ বয়স্ক বালকের জোহর বিবরণও জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য হইয়া বেধিতে পাওয়া যায়।

নিহাযব্দ। নাকীত শিশু সন্তান আর প্রায় কোন সময়েই আহার ভিন্ন ছিন্ন থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন তাহার বয়স্কৃদ্ধি হইয়া সকল শরীর সম্পন্ন হয়, তখন তাহার ভোজননের স্পৃহাও অল্প হইয়া যায়। অতএব বিলক্ষণ দুটু হইতেছে যে জগদীশ্বর মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রযুক্তির অধীন করিয়া সংসারের কল্যাণ সাধন করেন। শৈশবাবস্থায় মনুষ্যের শরীর ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যিক সুতরাং তখন সর্বদা ভোজন করিতে না পারিলে কোন মতেই শরীরের উন্নতি হয় না এই জন্য জগদীশ্বর শিশু সন্তানকে সমধিক ভোজননের স্পৃহা প্রদান করিয়াছেন এবং বয়স্ক হইলে উহার আর কেহ বর্দ্ধিত হইবার আবশ্যক থাকে না বলিয়া উহার ভোজননের স্পৃহাও হ্রাস হইয়া যায়। বাসকের আহার বিষয়ে আর একটি চমৎকার কাণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবনাবস্থাপেক্ষা শৈশবাবস্থায় আহারের স্পৃহা অধিক থাকে বটে কিন্তু অশস্য এই যে, সুব পুরুষ অশস্যকে সুন্দর শিশু সমধিক স্কৃধা সহ করিতে পারে। নানা স্থান হইতে এনিমেষের ছুরি ছুরি নিষ্কর্ষণ প্রাপ্ত হওয়া ঘিষাছে। কোন কোন ছুতিকের সমর জনক কননী ক্রমাগত অনর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের হৃদয় পোষ্য শিশু সন্তানকে ঐ মৃত জননী বন্ধ দেশের উপর ক্রীড়া করিতে দেখা গিয়াছে। জগদীশ্বর শিশু সন্তানকে যেমন সমধিক রূপে স্কৃধা সহ করিয়া অনর্শনের হস্ত হইতে রূপ পাইবার উপায় প্রদান করিয়াছেন, সেই রূপ উহাকে আর আর অবিক বিলাস আতিক্রম করিবারও শক্তি দিয়াছেন। হৃদয় পোষ্য বালকের কোমলাঙ্ক নিরীক্ষণ করিলে আপাতত ইহাই মনে হওয়া সম্ভব যে উহা অত্যাপ শীতঘাতে ই কাভর হইয়া অচিরে বৃদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ দুটু হইয়াছে, যে তুষারময় স্থানে জননী হিম দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথচ তাহার স্তন্য শিশু সেই তুষারানুত হিমময় স্থানে বৃদ্ধকে ক্রীড়া করিতেছে। শিশু সন্তান

মহে কি কারণে এতাদৃশ উৎকট বিপদ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় পশ্চিম গণ তাহার কারণামুসন্ধান করিয়াও শিষ্ট করিয়াছেন। সুবা পুরুষাপেক্ষা বালকের শরীরস্থ রক্ত শিরা সকল অতিশয় পূর্ণ এবং ঘনমি সকল অত্যন্ত পুরু ও কোমল। অতএব উহাদিগের শরীরে রক্তের পরিমাণ অধিক থাকিতে এবং সহর বেগে শোণিত মধ্যমিক হওয়াতে উহার অধিক জায়া স্নায়ুকে ক্রী-বন ধারণ করিতে পারে এবং উৎকট মন্য পীড়া হইতেও পরিত্রাণ পায়। উহাদিগের শরীরস্থ শোণিতই উচ্চমিঃ ক্রীণিঃ কার্য নিষ্কাশক এবং দেহকে উষ্ণ রাখে।

ইহা একমতের বিদিত বিষয়। এতৎ শবাবস্থায় মনুষ্য মাতৃ স্নান কাটিলেই জীবন ধারণ করে। কিন্তু উপর অসম্ময় উচ্চাৎ খাপনায় শরীরে এক প্রকার গুণ থাকে। কিঞ্চিৎ বদ পুষ্কট টিপিলে পর বালকের স্তন হইলে মনুষ্য শিশু হইতে দেখা যায়। বালকের শরীরে জগৎ উদার কিয়দংশ পুষ্টি রাখন করে, কিন্তু যেরূপ হইলে আর ঐ হৃদয় বালকের পক্ষে উৎকর্ষিৎ হয় না বলিয়া তাহা আপনা হইতে লুপ্ত হয়। বালকের রক্ষার নিমিত্ত পরমেশ্বর দেশ বিশেষে উপায় বিশেষ স্থাপন করিয়াও অ্যপনার মর্যাদা প্রকাশ করিয়াছেন। যে সময় হিম প্রাধান্য দেশে ক্রীকোলের সন্তান অল্প হয়, সে সময় দেশের প্রকৃতির দীর্ঘকাল পর্যন্ত সন্তান গর্ভকে স্তন্য পান করায় এবং অস্টমিঃ হিম পর্যন্ত তাহাদিগের স্তন্যে স্কৃধা থাকে। কেননা ও গ্রীনলগু প্রকৃতি স্থানে প্রকৃতি নিম্নকে একলা তিন চারটি সন্তানকে স্তন্য পান করাইতে দেখা গিয়াছে।

মনুষ্যের শারীরিক উন্নতির দৃষ্টান্তই নান্য দিক বৃত্তির উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু শৈশবাবস্থায় ইহারও কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য যখন মাতৃ গর্ভ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তখন সে পর্য্যব সকল বিষয়েই অস্বভিজ থাকে, সুতরাং তখন তাহার স্তন্যে অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক বলিয়া জগদীশ্বর বালককে এক

মান করেন। ইহা নব্বদ্বাই প্রত্যক্ষ করা যায়, যে অতি শৈশবাবস্থায় মনুষ্যের যেমন মানস শিশুর মত হইবার ইচ্ছা দেখা যায়, তখন তৃতীয় বৎসর পর্য্যন্ত বালকের সেরূপ প্রকৃতি কষ্ট হয় না। সুস্থিত হইবার পর পর্য্যন্ত তাহা চক্ষু কর্ণ ও স্পর্শ দ্বারা নানা প্রকার বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে। এই পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান ভ্রুশা ও কৌতুকল নিরতই প্রবল থাকে। সুতরাশিও যে জ্ঞানে গমন করে সেই জ্ঞানই চক্ষুর ভাবের তাহর সকল বস্তু নির্ভীকর করে এবং তাহার সঙ্কিত সাক্ষাৎ করে তাহারই নিকট হইতে সশুভ্র সকল বিষয়ের নাম জানিয়া দেয়। এই রূপে অম্বুদ, মখন ও জিহ্বাসা দ্বারা বালক যখন নানা প্রকার বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে তখন আর তাহার পূর্ববৎ জ্ঞান ভ্রুশা থাকে না, তখন কোন ভ্রুতন বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে তাহার বিশেষ ক্রেশ প্রেরণ হয়, সুত্র বালকের কোন সুত্র বিষয় শিক্ষা করিতে যেমন আয়োজন হয়, প্রথম তৃতীয় বৎসরের যে প্রকার হয় না। ততঃ প্তম বৎসর বালককে তাড়নামা করিলে আর কোন জ্ঞান শিক্ষার বৃত্ত করা যায় না। ততঃ সপ্তমাবস্থায় বালক আক্ষর্য পূর্কই অতিনব বিষয় শিক্ষা করিতে রত হয়। সুস্থিত হইবার পর মনুষ্য প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর যে পরিমাণ জ্ঞান লাভ করে তাবজীবনের মধ্যে আর কোন সময়ই যে পরিমাণ করিতে পারে না। কি আশ্চর্য! ব্যাপার! মানব যে অবস্থায় যে বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন, তখন তাহার সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার জন্য জগদীশ্বর নানা প্রকার উপায় করিয়া রাখিয়াছেন।

এই রূপে আমরা মাকবের শৈশবাবস্থার বিষয় যত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিব ততই সেই এক অনাদি পুঙ্কনেরই অমন্ত জ্ঞান ও অপার শক্তি সক্ষম করিতে পাই-বালকের যত দিন পর্য্যন্ত আত্ম রক্ষা ও আত্ম পোষণে শক্তি না হয় ততদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের মানসস্থিত সেই তাহার প্রতি আপনা হইতে দাবিত হইতে থাকে। মনুষ্য হীন শিশু সন্তানের কষ্ট দেখিলে যে

জগৎ বোধ না করে, পৃথিবীতে তার রূপ নিষ্ঠুর লোকই দেখিতে পাওয়া যায় না। জগদীশ্বরের এমনি আশুপন কৌশল যে তিনি সুত্র বালকের প্রতি এক কালে যেস তাব উদয় হইবারই সত্তাবনা রাখেন নাই। পরম শত ব্যক্তির সুত্র বালককে বিপদাপন্ন দেখিলেও তাহার উদয় হয়। বালকের মন কোন প্রকার বোধ দ্বারা এক কালে বিকৃত হইয়া না যায় এবং তাহার আত্মকরণ হইতে দয়া এক কালে প্রস্থান না করে, সে আর কোন মতে স্তন্যপায়ী শিশুর প্রতি শ্রদ্ধা ব্যবহার করিতে পারে না। জগদীশ্বর জগদীশ্বর বালককে যেন এক মতে যেকের আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিয়াছেন। চক্ষু মণি যেমন বোধ প্রাপ্ত হইলে আপনা হইতে তাহাকে আকর্ষণ করে, শূন্য পোষ্য বালকের সুত্রের মুখ মতলও সেই রূপ নর নারিণ মানসস্থিত যেরূপে আকর্ষণ করিয়া থাকে। হা জগদীশ্বর! আমরা পৃথিবীর যে বিষয় যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখনই তাহার মধ্যে কেবল তোমাকেই জাজল্য বর্তমান দেখিতে পাই। তুমি যদি সহায় হীন শিশু বালকের রক্ষার নিমিত্ত উদ্ভিষ্ট উপায় উপায় সংস্থাপন না করিতে, তাহা হইলে কিরূপে পৃথিবীতে মনুষ্য কুল সুখেতে জীবনধারণ করিতে পারিত। হা শৈশবাবস্থায় যখন আমাদের আত্ম রক্ষা ও আত্ম পোষণের কোন শক্তি ছিল না, যখন আমরা সুধাতে পীড়িত হইলেও আপনা হইতে অন্ন প্রাপ্ত হইতে পারিতাম না, পিপাসার কাতর হইলেও তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম হইতাম না, এবং আর আর শত শত সত্তাবিত বিশেষ আক্রান্ত হইলেও তাহা হুত্র করিতে শক্তি হইতাম না। যখন আমরা তোমাকে জানিতে পারি নাই এবং তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেও শিকা করি নাই, তখনও তোমার করুণা সর্ভ। যাকে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে প্রতিরূপে রক্ষা করিয়াছে, ততএব আমরা অন্য তোমার সেই সকল করুণা স্বরণ পূর্বক তোমাকে মনের সন্তোষ মনস্কর করিতেছি।

ভূমিকম্প।

ভূমণ্ডলে যত প্রকার মধ্য মধ্য নৈসর্গিক ঘটনা ঘটিলে থাকে, ভূমিকম্প তন্মধ্যে এক প্রধান ঘটনা। জলস্তম্ভ ও আয়তন পরিষ্কার আয়তনপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা হারা যে প্রকার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ব্যাপার উৎপন্ন হয়, উক্ত ঘটনা হারাও ততোধিক ভয়ঙ্কর কার্য ঘটিলে থাকে। জলস্তম্ভ প্রভৃতি ঘটনার বিঘ্ন সতরাচর নবল দেশীয় লোকের প্রত্যক্ষীকৃত হয় না, কিন্তু ভূমিকম্প প্রায় পৃথিবীর কোন দেশীয় লোকেরই অবিদিত নাই। অতি পুরাকাল হইতেই পণ্ডিতগণ উহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ব্যস্তিত্বের এবং উহার যথার্থত্ব নির্দেশ করিতে না পারিলে নানা ব্যক্তি নানা প্রকার অমূলক কথা বলিয়া করিয়া গিয়াছেন ও এই যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কুম্ভাকরের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষদানী তত্ত্বাবধানী আধুনিক পণ্ডিতগণ যত প্রকার যত্ন ও অনুসন্ধান দ্বারা ভূমিকম্পের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরীক্ষা মূলক প্রত্যক্ষ নিষ্ঠা জান দ্বারা উহার নানা স্থান হইতে পুরাকালের অমূলক প্রত্যয় রাশিকি অস্বরিত করিয়াছেন। উহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে ভূমিকম্প কোন আর্থিক অসম্ভব ব্যাপার নহে, উহা এক প্রকার প্রাকৃতিক ঘটনা।

যখন পৃথিবীর অভ্যন্তর স্থিত গন্ধক কি সোনার বাষ্প কোন কারণ বশতঃ প্রস্থিত হইয়া নির্গত হইবার পথ প্রাপ্ত না হয়, তখনই ভূমিকম্প উৎপন্ন হয়। উল্লিখিত গন্ধকাদির বাষ্প বিকৃত ও উত্তপ্ত হইয়া আপনাই হইতেই প্রস্থিত হইতে পারে, অথবা যদি পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ স্থানীয় স্থানে কোন পর্য্যাপ্ত উষ্ণ স্থান হইতে ক্রমাগত উত্তর খণ্ড সকল স্থানিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব ভাহার পরিষ্কার ঘণিত হয় তাহা হইলেও উক্ত প্রকার বাষ্প স্থানিরা উঠে। তখনই মধ্যে উল্লিখিত প্রকারে অগ্নি উৎপন্ন হইলে সর্ব উক্ত অগ্নি নির্গত হইবার জন্য

চতুর্দিকে ছেজ করিতে থাকে এবং কোন স্থিকে পথ প্রাপ্ত না হইলে উহা সেই স্থানের ভূমিকা তেজ করিয়া উঠে উত্থান করে এবং তদ্বারা আয়তন পরিষ্কার সন্ধ্যাপাত উৎপন্ন হয়। যদি পুরাকাল অগ্নি উৎপন্ন হক খাতু জব্যাদির পরিমাণ অল্প হয় তাহা হইলে আর তদ্বারা আয়তন পরিষ্কার সৃষ্টি না হইয়া ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশে অগ্নির উৎপত্তি হইলে তথাকার বায়ু সমধিক উত্তপ্ত হইয়া পড়ে এবং সে স্থানে স্থান পাপ্ত না হইয়া নির্গমন করিবার পথ আয়তন করিয়া তাহা কখন কখন ছুকম্পের উৎপত্তি হয়। সে সকল দারুণ পর্য্যাপ্তের তেজে নির্দীর্ণ হইতে পারে, তাহাদিগের দমন করা হারা সমধিক দৃষ্ণ ও বাষ্পের উৎপত্তি হয় এবং উক্ত বাষ্পাদি সন্ধ্যাপাত বিকৃত হইতে থাকে। এই বায়ু কোন পর্য্যাপ্ত পথের প্রভৃতি নির্দীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইলে তাহা নির্গত হইবার জন্য বিলক্ষণ তেজ প্রকাশ করে এবং তাহা উল্লিখিত যুগে গতি না করিয়া পৃথিবীর ভূতরে ভূতরে স্থান প্রদানিরা গমন করিতে থাকে। যে যে স্থানদিয়া এই বাষ্পাদি গমন করে সেই সেই স্থানে ভূমিকম্প হয়। উল্লিখিত বাষ্পাদির পরিমাণ যত অধিক হয় এবং উহা চলিবার সময় যে পরিমাণে বায়ু পাপ্ত, সেই পরিমাণে ভূমিকম্পেরও তেজ বৃদ্ধি হয়। উক্ত প্রকার বাষ্পাদি চলিতে চলিতে যতক্ষণ কোন সমুদ্রে পতিত হইয়া বা সমধিক রূপে বিস্তৃত হইয়া এক স্থানে তেজ শূন্য না হয়, ততক্ষণ তদ্বারা ভূমিকম্প হইতে থাকে। এক্ষণে উক্ত এক প্রকার বিচারিত হইয়াছে যে জল এবং অগ্নির তেজেতেই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। সু অত্যাধিক যখন সমধিক উত্তাপ জ্বালাইয়া ততক্ষণ সঞ্চিত জল বাষ্প রূপে পরিণত হয়, তখনই যে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই। যে সমস্ত আয়তন পরিষ্কার সন্ধ্যাপাত অগ্নি উদ্বীর্ণ করে এবং খাতু হইতে সর্বদাই তুল নিহিত গন্ধকাদি খাতু সন্ধ্যাপাত উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত পর্য্যাপ্ত প্রত্যয়ে সমধিক বাষ্পের উৎপত্তি হয় এবং

সেই সময় পর্যন্ত সম্বিহিত স্থানেই মতত
ভূকম্প উপস্থিত হয়। পণ্ডিত গণ স্থির ক-
বিশ্বাসের সহিতই গিরি ও ভূমিকম্প এক
কারণ হইতেই উৎপন্ন হয়।

ভূমিকম্প দ্বারা যে অবনীমণ্ডলে কত
কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে এবং
উহা দ্বারা যে পৃথিবীর কত স্থানের কত প্র-
কার পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা সংখ্যা ক-
রিয়া স্থির করা অসম্ভব। ভূমিকম্প দ্বারা
কত উৎকৃষ্ট নগর রম্যতমরূপে হইয়াছে,
কত দুর্ভাগ্যবান নগর ভূয়ঃস্থান্য ম-
নু ফের হইয়াছে, কত গভীর খাত নিখাত
উচ্চ গর্ভভেদে শিখর হইয়া শোভিত হই-
য়াছে এবং কত উচ্চ পর্বতের শিখর দেশ
পর্বতের সাগরের পর হইয়া গিয়াছে। ভূমি-
কম্প দ্বারা কত প্রবাহিত প্রশস্ত নদী শুষ্ক
হইয়া যায় এবং কত স্থান শুষ্ক ভূমিতে
শ্রোতস্থলী নদীর সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর পু-
বাত্মক পর্বতমাংস কাণী ভিগের ভ্রমণ রুদ্ধাঙ্ক
পার্শ্ব দ্বারা ভূকম্প সংক্রান্ত যে সমস্ত অসা-
ধারণ ঘটনার বিবরণ অবগত হওয়া যায়,
তাঁহা ব্যতিত অসম্ভব।

ভূমিকম্প কম সময়ে অতি সামান্য ক-
মেই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু কোন কোন
সময়ে অতি ভয়ঙ্কর সৃষ্টি ধারণ করিয়া এক
কালে নগরের গ্রাম মন্থ ও দ্বীপ উপভোগকে
কম্পিত করিতে থাকে। কোন কোন ভূমি-
কম্প দ্বারা পৃথিবীর এক এক খণ্ডে অ-
কোমিত হইয়া উঠে এবং শত শত যোজন
ব্যবস্থিত নগর ও গ্রামের গৃহ প্রাসাদ ও
অট্টালিকা প্রভৃতি ধ্বংস হয়।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যে যোরতর ভূমিক-
ম্প উপস্থিত হইয়া পোর্ট গাল দেশীয় সুবি-
খ্যাত লিসবন নামক নগরকে উচ্ছিন্ন করে,
প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখকেরা যে ভূ-
কম্পের রক্তান্ত সবিশেষ বিণি বন্ধ করিয়া
গিয়াছেন এবং সুবিখ্যাত ইমানিউএল কেট
সাছেব ঘাটার সমুদায় রক্তান্ত ভদ্রস্ত করিয়া
দেখেন, উক্ত ভূমিকম্প দ্বারা ইউরোপের
উত্তরাংশবর্তী সুইডেন নামক দেশ পর্যন্ত
কম্পিত হইয়াছিল এবং উক্ত ভূমিকম্প দ্বারা
বঙ্গদেশীক সাগরের তীরস্থ কোন কোন প্র-

শত জলাধারের জলও আকোমিত হয়।
পণ্ডিত গণ নির্দেশ করিয়াছেন যে কোন
শত সহস্র যোজন স্থান ব্যাপিয়া উল্লিখিত
ভূমিকম্পের তেজ ব্যাপ্ত হয়। উল্লি-
খিত ভূমিকম্প বড় বীরকাল স্থায়ী হয় নাই,
উহা পাঁচ মিনিট কাল স্থির ছিল, কিন্তু ত-
দ্বারা ই অসংখ্য প্রাণী প্রাণ ত্যাগ করে
এবং অসংখ্য অট্টালিকা ধরাশায়ী হয়। উক্ত
ভূমিকম্প দ্বারা উপলিক নামক স্থানের উচ্চ
প্রস্তরখণ্ড এক কালে শুষ্ক হইয়া যায় এবং উ-
হার জল লোহিত বর্ণে বর্ণিত হয়, উক্ত
ভূম্প দ্বারা কত কত দুর্ভাগ্য নদীর শ্রোত
রুদ্ধ হয়। উহা দ্বারা কেডিক নামক স্থানে
সাগরের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া ছিল এবং
উক্ত জল মসীর ন্যায় রুদ্ধ সৃষ্টি ধারণ ক-
রিয়া ছিল। লিসবন নগরের উল্লিখিত ভূ-
মিকম্প দ্বারা যে সকল ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘ-
টিয়াছিল, তাহা এস্থলে বর্ণন করিয়া শেষ
করা অসম্ভব।

ভূমিকম্প নানা দেশে নানা সময় নানা
প্রকার গতিতে প্রকাশ পায়। কোন কোন
ভূমিকম্পের গতি মধ্যে মধ্যে বিজিত হইয়া
যায় এবং কোন কোন ভূকম্প দ্বারা পৃথি-
বীর সৃষ্টিকা চক্রাকারে ঘূর্ণিত হয়। পণ্ডিত
গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন
কোন ভূমিকম্প প্রথমতঃ যে স্থান হইতে
উদ্ভব হয়, উহা তৎ সম্বিহিত ও মন্থ খবর্তী
স্থানকে অতিক্রম করিয়া স্থানান্তরকে অধিক
কম্পিত করে। এস্থানি মধ্যে এ প্রকার
ভূকম্পের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাও-
য়া যায়। ভূমিকম্পের এই রূপ অদ্ভুত
গতি বিদ্যমান থাকিতে পূর্বে কালীন লো-
কের নিকট কোন কোন দেশের কোন
কোন স্থান ভূমিকম্প-স্থান বৈবস্থান ব-
সিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভূমিকম্পের চ-
ক্রাকার গতি অতি অসাধারণ পর্যাপন্ন এবং
উহা দ্বারা অতি অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থাপন
হয়। উক্ত প্রকার গতি দ্বারা গৃহাবির্ত্তি-
তি পতিত হইবার পরিদর্শে লগের ন্যায়
কুণ্ডলাকারে সজ্জিত হইতে দেখা গিয়াছে
এবং সরল রুদ্ধ জ্যেষ্ঠী বহুল চক্রাকারে পরি-

গত হইয়াছে। উদাহারা এক ক্ষেত্রের বৃক্ষাদি কেবলমাত্র উপনীত হইয়াছে এবং এক ভূমির মুক্তিকা অন্য ভূমিতে গমন করিয়াছে। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাইওবায়া নামক স্থানে যে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, উক্ত ভূকম্প দ্বারা ভূখণ্ড প্রান্তর সকল নানা প্রকার বৃক্ষাদি দ্বারা পরিপূরিত হয়। প্রসিদ্ধপণ্ডিত হামবোল্ট সাহেব যাক্ত করেন যে বৎ কালে তিনি উল্লিখিত রাইওবায়া নগরের প্রতিরূপ প্রস্তত করেন, তৎ কালে এক ব্যক্তি তাঁহাকে ভূকম্প দ্বারা এক স্থানের দ্রব্য স্থানান্তরে উপনীত হইবার এক চমৎকার নিদর্শন প্রদর্শন করে। উক্ত নগরের মধ্যে কোন স্থানের মুক্তিকা খনন করিতে করিতে মুক্তিকাসাৎ এক ভগ্ন অট্টালিকার মধ্য হইতে আর এক ভবনের বহু বিধ গৃহসজ্জাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং উক্ত গৃহসজ্জাদির আধিপত্য লইয়া দুই ব্যক্তিতে নিম্ন বিবাদ উপস্থিত হয়। এক ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করণার্থে উদারা উভয় পক্ষে বিচার পতির নিকট অভিযোগ করে। ভূমিকম্প দ্বারা যে এক স্থানের বস্তু স্থানান্তরে উপস্থিত হইতে পারে তাহা এ প্রকার অসাধারণ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া স্মৃতি কঠিন।

সুতরাং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হামবোল্ট সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন, যে যখন ঘোরতর ভূকম্পন দ্বারা পৃথিবীর স্তর সকল আন্দোলিত ও স্থানান্তরিত হইয়া এক স্তর অন্য স্তরে প্রবেশ করে, তখনই এক স্থানের বস্তু স্থানান্তরে উপনীত হইতে পারে। উল্লিখিত রাইওবায়া নগরের যে স্থানে এক ভবনের মধ্য হইতে ভবনান্তরের দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, উক্ত স্থানের স্রাধ মুক্তিকার সকল ভূকম্পন দ্বারা কল প্রবাহের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া দ্বারদ্বার উপর্যুপ-
স্থিত পণ্ডিত করিতে উক্ত প্রকার অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই।

কখন কখন ভূমিকম্পের পূর্বে এবং পরে অথবা ভূকম্পের সময়েতেই এক প্রকার শব্দ হইয়া থাকে। উক্ত শব্দও ভূকম্পের শব্দ বাহু এবং বাষ্পাদি হইতে উৎপন্ন

হয়। যে সময় পূর্বেভুক্ত বাষ্পাদি আশ্রয় নার তেজে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন কবিত্তে আরম্ভ করে, তখন যে কেবল ত-
দুপরিস্থিত মুক্তিকার কণ্ঠিত হইয় এমত নহে, তদ্বারা বিকট শব্দেরও উৎপত্তি হয়। উক্ত বাষ্পাদি প্রবল বেগে চলিবার উপক্রম করিলেই শব্দ হইতে থাকে, এজন্য কখন কখন ভূকম্পন উপস্থিত হইবার পূর্বেও শব্দ শুনা যায় এবং ভূগর্ভস্থ বাষ্পাদির গমনের তেজে অগ্রে মুক্তিকা কণ্ঠিত হইয়া পরে তাহার শব্দ চলিয়া আইলে বলিয়া কখন কখন কাম্পনের কিছু পরেও শব্দ শুনা হয়। ভূমিকম্প বাতিরেকেও কোন কোন সময় পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশ হইতে যে প্রকারের ন্যায় এক রূপ শব্দ শুনা যায়। তাহার কারণ এই যে যখন প্রতি দূরে শব্দ সংকারে প্রবল ভূকম্পন উপস্থিত হয়, তখন কেবল তাহার শব্দ মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়, তদ্বারা কাম্পনের অস্বভাব হয় না। শব্দ মুক্তিকা দ্বারা শব্দ অধিক তেজে সম্বলিত হইতে পারে এই জন্য পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশস্থিত শব্দ অতি দূর হইতেও শুনা যায়*। কাম্পন বাতিরেকে যে পৃথিবীর মধ্যে ঘোরতর শব্দ হয় অনেকা-
নেক স্থান হইতে তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেক্সিকান নামক নগরে একদা এই বিষয়ের এক চমৎকার ঘটনা ঘটিয়াছিল। উক্ত নগরের নিম্নে মুক্তিকার মধ্যে উপস্থাপিত তিন তিন বস্তু ধনির দ্বারা ঘোরতর শব্দ হইয়াছিল কিন্তু কিছু মাত্র কাম্পন হয় নাই।

ভূমিকম্প কখন কখন যথেষ্টদূর পর্যন্ত হইয়। আমিরিকা প্রান্তর অক্ষাংশে উ-
ই মেডরিড নামক স্থানে একদা ১৮১২ খ্রী-
ষ্টাব্দের সমস্ত শীত ঋতু বাণিয়া ভূমিকম্প
হয়। যে স্থানে ঐ প্রকার দীর্ঘ কাল বা-
পিয়া ভূমিকম্প হয়, সে স্থানে কোন অতি-
নব আশ্রয় গিরি উৎপন্ন হইবার নিতান্ত
সন্দেহ নাই। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পোরটো নামক
এক পর্বত ঐ প্রকার তিন দ্বার ক্রমাগত
ভূমিকম্পের পর সহস্র ১১২২ হাত উর্দ্ধে

উপর বর্ষায় উঠে এবং ভয়ঙ্কর অগ্নি উ
 স্কীভব কাল। পৃথিবীর হান্দ্যেতেই সা-
 হস্রবৎ কাল। এ সময়ঃ যদি প্রত্যহ
 পৃথিবীর পরজের বৈদিক ঘটনা অবগত হ-
 ইতাম প রি, তাহা হইলে বিশ্বয় দেখিতে
 পাই। যে প্রতি দিনই কোন না কোন
 পক্ষে জন্মলয়ন হইতেছে, ভূমণ্ডল প্রায়
 সবলিপ্তত জাবে থাকে না।

কৃষিকল্পের সময় কখন কখন যুক্তিকা-
 তে ছিন্ন হয় এবং সেই ছিন্ন দিয়া নানা
 প্রকার ঋণিজ পাত্ৰ ও বাস্যাদি নানা বিধ
 বিচিত্র পদার্থ উৎপিত হয়। কিসকন নগ-
 রের প্রসিদ্ধ কৃষিকল্পের সময় তথায় স্থা-
 নে স্থানে যুক্তিকাতে ছিন্ন হইয়া গায়িত
 শিকা ও ছদ্ম পদ্য পরা উৎপিত হইয়াছিল।
 কখন কখন কোন স্থানের সন্ধ্যা সিন্দা প্রস্তর
 পত্ত সত্য উৎকলিত হইয়া রাসীকৃত হয়।
 স্মৃতিবিবা পণ্ডের ঐক্য প্রধান স্থানে কোন
 তেয়া সময় কৃষিকল্পের কাজে বৃষ্টি হইয়া
 গবে। কৃষিকল্পে স্মারা এই উপনামান কিং
 পত্তর ঘটন। ঘটায় থাকে, কিন্তু সে সময়
 ঘটনার কারণ অন্যান্য সর্ক বাদিসিদ্ধ হ-
 ইয়া নিশ্চয়মে নিশ্চিত হয় নাহ। একনে
 ঘটাই নানা বিধ হইয়াছে, যে কৃষিকল্পে অ-
 গ্নি জল হইতে কতিপয় জৌতিক পদার্থ
 মারাজী কৃষিকল্পের উৎপত্তি হয়।

মহাতারত ।

আদিপর্ক।

১৮ অধ্যায়—সম্বরণপঞ্জ।

শকুরলোপাখ্যান।

জনমেজয় কহিলেন, হে ত্রয়ান! দেব
 হানব রাক্ষস দিগের এবং গন্ধর্ক ও অ-
 পসরা গণের অংশাবতরণ সম্যক কপে
 প্রদণ করিলাম। এককর আদি হইতে
 কুরদিগের বংশদিগের পুনর্কার শুনিত্তে
 বাসনা করি, আপনি এই বিপ্রার্থি দিগের
 সিকটে তহা) ব্যক্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে তরত কুলপ্র-
 লীপ! পৌত্রবরিগের আদি পুরুষ, সমাগরা

পৃথিবীর অধিপতি চুব্যস্ত নামে বীর্ষহান
 রাণা ছিলেন। যে মরাধিপ চুব্যস্ত এক
 কালীন সমুদ্রায়ুত পৃথিবীর সমুদায় চারি
 ধণ্ডের অধিপত্য করিতেন। যিনি যখন
 প্রকৃতি ও ব্রাহ্মণ ক্রিয়র বৈভব হুজ চাতুর্কর্মা
 লব সমাকীর্ণ সমুদ্রাত সমুদায় মাত্রায়া উ-
 পভোগ করিতেন। তাঁহার অধিকার কালে
 রর্ষ মরর বা পরদায়রত কিবা কোন প্র-
 কার পাগামস্ত লোক ছিল না। হে মর
 প্রোষ্ঠ! তাঁহার শাসন কালে বর্মদাতকেরা
 উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হইত এবং চৌর অর
 বা ব্যাধিতর কিবা জীবিকা নির্যাহের কোন
 অসচ্চণার কিছুই ছিল না। তাঁহাকে আ-
 জ্ঞার করত নিষ্কৃ হইয়া অকৃতোভয়ে সক-
 লে দৈব কর্ম ও স্বধর্ম সম্পাদন করিত এবং
 পর্যায়। যথাকালে বারি বর্ষণ করিত, তা-
 হাতে শস্য সকল রসশামী ও পৃথিবী স-
 ক্বরত সম্পন্ন। পশুসমর্ভ হইত। তৎকালে
 ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম শিবত এবং অন্তত ব্য-
 বহারে পরাত্ত হুত ছিলেন। সেই অকৃত
 বীর্ষাশালী বজ হত যুবা চুব্যস্ত সকানন
 মন্দর পর্বত হুস্তে উত্তোলন করিয়া বর্ধন
 করিতেন। তিনি চতুষ্পাথের গথা যুদ্ধে ও
 সর্ক প্রকার অস্ত্র সংগ্রামে এবং হতি অধা-
 দি আদোষণ বিষয়ে অত্যন্ত শর্ই ছিলেন।
 তিনি বলে বিষ্ণু মদুশ, প্রত্যাপে স্বর্ষাভূলা,
 গাণ্ডীমো সমুদ্র সম এবং সচ্ছিক ভায় পৃ-
 থিবীর চ্যায় ছিলেন। সর্কর বিখ্যাত, প্র-
 জ্ঞারঞ্জক, সেই চুব্যস্ত মহীপাল ধর্মাবুগত
 তাবি দ্বারা সমস্ত লোকের প্রমোদ জন্মা-
 ইতেন।

৩৯ অধ্যায়

জরমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তত্ত্ব-
 জ্ঞ! মহামতি তরতের উৎপত্তি ও জরিত,
 শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্ত এবং বীর স্নেহ
 চুব্যস্তের বে একারে শকুরগো প্রাপ্তি হয়,
 এই সকল বিষয় আমি যথানুরূপ শুনিতে
 বাঞ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা মহাকাল
 চুব্যস্ত শতশত কুংছনীতে পরিবৃত্ত কান
 তোমর ধর্কণ শক্তি বদা দুবল পাণি চুব্যস্ত
 বলা সমভিব্যাহারে হইয়া হুস্মর্ভা বধন বনে

যাজ্ঞা করেন। তাঁহার গমন কালে সৈন্য-দিগের সিংহনাম, শব্দ ও চক্রভূমি, রথ চক্র শব্দ, হস্তি বৃংহিত, নানা প্রকার অস্ত্র শব্দ, এবং অশ্ব হেবিত দ্বারা এক তুমুল কলকল ধনি উপস্থিত হইল। নগরীয় বনিতা গণ আসাদ শব্দে বগুরমালা হইয়া রাজ্য শোভা সন্দর্শন করত নানা প্রকার প্রশংসার সহিত সম্মুখে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিল এবং বিপ্রগণ অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইয়া বিবিধ প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন। মত্ত বারণের ন্যায় পরাক্রমশালী ও ইন্দ্র সম বীর্ষাদান সেই চুবাস্ত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ সকল গমন করিতে লাগিল এবং কিয়ৎদূর গমন পূর্বক রাজার অন্তর্মতি লইয়া আশীর্বাদ করত কে যেরূপে সকলেই নিরস্ত হইল। সুবর্ণ প্রভ নবানোহী রাজা চুবাস্ত্র ক্রমশ বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বন প্রবেশ পূর্বক বেথিলেন, বিন অর্ক যদিও আকীর্ণ, কপিত্ব বন-সকল, এবং পর্বত হইতে পতিত রুহৎ রুহৎ শূণ্য পশু দ্বারা চতুর্দিক সমারূত রাখিয়া-ছে। অনেক যোজন পর্য্যন্ত আয়ত অশ্বচ তাহার মাথা জল নাই এবং মনুষ্যের সম-মাংসও নাই। বন বাহনান্ত রাজা চুবাস্ত্র বিবিধ বৃগের প্রশংসা বধ করত যুগ সিংহ ও অন্যান্য ভয়ানক বনচরে আরূত সেই বনকে এক কালে আলোকিত করিয়া কেলি-লেন। দূরস্থ পশুগণকে বাণ দ্বারা এবং নিকটস্থকে খড়্গ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ছুমিশায়ী করিলেন। শক্তিমান চুবাস্ত্র শক্তি অস্ত্র দ্বারা কত গুলি পশু বিনষ্ট করত গদা ভোমর মুঘলাদির আঘাতে অন্য যুগ পক্ষী বধ করিতে করিতে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অস্ত্র বীর্ষা-শালী রাজাও সমরপ্রিয় বোদ্ধাগণ কর্তৃক আলোকিত অরণ্য পরিভ্রাম করিয়া যুগযুগ সকল ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করত শুষ্ক ছাদয়ে ললাভাবে হত-চেতন হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। বোদ্ধারা দাবাদি উৎপাদন করিয়া ঐ সকল পশুর মাংস লব্ধ করত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। বলবান মত্ত হস্তি যুগ

সকল অত্রাঘাতে ক্রত বিক্ষত হইয়া কয়েত করাত্ত শয়োচ করত বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। কোন কোন গজ বরত দুগ্ধ শোণিতান্ত কলেবরে শকুন্তু পরিভ্রাম করিতে করিতে গমন করত শতশত মনুষ্যের প্রাণ নশ করিতে লাগিল। এই রূপে রাজা চুবাস্ত্র বন দ্বারা সেই বন ছিন্ন ভিন্ন করত এক কালে পশু-শমন দাবিয়া কেলিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম

বিদ্যাসাগর

সকল জগৎ

মিনি ভক্তি পোষ দেব পিতা দেবিঃ সর্বের সর্বি পণ্ডিত দেবদেব কবি এন-দানশীল ভোগবান্, প্রবরানি ও বাহিন্যম করেন, তিনি গুরু আশ্রমে মনোযোগ করেন।

দাতা আপনায় অত্রা অনুসারে একপায়ের যোগভো অমুসারে দান ক্রিয়া অঙ্গ দা বস্তু কল বোকাধরে পোষ হয়।

হে তাত! জুমপলে দান পরোপ-জ্ঞান কর্ম আর কিছুই নাই, যেহেতু অশ্রোতৈ সোকেব মহতী কৃপা, এবং সেই অশ্রি দান চুংধেতে লাভ হয়।

অন্যায়োগোপার্জিত ধন দ্বারা যেমন বস্তু অন্তর্জিত হয়, তাহা সেই দাতার পাপ জনিত মহত্বম হইতে পরিভ্রাম করিতে পারে না।

ন্যাযোগোপার্জিত ধন দ্বারা জ্ঞান বক্ষা করিবেক। অন্যায় আচরণ করিয়া যে জীবিক লাভ করে, সে দান পর্য্য হইতে বহিষ্কৃত হয়।

যথাশক্তি সতত ভদ্র দান করিবেক, তিতিক্ষা করিবেক, ও নিত্য ধ্যানস্থান করিবেক, এবং সর্বদা সর্ব প্রার্থিত যথা-চিত সমাধন করিবেক।

রোগীকে শয্যা, আন্তকে আসন, তৃষ্ণা-র্ভকে পানীয়, এবং সুবিতকে ভোজ্য বস্ত্র প্রদান করিবেক।

অমদাতা সর্ব বস্ততে সূত্বৎ হইয়া যুগ

কাজে কার্যনা। কৃষ্ণি দানের পর আর নাই;
বিদ্যা। দান সম্বন্ধে কণ্ঠে উচ্চকৃত।

দান। যত্ন শ্রুতি রূপা পাত্ৰদিগকে
ক্রম, পণ্য, আহার, দক্ষিণীয় স্নেহ জবা, ও
স্বাস্থ্য, এই সকল দান এবং অন্য অন্য দানও
নিবেদ্য।

যে দানজন্য ব্যক্তি কৃষ্ণজীবী জী, পুত্র
পুজনকে অবহেলা করিয়া পুত্রজনকে দান
করে, তাহার সে দান জিহ্না ধর্মের প্রতিরূপ
মাত্র, বাস্তব সে ধর্ম নহে; তাহা আপাততঃ
ধর্ম সমান স্বভাৱ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে
তাহার গুরুত্বমান স্বেচ্ছায় হয়।

দশম অধ্যায়

জান দ্বারা মানসিক দুঃখ এবং শ্রুয়
দ্বারা শারীরিক দুঃখ বহন করিতেছে। কৃত
স্বাভাবিক পুত্রম দাতাকে প্রত্যাখ্য করিয়া
দান প্রত্যাখ্য করেন না।

অভিমান পরিভোগ করিয়া প্রিয় হই-
বে, ক্রোধ পরিভোগ করিয়া শোচনা গুণা
মণ্ডিত, ক্রমণ পরিভোগ করিয়া অর্থাৎ
চরিত্র, এবং ক্রোধ পরিভোগ করিয়া স্তম্ভী
হইবেন।

কোনো যিনি দুঃখের শক্তি, যেহেতু অসম
ব্যাধি। যিনি সন্তোষের ভিত্তিতে তিনি
শান্ত, আর যে নির্ভয় সেই অসম। নবিত্য
উক্ত হইয়াছে।

যিনি ঈশ্বরের মনঃ সংযম করিয়াছেন,
তিনি আপন পরিবার ক্রোধ প্রাপ্ত করেন না।
শান্তচিত্ত ব্যক্তি পর-স্বী দেখিয়া, কখন কা-
তর করেন না।

অন্যের ধনে, বাপে, বীর্ষ্যে, ফুলে, স-
ন্তানে, সুখে, সৌভাগ্যে, সংক্রিয়তে যে
ব্যক্তি ঈর্ষ্যা করে, তাহার ব্যাধির আর অন্ত
নাই।

মিত্রসৌহী, জটিলভাব, নাস্তিক, ক্রুর,
শঠ, এবং গুণবানের যে ঘেণী, তাহাকে
পণ্ডিতেরা নরাধম করিয়া বলিয়াছেন।

যে ব্যক্তি কার্যকে অকার্য্য এবং অ-
কার্য্যকে কার্য্য রূপে জ্ঞান করে, সেই
ক্রিয় সংযমশূন্য বালক স্বরূপ। সে অত্যন্ত
দুঃখকে সুখ বোধ করে।

একাদশ অধ্যায়

বৈর্ষ্য, ক্রমা, মনঃসংযম, অটৌর্ষ্য, বেহ
ও অন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শান্ত জ্ঞান,
ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যকথন ও অক্রোধ; ধর্মের এই
দশ প্রকার লক্ষণ।

দ্বীর্ষিকি ব্যক্তি পাপের ঘেণ করেন,
তাঁহার শ্রীর্ষিকি হয়; হ্রী মউ হইলে ধর্ম
বাধা জন্মে, এবং ধর্ম হানি হইলে শ্রীর্ষিকি
হয়।

যিনি অহুরা-শূন্য ও কৃতজ্ঞ করেন
এবং শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি
সুখ, ধর্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করেন।

সকল লোকই দণ্ড দ্বারা শাসিত হয়;
শুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্যে অর্ন্ত দুর্লভ। দণ্ড জ-
য়েই সকল ভুবন প্রতিপালিত হইতে
ছে।

এন্যে দণ্ড করিলে ইহলোকে যশ ও
কীর্তি লাভ হয়, এবং পরলোকে স্বর্গ হানি
হয়; অতএব তাহা পরিভোগ করিতেক।

ক্রমঃ দ্বারা লোক বনীভূত হয়, ক্রমা প-
রম ধম; ক্রমা অশক্ত্যধেব শুভ, শক্ত্যধেব
দুঃখ।

শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন আপনাকে
তরুণ পরকে দেখিবেন, কারণ আত্মপূর
সকলেতেই সুখ চুখে কমান।

যিনি পর-দ্বীর্ষিককে মাতৃবৎ, পরমহা
সমুহকে লোকসং ও সর্ব প্রাণিকে আত্মবৎ
দেখেন, তিনিই সৎকার্য্য দেখেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি বে
মন সন্তুষ্ট করেন, দুর্জন ব্যক্তি তরুণ অ-
ন্যের পরিবাদ দিয়া ভুক্ত হয়।

যিনি বিপৎকালে ব্যাধিত করেন না,
যিনি কর্তৃ-দক্ষ, সদা উদ্যোগী, প্রমাদে রহিত
ও বিনীত-স্বভাব, তিনি সর্বদা কুশল দর্শন
করেন।

অবিনয় দ্বাৰে অনর্থবাদি বহু পরিজন
বিশিকি অনেক রাক্ষস মউ হইয়াছেন।
অনেকে বনবাসি হইয়াও বিনয় গুণে রাজ্য
লাভ করিয়াছেন।

যে কর্তৃ করিলে আত্মকৃষ্ণি লাভ হয়,

তাহা অতি বড় পূর্বক অনুষ্ঠান করিবেক;
তদ্বিপরীত কর্ম পরিত্যাগ করিবেক।

মনুষ্য স্বাধামত কোন ধর্ম-কার্য মা-
খনে বন্ধ করিয়াও যদি কৃতকার্য না হইয়েন;
তথাপি তিনি তজ্জন্য পুণ্য লাভ করেন; ই-
হাতে আমার সংশয় নাই।

জ্যোতিষ অধ্যায়

সারথি যেমন অশ্ব সকলের সংযম ক-
রেন, তদ্রূপ অপহরণশীল বিষয়ে প্রবৃত্ত ই-
ঞ্জির সকলের সংযমে জ্ঞানি ব্যক্তি বন্ধ করি-
বেন।

মন যদি স্বেচ্ছাচারি ইঞ্জির সকলের
অনুগামী হয়, তবে থাকে যেমন নৌকাকে
অবশেষে মরা করে, এই মনও তদ্রূপ পুরুষের
দুঃস্থকে মর্ক করে।

কাম্য নন্দর উপভোগ দ্বারা কামনার
বন্দন নির্মূল্য হয় না, প্রত্যন্ত ঘৃত প্রাপ্ত অ-
ধির মায় অস্বপ্ন ব্যক্তিই হইতে থাকে।

সকল ইঞ্জিরের মধ্যে যদি ইঞ্জি-
রের অমন হয়, তবে লাভান্তেই লোকের
বুদ্ধি অংশ হয়; যেমন জন্মের পরে এক
নার ছিদ্র দ্বারা সযুদয় জল নিঃসৃত হইয়া
যায়।

যেমন জ্ঞান অবসন্ন দ্বারা বিষয়াসক্ত
ইঞ্জির সকলকে নিত্য বশে রাখা যায়, নি-
তান্ত ভোগ পরিত্যাগ দ্বারা সেরূপ পাত্রা
যায় না।

এসংসারে কাম জোখের বশীভূত ব্যক্তি
অবিদ্বান হউক বা বিদ্বানই হউক, কামিনী
পণ তাহাকে বিপদ-গামী করিতে সমর্থ হয়।
যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত
উপায় দ্বারা মন ও ইঞ্জির সকল বশীভূত
করিয়া সর্বার্থ সাধন করিবেক।

চতুর্দশ অধ্যায়

যখন মনুষ্য কোন প্রাণির প্রতি কর্ম,
কি মন, কি বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ
না করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন।

মনুষ্য পুণ্য কর্ম করিলে পবিত্র কীর্তি
লাভ করেন এবং পুণ্য লোকে গমন করেন,
পুণ্য কীর্তির প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রা-
ণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

যে ব্যক্তি অশমে প্রবৃত্ত হইয়া পা-
পিত্তা করে, পাপ আশপেক্ষে, পাপ অনু-
ষ্ঠান করে, তাহার সমাগু মকলনই হয়।

যাঁহার মন, বাক্য, ও কর্ম ও বুদ্ধি দ্বারা
পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই পাপ-
পন্যা করেন; তাঁহার শরীর পোষণ করেন,
তাঁহার উপন্য করেন না।

প্রাজ ব্যক্তি ধর্মের তরফ করণ এক
ধর্ম পক্ষে তাঁহাকে লাভ করেন। এই সকল
সেই মনুষ্য ধর্মীরা হয় এবং তাঁহারা পাপ
শ্রমাদ লাভ করে।

যাঁহার আরা পাপ হইতে নিত হই-
য়াছে, এবং শুকনামের রক্ত কষ্টসাধে, তিনি
জামেন যে কি স্বভাব দিক পাত্রা কি স্বভাব
হিরুক।

যে মনুষ্য জ্ঞান লাভ হইয়াছেন,
তিনি অস্ব-ইচ্ছাভোগে পোষিত হইয়া বন্ধ
করেন না। তিনি স্বেচ্ছামুদারে পাপাচারি
না করেন কিন্তু পণ্য পরিত্যাগ করেন না।

পাপাচারি ব্যক্তি পাপ হইতে নিবৃত্তি
হইতেও পাপ হইয়া করে। বশীভূত ব্যক্তিকে
পাপ কর্ম প্রবৃত্তি দিলেও তিনি কল্যাণ
ইচ্ছা করেন।

যে ব্যক্তি ধর্মকে অপ্রিয় করে, বশ-
তাহাকে মর্ক করেন, তা তিনি ধর্মের বশ
করেন, ধর্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন, অসং-
ধর্মকে মর্ক করিবেন না। ধর্ম হইতে
আমারিগকে মর্ক না করেন।

ধর্ম যেমন একই মন, তিনি অশম কা-
লোও অনুগামী করেন, অসং মনুষ্যই শরী-
রের সহিত বিনাশ পায়।

ধর্ম নাই মনে করিয়া বাচ্চক পাপ না
ক্রিদিগকে উপহাস করে, এবং পাপের
ঐচ্ছা করে, তাঁহার নিঃসারক পোষিত পণ্য
অপমানিত ব্যক্তি স্বপ্নের নিত পণ্য,
সুখেতে জাগিত হয় এবং সুখেতে লোকে
যারা মিত্রা করে, কিন্তু সে অপমান করে
সে বিনাশ পায়।

মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্তি
প্রাপ্ত হয় এবং অশুভ কল ভোগ করে, পু-
ণ্যানুষ্ঠান করিলে সংকীর্তি প্রাপ্ত হয় এবং
অশুভ শুভ কল ভোগ করে।

পাপের মত-প্রতিকার হইয়া পাপ করি-
লে তাহা পুনঃ পুনঃ পাপ করিলে বুদ্ধি
কেন্দ্র মত

সংকল্প অধিকার

নিমিত্তে পাপ সংকল্পে অন্তর্ভুক্ত করেন,
এক নিমিত্তে কর্ম পবিত্রতা করেন এবং
সমস্ত পাপের অধিকার করেন, তাঁহার এই
পাপ সংকল্পের লক্ষণ।

যখনই এক মতের সংকল্পে কখনই এক
উদ্দেশ্যে শাস্তি, বিদায়ই এক পাপের উৎপত্তি, এবং
সংকল্পেই তাহা সংকল্পে জন্ম।

সাময়িক, বাচনিক, এবং শাস্ত্রীয় দ্বারা এক
নিমিত্ত প্রকারে সংকল্পেই কত হইবে সংকল্পে কত
সংকল্পে। সংকল্পেই সংকল্পে, সংকল্পে, সংকল্পে,
সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে।

সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে, সংকল্পে
সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে
সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে।

সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে, সংকল্পে
সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে
সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে।

সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে, সংকল্পে
সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে
সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে।

সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে, সংকল্পে
সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে
সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে।

সংকল্প অধিকার

যে বস্তু অধিকার, ও সংকল্পে কখন
সংকল্পে সংকল্পে, উপায় এবং যে ব্যক্তি
সংকল্পে সংকল্পে, সে ব্যক্তি ইহা
সংকল্পে সংকল্পে হয় না।

সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে, সংকল্পে
সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে
সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে।

অধিকার, আপাততঃ বর্জিত হয় ও
নুশল লাভ করে, এবং শত্রু জয় করে;
পরে সমূলে বিনাশ পায়।

কোন প্রাণিকে পীড়া না দিয়া পরলো-
কে সাহায্য লাভার্থে, পুস্তিকেরা যেকোন
পুণ্ড্র প্রস্তুত করে, ওরূপ অস্পে
এই সংকল্পে করিবেন।

পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতা মাতা;
স্বী পুত্র, জাতি বন্ধু কেহই থাকেন না; কে-
বল ধর্মই থাকেন।

একানী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একানীই
মৃত হয়, একানীই স্বীয় পুণ্য ফল ভোগ
করে, এবং একানীই স্বীয় তত্ত্ব বি ফল
ভোগ করে।

বান্ধবেরা তুমি তলে মৃত শরীরকে তাই
কোটেবৎ পরিভাগ করিয়া বিমুখ হইয়া
গমন করেন; ধর্ম তাহার অনুগামী হইবে।

অতএব আপনার সহায়ার্থে অস্পে
অস্পে ধর্ম নিত্য সংকল্প করিবেন; কীব
ধর্মের সহায় দ্বারা তত্ত্বের সংসার অন্ধকার
হইতে উদ্ধার হয়।

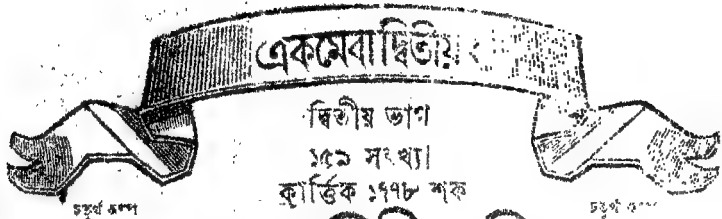
এই আদেশ এই উপদেশ, এই শাস্ত্র,
এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেন,
এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেন।

সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে, সংকল্পে
সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে
সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে সংকল্পে।

THE SIN OF DRUNKENNESS.

The Sin of Drunkenness expels Reason, weakens
memory, distempers the Body, defiles Blood, weak-
nises Strength, corrupts the Blood, inflames the
Liver, weakens the Brain, turns Men into walking
hospitals, causes internal, external, and incurable
wounds; is a Witch to the Senses, a Traitor to the
Soul, a Thief to the Purse, the beggars' Companion,
a Wife's woe, and Children's sorrow; jealous Man be-
comes a Beast and a self-murderer, who drinks to
others good health and robs himself of his own!

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে
যোক্তাধিকারিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয় হই-
তে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা
১ আধির বঙ্গাব্দ ১২৩০ জগদীশ্বর ১২২৭



একমেবাদ্বিতীয়

দ্বিতীয় ভাগ

১৫২ সংখ্যা

কার্তিক ১৭৭৮ শক

৫২৭৭ ৫২৭৭

৫২৭৭ ৫২৭৭

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ভদ্রকাল নিত্য, জানকীমন্ডপ শিবসংলগ্ন, নিরুত্তরবেঙ্গদেশে, কলিকাতায়, একমেবাদ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হয়।
বিশ্বকর্মানন্দিকেন্দ্র, কলিকাতা

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

স্তোত্র ।

হে পুণ্যপরিশুদ্ধ পরাম্পর পরমেশ্বর !
তব আকাশ অরণ্য অসীমিত্ত পরমাঙ্গন! তুমি
আমের পিঙ্গের জামেকিঙ্গের অসীত ও কর্ণে
ক্রিয়ের অসীম হইয়াও পীর অনিস্কচনী
র শক্তি সহকারে অসংখ্য ব্যক্তির চিত্ত
আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছ এবং তাহাদি-
গকে অসংখ্য প্রকার বিষয় ভোগে বিরত
করিয়া তোমার অনুর্ক অনাবাদিত শ্রীতি
রস গানের নিমিত্ত তৃষ্ণাতুর করিতেছ। যে
সময় পবিত্র স্থানর সাত পুরুষ আশু ও
মৌলিকর শত শত বিষয় অথকে তৃষ্ণ ক-
রিয়া একান্ত মনে তোমাকে প্রার্থ হইবার
জন্য ব্যাকুলিত হয়, তাহারা তোমাকে না
নেত্রিতে দেখিতে পারে, না কর্ণেতে শুনিতে
পায়, না অপর কোন ইঞ্জির দ্বারা গ্রাহ
করিতে পারে, অথচ তোমার জনা কপূরস
গন্ধাদি ককল প্রকার বিষয় ভোগকেই প-
রিভাগ করিতে চেষ্টা করে। সমর যেমন
মরণেরশাবী বিকালিত পক্ষ পুষ্পের শৌমর্ধ্য
নন্দকর্ষণ না করিয়াও তাহার গন্ধ প্রাপ্তি
নত তরু আশ্রয়ন করিবার জন্য অস্তির
রস পুষ্করি মধ্যে অসংখ্য শক্তি সেই
রূপ তোমার অধিকারী অরণের স্বয়ং
আজান দ্বারা প্রার্থ হইয়া তোমার অনুপম
শ্রীকি রসপান করণার্থে আকুলিত হইয়া

থাকে, অথবা তৃষ্ণাতুর হইয়া অসংখ্য
কারণ সন্দর্ভনা করিয়াও পীর তরু পা-
শির উদেশে একান্ত মনে পূজা অর্চনা
কেনে ইত্যদ্যতঃ অসংখ্য পুষ্করি মধ্যে
অসংখ্য মন্ত্র-গাও সেই রূপ তোমার শ্রীতি
তৃষ্ণায় কাহার হইয়া উচ্চাচুত মনে নির-
ময় ভোগকে অর্চনা করিয়া থাকে। হে
গোমুদা! জগদীশ্বর! তুমি যে মনুষ্য
যে কি অসুখ ভোগ বিস্তার করিয়াছ, তা-
হা আকাশগের বোধনাম বহির্ভাগে
কি নাষ্ট, তোমার সেই প্রেম ভোগ করণ
র্থে সমর জগৎ অস্তির হইয়াছে। তাহা-
রা চূর্ণত স্থান যেহেতু পদসে যেহেতু
প্রকৃত তদেব কিং মন্য তাহাচারে পরি-
তে পারে না। তাহারও হোমভোগে প্রার্থ
হইবার জন্য ব্যাকুলিত হইয়াও তৃষ্ণা ও
মুগ যেমন পিঙ্গায় কাহার হইল, তদেব
শান্তির উদেশে কবাজিনে মরীচিকের প্র-
তি ধাবমান হয়, অনেক মরণ হইতে মন
কণ তোমার শ্রীতি তৃষ্ণায় প্রার্থিত হইয়া
তাহার শান্তির প্রকৃত পথ প্রার্থ না হইয়া মন
না প্রকার ভ্রম পথে ভ্রম করে। তোমাকে
প্রার্থ হইবার পুণ্য ভক্তি করণার্থে কখন
কোন ব্যক্তি মান প্রকার কৃষ্ণিত হের কে-
রীর অতিমুক্তি নির্মাণ করিয়া দেবালয় ম-
ধ্যে তাহার অর্চনা করে, যখন না কোন ব-
র্থাবলনী কোন নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া

স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের পক্ষে এবং কখনও
তবেই আমাদের পক্ষেই অনুভব করা যায় বি-
শেষের আশা। বিশেষের আশা বিশেষের
অর্থের অর্থ দ্বারা এবং বিশেষের অর্থের
বিক্রমে প্রাপ্ত, কিন্তু সে এই অর্থে অর্থের
অর্থের বিক্রমে প্রাপ্ত কষ্ট কঠিন বিশেষ
এই অর্থ যে অর্থের এক তোমার প্রসন্ন
অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের
অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের

ঠিক নাকি বা শুধু কখনো? প্রা-
চীনার জাতির জ্ঞান সমাজের প্রথম
প্রাচীন জ্ঞান জ্ঞানের অর্থের অর্থের
অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের
অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের
অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের
অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের
অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের
অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের
অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের
অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের
অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের
অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের অর্থের

বাক্তি তোমাকে আপনার দৃষ্টি বিশেষিত
হাস্যাদিক পরম বস্তু করে প্রতিষ্ঠা করে সে
আর কেদারি কোন চুখে কাতর হয় না।
এবং কোন চুখে হইতে তার প্রাপ্ত হয় না।
যখন তোমার সৌন্দর্য আমার সম্মুখে
প্রতি-
ভাষিত হয় তখন উজ্জ্বল সূর্যের কিরণ আ-
মার নিকট মূর্খ হইতে থাকে এবং যখন
তোমার সৌন্দর্য আমার সম্মুখে
উদয় হয় তখন শারদীয় পূর্ণ চন্দ্রের মনো-
হর শোভা ও বসন্ত কালের বিকসিত পুষ্প
বাননের রমণীয় সুদৃশ্যতাও যৎ সামান্য
বাক্তি প্রতীয়মান হয়। পরমেশ্ব! তুমি
পৃথিবীকে সৌন্দর্য্য সজ্জিত করিতেও তুষ্টি
কর নাই এবং জীবন বিস্তার করিতেও অ-
পেক্ষা রাখ নাই, কিন্তু সে সকলেরই মধ্যে
তুমি প্রথম স্বরূপ হইয়া গুঢ় রূপে বিরাজ
করিতেছ, যে জাগরিত ব্যক্তি ও সমস্ত বা-
সিন্দের দিগন্ত ভেদ করেন। তৎকালীন স্থিত
তোমাকে বন্দর্শন করিতে পারে সেই ধর্ম
এবং সেই সাধু। আমরা তোমার নিকট
প্রতিক্ষণে সহস্র প্রকার দোষ প্রকাশ ক-
রিতেছি এবং সহস্র প্রকার অপরাধে অ-
পরাধী হইতেছি, অথচ তুমি স্মরণ অতুল্য
সামান্যতাপে মে মনুষ্যের অপরাধ কমা ক-
রিতে নিরত আবাদিগণের উন্নতি সাধনই
করিতেছ। অতএব তোমার সেই অমু-
গম ক্রম প্রক্তি মস্তর করিয়া আমি এই
প্রার্থনা করিতেছি, যে করুণা পূর্বক আ-
মার দোষরাশি সার্জন করিয়া আমাকে
তোমার আশ্রয় প্রদান কর।

ঈশ্বরের মহিমা।

শৈশবাবস্থা। অসীম হইলে পর করুণা
যে মনুষ্য প্রাপ্ত হয় এবং এই অমরতার
তোমার শরীরের ও মনের বিশেষ পরিচালনা
হইয়া থাকে। শৈশবাবস্থায় পূর্ণ বয়স
এবার মনুষ্যের হস্ত, পদ, চক্ষু, কণ, স্নান-
কা, প্রভৃতি অঙ্গ অত্যন্তের কোথ হইয়া
স্বির্বর্জন হই হইয়া। তদাশি তোমার আ-
কারের এক কৈশিক্য হই, যে কোন জাগর-

কি কাগিকাকে দীর্ঘ কালের পর একেবারে যৌবনাবস্থায় প্রদর্শন করিলে তাহাদিগকে চিনিতে পারা কঠিন হয়। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যৌবন প্রাপ্তে উভয় জাতির শরীরেতেই পরিবর্তন উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য এই যে এই পরিবর্তন হয়। উভয় জাতিরই সৌন্দর্য্য বর্ধন ও উপকার সাধন হইয়া থাকে। স্ত্রী জাতির যে সব যে রূপে পরিবর্তিত হইলে তাহাতে ক্রমশঃ ও সুরূপা দেখায় তাহার সে অঙ্গ সেই রূপেই পরিবর্তিত হয় এবং পুরুষ বাহ্যতে যাপনায় উপযুক্ত সৌন্দর্য্য ও সুবর্ণ্য প্রাপ্ত হইতে পারে যৌবনকালে পুরুষ ও পুরুষ সকল সেই প্রকারে পরিণত হয়। বালাবস্থায় স্ত্রীজাতির যে সকল অঙ্গ রূপ ও সৌন্দর্য্য থাকে তাহাদিগের সৌন্দর্য্যই কিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকে যৌবনাবস্থায় তাৎকালিক অঙ্গের রূপ তের হইয়া তাৎকালিকের সৌন্দর্য্য পূর্বাভাস পরিষ্কার হয়। যাত্রা প্রত্যেক দেখিতে যাই যে যৌবনের প্রাপ্তিতে স্ত্রীজাতির শরীরের অনেক স্থানে তাৎকালীন হইতে পারিত্ত কারণ এবং সন্দেহ কীর্তন ও বহুলাভ প্রাপ্ত হইতে থাকে, কিন্তু এই প্রকার উভয় জাতির মনে অঙ্গের নানা ভীতি পরিবর্তন হইয়া কেবল সৌন্দর্য্যেরই রক্ষা হয়। যৌবনাবস্থায় স্ত্রীজাতির শরীর যেমন সুমলিত ও সুকেশমল ভাব প্রাপ্ত হয়, পুরুষের শরীর কর্মণ্য দে প্রকার ভাব পায় না। যৌবন কালে পুরুষ জাতিকে বঙ্গ্যের স্বরূপ কর্মণ্যেরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্য প্রকার জন্ম সাধ্য উৎকর্ষ কর্ম সাধন করিতে হয় বলিয়া করুণাকর জগদীশ্বর উভাদিগের শরীরকে প্রকারান্তরে পরিণত করেন, তৎকালে উভাদিগের প্রতি সকল কঠিন হইয়া এবং আশংসপন্য সকল বৃদ্ধ হইয়া শরীর বিলম্বন ত্রুটি ও বলিহীন হইয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির শরীর যে যৌবনাবস্থায় উৎকর্ষ প্রকার নির্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্তিত হওয়া নিত্য প্রয়োজন্যক এবং উৎকর্ষ্য যে উভাদিগের বিশেষ কল্যাণ উপায় হয় তাহাতে আর কি উপায় সন্দেহ নাই। যৌবন কালে যদি

পুরুষের শরীর উপযুক্ত রূপে বর্ধিত ও ত্রুটি না হইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল ও চঞ্চল হয় তাহা হইলে সে কোন প্রকার জন্ম সাধ্য কর্ম সাধন করিয়া সংসারের উপযোগী হইতে পারে না এবং স্ত্রীজাতির অঙ্গ ও বহিঃকোমল ও স্নেহিত না হইয়া পুরুষের ন্যায় কঠিন হয়, তাহা হইলেও উৎকর্ষ জাতির বিস্তার হইবে না। অতএব বাহ্যক ও প্রকৃত সৌন্দর্য্যে যে জগদীশ্বর আকর্ষণিত হইলে তাহাতে উদ্দেশ্য করিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির যৌবন কালে উভয়জাতির পার্থক্য রক্ষা না। ক্রমশঃ উভয় জাতির যৌবন কালে জগদীশ্বরের নিকটে হইতে যেরূপ প্রার্থনা করিব তাহা প্রার্থনা করিয়া তাহা হইতে প্রার্থনা করা যাইবে। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির যৌবন কালে উভয়জাতির পার্থক্য রক্ষা না। ক্রমশঃ উভয় জাতির যৌবন কালে জগদীশ্বরের নিকটে হইতে যেরূপ প্রার্থনা করিব তাহা প্রার্থনা করিয়া তাহা হইতে প্রার্থনা করা যাইবে। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির যৌবন কালে উভয়জাতির পার্থক্য রক্ষা না। ক্রমশঃ উভয় জাতির যৌবন কালে জগদীশ্বরের নিকটে হইতে যেরূপ প্রার্থনা করিব তাহা প্রার্থনা করিয়া তাহা হইতে প্রার্থনা করা যাইবে।

কোন দেশের উচ্চ ছেলেদের যে প্রকার দুর্ভোগ হইতে পারে তাহা উল্লেখ করিয়া সমাদর করিয়াছেন। তাহা সর্বত্র যোগ্য হয় না, কিন্তু বর্তমানের যৌবন প্রত্যয়ে উহা যথ প্রচুরিত হইতে পারে। তাহাই নবম বীণা নাম।

যে দেশের যৌবন প্রাণের জন্ম প্রায় হইতে যৌবন কালে তাহারা সকলেই শিখিবার পাত্র; তাহাদের প্রাপ্ত হইয়া, যৌবন যদি সাময়িক আকারের কোন নিষ্কাশন না করে তাহা পি নহে। লোকের প্রাথমিক কারণসমূহের জির জিম দেশের স্ত্রী পুরুষ জিন্ন জিন্ন প্রকার আকৃতি ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। কোন দেশের মনুষ্য দেশের ব্যক্তিগত হয়, কোন দেশের মনুষ্য আকৃষ্ট হয়মান হয় না, কোন দেশের লোককে বিভিন্ন আকারবোধী বীণাবান ও কর্তৃকন দেখানায়, কোন দেশীয় লোকের আকার এই দেশের লোকের বিভিন্ন হইতে থাকে। যৌবন কালে এই দেশের মনুষ্য আধিক শীর্ণ হয় এবং সমস্ত কষ্টী লোককে যে প্রকার শীর্ণ মনুষ্য মনুষ্য, এক দেশের স্ত্রী লোক সিনেও স্ত্রী, দেশের অন্য প্রকার বর্ণ ও রূপের লোকের আকার এবং অন্য দেশের স্ত্রী লোকের আকার। তাহারা যৌবন কালে প্রথম দেশের স্ত্রী পুরুষের আকার শীর্ণ ও উন্নত হইতে পারে। কোন দেশের স্ত্রী পুরুষের আকার না হইয়া যৌবন ও যৌবন হইয়া থাকে। বর্তমানী ও ভ্রমণ করে পাণ্ডিত্য বক্রিতা নির্দেশ করিয়াছেন, দেশ ভেদে স্ত্রী পুরুষের আকার ও প্রকৃতির অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট আশঙ্ক্য এই যে উক্ত প্রকার বৈলক্ষণ্য কখন মনুষ্য জাতির কিছু মাত্র রোগ উৎপন্ন হয় না, দেশ ভেদে যেমন স্ত্রী পুরুষের আকার প্রকার প্রভেদ দুই হয়, সেই বর্ণ যৌবনীয় বিধবক রুটিরও অনেক ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবনাবস্থায় যে দেশীয় লোকের যে প্রকার আকার হইয়া উঠে তাহা দেশীয় মনুষ্যের চক্ষে সেই আকারই স্বন্দর ও সুদৃশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সুতরাং তত্ত্ববোধিনী

কোন দেশীয় লোকেরই নৈসর্গিক আকারে পার না। এক বিধকে ভগবতীরের অর্থাৎ একটি কোশলও দুই হয়। যে সময় দেশে মনুষ্য সমাধিক বীণাবান মামনী ও বনমান্না হইলে কোন ক্রমেই জীবন ধারণ করিতে পারে না, যৌবনাবস্থাতে সেই সকল দেশীয় লোকের মনেতে আশানা হইতে নাহস ও বীর্ষের আবির্ভাব হয় এবং শরীরেতেও সাময়িক বর্ণ উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর উচ্চ কতিবন্ধস্থিত আফ্রিকা দেশীয় মনুষ্য লিগকে সতত প্রথম স্ত্রী উদ্ভাবন করিতে হয় বলিয়া তাহাদিগের শৌণ্ডিত্য পাত্র ও চর্চা হ্রাস হয়, কিন্তু এই সকল মনুষ্যের যৌবন চর্চা ও পাত্র শৌণ্ডিত্য না হইয়া যদি তাহাদিগের পরী বয়স বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহা হইলে তদন্তর তাহারা বিশেষশক্তি প্রাপ্ত হইতে। যাহারা ভারত দেশের বা আফ্রিকার কি অন্য না স্থানের মাত্র দুইবিধ মনুষ্যের আকার দেখা যায়। এই সমস্ত মনুষ্যের দিয়া সর্বত্র পত্তন্যাত করিয়া থাকে ক্রমে তাহাদিগের ক্ষুণ্ণ পিপাসা সত্ত্ব করিবার শক্তি অধিক হয়। অরণ্য বাসী মনুষ্যেরা দিগের যত বরজেন সুক্ষি হয় ততই তাহাদিগের ন্যাং বিধ নিষ্কৃত্যরণ্যে বিচরণ করিয়া ভ্রমণ করিবার মাহল সুক্ষি হয়, যাগর ভীত না হইয়াই পরিবেষ্টিত স্থানের মনুষ্য পথ আপনাদিগের বয়োবৃদ্ধি সহকারে সমুদ্র বাহা করিতে এবং সমুদ্র জলে সাহস ও অবতরণ করিয়া মনুষ্যাদি বহু প্রকার পদা ত্রা লাভ করিতে সক্ষম হইয়া সাহাযিত হয়। এই রূপে জিমা ক্রম হইয়া মনুষ্য যৌবনাবস্থাতে স্বাধীন স্বাধীন ক্রমে যৌবনীয় জিন্ন জিন্ন প্রকার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

যৌবনাবস্থায় আবির্ভাবের মধ্যেতে অনেক প্রকার প্রয়োজনোপযোগী অভিনব ভাবের আবির্ভাব হয় এবং অনেক প্রকার অনুপযোগী ভাব মন উদ্ভূত হয়। যে স্ত্রী পুরুষ শক্তি দেশের মাত্র জিন্নতর ও প্রকৃতির, যে স্ত্রী পুরুষ মাত্র বালক জিন্নতর ও প্রকৃতির কোন পদার্থ

বিস্তৃত হইয়া থাকে, যৌবনের প্রারম্ভে সে ইচ্ছাও আপন হইতে দিনে দিনে অস্ত-
 বিত হইয়া যায়। বালককে কোটি স্বর্ণ মু-
 দ্রা প্রদান করিলে ও স্বর্ণময় উৎকৃষ্ট অট্টা-
 লিকাতে বাস করাইলে, তাহার মনে বাদুশ
 আত্মার ন্যায় অস্টি বৎ সামান্য ক্রীড়া
 পদার্থ প্রদান করিলে ও সামান্য ক্রীড়া
 সময়ে আপন মঞ্চের বাগক বৃক্ষের সহিত
 বাস করিতে দিলে তাহার মনে বাদুশ
 আত্মার উদয় হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই
 যে অবস্থা ভেদে সে প্রাপনয় প্রিয়তম ক্রী-
 ডাতেও তাহার অবহেলা হয়। শৈশবা-
 বস্থায় আপনায় প্রায় ভ্রম ও পিতা মাতা
 মাতা ভগিনী প্রভৃতি অমাত্য গণকে পরি-
 ত্যাগ করিয়া স্বামীর গমন করিতে ম-
 নস্কাম্য বাদুশ ক্রোধ জন্মে এবং অপরি-
 চিত্র দূর দেশ যাত্রা করিতে যে প্রকার হান
 উপস্থিত হয়, যৌবনাবস্থায় আর সে রূপ
 হয় না। যৌবন কালের প্রয়োজনানুসারে
 মনুষ্যের মনস্বিত অর্জনস্থলা ও কৌতু-
 হ্য প্রভৃতি নানা প্রকার রক্তি উল্লেখিত
 হইয়া উঠে এবং ত্রিসিদ্ধি যুবা পুরুষ অক্লে-
 প্তে সহস্র প্রতিবন্ধককে তুচ্ছ কবিতা বহু
 দূর দেশ পর্য্যটন পুর্বেক জ্ঞান ধন প্রভৃতি
 নানা বিষয় উপার্জন করিয়া আপনায় প্র-
 যোজন সিদ্ধ করে। প্রায় বয়স্ক যুবা পু-
 রুষ যদি বালকের ন্যায় স্বদেশ ও স্বজন
 বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া দূর দেশ যাত্রা ক-
 রিতে শক্তি ও কুক হইত, তাহা হইলে
 আর পৃথিবী কখন এতাদৃশ ক্রী সম্পন্ন ক-
 হিতে পারিত না এবং মনুষ্য কুলও কখন
 ক্রমোন্নতি লাভে সক্ষম হইত না। শৈশ-
 বাবস্থায় যে মঞ্চ ভাঙ কখন মরণও অব-
 স্কোজন করিয়া যায় না, জগদীশ্বরের উদ্দেশ্য
 সিদ্ধির নিমিত্ত যৌবন কালে সেই মঞ্চ
 ভঙ্গ হইত, অপূর্ণ আশা আশিরা সর্বদাই
 মনোমধ্যে উদিত হয়। কিঞ্চিৎ বিবেচনা
 করিয়া দেখিলে ইহা সকলেরই মনস্কাম্য
 হইতে পারে যে সাংসারিক বহু প্রকার
 কাম নিস্পাদন করিবার জন্য যৌবনাবস্থায়
 যৌবন শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়, সেই রূপ
 তাহার উপযোগী অনেক আকরিক ভাবে

ও প্রাক্কর্ষন হয়। বালকের অপেক্ষা যুবা
 পুরুষের আধারসার ও তিত্তিকা প্রভৃতি
 অন্যান্য বৃত্তি শক্ত ক্ষেপে বলবতী হয়, এবং
 যুবা ব্যক্তি এই সময় উল্লেখিত বৃত্তি সম্পন্ন
 হইয়া নানা সময় নানা বিপদ পরিত্রাণ ও
 নানা কষ্ট সহ করিতে সক্ষম হয়। কাণ্য
 কালে যে বাৎসল্য তান ও স্নেহ ভাবের
 কিছু মাত্র অনুভবও থাকে না, তাহার
 মনুষ্য এক কালে সেই ভাবে মুগ্ধ হইয়া
 যায়। মনুষ্য যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পুরু-
 কন্যা প্রভৃতি পরিবারে বেষ্টিত হয়, ত-
 খন তাহার মনের ভাব আর এত প্রকার
 হইয়া উঠে। তখন তাহার আপনায় সখীকে
 প্রতিও মন্থ থাকে না এবং আপনায় পিতা
 ভোজনেনও কোন নিয়ম থাকে না। তখন
 তাহার এই সময় সম্মান সম্বন্ধিত প্রকারে
 ই সুখ বোধ হয় এবং সুখের সুখের উ-
 দয় হয়। তখন যে ব্যক্তি সে স্থাপ ও যে অ-
 বস্থায় অবস্থান করে, তাহার মনে সর্বদাই
 কেবল সেই সময় স্নেহসম্পন্ন পুঙ্কাদির প্র-
 তিমূর্তি জাগ্রত থাকে। সম্মান কালে
 পর যে মনুষ্য দি প্রকার অত্যাচার বহু
 পাশে বন্ধ হয়, তাহা প্রায় সকল পিতা মা-
 তারই নিশিত আছে। প্রথম বয়সে যে
 ব্যক্তি অতিশয় পান্য রোগে দ্রবিত হয় এবং
 কোন রূপেই চূর্ণের ভার নহা সন্যাস
 না পারে, সম্মান হইলে পর তাহার
 লালন পালন করণার্থে সেই ব্যক্তিকে
 আত্মাদ পুর্নিক একপ্রকার রোগ হইতে
 করিতে দেখা যায় যে সম্মানদিব প্রসিদ্ধ
 জ্ঞান সে উৎকট উৎকট ক্রোধেরও স্তম্ভ
 করে। হা জগদীশ্ব 'কি তাহার অশ্রু-
 হিমা, ভূমি জগতের হিতের জন্য কত প্রকার
 অনির্কচনীর কৌশলই প্রকাশ করিয়াছে, ত-
 মি সময়ে সময়ে মনুষ্যের সুখ ভাগের প-
 ষ্ট্র পরিবর্তন করিয়া দিতেছে। মনুষ্য অ-
 ষ্ট্রি যে অবস্থায় যে সমস্ত কাম সম্পাদন কর-
 নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে, তখন সেই স-
 মস্ত কাম সম্পাদন করিতেই তাহার সুখ
 জ্ঞান হয়, এবং যখন যে বিষয় নিস্পাদন ক-
 রিবার কোন আশঙ্ক না থাকে, তখন তাহা-
 র মনোমধ্যে সে বিষয়ের অনুভবও হয় না।

যৌনানুকরণ মনুষ্যের আনন্দিক ভাব পরিচরিত। বিষয়ে কগনীখরের আর একটি মনুষ্যিক ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বয়ঃ-দাপ্তর উপর উত্তর জাতির মনে এক প্রকৃত দাপ্তর আবির্ভূত হয় না, বাহার যে বিবাহ নিষ্পন্ন করা বিশেষ আবশ্যিক, তাঁহার মনে সেই প্রকার ভাব প্রবল হইতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ জাতির মনে যে-রূপ শোচ্য বাগ্নি ও মাহস প্রভৃতি কঠোর ভাবে প্রকৃষ্ট হইয়া যায়, শ্রী জাতির মনে যে প্রকার হয় না। শ্রী জাতির মনে যে-রূপ জাতির মনে থাকে, ততই তাহার মনে মনেও প্রকৃত হয় না। শ্রী জাতির মনে যে-রূপ জাতির মনে থাকে, ততই তাহার মনে মনেও প্রকৃত হয় না। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ জাতির মনে যে-রূপ শোচ্য বাগ্নি ও মাহস প্রভৃতি কঠোর ভাবে প্রকৃষ্ট হইয়া যায়, শ্রী জাতির মনে যে-রূপ জাতির মনে থাকে, ততই তাহার মনে মনেও প্রকৃত হয় না। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ জাতির মনে যে-রূপ শোচ্য বাগ্নি ও মাহস প্রভৃতি কঠোর ভাবে প্রকৃষ্ট হইয়া যায়, শ্রী জাতির মনে যে-রূপ জাতির মনে থাকে, ততই তাহার মনে মনেও প্রকৃত হয় না।

শক্তি প্রকাশ করিবার সময়; মনুষ্য যে মনুষ্য অসাধারণ কর্ম সম্পাদন করিয়া অস-নিমগ্নে আপনার কীর্তিকোটিরহারী করে, যে সমস্ত বুদ্ধি-বৌদ্ধি প্রকাশ করিয়া কখন কখন দেববৎ-প্রতীয়মান হয় এবং মাঝে মাঝে পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্তর উপরে আধিপত্য করিতে পারে, সে সমস্ত ব্যাপারই যৌবন কালে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অনেক কবী যৌবনে জীবন বাগ্না বর্ণন করিয়াছেন, কলকাতা জাতীয় যদি আমা-দিক যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইবার অধিকারী না করিয়া বাগ্না কালমাত্র আমাদিগের জীবনের মীমাংসা করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আমরা মনুষ্য নামের কিছু মাত্র জ্ঞান করিতে পারিতাম না। অতএব আমাদিগের উচিত যে আমরা জীবনের যৌবনাবস্থা কগনীখরের স্তম্ভ রূপ ধারণ করিয়া তাহার সাধকতা করি এবং সকল সুপাপেক্ষা সেই সুখাবদানে দ্রুত থাকি।

মহাভারত ।
আদিপর্ব ।

৭০ অধ্যায়—মহাপর্ব ৬

বৈশম্পায়নোত্তরঃ ।

বৈশম্পায়ন কাহিলেন, রাজা দ্রুপদ এই রূপে শত শত যুগের প্রাণ বধ করিয়া সৈন্য সামন্ত সমত্বাচারে বনান্তরে প্রবেশ করিলেন। যুগ্ম অশ্বমেধ ক্রমস্বতম্বে যুগ্ম করিতে করিতে তাহার উপাশ্বে উপাধি হইয়া এক মহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন, তাহা অতিশয় করিয়া রথবীর, অক্ষয়ধনক, শীতল বাহু, মেঘিত ও আশ্রম সংকুল-সমা-মহত্বনে প্রবেশ করিলেন। যে বন সুকুম-মণ্ডিত রূপে পরিহৃত, কোমল-ভূপ সুক-গন্ধি গণের মধুর বনিকে নিমগ্নিত, সুক-কোকিল ও কিলীরবে পরিপূর্ণিত, সুক-বৃক্ষ-তরু সকলের পাখা পায়বে কৃত-করণে আত্মত রুহিয়ারে ও বহুলায় সকল-শু-কো পুষ্পে অরুণ-করিতেন। তাহারিত কল পুষ্পে সুক-বৃক্ষসমূহ এবং যে পুষ্পে

ঘটিল নাই এমন পুষ্টিই নাই। রাজা
 চণ্ডীকান্ত পশ্চিমীণ নিবাসিত, নামাবিধ পুষ্টি
 অনেক, অথ ছায়া সগরত, অল্পতম সেই
 মনোহর বনে প্রবেশ করিবামাত্র বিচিত্র
 কুসুমশালী বৃক্ষ সকল বায়ু দ্বারা আন্দোলিত
 হইল: পুষ্প পুষ্প পুষ্প রক্তি করিতে
 লাগিল। উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ সকল বিচিত্র কু-
 সুমে ও পক্ষীদিগের মধুর গানে বিরাজিত
 হইতে লাগিল। বৃক্ষ সকলের পুষ্প ভা-
 রাবনক পল্লবেতে ভ্রমণ করতঃ মধুনিপুস্থ
 ভ্রমর গণ, সুমধুর গুণ গুণ ধনি করিতে
 আনন্দ করিল। সেই বন মধ্যে কুসুম মণ্ডিত,
 সীতি বর্জন, লতাগৃহ সকল স্থান সকল স-
 দেখন করিবার রাজ্য অভ্যন্তর পরিতোষ প্রাপ্ত
 হইলেন এবং দেখিলেন, তিন্ন তিন্ন বৃক্ষে-
 কুসুমের কুসুমাস্তিত শাখা সকল পর-
 স্পর সংলগ্ন হইয়া সেই বনকে শোভিত
 করিতেছে। এক চারণ সমূহ, গদ্যকী অ-
 প্সরা গণ এবং মত্ত বানর কিম্বর কর্তৃক
 সঞ্চা আরত রহিয়াছে। পুষ্ণ-সেণ বাহী,
 শিকর, সুগন্ধি বায়ু সকল বৃক্ষে বৃক্ষে ভ্র-
 মণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। এই রূপে
 নানা শোভাযুক্ত নদী কঙ্কর অতি ভ্রমণী
 সেই বনের শোভা দেখিয়া ভ্রমণ করিতে
 করিতে রাজা এক মনোরম শান্ত আশ্রম
 দেখিতে পাইলেন। আশ্রমের চতুর্দিক
 নানা বৃক্ষে অরুত ও মন স্বলে আচ্ছন্নীর
 অগ্নি প্রস্ফলিত হইতেছে। বালিখিমা প্রস্ফলিত
 মুনি গুণ চতুর্দিকে বেটন করিয়া উপবিষ্ট
 রহিয়াছেন। পুষ্পাভরণ বিশিষ্ট অগ্নি গৃহ
 সকল শোভা পাইতেছে। যে রাজান্। না-
 নাবিধ পাকি গণ সুর্য্যকীর্ণ, তপোবন-ম-
 নোহারিণী, স্বর্গ সন্দর্শ মানসী ভদ্রী ভাঙ্গার
 নিকটে শোভা পাইতেছে। তথায় হিংস্র
 জন্তু গর্ভের শাভ বৃত্তি দেখিয়া রাজা ছ-
 ব্যস্ত অভ্যন্তর গীতি মুগ্ধ হইলেন। মক-
 রখ দুবান্দ দেব লোক মদন মনোহর সেই
 আশ্রমে গিয়া প্রবেশ করিলেন এবং দেখা-
 নেন নরী আঁপির ভরনী বরণ আশ্রমের নি-
 কটে বর্তনী, পুণ্ড্যোক্ত্য সেই মানসী নদীর
 স্নেহা দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিতে লা-
 গিলেন। তাহার সুখিন্দ চক্রবাক সকল

সীড়া করিতেছে, কিন্নর গণ বিচরণ করিতে
 ছে, বানর ভল্লগাদি কল্প সকল ইতস্ততঃ
 ভ্রমণ করিতেছে, কবিরা বেদধনি করিতে
 ছেন, জলে মন পুষ্ণ সকল প্রবাহিত হইতে
 ছে, এবং মত্ত কড়া গণ কীর্ণা করিতেছে।
 সেই মানসী ভীরে মনসিণ্য দেবিত
 মনাজা কাশ্মপের রমণীয় খাঙ্গনা দেখিয়া
 রাজা চূন্যস্ত তথ্যে, জ্ঞানেশ জ্ঞানদার
 মাসন করিয়া, পক্ষ ভাঙ্গা উভয়ভাঙ্গ
 বৈকুণ্ঠ ধামের নার, রমণীয় গণ
 সীপবর্তী মানসী মনোহারী পুষ্ণ
 ও মত্ত মধুর নিবাসিত সেই বনের মধ্য
 থে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পুষ্ণ
 কুলা সেই অরণ্যমণ্ডিত জ্ঞানেশ মানসী
 রাজা অতীত গুণ সন্দর্শন মনোরম মন-
 সিনার্থ তথায় চতুর্দিক বন মুগ্ধ, পুষ্ণ
 তাছাদিগকে দেখিলেন, তপোবন বন স্নেহিত
 দর্শনার্থ আসি বন মধ্যে প্রবেশ করিতে
 যোগে আপনন না করি, তাহা ভ্রম
 রা এই স্থানে অবস্থান কর। বন বনিত
 তথ্যে প্রবেশ করতঃ নানা প্রকার কাচর্য
 দর্শনে কুং পিপাসা বিস্তৃত হইয়া অত্যন্ত
 ক্ষৌভ্রল প্রাপ্ত হইলেন, এবং চতুর্দিক
 সকল পরিভাগ করিয়া কেবল মর্তী
 রোহিত সমভিগাহারে মনোবন করিতে
 দর্শনার্থ আশ্রমে গমন করিলেন। তপ
 গমন করিয়া বৃক্ষ লোক মদন প্রবন রত
 রিত, নানা পাকি গণকীর্ণ আশ্রমের পাক
 সন্দর্শন করতঃ চিত্তবন বৃদ্ধাভ্যন্তর
 জ্ঞান কলী বিহিত, পরমহাসন স্নেহ
 বেদ মত্ত সকল প্রবণ করিতে দেখিলেন
 যজ্ঞবেত্তা, বেদবেত্তা, স্তম্ভমুর মান মনোরম
 রত, নিয়ম ততপারী জগিগণ কর্তৃক
 আশ্রমের চতুর্দিক শোভা পাইতেছে
 অর্থকী বেদী গ মান বেদ গায়কের পন
 ক্রমাধি স্নেহিত সংহিতা উপারণ করিতে
 ছেন। পক্ষ সাক্ষর বদ্য জগর দিক
 কর্তৃক নিবাসিত সেই আশ্রম বৃক্ষ লোকের
 দ্যায় শোভা পাইতেছে। যজ্ঞের অনুষ্ঠা-
 ন বেত্তা, কাম শিক্ষাদিগের, দ্যায় তত্ত্বজ্ঞ,
 আশ্রম জ্ঞান সম্পন্ন, বেদ পারণ নানা বাক্য
 মনোহার দর্শী, বিশেষ কার্যবেত্তা, শোক

গোপ্য গোপা ।

কোন ক্রমে উহার শরীর ও সমস্ত রক্ত হইতে এক প্রকার জলীয় কট পদার্থ নির্গত হয়, এই জলীয় পদার্থের এমন অল্পত শক্তি আছে যে উহার প্রাঞ্জলিত বস্তির তেজও কিংবা কাশের জন্য শক্তি প্রাপ্ত হইলে উক্ত জন্তুও কখন খয়িত পতিত হইলে তদবসরে অল্পমানে অধি হইতে প্রস্থান করিয়, তাণ পাইতে পারে । অধিরেকী ও অল্প বুদ্ধি লোক এই জন্তুর এই প্রকার শক্তি সন্দর্শন করিয়া উহার বিষয়ে নান প্রকার কম্পিত কথা রচনা করিয়াছে, তাহের সম্বন্ধ নাই । বহুত উক্ত জন্তু আর অল্প শক্তি সহকারে প্রাঞ্জলিত অধি হইতে পরিবার পাইতে পারে বলিয়াই উহারে আশেের গোপ্য বলিয়া উল্লেখ করা যায় ।

উক্ত জন্তুর গোপ্য জ্ঞান প্রমাণিত হইতে মৎকার গুণ প্রকাশ পাইয়াছে । এই শরীরের কোন ভাগে জেদন করিলে পূর্ণ পুনর্কার সে ভাগ উৎপন্ন হয়, উহার কোন অঙ্গ ছিন্ন হইলে সে তাহা একবার মাত্র উৎপন্ন হয় এমন নহে, উহার শরীরের কোন ভাগকে যত বার জেদন করা যায় তত তদারূপ জন্তু । উহার অঙ্গের কোন কোন ভাগকে মাংস অস্থি নির্মিত এক কালে নিঃশেষে জেদন করিয়াও দেখা গিয়াছে, পুনর্কার সেই সেই স্থানের অস্থি ও মাংস সর্বদা জন্মিয়াকে । তাহের গোপ্য শরীর জেদন করিলে তাহা পুনঃ পুনঃ উদ্ভব হয় যেমন চর্মকার ব্যাপার, সেই রূপ উহার আর একটি অসামান্য গুণও অতি আশ্চর্য্যাকর । উক্ত জন্তু অতি দীর্ঘ কাল জুয়ার অভাবের অবস্থিত করিতে পারে, এবং এই জুয়ারহীন স্থানে কিছু মাত্র ভোজন পান ও বায়ু দেবন না করিয়াও জীবিত থাকে ।

উল্লিখিত গোপ্য জন্তুই প্রকার সেরিতে পাওয়া যায় । এক প্রকার স্বর্গলী ক্রমেতে যান করে এবং এক প্রকার বসিতে থাকে । যে গোপা নিরত জলে থাকে, কঙ্গদীঘর উহারে জলেতে পড়রণ করিবার এক আশ্চর্য্য উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন । উহার

কোন ভয়ে ভীত হয়, অথন উহার শরীর ও সমস্ত রক্ত হইতে এক প্রকার জলীয় কট পদার্থ নির্গত হয়, এই জলীয় পদার্থের এমন অল্পত শক্তি আছে যে উহার প্রাঞ্জলিত বস্তির তেজও কিংবা কাশের জন্য শক্তি প্রাপ্ত হইলে উক্ত জন্তুও কখন খয়িত পতিত হইলে তদবসরে অল্পমানে অধি হইতে প্রস্থান করিয়, তাণ পাইতে পারে । অধিরেকী ও অল্প বুদ্ধি লোক এই জন্তুর এই প্রকার শক্তি সন্দর্শন করিয়া উহার বিষয়ে নান প্রকার কম্পিত কথা রচনা করিয়াছে, তাহের সম্বন্ধ নাই । বহুত উক্ত জন্তু আর অল্প শক্তি সহকারে প্রাঞ্জলিত অধি হইতে পরিবার পাইতে পারে বলিয়াই উহারে আশেের গোপ্য বলিয়া উল্লেখ করা যায় ।

উক্ত জন্তুর গোপ্য জ্ঞান প্রমাণিত হইতে মৎকার গুণ প্রকাশ পাইয়াছে । এই শরীরের কোন ভাগে জেদন করিলে পূর্ণ পুনর্কার সে ভাগ উৎপন্ন হয়, উহার কোন অঙ্গ ছিন্ন হইলে সে তাহা একবার মাত্র উৎপন্ন হয় এমন নহে, উহার শরীরের কোন ভাগকে যত বার জেদন করা যায় তত তদারূপ জন্তু । উহার অঙ্গের কোন কোন ভাগকে মাংস অস্থি নির্মিত এক কালে নিঃশেষে জেদন করিয়াও দেখা গিয়াছে, পুনর্কার সেই সেই স্থানের অস্থি ও মাংস সর্বদা জন্মিয়াকে । তাহের গোপ্য শরীর জেদন করিলে তাহা পুনঃ পুনঃ উদ্ভব হয় যেমন চর্মকার ব্যাপার, সেই রূপ উহার আর একটি অসামান্য গুণও অতি আশ্চর্য্যাকর । উক্ত জন্তু অতি দীর্ঘ কাল জুয়ার অভাবের অবস্থিত করিতে পারে, এবং এই জুয়ারহীন স্থানে কিছু মাত্র ভোজন পান ও বায়ু দেবন না করিয়াও জীবিত থাকে ।

উল্লিখিত গোপ্য জন্তুই প্রকার সেরিতে পাওয়া যায় । এক প্রকার স্বর্গলী ক্রমেতে যান করে এবং এক প্রকার বসিতে থাকে । যে গোপা নিরত জলে থাকে, কঙ্গদীঘর উহারে জলেতে পড়রণ করিবার এক আশ্চর্য্য উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন । উহার

উল্লিখিত জন্তুর শরীরময় সমস্ত রক্ত আছে, উহা যখন কোন প্রকার ব্যপার কাতর হয়

পুঙ্খ মেঘ বুলবানী গোখার অপেক্ষা পান্দ
 নিকে.কি.সিং প্রসন্ন এবং উৎস তন্দ্রারূপে
 অস্বাস্যে স্বীয় শরীরকে জলেতে ভাসা-
 ইয়া সন্ধ্যা পুরক করত গভীরত করি
 যাইতে।

জিনিয়স প্রভৃতি পূর্বে কালীন প্রাণী ত-
 দুর্বিধ পত্তিকর। এই গোখারী এক প্রকার
 নিকটিকি বুলিয়া নির্দেশ করিয়া গিফটেন,
 কিন্তু আধুনিক পাণ্ডিত্যে। উক্ত যাতনে এখন
 করিয়াছেন এবং উক্ত ভক্ত্যে প্রাকৃতিক প্র-
 কৃতিত্ব প্রত্যয়ানো নিগম বিচার করিয়া উহা-
 কে বড়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।
 ঐতিহাসিক গোখার প্রকারে দেখিলে আশা-
 করা উচিত। নিকটিকিও জাতি পলিমর্কে
 বোধ হয় না। কিন্তু বিশেষ পর্বাক। পরি-
 যোগে হঠাৎ ফেলের পরিচয় উক্ত
 প্রকারে প্রকাশিত আনন্দ কৃষ্ণায় প্রথিত
 প্রত্যা যায়। সমস্ত প্রায় প্রথম বৈদেশিক
 কপালের হয়। বৈদেশিক পদার্থের উক্ত
 গোখারী অন্তর্গত হয়।

পুঙ্খ জন্তুর পাক্য বীতে ১০ বুলকের আ-
 নিক্রম। কিন্তু পুঙ্খ পাক্য উহা অপস-
 ক্ষাণ অনেক বৃদ্ধ হইতে পারে। অনেক না-
 মক স্থানে একবার ১২ বুলক পরিমাণে এক-
 টি গোপকে জল-পূর্ণ কাঠের জোড়ী মধ্যে
 রাখা করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল, এ
 গোখারী আকার স্ত্রীত অপেক্ষাক্রমেই মনো-
 হার ১০ সার্ভ হইল। পরিসর মীর্গ হইয়াছিল।
 উদ্ভিষ্ট, গোপের বণ পাত হরিৎ বর্ণের
 ন্যায় এবং উহার গাত্রে স্ত্রণের মত স্ব-
 ক্ষত্র এক প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।
 উক্ত ক্রম প্রায় আমিশ ভক্ষণ করিয়াই তা-
 বল দারণ করে, কিন্তু কখন কখন মীর্গ রোগ
 অন্তর্গত ক্ষেপণ করিতে পারে, প্রায় উ-
 হার আহারের ইচ্ছা শীঘ্র উপস্থিত হয় না-
 য়ে গোখা নিরন্তর জ্বলেতে বাস করে, সে
 পুঙ্খ ক্ষত্র স্ত্রুজ আহরণ করিয়াই প্রাণ ধা-
 রণ করে। জলের গোখা অতি অপূর্ণ কো-
 শলে আহারের লক্ষিত সংজ্ঞকে বৃত্ত করিয়া
 যায়। উহা এমনি নিঃশব্দে আহারের ল-
 ক্ষিত সংজ্ঞকে ধারণ করে, যে সে তাহা
 জানিতেও পারে না। বিশেষতঃ কখন কখন

এ প্রকারে ঘটনা হয়, যে গোখা মুখ বি-
 খার করিয়া লক্ষিত সংজ্ঞকে ডাড়া দেয়
 এবং সে ভয়েতে পলায়ন করিয়া উহার ক-
 বাল খামে থিরাই পলায়ন কর।

**কলিকতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৭৮শ
 বৎসর বৈশাখ আশ্বিন আশ্বিন পর্য্যন্ত**

**স্বায়ং বাৎসরিক
 আয়**

| | |
|--------------------------|-----|
| দান প্রাপ্ত | ১০০ |
| স্বয়ংক্রিয় দান প্রাপ্ত | ১০০ |
| প্রতি দান প্রাপ্ত | ১০০ |
| স্বয়ংক্রিয় দান প্রাপ্ত | ১০০ |

বায়

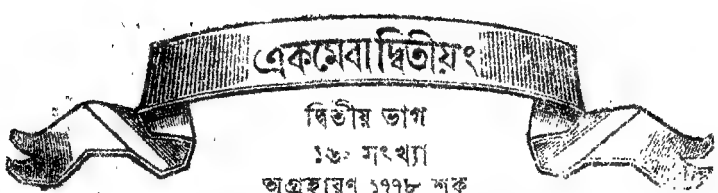
| | |
|-----------------------------|-----|
| কলিকতা ব্রাহ্ম সমাজের বেতন | ১০০ |
| গোপাল কলিকতা ব্রাহ্ম সমাজের | ১০০ |
| বিদিত মাল | ১০০ |
| বিদিত মাল | ১০০ |

স্থিতি

বিঃ

দান প্রাপ্তির বিবরণ

| | |
|----------------------------|-----|
| শ্রীকৃষ্ণ অন্নপ্রদার গোত্র | ১০০ |
| শ্রীমোহন দেব | ১০০ |
| ভগ্নচরণ দেব | ১০০ |
| স্বয়ংক্রিয় দান | ১০০ |
| স্বয়ংক্রিয় দান | ১০০ |
| স্বয়ংক্রিয় দান | ১০০ |
| স্বয়ংক্রিয় দান | ১০০ |
| গোবিন্দচন্দ্র স্বয়ংক্রিয় | ১০০ |
| উদ্বোধন দেব | ১০০ |
| মোহনদেব সিং | ১০০ |
| গোবিন্দচন্দ্র দেব | ১০০ |
| রামচন্দ্র দেব | ১০০ |
| কীর্ত্তিচন্দ্র দেব | ১০০ |
| হরিশ্চন্দ্র দেব | ১০০ |
| হরনাথ ঠাকুর | ১০০ |
| কয়গোপাল দেব স্বয়ংক্রিয় | ১০০ |
| চন্দ্রমোহন দেব | ১০০ |
| কালীপ্রসন্ন সিংহ | ১০০ |



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

হরেন্দ্র কান্ত্য জ্ঞানচন্দ্র শিল্প সংস্করণ বিহবৎসর্যকমেবাদ্বিতীয়ং গাজলিপনকমিত্রগণকণ...
 বিহবৎসর্যকমেবাদ্বিতীয়ং পত্রিকা

পশ্চিম প্রান্তস্থিতা প্রিন্টার্স দ্বারা প্রকাশিত।

ঈশ্বরের সহায়!

রুক্ষাংগ।

জগদীশ্বর তাঁর মন্ত্রকে জয় স্থিতি ও
 নন্দ এই তিরুভুগমের অধীন করিয়াছেন,
 তাঁহার কন্যাপুত্র প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে
 মীন সকল উৎপন্ন হইয়া ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত
 হয় এবং তাঁহারই নিয়মানুসারে তাহার
 মিনের আবার কালেতে হ্রাস হইতে থাকে।
 বৃক্ষ, গাভী, ভূগ, গীলু, কীট, পতঙ্গ, পশু,
 পক্ষী, প্রভৃতি সমস্ত শরীরী পদার্থই তাঁ-
 হার প্রণীত এই নিয়মের অধীন। ওষধি ও
 বনস্পতি প্রভৃতি উদ্ভিদ পদার্থ যেমন বীজ
 পত্র হইতে অঙ্কুরিত হইয়া পূর্ণাবস্থায় পরি-
 পত হইলে পর ক্রমে শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া হ্রাস
 হইতে আরম্ভ করে, মনুষ্যাদি জীব শরীর-
 ও সেই রূপ গর্তাবস্থা পরিচ্যাগ করিয়া
 ক্রমে বৌবদ্যবস্থার নির্দিষ্ট সীমার উপনীত
 হইলে পর দিনে দিনে অরোগ্য হইতে থাকে।
 অন্ন, বায়ু, ও তেজ, প্রভৃতি যে সকল
 ভৌতিক পদার্থ দ্বারা এক সময় মনুষ্যা-
 শরীর দ্বিগুণিত ও বলিত হইয়া ব-
 ল্কিত হয়, সময়ান্তরে সেই সমস্ত পদার্থই
 আবার মর্দিষ্ট দেহের ক্ষয়ের কারণ হয়।
 যদিও কোন কোন মনুষ্য যথাবিধি আ-
 হার বিভ্রাট নিষ্পাদন করিয়া হৃৎকর ক-
 শে শারীরিক দীর্ঘ পালন পূর্বক অপেক্ষা-

কৃত সীমা করে, পরোপকৃত বস্তু প্রত্যক্ষ
 বস্তায় রূপ পরিবর্তন করণ কিংবা আ-
 বা প্রসঙ্গী দেখিতে পাই যে জীবের জন্ম মৃত
 হওয়ার অপর্যায়ের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম।
 শরীর স্বাস ও শরীর বিধান বিষয়ে বিশা-
 রদ পণ্ডিত গণ ব্যৱস্থাবে পরীক্ষা করিয়া
 দেখিয়াছেন, যে মানব দেহের রূক্ষাব বস্তুই
 তাহার ক্ষয়ের কারণের উৎপত্তি হয়।
 বৌবদ্যবস্থার নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম হইলে
 পর মনুষ্যাশরীর আবার এক পক্ষ্য মনুষ্য ক-
 রে, তখন মিত্যা নিয়মিত অঙ্গ পালন দ্বারা
 অস্থি সকল যত আধিক্য হয়, ততই নি-
 যমাত্মিক কঠিন হইয়া পালন ক্রমে
 অকর্মণ্য হইতে থাকে। কঠিন মানব
 হস্তগত শিলা ও সংস্পর্শী সকলকে
 দিনে দিনে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, শিলা সকল
 ক্রমে অধিক পুরু ও কঠিন পদার্থের দ্বারা
 মধ্যস্থিতা শোণিতাঙ্গি জব মনুষ্য সকল মত-
 ক্রমে মধ্যস্থিত হইতে পারে না। মনুষ্যশরীরী
 সকল এত কঠিন হয়, যে তাহা নিয়মে
 লন কিংবা সর্মাণ্য হওয়ার কঠিন হইয়া উঠে,
 শরীরস্থ সত্ত্বদ্বারা আঁত সক্ষি ক্রমে যে বৈ-
 লম্ব পদার্থ বিদ্যমান থাকতেই বৌবদ্য-
 বস্থায় অস্থি এত সকল মধ্যস্থিত হইয়া
 আঁতদিগের পক্ষে সক্ষম থাকে, কাল ক্রমে
 সে পদার্থের পরিমাণ অল্প হইয়া যায় এবং
 তাহা এত ঘন হইয়া উঠে যে কঠিন আঁত

কোমর ক্রমশঃ লক্ষ্যমান করিয়া সম্পন্ন হয় না। এই কালে সর্বাঙ্গের মধ্যে অংশই কালেতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ উপস্থিত হয় ও মনুষ্যের চরিত্রের উন্নতি এবং বার্ককা ও আচার-ব্যবহার উপস্থিত হয়। জীব মাত্রে কে-
 যোগ্যতা মনুষ্য হইতে বহু, সুতরাং মনুষ্য-
 কালেতে ক্রমশঃ করা মরণপ্রকৃত হয়।
 পক্ষ কল্পনা কর পরমেশ্বর যে কি মহৎ
 কল্পনার উদ্দেশ্যে মানব জাতিতে অল্প
 সময় না করিয়া এতাদৃশ বার্ককাচারের অ-
 ধীন করিয়াছেন যদিও আমরা তাহা স-
 ম্পূর্ণরূপে জানাশোনা করিতে সক্ষম না
 হই, কিন্তু তিনি যে রূপ আশ্রমাদি নিয়মে
 মনুষ্যকে দাড়াই যৌগ্যতাই অবস্থা জয়ের অ-
 ধীন করিয়াছেন তাহার মধ্যে আমরা তাঁ-
 হার অনুগ্রহ পোষণ দেখিতে পাই এবং
 মানব ধর্মের ও বার্ককা সকল অবস্থাতেই
 তাঁহার কল্যাণ সন্দর্শন করি।

এই জামরা প্রত্যেক দেখিতেছি, যে বৃ-
 দ্ধ বয়সে মনুষ্য আপনার দেহ রক্ষা ও জী-
 বন্য নিরীক্য করিতে নিত্য অনশক্ত হয়,
 যৌবনবয়সে যে ব্যক্তি স্বোপার্জন দ্বারা
 সহস্র জনকে ভরণ পোষণ করে, বৃদ্ধাব-
 স্তায় আপনার উদর পূজি করাও তাহার
 পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু করুণা-
 কর জগদীশ্বর এক্ষণ নিরুপায় বৃদ্ধাবস্থারও
 উপায় নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যে ব্য-
 ক্তি বাল্য কাল ও যৌবন কালে সূচারু-
 রূপে জগদীশ্বরের নিয়মানুগ হইয়া কার্য করে,
 বৃদ্ধাবস্থায় তাহাকে কিছুমাত্র কষ্ট ভোগ
 করিতে হয় না। বাল্য ও যৌবন বিদ্যা ও
 ধন্যদি উপার্জনের কাল। যে ব্যক্তি বাল্য-
 বস্থায় বিনোদ্যাপন করিয়া বাৎ যৌবন
 ধন সঞ্চয় করে, অশক্ত বৃদ্ধ কালে তাহার
 ক্রম ভোগ করিবার সত্তাবনা নাই। বৃ-
 দ্ধাবস্থায় মনুষ্য যেমন আপনার নিত্য প্র-
 যোজন সিদ্ধ করণে অশক্ত হয়, বাল্য ও
 যৌবনের উপার্জিত জ্ঞান ধনাদি ভেদনি
 তাহার সহায় হইয়া তৎকালে তাহাকে
 সর্বতোভাবে রক্ষা করে। বিশেষতঃ সর্বা-
 ধীন শিশু বয়সের রক্ষার জন্য জগদীশ্বর
 মনুষ্যের মনে যেমন আশ্রমাদি বাৎসর্য ভা-

বের স্বজন করিয়াছেন, সেই রূপ উপায়
 রহিত বৃদ্ধ ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্যও ক-
 রুণানিধান বিদ্যপিতা সর্বা সোমো ভক্তি ও
 কৃতজ্ঞতা ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভক্তিও
 কৃতজ্ঞতা তাব সেকি প্রকার করিয়া করুণা-
 ক্ত উপায় রহিত অতীত বয়স বৃদ্ধ লোক
 দিনকে রক্ষা করে তাহার এক একটি উদা-
 হরণ শুনিতে অবাধ হইতে হয়। কত স্থা-
 নে কত সন্তান আপনার জীবনের আশা প-
 রিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে আশ্রয়
 বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে এবং কত স-
 ত্তান প্রধাত ভক্তি ভাবে আশ্রয় হইয়া ন-
 গরে নগর ও গ্রামে গ্রামে পর্যটন পূর্বক
 তিফারি আহার করিয়া আপনার উদরকে
 বঞ্চনা করিয়াও জগদীশ্বর পিতা মাতার
 ভরণ পোষণ করে। জগদীশ্বর দত্ত স্বাভা-
 বিক ভক্তি ভাবের এই রূপ সহস্র সহস্র
 অসাধারণ উদাহরণ সন্দর্শন করিয়া গ্রন্থ কা-
 যেরঃ কুল পাবন সহ পুত্রকে বৃদ্ধ পিতা মা-
 তার যতি স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। করুণা
 নিধান বিশ্ব পিতার এমন অস্তিত্ব কোথল
 যে যে ব্যক্তি যৌবনাবস্থায় উদার প্রতি-
 ত্তিঃ নিয়মের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া বহু
 বিধি দার পরিগ্রহ করে এবং নিয়মিত রূ-
 পে আপনার সন্তানদিগকে লাগন পালন
 করিয়া জ্ঞান ধর্মের শিক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি
 জগদীশ্বর হইবার পূর্বেই তাহার বৃদ্ধাবস্থার
 জীবন ধারণেই সম্যক উপায় নির্ধারিত হই-
 য় থাকে। জগদীশ্বর জামাদিগকে পরোপ-
 কার করিবার যে এক শক্তি প্রদান করিয়া
 ছেন তদ্বারাও আমরা বৃদ্ধাবস্থার রক্ষা
 পাইতে পারি। আমরা যদি যৌবন কালে
 আমাদিগের ক্ষমতা থাকিতে লোকদিগকে
 উপকার গুণে বন্ধ করি, তাহা হইলে জা-
 মরা কনভাস্থনা বৃদ্ধাবস্থায় তাহার পরি-
 শোধ স্বরূপ কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়া আমাদের
 সে জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হই। বি-
 শেষতঃ বার্ককা কল্পন সহসা এক দিনে হ-
 ঠাৎ উপস্থিত হয় না। আমাদিগের বৃদ্ধা-
 বস্থা লমাগত হইবার বহু কাল পূর্বে জ-
 গদীশ্বর আমাদিগকে বাল্য চির দ্বারা স-
 ত্তক করেন, আমাদিগের বৃদ্ধির বিলম্ব ন-

বল প্রাপ্তিতে অথচ আমাদের কেশ প-
ক ও মস্তকস্থিত হয় এবং আমরা অন্য-
রাসে সন্নিহিত বাঙ্ককোর আগমন জানিতে
পারিয়া সর্ব প্রকারে সাবধান হইতে পারি।
প্রভু হৃদয়শী বিবেকী লোকে বৃ-
দ্ধাবস্থাকে যেমন নিতান্ত নিষ্পৃয়োজন ও
নিরবচ্ছিন্ন ক্রেশের কারণ মনে করে বাস্ত-
বিকশুভী সে রূপ নহে। বৃদ্ধাবস্থা আমা-
দিগের অনেক প্রকার উৎকৃষ্টতর ও মহ-
ত্তর সুখ ভোগের সময় এবং অনেক শ্রেষ্ঠ-
তর কার্য সাধন করিবার সুখ্য কাল।
কিঞ্চিৎ বয়োগিক হইলে পর যখন যৌবনের
প্রথম তরঙ্গ সকল নিবৃত্ত হয় এবং উদ্ভ-
িজিত নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে বলহীন
হয়, তখন আমাদের বন্ধ জরবৃত্তি সকল
সবধা আপনাদিগের শক্তি প্রকাশ করি-
তে পারে, তখন আমরা নিষ্ক্রিয় ধর্মজ-
নিত বিশ্বাস সুখের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া
ধানব জগতে সকল করিতে সমর্থ হই।
অর্থাৎ বয়স প্রাপ্ত হুজি ব্যক্তির মানস পটে
যেমন সর্বদা অন্তরীক্ষিত স্বপ্নের প্রকাশ
হয়, প্রবল জর বিলিন্দ যুবা ব্যক্তির চঞ্চল
চিত্তে কল্পনা সে প্রকার হয়। সন্তব বোধ
হয় না, বৃদ্ধাবস্থা পরমার্থ রস পান করি-
বার চরম কাল, উদ্ভাবনায় যে রূপ নিক্রমে
অগনীধরের তত্ত্বরস পান করিয়া সুখী হওয়া
যায় আর কোন অবস্থাতেই সে রূপ হই-
বার উপায় হয় না। বিশেষত জ্ঞান পরি-
পূক প্রাচীন লোকের অভূলা ও অভূলা উ-
পদেশ সকল সংসারের অশেষ কল্যাণের
কারণ। যে ব্যক্তি বৃদ্ধশ্রী ও বহুজন্মে
প্রবীণ ব্যক্তির মূলত উপদেশ গ্রাণ্ড হইয়া
কখন তাহার সর্বাধিকারণে সমর্থ হইয়াছে,
সেই জানিয়াছে, যে বৃদ্ধাবস্থাতেও মনুষ্য
কৃত হুত পর্যন্ত সংসারের কল্যাণকর ব্যা-
পার সাধন করিতে পারে। অতএব বৃ-
দ্ধাবস্থা যে আমাদের নিতান্ত নিষ্পৃয়ো-
জন ও নিরবচ্ছিন্ন ক্রেশের অবস্থা নহে,
আহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অগনীধ-
র আমাদের সকল অবস্থাকেই এক এক
প্রকার সুখ সাধন ও কল্যাণ বর্জনের উপ-
যোগী করিয়াছেন, আমরা তাঁহার কল্যাণ-

কর নিয়মের অল্পগত থাকিলে কোন অ-
বস্থাতেই তাঁহার করুণা ও তাঁহার প্রসাদ
হইতে বঞ্চিত হই না, আমরা যদি তাঁহার
প্রদর্শিত পথে গমন করি, তাহা হইলে স-
কল অবস্থাই আমাদের মঙ্গলের কারণ
হয়। বৃদ্ধাবস্থা কেন? আমরা যে বৃত্তাকে
প্রধান অঙ্গলের হেতু মনে কবি, তাহার নাম
অবশ্যে আমাদের জন্মের শৌচিক শৃঙ্খ
হইয়া যায় এবং কলেবর কম্পিত হইয়া
উঠে, তৎসদৃশী বিবেকী ব্যক্তি সে বৃত্তাকও
মঙ্গলের কারণ জানিয়া, অগনীধরের মতিমা-
যোনা কায়েন। সুতরা সমস্ত চরমের সাধন
করিয়া সাংসারের অশেষ নিবারণ ক-
রিয়া রাখিয়াছে। সংসারে কৃত্য না ক-
বিলে যে ইহার কি পর্যন্ত অমঙ্গল উপস্থ
হইত তাহা বর্ণন করিয়া শেষ কর যাই না।
পৃথিবীতে বৃত্তা বিচরণ ম করিলে এক দিন
কীব সংগ্যা ক্রমেগত বৃত্তি হইয়া পৃথিবীকে
পরিপূর্ণ করিত। আর কোন প্রাণীই এখানে
জান গ্রাণ্ড হইত না এবং কোন জীবই উ-
পযুক্ত রূপে অন্ন পানাদি গ্রাণ্ড হইয়া স্তম্ভ
পিপাসার হুত হইতে জাণ গাইতে পারিত
না, ভূমণ্ডল হইতে অনবরত হাহাকার বনি
উথিত হইত। অসাধ্য ও উৎকট সংসার
হুত হইতে এক মুহূর্তই আমাদের পরি-
জাণ করে এবং মানাধি অনিবার্য সাং-
সারিক যন্ত্রণা হইতে মুহূর্তই আত্মদগ্নে
মুক্তি দেয়। যখন আমরা নামা কারণ ব-
শত পৃথিবীর সকল স্থানে নিরাশ হই ত
খন বৃত্তা আমাদের সাংসারকারী পরম
বন্ধ রূপ হইয়া ইহ লোক হইতে অবস্থত
করে। অতএব যে ব্যক্তি স্বার্থ রূপে স-
তার স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখে সে ব্য-
ক্তি তাহা হইতে কিছুমাত্র ভয় গ্রাণ্ড না
হইয়া তাহাকে আঞ্জাল পূর্বক আলিঙ্গন
করিতে প্রস্তুত হয় "আনন্দ্য ব্রহ্মণে বিদ্যান
ন বিভেতি কৃতশচন"।
হা অগনীশ! তুমি কোন অবস্থাকেই আ-
মাদিগের অকল্যাণকর কর নাই এবং কোন
কালেই আমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করি-
তে ত্রুটি কর নাই। সুমিত হইবার
পূর্বে তুমি যেমন আমাদের রক্ষার নিমিত্ত

মাতৃদেব মনেনে স্নেহ ও স্নেহেতে হৃৎ প্রে-
 যব করি সন্তানকে আনন্দদানের বার্তা
 উপস্থিত হইলেই তাহার পক্ষেও তৎ কালের জী-
 বন ধারণার আয়োজন আনন্দ উপায় নির্ধারিত
 হইলেই তাহার পক্ষেও তাহার কখন পিতা
 মাতা পিতৃ-পিতৃকণের নিকট হইতে বা-
 ন্দন, জাতি-পায়ণ করিয়া আনন্দদানের রক্ষা
 করে, কখন সন্তান কখন প্রকৃতি স্নেহাঙ্গন
 দিগেই নিকট হইতে হৃৎ প্রে যব আবির্ভূত
 হইয়া আনন্দদানের জীবন ধারণের হেতু
 হয়। যেমন স্নেহের বোধের প্রকাশের
 মধ্যে নৃত্য নিমিত্ত কবা কখনো স্নেহ ও আ-
 নন্দদানের রক্ষা নিমিত্ত হৃৎ প্রে যব প্র-
 কার কেশে বিকৃত করিয়া থাকিবে তাহা
 কৈ বলিব, সামান্য এখন আনন্দদানের
 ক্রমে মনোবীজ মনে করি তখনও প্রো-
 ণিত স্নেহের করণ আনন্দদানের দ্বারা
 পিতৃ মাতা দুঃখ বিচার করে এবং যে আ-
 নন্দকে তাহারা মনোবীজ মনে করি হেতু
 করে তাহা মনোবীজ হৃৎ প্রে যব আন-
 ন্দদানের মনোবীজ বন্ধ করি তাহা-
 কে মনোবীজ মনে করিয়া মনোবীজ
 মনোবীজ মনে করিয়া মনোবীজ

উপকার।

মোক্ষার্থে পরোপকার।

যেদেশীয় লোকের নৃত্য হৃৎ বিকৃত
 নৃত্য হইয়াছে এবং যে দেশের লোক
 নৃত্যার্থের নৃত্য হইয়াছে বিচার করিয়া দেখি-
 য়াছে, তাহারা ই পরোপকার সাধনকে প্রম-
 থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। জগদীশ্বর
 মনুষ্য মানবেরই মনোভূমিতে উক্ত পরম
 ধর্মের বীজ বপন করিয়াছেন এবং মনুষ্য
 মাত্রেই উক্ত মনোবীজ করিবার শক্তি
 প্রদান করিয়াছেন। কেবল যে মনোবীজ
 ব্যক্তি নির্ভরের উপকার করিতে পারে
 নহিলে হইতে হইলে উপকার হয় এবং
 মনোবীজ লোক কর্তৃক অজ্ঞানী মনুষ্য
 মনোবীজ হইতে সমর্থ হয় এমন নহে, সকল
 লোকেরই মনোবীজ কর্তৃক ও মনোবীজ
 মনোবীজ উপকার করিতে সমর্থ হয়।

ধনী যেমন ধনী ধন হারা নির্ভর করিয়া
 দারিদ্র্য হুৎ হুৎ করিতে সমর্থ হয় সেই
 রূপ নির্ভর ব্যক্তিও কখন আশ্রয় নৃত্য কো-
 শল ও কারিক বল হারা মনোবীজ অন্য প্র-
 কার কেশ অন্তরিত করিতে পারে। এই রূপ
 মনুষ্য জাতির মধ্যে পরস্পর সকলেই মন-
 সের হুৎ মোচন ও হুৎ বন্ধ করিয়া পর-
 স্পর পরস্পরের উপকার সাধন করিতে
 সমর্থ হয় এবং এই প্রকার পরস্পর উপকার
 সাধন হারা ই সমস্ত লৌকিক ব্যাপার জ-
 ন্যরূপে সম্পন্ন হইতেছে। জগদীশ্বর মা-
 নব জাতির মধ্যে কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তা-
 হা দিগের মনে পরোপকার সাধনের প্ররুতি
 প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ইহা অত্যন্ত আ-
 নন্দের বিঘ্ন যে পরোপকার যে উদ্দেশ্যে ম-
 নুষ্য জাতিতে উক্ত প্ররুতি প্রদান করিয়া-
 য়েছেন, কখন কখন অতি সামান্য বস্তু
 নিমিত্ত তাহা সম্যক সিদ্ধ হয় না এবং তা-
 হার সন্তোষিত সকল কল কলিতে পারেন।
 জগৎএব হা হাতে উল্লিখিত পরোপকার সা-
 ধন রূপ পরম ধর্মের উদ্দেশ্যেই জগৎ না হইয়া
 তাহা সম্পন্ন হইতে পারে আ-
 নন্দদানের উচিত যে আনন্দ সর্বদা তাহার
 প্রাকৃতি রাখিয়া উক্ত ধর্ম সাধন করি।
 আনন্দকে আনন্দদানের এই রূপ বোধ
 হয়, সে কোন ব্যক্তির হুৎ মোচন ও হুৎ
 বন্ধ করিতে পারিলেই তাহার উপকার
 কবা হয়, কিন্তু কেবল হুৎ মোচন ও হুৎ
 বন্ধ হইলেই সর্বদা মোক্ষের উপকার সিদ্ধ
 হয় না, প্রকৃত উহা হারা অনেক সময় অ-
 নেকের উপকার আনিবার সন্তোষনা। প্র-
 রুতি ভেদে অশেষ প্রকার মনুষ্যের অশেষ
 প্রকার প্রয়োজন উপস্থিত হয় এবং হা হারা
 যখন যে বিষয়ের প্রয়োজন হয় তাহাকে স-
 ধন সেই বিষয়ে আনুভূত্যা করিলে তাহার
 সুখোৎপত্তি হয় এবং সে আনন্দকে উপ-
 নৃত মনে করে। বিদ্যা শিক্ষা বাহার হুৎ
 প্রয়োজন তাহাকে বিদ্যা বিষয়ক কোল
 উপদেশ প্রদান করিলে সে যেমন বিশেষ
 উপকার মনে করে, মোক্ষার্থে ব্যক্তিও
 সেই রূপ আপন আনন্দবিঘ্ন বিষয়ে সন্তো-
 যিতা পাইলে উপকার হয়, কিন্তু একজন

প্রয়োজন পূরণার্থে অপ্রকৃত মোচন দ্বারা মোচের উৎকার পিত্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। রূপধর্মসম্বন্ধে প্রবৃত্তি বিশুদ্ধ মনুষ্য দিগের ব্যক্তি বিবয়ে আত্মকৃত্য করিলে তাহাদিগের উপকার হইবার পরিবার্তে বিশেষ অপকারই ঘটে। অনেক পন্থাশূন্য লোকের অর্থাভাবে সুরাত্ত্বা শাস্তি করিতে অক্ষম হইয়া বিলাসভীরি রক্তবা ভোগ করে। এবং অনেক পরদারাজিসমস্ত কামি ব্যক্তি আপনায় শক্তি অর্ভাবে স্বীয় পাগ ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে না পারিয়া মহা মনঃ পীড়ায় পীড়িত হয়। যখন কোন ক্রোধন ব্যক্তি সামান্য কারণে কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নির্যাতন করিতে না পারে বা কোন পরদ্রোহী চুরায়া পরের অনিষ্ট করিতে অসমর্থ হয় তখন তাহাদিগের সামান্য ক্রোধ উপস্থিত হয় না তৎকালে তাহাদিগের মন যে বিষম যন্ত্রণাভোগে আনীতে থাকে তাহাদিগের কার্য দ্বারাই তাহা প্রকাশ পায়। কত কোমল স্বভাব কন্যা মনুষ্য ইচ্ছামত বৈরনির্বাচন করিতে না পাইয়া মনস্তাপে জীবন ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, কত সোভী মনুষ্য আপনায় অসম্মত সোভীক। চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হইয়া ছুঃখেতে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে এবং এই প্রকার অপরাপর কুক্রিয়াক্রম কত লোকে স্বঃ প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য করিতে অক্ষম হইয়া সহস্র প্রকার বাহ্য লক্ষণ দ্বারা আন্তরিক বেদনা ব্যক্ত করে। কিছুকি সমস্ত দুঃখ রক্ত-চুরায়াদিগের দুঃখ সঙ্ঘর্ষন করিয়া অর্থ সামর্থ্যাদির দ্বারা তাহা দূর করিলে তাহাদিগের উপকার না দর্শাইয়া অর্ধে প্রকার অপকার ঘটে, তাহার সম্বন্ধ নাই। অতএব বিলাসকণ দৃষ্ট হইতেছে, যে কেবল দুঃখ মোচন ও সুখ সাধন দ্বারা লোকের হিত সাধন হয় না, কখন কখন ক্রোধ ক্রোধ প্রদান করিয়াও লোকের উপকার করিতে হয়। ক্রোধই লোকদিগকে সন্তোষ প্রদান করিয়া আপাতত তাহাদিগের হিত ক্রোধ হইতে হইতে সেই সন্তোষ প্রদানের দ্বারা উপকারের কারণ হয়। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে চুরা-

চারি ও পাণ্ডিকারি লোকে বড় কুক্রিয়াক্রমে নিবারণিত হইয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখে ভোগ করে, ততই তাহাদিগের কুস্বভাবি সকল দুরীভূত হয়। চিকিৎসক মধ্যম কোন রোগী ব্যক্তির রোগ শাস্তি উদ্দেশে তাহাকে তিক্ত বা কষায় ঔষধ সেবন করায় অথবা তাহার কোন বিকৃত অঙ্গ ছেদন করয়ে তখন সেই রোগীর যে বিশেষ যন্ত্রণা বোধ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাকে তিক্ত প্রকার আফিক ক্রোধ প্রদান না করিলে কোন ক্রমেই তাহার রোগ শাস্তি হইতে পারে না। পরম কল্যাণের পরমেশ্বরও আমাদিগকে অনেক সময় দুঃখ প্রদান করিয়া আমাদিগের অশেষ উৎকার সাধন করেন। আমরা যখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক শারীরিক ও মানসিক সৃষ্টি কোন প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করি তখন ত-নিমিত্ত আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় কিন্তু সেই যন্ত্রণা ভোগ দ্বারাষ্ট আমাদিগের বিশেষ হিত হয়। আমরা তাঁহার যে নিয়ম বেহীন করিয়া ক্রোধ প্রাপ্ত হই, সে নিয়ম পালন জনা প্রাপ্ত পণে সতর্ক থাকি, পরিণামে আর আমাদিগকে কখন সে নিয়ম ভঙ্গ হইতে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, অতএব আমাদিগের চির কল্যাণের উদ্দেশ করিয়া যদি কেহ আফিক ক্রোধ প্রদান করে, তাহাকে ক্রোধ দাতা অপকারী না মনে করিয়া পরমোপকারী বলিয়া স্বীকার করাই উচিত। চির কল্যাণের সাধনই স্বার্থ উপকার সাধন। অফিক দুঃখ সাধনের জন্য যেদ মনুষ্যের নিত্য মঙ্গলের প্রতি কোন বাবাত উপস্থিত না হয়, উপকারী ব্যক্তিকে এবিধের সর্বদা সাধন থাকা কর্তব্য।

উপকার সাধন স্থলে আর এতট বি-
ষয় বিবেচনা করা নিতান্ত কর্তব্য। প-
রোপকার সাধনার্থে পরমপিতা পরমেশ্বর
আমাদিগের মনে যে স্বাভাবিক ইচ্ছা প্র-
দান করিয়াছেন, সেই ইচ্ছাই সকল উপ-
কারের মূল। সেই নিরপেক্ষ ও নিরদ্বন্দ্ব
ভক্তকরী ইচ্ছা হইতে যে কাহারও উপস্থি-
ত হয় তাহাই স্বার্থ উপকার বলিয়া গণ্য হ-

উপকারকেই বিশিষ্ট
 ক্রমে উপকারী ব্যক্তির
 শুভ ফল হইবে উপকারকে উৎকৃষ্ট রূপে
 অর্থ প্রদান করে তাহা প্রমাণ করিবার কোন
 প্রয়োজন করে না। ইহা আমরা সর্বদাই
 প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে মনেতে সম্পূর্ণ
 রূপে হিত সাধনের ইচ্ছা হইয়া যদি কোন
 ব্যক্তি কার্য দ্বারা অতি অসম্মাত্র উপকার
 করিতে পারে তাহা হইলেও সে ব্যক্তি-
 কে পরমোপকারী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু
 যে ব্যক্তির মনেতে কিছুমাত্র উপকারের
 ইচ্ছা নাই অতশ্চাত্তাহার দ্বারা কোন
 রূপে উপকৃত হইলেন তাহাও প্রতি তা-
 ন্মন্য হিতক্রমতা ভাবের উদয় হয় না। কোন
 ব্যক্তি কোন কুখ্যাত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান ক-
 রিতে যদি তাহার অর্থে কোন প্রকারে সা-
 যান লাগে, তাহা হইলে সে অন্ন দাতাকে
 কদাপি এই কুখ্যাতের অপকারী বলিয়া গণ্য
 করা উচিত হয় না এবং কোন দয়ালু কোন
 দয়ালুদের কাহারও প্রার্থনা করিতে উদ্যত
 হইলে যদি অকস্মাৎ সেই অসম্মাত্র দ্বারা
 তাহার সর্বস্বত্ব কোন সাময়িক রো-
 গের দ্বারা হারা হইলেও সে দয়ালু
 কখন উক্ত ব্যক্তির উপকারী হইতে পারে
 না। অতএব শুভ সাধনের ইচ্ছাই যে
 উপকারের প্রাণ স্বরূপ তাহাতে আর সন্দে-
 হ নাই। উপকারী ব্যক্তির শুভ ইচ্ছা বা-
 তিরেকে যেমন উপকারের গৌরব থাকে
 না সেই রূপ উপকার সাধন বিষয়ে তাহার
 অপরা, কোন অভিসন্ধি প্রকাশ পাইলেও
 সে উপকারের সর্বাঙ্গ রক্ষা পায় না। কো-
 ন দানী লোকের প্রসন্নতা লাভের নিশ্চয়
 যদি কোন ব্যক্তি তাহার কোন হিত জনক
 কার্য করে তাহা হইলে সে দানী কখন
 তাহাকে আপন উপকারী বলিয়া মনে ক-
 রে না সে তাহাকে আপন প্রত্যাশাপন্ন সা-
 যান্য ব্যক্তি বলিয়া দীর্ঘ দৃষ্টিতেই দেখে
 এবং কোন প্রবন্ধক যদি প্রচুর অর্থ লাভের
 প্রত্যাশায় কোন কুখ্যাত পশিককে অন্ন
 গৃহে উপনীত করিয়া অন্ন পানাদি দান দ্বারা
 তাহার দুঃ পিণ্ডাদির বিক্রান্তির স্বার্থ সাধন
 করে, তাহা হইলেই বা কি উপকারে এই

র্থ লোভী প্রবন্ধককে পশিকের উপকারী
 বলা সম্ভব হয়। সে উহার শত্রু মন্যই প-
 বিগণিত হইতে পারে। এই রূপ সকল
 প্রকার স্বার্থ পরতা ও অসৎ অভিসন্ধিই
 উপকারকে নষ্ট করে। যদিও উপকার
 সাধন দ্বারা উপকারী ব্যক্তি আপন হই-
 তেই কৃতজ্ঞতা ও আশ্রয় শ্রদ্ধার রূপ দান
 প্রকার প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হয়, তথাপি উপ-
 কার সাধন কালে কখনই স্বার্থপর হওয়া
 কর্তব্য নহে, তাহার কোন কারণে পুরো-
 পকার রূপ পরম ধর্মের মর্যাদা রক্ষা পায়
 না। উপকার নয়র কার্য এবং সেই দ্বারা
 স্বার্থ পরতার সম্পূর্ণ বিপরীত বৃত্তি অত-
 এব তাহার সহিত কোন প্রকার স্বার্থ পর-
 তার যোগ থাকে তাহাকে উপকার বলিয়া
 গ্রাহ্য করা সম্ভব হয় না। স্বার্থ পরতা হওয়া
 হইয়া পরোপকার সাধন করণের জন্য জ-
 গদীন্দ্রের আশ্রয়দাতাকে নাম প্রকার উপদেশ
 প্রদান করিয়াছেন। তাহার দ্বারা প্রতি
 নিয়ত পূর্ব দিকে উদ্ভিত হইয়া সমস্ত পু-
 ণিধীতে স্বর্কীর কিরণ বিতরণ করিতেছে।
 তাহার বায়ু নিরস্তর প্রবাহিত হইয়া সকল
 জীবকে গ্রাণ দান করিতেছে এবং তাহার
 হৃদয় সমস্ত জীব মনকে প্রথর স্বর্কীর
 কিরণ সহ করিয়া ছাড়া দ্বারা আশ্রিত জ-
 নপনকে শীতল করিতেছে এবং প্রচুর কল
 পুষ্পাদি প্রসব করিয়া অসংখ্য জীবের জী-
 বিকা নির্বাহ করিতেছে। অতএব আমরা
 ও তাহার হৃদয় জীব হইয়া তাহার প্রদর্শিত
 বুদ্ধিভাঙ্গুসারেই পরোপকার সাধন করিব
 ইহাই তাহার অভিপ্রায়। উপকার সা-
 ধন বিষয়ে যেমন লোকের চির কল্যাণ
 উদ্দেশ্য করা ও সম্পূর্ণ রূপে স্বার্থ পরতা
 পরিত্যাগ পূর্বক কেবল অন্যের শুভ কল্যা-
 ণী হইয়া কার্য করা কর্তব্য, সেই রূপ
 দেশ কাল পাত্রের নিত্য বিরোধ করা
 আবশ্যক, দেশ কল্যাণের বিরোধ করা
 রিসেও কখন উপকারের রূপে কল
 মর্শে না।

বেশ কাল পরে বিতরণ করিয়া
 সাধন অর্থ ব্যয় করিলে, প্রচুর কল
 উপকার করে, তাহাকে উপকারী বলা

দুর অর্থ ব্যয় করিলেও তাহুশ ফল দর্শে না। সুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিলে তাহার যে প্রকার উপকার বোধ হয় তাহাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেও তাহুশ উপকার বোধ হয় না এবং শীতাক্ত ব্যক্তি প্রচুর সুখাদ্য উপাদেয় জবা প্রাপ্তির অপেক্ষা শীত নিবারকাম্বুবারী সামান্য মুল্য বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেই অধিক লাভ মনে করে। এই রূপ পরীক্ষাশে কোন ব্যক্তিকে গ্রীষ্ম ঋতুর ব্যবহার উপযোগী কোন উপায় প্রদান করাও নিবর্থক এবং শীত প্রধান দেশে উষ্ণ দেশের প্রয়োজনীয় কোন পদার্থ দান করাও বিফল। যে দেশে ও যে সময়ে সম্মুখের যে প্রকার প্রয়োজন উপস্থিত হয় তাকার বিবেচনা করিয়া উপকার করিলেই উপকারী ব্যক্তির কার্য্য সকল হয় এবং সে উপকারের সম্যক গৌরব রক্ষা পায়। ষাঁহাদিগের পরোপকার সাধন করিবার বিশেষ শক্তি আছে এবং ষাঁহারা উক্ত পরীক্ষাতানে সত্যত অনুরাগী আছেন, তাহাদিগের ইচ্ছা বিবেচনা করা নিতান্ত আবশ্যিক যে কি প্রকারে অর্থ ব্যয় করিলে তাহারা লোকের বিশেষ কল্যাণ উদ্ভব হইতে পারে। এই বিবেচনাই উপকারকে সফল করিবার প্রধান কারণ। পরহিত সাধনে অনেক ব্যক্তির শক্তি ও প্রযুক্তি সত্ত্বেও কেবল এক বিবেচনার জুষ্টি জন্য সংসারের সত্ত্বাবিত মঙ্গল হইতে পারে না। লোকের উপকার সাধন উদ্দেশ্য করিয়া অনেক সক্রম ব্যক্তি অনেক সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় ও বখেই কারিক জম স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তন্মধ্যে অনেকের বিবেচনার জুষ্টিতে সর্বদা তাহাদিগের উদ্দেশ্য দৃষ্টি হয় না। উপকার উদ্দেশ্যে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার মধ্যে অনেক সময় অনেক অর্থ নিবর্থক নষ্ট হয়। অনেক উপকার শীল ধনাত্ম ব্যক্তি চুঃখি লোকের দ্বাৰা হরণ উদ্দেশ্য করিয়া কোন কোর্ক সময় সমর্থিক অর্থ ব্যয় পূর্ণক এক স্থানে বহু লোক সমারোহ করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া থাকেন এবং কেহ কেহ কোন ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে বহু সংখ্যক দরিদ্র লোককে বি-

ক্রিয় করিয়া অর্থ দান করিয়া থাকেন। এই রূপ ছুরি ভোজন ও দানাদি ব্যাপারে ধনী দিগের এক এক ব্যক্তির প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, কিন্তু তাহারা যে সকল চুঃখি দিগের দারিদ্র্য চুঃখ দূর করণার্থে এত অর্থ ব্যয় করেন তাহাদিগের কিছু মাত্র চুঃখ দূর হয় না, তাহারা যেমন নিম্ন তেমনই থাকে অধিকন্তু কখন কখন উক্ত প্রকার দানাদির আভ্যুতরে কোন কোন অন্নো চুঃখি লোকের অনেক অপকার ঘটে। অন্যথায় যে এদেশে কোন কোন ধনবান ব্যক্তির পিতা মাতার আদ্য প্রাজ্ঞেতে কাঙ্গালী ভোজন ও কাঙ্গালী বিদায় উপলক্ষে শত সহস্র মুদ্রারও অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন ধনবান কাঙ্গালিদিগের সৌজন্যার্থে বাঙ্গলা দেশেই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিপণি ও বটাদির বহু মূল্য সোণাদ্রব্য লুট দিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগের সে অর্থব্যয়াদি দ্বারা এদেশীয় দরিদ্র লোকের কিছু মাত্র উপকার দর্শে নাট করং এ সমস্ত ক্রিয়া সমাধায়ে অনেক ধনবান দরিদ্র লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে তাহারা উজ্জ্বলিত প্রকারে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাকার বিবেচনা পূর্ণক প্রকরণে ব্যয় করিলে এদেশীয় দরিদ্র লোকের বিশেষ উপকার দর্শিত, সন্দেহ নাহ, ও কাল পর্যান্ত এদেশে প্রাজ্ঞাদি ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে কাঙ্গালী বিদায় পক্ষে যে অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে এবং অশাণ্ড হইতেছে যদি সেই সমস্ত অর্থ দ্বারা এদেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরে ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামে সফল সাধারণের জন্য নানা প্রকার ভোজন বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্রাদি শিক্ষা উপযোগী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে এদেশীয় অক্ষম ও নিম্ন লোক দিগের সম্মান পণ সেই সমস্ত বিদ্যালয় হইতে বহু প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া সমস্যানে আপনাদিগের প্রয়োজনীয় দ্বিত্য জীবিকা লাভ করিতে সমর্থ হইত এবং সর্ব প্রকার অজ্ঞান রাশি নষ্ট করিয়া মনুষ্য জাতকে সার্থক করিতে পারিত, অথবা এ সকল অর্থ যদি চুঃখি লোক দিগের স্ত্রী সন্তানের জন্য এক স্থানে

সকল ব্যক্তিই কি তৎক্ষণাৎ কোন সাধারণ
 বস্তুকেই পাইয়া পাবিবে হইতে পারে হইতে
 পারে না। অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা তাহা বুদ্ধিসম্মত
 ব্যক্তিগণের মনোব্যবহৃত পদের সা-
 ম্যানে উপযুক্ত রূপে শিক্ষিত ও প্রতিপালিত
 হইতে পারিবে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি
 যে এদেশে অধিকাংশ মনুষ্য নতুন অস-
 বিদ্যার দ্বারা বঞ্চিত এবং বিদ্যা শিক্ষার
 উপায় ব্যয় করিতে অশক্ত হওয়া
 তে যখনই পক্ষে অস্বীকার করিতে পা-
 রিতেছে না, তখন সামান্য কারণে উহারা
 চিরদিন পরিত্যক্ত কালব্যাপন করিয়া
 মনুষ্য জগতের উৎকৃষ্ট যুগে বঞ্চিত হইয়া
 রহিয়াছে। উহারা যদি উপযুক্ত রূপে অ-
 বদ্বিধ্যানের ও বিদ্যা সাধনের ব্যায়ামকলা
 ব্যয় করিত তাহা হইলে এক দিনে উহারা
 ব্যয়িত কলা হইতে পরিত্যক্ত করিয়া স্ব-
 ক্রমে পালন স্বাধীন রূপে আপনাদিগের
 কল্যাণের নিরীক্ষা করিতে পারিত, আর
 উচ্চশিক্ষার অধিক জন সাংখ্যিক হইতে
 হইত না। বাহ্যিক খলের জন্য বোধিগণের
 হাতে পক্ষে অসম করিতে হইত না এবং
 জ্ঞানসাধনে বহু প্রকারে সাহায্য করি-
 তেই হইত না। এক্ষণে এক দিনে অনেক
 ক্রীমিলাভ হইতে পারিত। অতএব বি-
 জ্ঞান দুই হইতেছে, যে বিবেচনা পূর্বক
 ব্যয় করিতে না পারিলে প্রচুর অর্থাদি দান
 দ্বারাও কখন লোকের উপকারে পূঙ্ক হয়
 না। কিন্তু এদেশে অত্যাধিক উক্ত প্রকার
 বিবেচনার কিছু মাত্র চিহ্ন দৃষ্টি হয় না, অ-
 দ্বৈত প্রবর্তী অধিকাংশ ধনবান ব্যক্তি পু-
 রোক্ত প্রকার ভূরি ভোগাদি অনর্থক ব্যা-
 পারে অর্থ ব্যয় করিতে রত রহিয়াছেন।
 তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন যে উক্ত প্র-
 কার অর্থ ব্যয় করিলে লোকের কিছু মাত্র
 উপকার হইবে না এবং তদ্বারা অনেক অ-
 ধিক সন্তান উদ্ভাষি তাঁহারা দেশ বা-
 পক রূপে দুঃস্থেরা পাশ ছেলন করিয়া উক্ত
 প্রকারে অর্থাদি নষ্ট করিতে বিরত হই-
 তে সক্ষম হইবেন না। তাঁহারা কোন বিদ্যা-
 লয় স্থাপন বা কোন গ্রন্থালয়, চিকিৎ-
 সালয় প্রতিষ্ঠা সাধারণ উপকার বিষয়ে

সামান্য অর্থ ব্যয় করিতে অস্বীকার করেন,
 কিন্তু কোন প্রাচীনি উপকারে উল্লিখিত
 রূপে অনর্থক ব্যাপারে অকাতরে প্রচুর
 অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা
 গের একপ দেশ ব্যবসায়ের দান হই-
 যা উক্ত প্রকারে অর্থ নষ্ট করা কোন ক-
 মেই উচিত হয় না, তাঁহারা আপনাদিগের
 বুদ্ধি দ্বারা উপকারের স্বার্থ নষ্ট বিবেচনা
 করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই তাঁহাদিগের
 আপনা হইতে বোধ জন্মিবেক।

যে পথে অর্থ ব্যয় করিলে দুঃখী লো-
 কের দুঃখের মূহ এক কালে উন্মুক্ত হ-
 ইতে পারে উপকারী ব্যক্তির সেই পথেই
 অর্থ ব্যয় করিয়া পরোপকার সাধন করা
 উচিত। মানব জাতির মহৎ কল্যাণ সাধন
 উদ্দেশ্যেই জগৎব্যপ্ত তাহাদিগকে পরোপ-
 কার করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি প্রদান ক-
 রিয়াছেন। অতএব যাহাতে সেই পরম
 শিষ্টা পবনস্বরের পরমোদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়
 তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের কর্তব্য
 করা উচিত। উপকার করিতে যেন কদা-
 পি মনুষ্যের অপকার না ঘটে, কোন আশু-
 হৃদের জন্য যেন কখন কোন লোকের নি-
 ত্য কল্যাণের প্রতি বাধা না জন্মে, যেন প-
 রোপকার সাধন রূপ পরম ধর্মের সহিত ক-
 দাপি কোন স্বার্থ পরতা সংযুক্ত হইয়া তা-
 হার গৌরবকে নষ্ট না করে এবং কষ্ট ও ক-
 র্কশ ব্যক্তিগণেরা শুষ্ক ও বিরত কার্য দ্বারা
 যেন কখন সাধন উপকারের অমৃতত্ব নষ্ট
 না হয়। উপকার সাধন হলে এই রূপ
 কতিপয় নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত
 কর্তব্য। মনুষ্য স্বার্থ পরতা মনুষ্য হইয়া
 উপকার করিলে উপকারের গৌরব বৃদ্ধি
 হয়, অথচ মনুষ্যেরও উপকার সাধন বি-
 কল হয় না, তাহার কল তাহার সঙ্গে ল-
 ক্ষেই উপস্থিত হয়। স্বার্থ রূপে উপকার
 করিলেই উপকারী ব্যক্তির স্বার্থ বহুতে
 রূত জতা আপনাই হইতে উদ্ভাষ করিয়া উপ-
 কারী ব্যক্তিকে অসঙ্গিন্য করে। তাহা
 করুণাকর জগৎব্যপ্ত উপকার সাধন রূপে
 অশুভ কালে পরম সত্যের মূল্য হইবে
 অশুভ কালে অশুভ কালে তাহা হইবে

স্বাধীন আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি জাতিবিশেষের নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর এই উপকার রূপে স্বাধীনতাকে রোপণ করে সে উচ্চারণ প্রসাদে অস্বস্তি সেই অস্বস্তি কল জোগ করে।

করে কর হইয়া যায়, সেই রূপ আলোকেরও আভিভাষ্য ও অস্পষ্টতা দ্বারা উচ্চারণের ভেদের হানি হইয়া ক্রমে নশ হয়। পশ্চিমদেশ বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে কেবল উপযুক্ত রূপ উচ্চারণ নিধান দ্বারা উদ্ভিদ পরিবার সর্ভীক থাকিতে পারে না। যে স্থান এক কালে অঙ্গকার ময় দেখানো কোন কোন উচ্চারণ বিধান করিতে পারিলেও কদাচিৎ সে স্থানে পক্ষাদি লক্ষ্য না। আলোক সীম অঙ্গকারময় হইলে সর্ভীক জন্তর শরীরে প্রকৃতভাষ্য হইতে না। উচ্চারণেরও শরীরিক প্রকৃতি ক্রমে দুর্বিত হইয়া নাশের হেতু হয়। বি. প. ১৩: সর্ভীক জন্তর শরীরে যথা উপযুক্ত প্রকৃতি না লাগিলে তাহা দিগের সীম স্বাধীন হইতে না মাথা হইয়া যায়। সর্ভীক জন্তর শরীরে যথা উপযুক্ত প্রকৃতি দ্বারা অনেক প্রকৃতি বিবর্ত হইয়া যথা বি-
হাছে।

বিজ্ঞানবক্তা।

জন্মতিথি

১-১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ১২ নবম্বর দিবসে বরলিন নগরস্থ পশ্চিমতীর ত্রুস্ট নাগেব কর্তৃক একটি ধুমকেতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত ধুমকেতু দেখিতে বড় উজ্জ্বল নহে। উহার আকার শুক্রবর্ণ মেঘের মায়। মাসিরিকার অন্তর্ভুক্তী নেনটকেট নামক উপগ্রহ হইতে উইলিয়াম মিচেল নাগেব পিতা উত্তরবর দিবসে আর একটি ধুমকেতু আবিষ্কৃত হইবার বিয়ম অনুমান করেন। উক্ত পত্রিক বাক্য করেন যে ১১ ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৮ ঘটীর সময় উল্লিখিত ধুমকেতু পুরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্ট হয়।

২-১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ১২ নবম্বর দিবসে চেন্নাই নগরস্থ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চে-
ব-ন-ন-নাগেব দুইটি এই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার উক্ত পণ্ডিত বর্তমান খ্রী-
স্টাব্দ ১২ নবম্বর দিবসে যে এক-
টিকে প্রকাশ করেন, তাহার আকার বড়
উজ্জ্বল নহে এবং ৮ ফেব্রুয়ারি দিবসে যে-
টিকে আবিষ্কৃত করেন, সে এতদ্বি দেখিতে
উহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল। পেরিস
নগরস্থ প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে উক্ত এক যন্ত্রের
আবিষ্কৃত্য বিষয়ক পত্রাচ উপস্থিত হওয়া-
তে তাহার প্রকৃতি নিবারণের সাহেব কহি-
য়াছেন, যে উক্ত ও বৃহস্পতি গ্রহের ম-
ধ্যবর্তী পথে অনেকগুলি ছোট ছোট এই
বিদ্যালয়ে আছে। আগামী ৩০ খ্রীস্টাব্দের ম-
ধ্যে আর একশত এই প্রকাশিত হইবার
সম্ভাব্য হইবে।

পদার্থবিদ্যা

পদার্থবিদ্যার পণ্ডিতগণ প্রমাণ
করিয়াছেন, যে বৃক্ক, লতা, ও উদ্ভিদে
কর্তৃক উদ্ভিদে পদার্থ যেমন উচ্চারণে পা-
তিয়া যায় তদ্রূপ এক হইয়া যায় এই পদ-
ার্থবিদ্যা পণ্ডিত হইলে বলিতে হইবে।

ভূতত্ত্ববিদ্যা

১-আমিরিকার পশ্চিমপার্শ্ব কেমিক
রনিয়া প্রদেশে সম্প্রতি এক তমামক ভূমি
রূপে হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ট্রাম নাগেব
বাক্য করেন, যে ১৫ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ন
৫ ঘটীর পর উক্ত ভূমিরূপে আরও দুই
যদি একাধারে যোগ করিলে তমামক
তরঙ্গিত ভাবে আন্দোলিত হইবে। এ
কখন উক্ত ভূমিরূপে পশ্চিম উচ্চারণের
প্রকাশিত হইয়াছিল। ই উচ্চারণের
সাধারণ প্রবল বেগে বৃহস্পতি গ্রহের
এ বাক্য প্রকৃতি যথেষ্ট কঠিন ও বক্রময়
বৃহৎ বৃহৎ হইয়াছে। এক স্থান হইলেও
মাত্রের উপনীত হইয়াছিল। এ
অপরাপর অনেক ক্রমাবিধ প্রকৃতি যোগ
স্পষ্ট হইয়াছিল। উল্লিখিত কোন
নিয়া প্রদেশের কোন কোন স্থানে উক্ত
ভূমিরূপের উচ্চারণে পদার্থ বিদ্যা
বিদ্যেয় পদার্থ হইতে একেবারে বাহ্যে
উচ্চারণ হইয়াছিল। ডাক্তার ট্রাম
বাক্য করিয়াছেন যে উক্ত প্রদেশে বর্তমান
এই রূপ তমামক ভূমিরূপে উপস্থিত হয়।
২-ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ন ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত
এক পদার্থবিদ্যের মধ্যে পদার্থের ভূমিরূপ
হইল এবং হইতে পুরোধ উক্ত প্রদেশে

নগরকার নগরকার ভয়ংকর ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছিল।

প্রাচীন বিদ্যা

ঐতিহাসিক ভাষায় রসায়নবিদ্যা নামে বিখ্যাত সজ্জাতি এক প্রকার স্তম্ভাকার ঘন পদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। দেশীয় ভাষায় 'স্বপ্নান' নামে এক প্রকার চীনা দেশে এক প্রকার স্তম্ভাকার ঘন পদার্থ প্রকাশ করেন। ইংলিশ ভাষায় 'ক্যাংক্রিট' নামে উক্ত পদার্থের নাম রাখা হইতে পারে। ইংলিশ ভাষায় 'ক্যাংক্রিট' নামে উক্ত পদার্থের নাম রাখা হইতে পারে।

উক্ত পদার্থের নাম রাখা হইতে পারে। উক্ত পদার্থের নাম রাখা হইতে পারে।

এক ভাষায় 'স্বপ্নান' নামে উক্ত পদার্থের নাম রাখা হইতে পারে। উক্ত পদার্থের নাম রাখা হইতে পারে।

প্রাচীন বিদ্যা

ঐতিহাসিক ভাষায় রসায়নবিদ্যা নামে বিখ্যাত সজ্জাতি এক প্রকার স্তম্ভাকার ঘন পদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। দেশীয় ভাষায় 'স্বপ্নান' নামে এক প্রকার স্তম্ভাকার ঘন পদার্থ প্রকাশ করেন। ইংলিশ ভাষায় 'ক্যাংক্রিট' নামে উক্ত পদার্থের নাম রাখা হইতে পারে।

প্রাচীন বিদ্যা

ঐতিহাসিক ভাষায় রসায়নবিদ্যা নামে বিখ্যাত সজ্জাতি এক প্রকার স্তম্ভাকার ঘন পদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। দেশীয় ভাষায় 'স্বপ্নান' নামে এক প্রকার স্তম্ভাকার ঘন পদার্থ প্রকাশ করেন। ইংলিশ ভাষায় 'ক্যাংক্রিট' নামে উক্ত পদার্থের নাম রাখা হইতে পারে।

নিজের লৌহ বর্ম চালিত হইবে এবং উক্ত বর্ম
পাথের দুই খিলানের নিম্ন দিক দিয়া না
মাল্য বাহন বাহন ও নিত্য বাসারিতেও শকট
দ্বি-পদার্থগণন করিবার পথ প্রস্তুত হইবে।
এ প্রস্তুত পথ প্রস্তুত হইলে কেবল যে
উল্লিখিত মণী মদীর উত্তর স্তীরস্থ পিতল
পুত্ৰ ও সর্কেনহেত নগরের উপকার হইবে
এমন নহে উহারাই ইংলণ্ডের অনেক স্থা-
নের কাষ্য করিতে পারিবে। উক্ত মণী
তদন্ত পথ দীর্ঘ প্রায় এক ফ্রেঞ্চ পরীক্ষ
প্রসারিত হইবে এবং প্রায় পাথের তিন
চাণ জলের মধ্যে মা ধাকিবে। ইতি
পূর্বে সমুদ্র মধ্যে দিয়া কেবল হইতে জে-
বর নগর পর্যন্ত যে সহ্যদ প্রসার হইয়া
প্রসার হইয়াছিল, তাহারই পরিবর্তে সম্প্রতি
উক্ত মণী তদন্ত পথ প্রস্তুত হইতেছে।

২।—একদেপে এদেশের অনেক ঘনি লো-
কে কর্মনি দেশীর ক্রমিয় রৌপ্যের বাসন
ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু
ব্যবহার সোবে তাহা অতি সীমিত বিধ
হইয়া যায়। সম্প্রতি উক্ত রৌপ্যের বা-
সমাধি সর্বদা পরিষ্কার রাখিবার এক উপ-
ায় প্রকাশ পাইয়াছে। এক জন সাহেব
বিপন্ন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে
উক্ত প্রকার তৈরীসাদি বীৰ কাল অব্যবহার্য
না রাখিয়া সীতল জলে মৎকিঞ্চিৎ রাখান
মিষ্টিক করিয়া তখনো মধো মধো যেত
করিলে বিলক্ষণ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল থাকে।
যদি অকথাৎ কথাপি কোন তৈরীসে কি-
ঞ্চিৎ রাখ পড়ে তাহা হইলে উহারে জলে
মিষ্ট করিয়া কিঞ্চিৎ স্রবণ দ্বারা মাজিলে
পর তৎক্ষণাৎ উহার বস উঠিয়া যায় এবং
উহা পূর্বের ন্যায় পরিষ্কার হয়।

ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক ব্রাহ্মসভ্য

৩০ জুলাই ১৯১৮ শক
ত্রিপুরা ব্রাহ্মসভ্য দুই বৎসর
কাল জীবিত থাকিয়া অসুস্থ হইয়া অনেক
কষ্ট হইলেন। গত দুই বৎসর কাল মধ্যে
সেবার কাষ্ঠ যে নিষ্কিয়ে সম্পন্ন হইয়া
হইয়াছে তাহা হইয়াছে ইহাই উক্ত

বিগের মত লক্ষ্যের বিচার। কিন্তু
গত বৎসরে যে সকল বিপদ উপস্থিত হ-
ইয়াছিল তাহারা এক কালে একই বো-
ধের যে সত্যের কার্যের প্রতি অনেক সাক্ষি
কর হইবেক এবং অনেক কষ্টে ও উ-
দ্যম তত্ত্ব হইয়াছিল। কিন্তু তদবিশি-
য়ের রূপের সমস্ত কাঁচা এবং বিচারের কল-
প স্থগিত থাকে নাই। বরঞ্চ প্রত্যেক পু-
ত্রিকের সহিত অগ্নীসুবেক উপাসনা স্মি-
ক মনোবোধী হইয়াছিলেন। এই প্রকৃত
মর্শা বিধৌ পাশাপাশী একদা একই প্রকৃ-
তিগোলা উপস্থিত কাঁচা জনর। কেবল
যে, যে সকল ব্যক্তি ত্রিপুরা ব্রাহ্মসভ্য
অধিষ্ঠান পূর্বক জগদীশ্বরের উপাসনা ক-
রিবেন তাহাদিগকে বিষ্ণু মনোবোধে
অধিকৃত করা হইবেক। অন্য কৃষ্ণ শব্দে
মনোকৈই উচিত হইলেন এবং যেরূপ সোম
ব্রাহ্মসভ্য সত্য উপস্থিত হইতে কাঁচা
কিনেন। ত্রিপুরা ব্রাহ্মসভ্য সত্য
বারা একই মতের কার্যের পরিষ্কার, মতের
এক সমাজ সংস্থাপনের প্রথা। কার্যের
হাবি ছুটীকাক পৌত্তালিকা ব্রাহ্মসভ্য
গের সম্প্রতিসময় একীকরণ প্রকৃষ্ণ মনো
সজ্ঞা কর, তাহার এই মত উপস্থিত হই-
বে ত্রিপুরা ব্রাহ্মসভ্যের উচিত একই
কিঞ্চিৎ আশে। এই প্রকৃত পাশাপাশী
উঠিয়াছে। ব্রাহ্মসভ্যের উচিত কিঞ্চিৎ
ইতেছে ব্রাহ্মসভ্যের উচিত কিঞ্চিৎ
তোমার প্রকৃষ্ণ মনোবোধে
শুন যায় মতের উচিত মনোবোধ
চরও হই। মনোবোধে মনোবোধ
মহাশক্তি অবকাশে মনোবোধে প-
তিত হইলেন। মনোবোধে মনোবোধে
পুরাণে মনোবোধে মনোবোধে
অনেকই বিবর্তিত প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং
মনোবোধে মনোবোধে মনোবোধে
নাশাপাশীকরণের ও ব্রাহ্মসভ্যের উপাসনা
অন্য কার্যেরও প্রতি করা না, তাহা বিচার
হিয়ারে আর কেবল মনোবোধে। এক
ত্রিপুরা ব্রাহ্মসভ্যের মনোবোধে মনোবোধে
ত্রিপুরা ব্রাহ্মসভ্যের মনোবোধে মনোবোধে
মনোবোধে মনোবোধে মনোবোধে
মনোবোধে মনোবোধে মনোবোধে

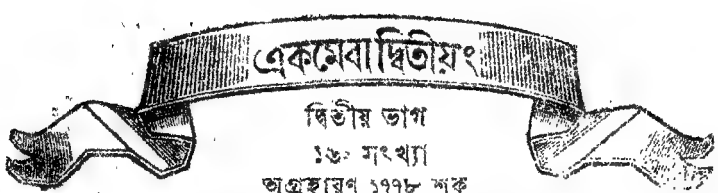
Published by the Editors, at the Press of the Proprietors, 10, Upper Circular Road, Singapore.

স্বদেশপ্রেমের পথে জীবনযাত্রাকে যথাযথ পরি-
ষ্কার করার লক্ষ্যে আমাদের উচ্চমস্তিষ্ক
কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ধর্মের রূপান্তর ঘটিয়া
গিয়াছে। জীবনযাত্রায় ভূমি পরিষ্কার
করাই আমাদের প্রধান বিধান। সকল দ্রব্যই
স্বাভাৱিকভাবেই নষ্ট, কিন্তু যে সকল বিধান
মস্তিষ্ক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তাদের অক্ষয়
কর্তৃক আমরা স্থায়ী করিয়া তৈয়ারি মাটী
দেশকে স্থায়ী করিয়াছি। জীবনযাত্রা
এই বিধান রূপান্তর প্রসারিত করিয়া উপায়
নির্মিত করিয়া সর্বদা অক্ষয় তৈয়াশক্তি
নির্ভর করিয়া চলিতে পারি। ঈশ্বরই
এই ভূমি পরিষ্কারের জন্য আমাদের
দায়িত্ব প্রদান করিতে উৎসাহ করিয়া
ছিলেন। ঈশ্বরই আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা
তৈয়ারি করিতে উৎসাহ করিয়াছেন এবং
আমাদের জীবনযাত্রা পরিষ্কারের জন্য
আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপায়
নির্ভর করিয়া প্রদান করিতে পারিয়াছেন।
আমাদের জীবনযাত্রা পরিষ্কারের জন্য
আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপায়
নির্ভর করিয়া প্রদান করিতে পারিয়াছেন।

যুগের স্বস্বীয় হিয়াই সেবন করিয়া সকল
ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের
স্বস্বীয় হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয়
হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই।
সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই। সকল
ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের
স্বস্বীয় হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয়
হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই।
সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই। সকল
ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের
স্বস্বীয় হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয়
হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই।
সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই। সকল
ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের
স্বস্বীয় হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয়
হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই।
সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই। সকল
ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের
স্বস্বীয় হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয়
হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই।
সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই। সকল
ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের
স্বস্বীয় হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয়
হিয়াই। সকল ক্ষেত্রের স্বস্বীয় হিয়াই।

উৎসাহবোধিত।
বিজ্ঞাপন
বহু বিবাহ নিষেধক প্রস্তাব
প্রথমসংখ্যা
বহু শত্রু প্রণীত বহুগুণ প্রারম্ভিক
ভিত্তি। বহু বিবাহ নিষেধক প্রস্তাব
সংখ্যায়।
এই সংখ্যায় ডাক্তার প্রকাশিত হইবে।
বাহার প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়
পার্থ প্রেরিত আছে। বাহার প্রকাশনা করবে
মোক কিয়। সংখ্যায় প্রেরণ করিলে বিক্রয়
হুগে প্রাপ্ত হইবে।

সংখ্যায় বহু বিবাহ নিষেধক প্রস্তাব প্রকাশিত হইবে।



একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ

১৩০ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৭৭৮ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

হরেন্দ্র কান্ত্য জ্ঞানচন্দ্র শিল্প মন্ত্রণা বিহবৎকালেকমেবাদ্বিতীয়ং গাজপাটপত্রিকা নিয়ন্ত্রকালয়
১২২ মঙ্গলকিষ্কর পুং, পুর্বাচি

পশ্চিম প্রান্তস্থিতা প্রিন্টার্স হাউসে প্রকাশিত হইবে।

ঈশ্বরের সহায়!

রুক্ষাংগ।

জগদীশ্বর তাঁর মন্ত্রকে জয় স্থিতি ও
 নন্দ এই তিরুমান্তার অধীন করিয়াছেন,
 তাঁহার কন্যাধিকার প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে
 মীন সকল উৎপন্ন হইয়া ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত
 হয় এবং তাঁহারই নিয়মানুসারে তাহার
 মিনের আবার কালেতে হ্রাস হইতে থাকে।
 বৃক্ষ, গাভী, ভূগ, গীলু, কীট, পতঙ্গ, পশু,
 পক্ষী, প্রভৃতি সমস্ত শরীরী পদার্থই তাঁ-
 হার প্রণীত এই নিয়মের অধীন। ওষধি ও
 বনস্পতি প্রভৃতি উদ্ভিদ পদার্থ যেমন বীজ
 পত্র হইতে অঙ্কুরিত হইয়া পূর্ণাবস্থায় পরি-
 পত হইলে পর ক্রমে শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া হ্রাস
 হইতে আরম্ভ করে, মনুষ্যাদি জীব শরীর-
 ও সেই রূপ গর্তাবস্থা পরিচ্যাগ করিয়া
 ক্রমে বৌবদ্যবস্থার নির্দিষ্ট সীমায় উপনীত
 হইলে পর দিনে দিনে অরোগ্য হইতে থাকে।
 অন্ন, বায়ু, ও তেজ, প্রভৃতি যে সকল
 ভৌতিক পদার্থ দ্বারা এক সময় মনুষ্যা-
 শরীর দ্বিগুণিত ও বলিত হইয়া ব-
 স্কিত হয়, সময়ান্তরে সেই সমস্ত পদার্থই
 আবার মর্দিষ্ট দেহের ক্ষয়ের কারণ হয়।
 যদিও কোন কোন মনুষ্য যথাবিধি আ-
 হার বিভ্রাট বিদ্যমান করিয়া হুচাক ক-
 পেশ শারীরিক দীর্ঘম পালন পূর্বক অপেক্ষা-

কৃত সীমা করে, পরোপকৃত বস্তু প্রত্যক্ষ
 বস্তায় রক্ষ করিয়াই সমর্থ হয়, কিন্তু আত্ম-
 বা প্রসঙ্গী দেখিলে যে যে জীবের জীবিত
 স্থাপনা জগদীশ্বরের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম।
 শরীর স্বাস ও শরীর বিধান বিদ্যা বিশা-
 রদ পণ্ডিত গণ ব্যৱস্থাবে পরীক্ষা করিয়া
 বিয়াছেন, যে মানব দেহের রাক্ষব বস্তুই
 তাহার ক্ষয়ের কারণের উৎপত্তি হয়।
 বৌবদ্যবস্থার নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম হইলে
 পর মনুষ্যাশরীর আত্ম এক পক্ষ সমর্থ ক-
 রে, তখন মিত্য নিয়মিত অঙ্গ পালন দ্বারা
 অস্থি সকল যত আধিক হয় তত তাই নি-
 যমাত্মিক কঠিন হইয়া যত্নে অঙ্গ ও
 অকমাণ্য হইতে থাকে। কঠিন নান্য ও
 হান্তরিত শিলা ও সংস্পর্শেই সকলকে
 দিনে দিনে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, শিলা সকল
 ক্রমে অধিক পুরু ও কঠিন পড়ায় তাহা
 মধ্যস্থিয়া শোণিতাঙ্গি দেব মনুষ্য সকল মত-
 কে মঞ্চালিক হইতে পারে না। মনুষ্যের
 সকল এত কঠিন হয়, যে তাহা নিয়মে
 লন কিরা সমাধা হওয়া কঠিন হইয়া উঠে,
 শরীরস্থ সন্তান আত্ম সক্ষি ক্রমে যে বৈ-
 লম্ব পদার্থ বিদ্যমান থাকতে দেহনা-
 বস্থায় অস্থি এত সকল মঞ্চালন দ্বারা
 মাদিগের পক্ষে সমর্থ থাকে, কাল ক্রমে
 পদার্থের পরিমাণ অল্প হইয়া যায় এবং
 তাহা এত ঘন হইয়া উঠে যে কঠিন আয়

কোমর ক্রমশঃ লক্ষ্যমান কিয়ৎ সম্পন্ন হয় না। এই কালে সর্বাঙ্গের মধ্যে অংশই কালেতে ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উপস্থিত হয় ও মনুষ্যের চরিত্রের উন্নতি এবং বার্ককা ও আত্মিক দক্ষতা উপস্থিত হয়। জীব মাত্রে কে-
 যোগ্যতা মনুষ্য হইতে বহু, সুতরাং মনুষ্য-
 কালেতে ক্রমশঃ পুরা মরণক্রম হয়।
 পশু কল্পনাকর পরমেশ্বর যে কি মহৎ
 কল্পনার উদ্দেশ্যে মানব জাতিতে অল্প
 সময় না করিয়া এতাদৃশ বার্ককাতির অ-
 ধীন করিয়াছেন যদিও আমরা তাহা স-
 ম্পূর্ণরূপে জ্ঞানযোগ্য করিতে সক্ষম না
 হই, কিন্তু তিনি যে রূপ আশ্রমণা নিয়মে
 মনুষ্যকে দাড়াই যৌনমতি অবস্থা জয়ের অ-
 ধীন করিয়াছেন তাহার মধ্যে আমরা তাঁ-
 হার অনুগ্রহ পোষণ দেখিতে পাই এবং
 মানব যৌবন ও বার্ককা সকল অবস্থাতেই
 তাঁহার কল্যাণ সন্দর্শন করি।

এই জামরা প্রত্যেক দেখিতেছি, যে বৃ-
 দ্ধ বয়সে মনুষ্য আপনার দেহ রক্ষা ও জী-
 বন্য নিরীক্য করিতে নিত্য অনশ্রু হয়,
 যৌবনবয়সে যে ব্যক্তি স্বোপার্জন দ্বারা
 সহস্র জনকে ভরণ পোষণ করে, বৃদ্ধাব-
 স্তায় আপনার উদর পূজি করাও তাহার
 পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু করুণা-
 কর জগদীশ্বর এক্ষণ নিরুপায় বৃদ্ধাবস্থারও
 উপায় নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যে ব্য-
 ক্তি কাল্য কাল ও যৌবন কালে সূচারুভাবে
 জগদীশ্বরের নিয়মানুগ হইয়া কার্য করে,
 বৃদ্ধাবস্থায় তাহাকে কিছুমাত্র কষ্ট ভোগ
 করিতে হয় না। বাল্য ও যৌবন বিদ্যা ও
 ধন্যদি উপার্জনের কাল। যে ব্যক্তি বাল্য-
 বস্থায় বিনোদ্যাপন করিয়া বাবে যৌবন
 ধন সঞ্চয় করে, অশ্রু বৃদ্ধ কালে তাহার
 ক্রম ভোগ করিবার সত্তাবনা নাই। বৃ-
 দ্ধাবস্থায় মনুষ্য যেমন আপনার নিত্য প্র-
 যোজন সিদ্ধ করণে অশ্রু হয়, বাল্য ও
 যৌবনের উপার্জিত জ্ঞান ধনাদি ভেদনি
 তাহার সহায় হইয়া তৎকালে তাহাকে
 সর্বতোভাবে রক্ষা করে। বিশেষতঃ সর্বা-
 ধীন শিশু বয়সের রক্ষার জন্য জগদীশ্বর
 মনুষ্যের মনে যেমন আশ্রমণা বাৎসর্য তা-

বের স্বজন করিয়াছেন, সেই রূপ উপায়
 রহিত বৃদ্ধ ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্যও ক-
 রুণানিধান বিদ্যপিতা সর্বা সোমো ভক্তি ও
 কৃতজ্ঞতা ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভক্তিও
 কৃতজ্ঞতা তাব সেকি প্রকার করিয়া করুণা-
 ক্ত উপায় রহিত অতীত বয়স বৃদ্ধ লোক
 দিনকে রক্ষা করে তাহার এক একটি উদা-
 হরণ শুনিতে অবাধ হইতে হয়। কত স্থা-
 নে কত সন্তান আপনার জীবনের আশা প-
 রিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে আশ্রয়
 বিদগ্ধ হইতে উদ্ধার করিয়াছে এবং কত স-
 ত্তান প্রধাত ভক্তি ভাবে আশ্রয় হইয়া ন-
 গরে নগর ও গ্রামে গ্রামে পর্যটন পূর্বক
 তিফারি আহার করিয়া আপনার উদরকে
 বঞ্চনা করিয়াও জরপ্রাপ্ত পিতা মাতার
 ভরণ পোষণ করে। জগদীশ্বরদত্ত স্বাভা-
 বিক ভক্তি ভাবের এই রূপ সহস্র সহস্র
 অসাধারণ উদাহরণ সন্দর্শন করিয়া গ্রন্থ কা-
 যেরে কুল পাবন সহ পুত্রকে বৃদ্ধ পিতা মা-
 তার যতি স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। করুণা
 নিধান বিশ্ব পিতার এমন অদ্ভুত কোমল
 যে যে ব্যক্তি যৌবনবয়সে উদার প্রতি-
 ত্তিঃ নিয়মের প্রতি দুষ্টি পাত্ত করিয়া বলা
 বিধি দার পরিগ্রহ করে এবং নিয়মিত রূ-
 পে আপনার সন্তানদিগকে লাগন পালন
 করিয়া জ্ঞান ধর্মের শিক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি
 জবাশ্রম হইবার পূর্বেই তাহার বৃদ্ধাবস্থার
 জীবন ধারণেই সম্যক উপায় নির্ধারিত হই-
 য় থাকে। জগদীশ্বর জামাদিগকে পরোপ-
 কার করিবার যে এক শক্তি প্রদান করিয়া
 ছেন তদ্বারাও আমরা বৃদ্ধাবস্থার রক্ষা
 পাইতে পারি। আমরা যদি যৌবন কালে
 আমাদিগের ক্ষমতা থাকিতে লোকদিগকে
 উপকার গুণে বন্ধ করি, তাহা হইলে জা-
 মরা কনভাস্থনা বৃদ্ধাবস্থায় তাহার পরি-
 শোধ স্বরূপ কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়া আমাদের
 সে জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হই। বি-
 শেষতঃ বার্ককা কল্পন সহসা এক দিনে হ-
 ঠাৎ উপস্থিত হয় না। আমাদিগের বৃদ্ধা-
 বস্থা লমাগত হইবার বহু কাল পূর্বে জ-
 গদীশ্বর আমাদিগকে বাল্য চির দায়ী স-
 ত্তক করেন, আমাদিগের বয়সের বিদ্যকন ব-

বল প্রাপ্তিতে অথচ আমাদের কেশ পক ও মস্তক অক্ষিত হয় এবং আমরা অন্যায়নে সন্ধিহিত বান্ধকোর আগমন জানিতে পারিয়া সর্ব প্রকারে সাবধান হইতে পারি।

প্রভু স্বরূপী অবৈবকী লোকে বুদ্ধাবস্থাকে যেমন নিত্যান্ত নিষ্করোজন ও নিরবচ্ছিন্ন ক্রেশের কারণ মনে করে বাস্তবিকশক্তিই সে রূপ মনে। বুদ্ধাবস্থা আমাদের অনেক প্রকার উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর সুখ ভোগের সময় এবং অনেক শ্রেষ্ঠতর কার্য সাধন করিবার সুখ্য কাল।

কিঞ্চিৎ বয়োগিক হইলে পর যখন যৌবনের প্রসঙ্গ তরুণ সকল নিবৃত্ত হয় এবং উদ্ভ্রান্তিত নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে বলহীন হয়, তখন আমাদের বন্ধ প্রবৃত্তি সকল সর্বদা আপনাদের শক্তি প্রকাশ করিতে পারে, তখন আমরা নিষ্ক্রিয়ের দর্শক নিত্য বিশুদ্ধ সুখের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মানব জগতে সকল করিতে সমর্থ হই।

অর্থাৎ বয়স প্রাপ্তি ব্যক্তির মানস পটে যেমন সর্বদা অন্তঃস্বপ্ন স্বপ্নতরঙ্গের প্রকাশ ঘাই, প্রবল তরুণ বিশিষ্ট যুবা ব্যক্তির চঞ্চল চিত্তে কল্পনা সে প্রকার হয়। সত্ত্ব বোধ হয় না, বুদ্ধাবস্থা পরমার্থ রস পান করিবার চরম কাল, উদ্ভাবনায় যে রূপ নিক্রমে জগদীশ্বরের তত্ত্ব রস পান করিয়া সুখী হওয়া যায় আর কোন অবস্থাতেই সে রূপ হইবার উপায় হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞান পরিপকু প্রাচীন লোকের অন্তঃস্বপ্ন ও অন্তঃস্বপ্ন উপদেশ সকল সংসারের অশেষ কল্যাণের কারণ। যে ব্যক্তি বয়সশী ও বহুজন্মে প্রবীণ ব্যক্তির মূলত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কখন তাহার সর্বাধিকারণে সমর্থ হইয়াছে, সেই জানিয়াছে, যে বুদ্ধাবস্থাতেও মনুষ্য রূপে হুত পর্যন্ত সংসারের কল্যাণকর ব্যাপার সাধন করিতে পারে। অতএব বুদ্ধাবস্থা যে আমাদের নিত্যান্ত নিষ্করোজন ও নিরবচ্ছিন্ন ক্রেশের অবস্থা নহে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জগদীশ্বরের আমাদের সকল অবস্থাকেই এক এক প্রকার সুখ সাধন ও কল্যাণ বর্জনের উপযোগী করিয়াছেন, আমরা তাঁহার কল্যাণ-

কর নিয়মের অক্ষুণ্ণত থাকিলে কোন অবস্থাতেই তাঁহার করুণা ও তাঁহার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হই না, আমরা যদি তাঁহার প্রদর্শিত পথে গমন করি, তাহা হইলে সকল অবস্থাই আমাদের মঙ্গলের কারণ হয়।

বুদ্ধাবস্থা কেন? আমরা যে বুদ্ধকে প্রধান অঙ্গলের হেতু মনে কবি, তাহার নামে অর্থাৎ আমাদের জন্মের শৌচিক শৃঙ্খল হইয়া যায় এবং কলেবর কম্পিত হইয়া উঠে, তৎস্বরূপী বিবেকী ব্যক্তি সে বুদ্ধাবস্থার মঙ্গলের কারণ জানিয়া, জগদীশ্বরের মাতিয়া যোনাগা করেন। সুতরাং যত চরমের পামন করিয়া সাংসারের অশেষ অনর্থ নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে। সংসারে হৃত্যু না থাকিলে যে ইহার কি পর্যন্ত অমঙ্গল হইতে তাহা বর্জন করিয়া শেষ কর যায় না।

পৃথিবীতে হৃত্যু বিচরণ ম করিলে এক দিন কীর সংগ্যা। ক্রমেণে বুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিত। আর কোন প্রাণীই এখানে জ্ঞান প্রাপ্ত হইত না এবং কোন জীবই উপযুক্ত রূপে অন্ন পানাদি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধা পিপাসার হৃত হইতে জীব গাইতে পারিত না, ভ্রম গুণ হইতে অনবরত হত্যাকার যদি উদ্ভিত হইত। অসাধ্য ও উৎকট সংসার হৃত হইতে এক হৃত্যুই আমাদের পরিপূর্ণ করে এবং মানাধি অনিবার্য সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে হৃত্যুই আমাদের মুক্তি দেয়। যখন আমরা নামা করণে বশতা পৃথিবীর সকল স্থানে নিরাশ হই তখন হৃত্যু আমাদের সাংসারকার্য পরম বহু স্বরূপ হইয়া ইহ লোক হইতে অবস্থত করে। অতএব যে ব্যক্তি স্বার্থ রূপে সত্য স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখে সে ব্যক্তি তাহা হইতে কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত না হইয়া তাহাকে আচ্ছাদ পূর্বক আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হয় "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্যান ন বিভেতি কৃতশচন"।

হা জগদীশ! তুমি কোন অবস্থাকেই আমাদের অকল্যাণকর কর নাই এবং কোন কালেই আমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করিতে ত্রুটি কর নাই। সুমিত হইবার পূর্বে তুমি যেমন আমাদের রক্ষার নিমিত্ত

মাতৃদেব মনেনে স্নেহ ও স্নেহেতে হৃৎ প্রে-
 যব করি সন্তানকে আনন্দদানের বার্তা
 উপস্থিত হইলেই তাহার পক্ষেও তৎ কালের জী-
 বন ধারণার আয়োজন আনন্দ উপায় নির্দ্ধারিত
 হইয়া থাকে। অতএব স্নেহের কল্পনা কখন পিতা
 মাতা পুত্রাদি প্রকরণের নিষ্ঠুর হইতে বা-
 ন্দ্য। তাহা হইলেই কল্পনা আনন্দদানের
 দ্বারা কখন সন্তান কখন প্রকৃতি স্নেহাঙ্গন
 দ্বিগুণে বিকসিত হইতে পারে। অতএব
 হইয়া আনন্দদানের জীবন ধারণের হেতু
 হয়। অতএব স্নেহের বোধের প্রকাশের
 মধ্যে নৃসিংহ কবি কামরূপে স্নেহের আ-
 নন্দদানের দৃষ্টান্ত নির্দ্ধারিত হইতে পারে।
 অতএব স্নেহের বোধের আনন্দদানের
 দ্বারা কখন সন্তান কখন প্রকৃতি স্নেহাঙ্গন
 দ্বিগুণে বিকসিত হইতে পারে। অতএব
 হইয়া আনন্দদানের জীবন ধারণের হেতু
 হয়। অতএব স্নেহের বোধের প্রকাশের
 মধ্যে নৃসিংহ কবি কামরূপে স্নেহের আ-
 নন্দদানের দৃষ্টান্ত নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

উপকার।

নোপকারাৎ পরোপকারঃ।"

যেদেশীয় লোকের বুদ্ধি বৃদ্ধি কিঞ্চিৎ
 বাড়িতে হইয়াছে এবং যে দেশের লোক
 পরোপকারের কিঞ্চিৎমাত্র বিচার করিয়া দেখি-
 য়াছে, তাহারাষ্ট পরোপকার সাধনকে প্রথম
 কথা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। জগদীশ্বর
 মনুষ্য মানবেরই মনোভূমিতে উক্ত পরম
 ধর্মের বীজ বপন করিয়াছেন এবং মনুষ্য
 মাত্রেই উক্ত মনোভূমি পরিষ্কার শক্তি
 প্রদান করিয়াছেন। কেবল যে মনবান
 ব্যক্তি নির্দ্ধানের উপকার করিতে পারে
 নহিই হইতে হইলেই উপকার হয় এবং
 আনন্দদান লোক কর্তৃক অজ্ঞানী মনুষ্য
 মাত্রেই হইতে সমর্থ হয় এমন নহে। সকল
 দেশের লোকই স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি ও অবস্থা-
 প্রসারে অন্যের উপকার করিতে সমর্থ হয়।

ধনী যেমন ধীর ধন হারা নির্দ্ধান ব্যক্তির
 দ্বারা হইয়া হৃৎ বুর করিতে সমর্থ হয় সেই
 রূপে নির্দ্ধান ব্যক্তিও কখন আশ্রয়স্থিত কো-
 শল ও কারিক বল হারা মনবানের অন্য প্র-
 কার ক্রমে আশ্রয়িত করিতে পারে। এই রূপ
 মনুষ্য জাতির মধ্যে পরস্পর সকলেই স্নেহ-
 লের দুঃখ মোচন ও সুখ বর্জন করিয়া পর-
 স্পর পরস্পরের উপকার সাধন করিতে
 সমর্থ হয় এবং এই প্রকার পরস্পর উপকার
 সাধন দ্বারাষ্ট সমস্ত লৌকিক ব্যাপার জ-
 য়স্বরূপে সম্পন্ন হইতেছে। জগদীশ্বর মা-
 নব জাতির মধ্যে কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তা-
 হাদিগের মনে পরোপকার সাধনের প্রবৃত্তি
 প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ইহা অত্যন্ত আ-
 নন্দদানের বিঘ্ন যে পরোপকার যে উদ্দেশ্যে ম-
 নুষ্য জাতিতে উক্ত প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া-
 য়াছেন, কখন কখন অতি সামান্য বস্তুদের
 দ্বারা সমস্ত সিন্ধু হয় বা এবং তা-
 হার সন্তোষিত সকল কল কলিতে পারেন।
 অতএব বাহ্যতে উল্লিখিত পরোপকার সা-
 ধন রূপ পরম ধর্মের উদ্দেশ্যেই উক্ত না হইয়া
 তাহা সম্পন্ন হইতে পারে আ-
 নন্দদানের উচিত যে আনন্দ সর্বদা তাহার
 প্রাকৃতি রাখিয়া উক্ত ধর্ম সাধন করি।
 আনন্দদান আনন্দদানের এই রূপ বোধ
 হয়। সে কোন ব্যক্তির দুঃখ মোচন ও সুখ
 বর্জন করিতে পারিলেই তাহার উপকার
 কবি হয়, কিন্তু কেবল দুঃখ মোচন ও সুখ
 বর্জন দ্বারা সর্বদা যোকের উপকার সিদ্ধ
 হয় না, প্রকৃত উচ্চ জ্ঞান অনেক সময় অ-
 নেকের উপকার আনিবার সন্তোষনা। প্র-
 বৃত্তি ভেদে অশেষ প্রকার মনুষ্যের বিশেষ
 প্রকার প্রয়োজন উপস্থিত হয় এবং তাহার
 যত্ন যে বিষয়ের প্রয়োজন হয় তাহাকে স-
 ধন সেই বিষয়ে আনুভূত্যা করিলে তাহার
 সুখোৎপত্তি হয় এবং সে আপনাকে উপ-
 কৃত মনে করে। বিদ্যা শিক্ষা বাহার বৃদ্ধি
 প্রয়োজন তাহাকে বিদ্যা বিষয়ক কোল
 উপদেশ প্রদান করিলে সে যেমন বিশেষ
 উপকার মনে করে, তদাভ্যন্তর ব্যক্তিও
 সেই রূপ আপন অভ্যন্তর বিষয়ে সন্তো-
 যিতা পাইলে উপকার হয়, কিন্তু একজন

প্রয়োজন পূরণার্থে অপ্রকৃত মোচন দ্বারা
 মোচনের উৎসাহক পিত্ত হইবার কোন সম্ভা-
 বনা নাই। রূপধর্মী অমত প্রবৃত্তি বিশিষ্ট
 মনুষ্য দিগের ব্যক্তি বিবয়ে আত্মকৃত্য
 করিলে তাহাদিগের উপকার হইবার গরি-
 বর্তে বিশেষ অপকারই ঘটে। অনেক
 পন্থাশূন্য লোকের অর্থাভাবে সুরাত্ত্বা শাস্তি
 করিতে অসমর্থ হইয়া বিলাসভীরি রক্তবা ভোগ
 করে। এবং অনেক পরদারাজিসমস্ত কামি
 ব্যক্তি আপনায় শক্তি অর্ভাবে স্বীয় পাগ
 ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে নাপারিয়া মহা মনঃ
 পীড়ায় পীড়িত হয়। যখন কোন ক্রোধান
 ব্যক্তি সামান্য কারণে কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ
 হইয়া তাহাকে নির্যাতন করিতে নাপারে
 বা কোন পরদ্রোহী চুরায়া পরের অনিষ্ট
 করিতে অসমর্থ হয় তখন তাহাদিগের সামা-
 ন্য ক্রোধ উপস্থিত হয় না তৎকালে তাহা-
 দিগের মন যে বিষম যন্ত্রণামলে স্থলিতে
 থাকে তাহাদিগের কার্য দ্বারাই তাহা প্র-
 কাশ পায়। কত কোপন স্বভাব কদর্য মনুষ্য
 ইচ্ছামত বৈরনির্বাচন করিতে না পাইরা
 মনস্তাপে জীবন ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়,
 কত সোভী মনুষ্য আপনায় অসম্মত গৌত
 ক্রমা চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হইরা ছু-
 ষেতে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে
 এবং এই প্রকার অপরাপর কুক্রিয়াক্রম কত
 লোকে এই প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য ক-
 রিতে অশক্ত হইয়া সহস্র প্রকার বাহ্য ল-
 ক্ষণ দ্বারা আন্তরিক বেদনা ব্যক্ত করে।
 কিন্তু এই সমস্ত দুঃখ রক্ত-চুরায়াদিগের হৃৎ
 স্পর্শন করিয়া অর্থ সামর্থ্যাদির দ্বারা তাহা
 দূর করিলে তাহাদিগের উপকার না দর্শা-
 ইরা অর্থে প্রকার অপকার ঘটে, তাহার
 সম্বন্ধ নাই। অতএব বিলক্ষণ দৃষ্টি হইতেছে,
 যে কেবল হৃৎ মোচন ও স্বর্থ সাধন দ্বারা
 লোকের হিত সাধন হয় না, কখন কখন
 ক্রোধ ক্রেশ প্রদান করিয়াও লোকের উপ-
 কার করিতে হয়। ক্রোধই লোকদিগ-
 কে সন্তোষ প্রদান করিলে আপাতত তাহাদি-
 গের হিত ক্রেশ বর্তে হিত সেই দৃষ্ট
 হইয়াছিলেও লোকের উপকারের কারণ হয়।
 ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দর্শিত হইয়া

চারি ও পাণ্ডিকারি লোকে বড় কুক্রিয়াম-
 ঠানে নিবারণিত হইয়া পুনঃ পুনঃ হৃৎ
 করে, ততই তাহাদিগের কুস্বভাবি সকল
 দুরীভূত হয়। চিকিৎসক মর্মান্ব কোন রো-
 গী ব্যক্তির রোগ শাস্তি উদ্দেশে তাহাকে
 তিক্ত বা কষায় ঔষধ সেবন করায় অথবা
 তাহার কোন বিকৃত অঙ্গ ছেদন করে ত-
 খন সেই রোগির যে বিশেষ যন্ত্রণা বোধ
 হয়, তাহাতে কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু তা-
 হাকে তিক্ত প্রকার আফিক ক্রেশ প্রদান না
 করিলে কোন ক্রমেই তাহার রোগ শাস্তি
 হইতে পারে না। পরম কল্যাণের পরমে-
 শ্বরও আমাদিগকে অনেক সময় চূর্ণ প্র-
 দান করিয়া আমাদিগের অশেষ উৎসাহ
 সাধন করেন। আমরা যখন তাঁহার প্রতি-
 গিত ভৌতিক শারীরিক ও মানসিক ভ্রুতি
 কোন প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করি তখন ত-
 নিমিত্ত আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিশেষ যন্ত্রণা
 ভোগ করিতে হয় কিন্তু সেই যন্ত্রণা ভোগ
 দ্বারাষ্ট আমাদিগের বিশেষ হিত হয়। আ-
 মরা তাঁহার যে নিয়ম বেহীন করিয়া ক্রেশ
 প্রাপ্ত হই, সে নিয়ম পালন জনা প্রাপ পণে
 সতর্ক থাকি, পরিণামে আর আমাদিগকে
 কখন সে নিয়ম ভঙ্গ হইতে হুৎ ভোগ ক-
 রিতে হয় না, অতএব আমাদিগের চির ক-
 ল্যাণের উদ্দেশ করিয়া যদি কেহ আফিক
 ক্রেশ প্রদান করে, তাহাকে ক্রেশ দাতা অ-
 পকারী না মনে করিয়া পরমোপকারী বলি-
 য়া স্বীকার করাই উচিত। চির কল্যাণের
 সাধনই স্বার্থ উপকার সাধন। অফিক হুৎ
 সাধনের জন্য যেদ মনুষ্যের নিত্য মঙ্গলের
 প্রতি কোন বাবাত উপস্থিত না হয়, উপ-
 কারী ব্যক্তিকে এবিধের সর্বদা স বধন
 থাকা কর্তব্য।

উপকার সাধন স্থলে আর এতট বি-
 ষয় বিবেচনা করা নিতান্ত কর্তব্য। প-
 রোপকার সাধনার্থে পরমপিতা পরমেশ্বর
 আমাদিগের মনে যে স্বাভাবিক ইচ্ছা প্র-
 দান করিয়াছেন, সেই ইচ্ছাই সকল উপ-
 কারের মূল। সেই নিরপেক্ষ ও নিরদ্বন্দ্ব
 উৎসাহী ইচ্ছা হইতে যে কাহারও উপস্থি-
 ত হয় তাহাই স্বার্থ উপকার বলিয়া গণ্য হ-

উপকারকেই বিশিষ্ট
 ক্রমে উপকারকে উপকারী ব্যক্তির
 শুভ ফল হইবে উপকারকে উপকারী রূপে
 অর্থ প্রদান করে তাহা প্রমাণ করিবার কোন
 প্রয়োজন করে না। ইহা আমরা সর্বদাই
 প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে মনেতে সম্পূর্ণ
 রূপে হিত সাধনের ইচ্ছা হইয়া যদি কোন
 ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা অতি অসম্মাত্র উপকার
 করিতে পারে তাহা হইলেও সে ব্যক্তি-
 কে পরমোপকারী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু
 যে ব্যক্তির মনেতে কিছুমাত্র উপকারের
 ইচ্ছা নাই অতশ্চাত্তাহার দ্বারা কোন
 রূপে উপকৃত হইলেও তাহা হইতে প্রতি তা-
 ন্ত্রী কৃতজ্ঞতা ভাবের উদয় হয় না। কোন
 ব্যক্তি কোন কুখ্যাত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান ক-
 রিতে যদি তাহার অর্থে কোন প্রকারে সা-
 য়ান লাগে, তাহা হইলে সে অন্ন দাতাকে
 কদাপি এই কুখ্যাতের অপকারী বলিয়া গণ্য
 করা উচিত হয় না এবং কোন দক্ষ কোন
 দস্থ্যপালের কাহারও প্রার্থন্য করিতে উদ্যত
 হইলে যদি অকস্মাৎ সেই অস্থ্যাব্যাত দ্বারা
 তাহার সাক্ষ্যে শরীরস্থ কোন সাংঘাতিক রো-
 গের শান্তি হয়, তাহা হইলেও সে দস্থ্য-
 কপল উক্ত ব্যক্তির উপকারী হইতে পারে
 না। অতএব শুভ সাধনের ইচ্ছাই যে
 উপকারের প্রাণ স্বরূপ তাহাতে আর সন্দে-
 হ নাই। উপকারী ব্যক্তির শুভ ইচ্ছা বা-
 তিরেকে যেমন উপকারের গৌরব থাকে
 না সেই রূপ উপকার সাধন বিষয়ে তাহার
 অপরা, কোন অভিসন্ধি প্রকাশ পাইলেও
 সে উপকারের সর্বাঙ্গ রক্ষা পায় না। কো-
 ন দ্বন্দী লোকের প্রসন্নতা লাভের নিশ্চিন্ত
 যদি কোন ব্যক্তি তাহার কোন হিত জনক
 কার্য্য করে তাহা হইলে সে দ্বন্দী কখন
 তাহাকে আপন উপকারী বলিয়া মনে ক-
 রে না সে তাহাকে আপন প্রত্যোপায় সা-
 য়ান ব্যক্তি বলিয়া নীত দৃষ্টিতেই দেখে
 এবং কোন প্রবন্ধক যদি প্রেরণ অর্থ লাভের
 প্রত্যায় কোন কুখ্যাত পক্ষিকে প্রদান
 গৃহে উপনীত করিয়া অন্ন পানাদি দান দ্বারা
 তাহার দুঃ পিণ্যাদির বিচারীয় স্বরূপে দূর
 করে, তাহা হইলেই বা কি প্রকারে এই

ধ লোভী প্রবন্ধকে পশিকের উপকারী
 বলা সম্ভব হয়। সে উহার শত্রু মন্যেই প-
 বিগণিত হইতে পারে। এই রূপ সকল
 প্রকার স্বার্থ-পরতা ও অসৎ অভিসন্ধিই
 উপকারকে নষ্ট করে। যদিও উপকার
 সাধন দ্বারা উপকারী ব্যক্তি আপন হই-
 তেই কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিকতার রূপ দান
 প্রকার প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হয়, তথাপি উপ-
 কার সাধন কালে কখনই স্বার্থপর হওয়া
 কর্তব্য নহে, তদ্বারা কোন রূপেই পরো-
 পকার রূপ পরম ধর্মের মর্যাদা রক্ষা পায়
 না। উপকার দয়ার কার্য্য এবং সেই দয়া
 স্বার্থ পরতার সম্পূর্ণ বিপরীত বৃত্তি অত-
 এব তাহার সহিত কোন প্রকার স্বার্থ পর-
 তার যোগ থাকে তাহাকে উপকার বলিয়া
 গ্রাহ্য করা সম্ভব হয় না। স্বার্থ পরতা হওয়া
 হইয়া পরোপকার সাধন করণের জন্য জ-
 গদীন্দ্রের আশ্রয়কে নানা প্রকার উপদেশ
 প্রদান করিয়াছেন। তাহার স্বর্বা প্রতি
 নিয়ত পূর্ব দিকে উদ্ভিত হইয়া সমস্ত পু-
 ণিধীতে স্বর্কীর কিরণ বিতরণ করিতেছে।
 তাহার বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া সকল
 জীবকে গ্রাণ দান করিতেছে এবং তাহার
 হৃদয় সমস্ত স্বীয় মস্তকে প্রথর স্বর্বা
 কিরণ সহ করিয়া ছাড়া দ্বারা আঞ্জিত জ-
 নপনকে শীতল করিতেছে এবং প্রচুর কল
 পুষ্পাদি প্রসব করিয়া অসংখ্য জীবের জী-
 বিকা নির্বাহ করিতেছে। অতএব আমরা
 ও তাহার হৃদয় জীব হইয়া তাহার প্রদর্শিত
 বুদ্ধীভাঙ্গুসারেই পরোপকার সাধন করিব
 ইহাই তাহার আভিপ্রায়। উপকার সা-
 ধন বিষয়ে যেমন লোকের চির কল্যাণ
 উদ্দেশ্য করা ও সম্পূর্ণ রূপে স্বার্থ পরতা
 পরিত্যাগ পূর্বক কেবল অন্যের শুভ কল্যা-
 ণী হইয়া কার্য্য করা কর্তব্য, সেই রূপ
 দেশ কাল পাত্রের নিত্য বিরোধ করা
 আবশ্যক, দেশ কল্যাণের বিরোধ না কর-
 য়িলেও কখন উপকারের রূপে কল
 মর্শে না।

বেশ কাল পূর্বে বিদ্যমান করিয়া
 সাধারণ অর্থ ব্যয় করিয়া বহুসংখ্যক
 উপকার করে উদ্বিগ্নকোনা না করিয়া

দুর অর্থ ব্যয় করিলেও তাহাশ ফল দর্শে না। সুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিলে তাহার যে প্রকার উপকার বোধ হয় তাহাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেও তাহাশ উপকার বোধ হয় না এবং শীতাক্ত ব্যক্তি প্রচুর সুখাদ্য উপায়েয় জবা প্রাপ্তির অপেক্ষা শীত নিবারকাম্বুবারী সামান্য মুল্য বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেই অধিক লাভ মনে করে। এই রূপ পরীক্ষাশে কোন ব্যক্তিকে গ্রীষ্ম ঋতুর ব্যবহার উপযোগী কোন উপায় প্রদান করাও নিবর্থক এবং শীত প্রধান দেশে উষ্ণ দেশের প্রয়োজনীয় কোন পদার্থ দান করাও বিফল। যে দেশে ও যে সময়ে সম্মুখের যে প্রকার প্রয়োজন উপস্থিত হয় তাকার বিবেচনা করিয়া উপকার করিলেই উপকারী ব্যক্তির কার্য্য সকল হয় এবং সে উপকারের সম্যক গৌরব রক্ষা পায়। ষাঁহাদিগের পরোপকার সাধন করিবার বিশেষ শক্তি আছে এবং ষাঁহারা উক্ত পরীক্ষাতানে সত্যত অনুরাগী আছেন, তাহাদিগের ইচ্ছা বিবেচনা করা নিতান্ত আবশ্যিক যে কি প্রকারে অর্থ ব্যয় করিলে তাহারা লোকের বিশেষ কল্যাণ উদ্ভব হইতে পারে। এই বিবেচনাই উপকারকে সফল করিবার প্রধান কারণ। পরহিত সাধনে অনেক ব্যক্তির শক্তি ও প্রযুক্তি সত্ত্বেও কেবল এক বিবেচনার ত্রুটি জন্য সংসারের সত্ত্বাধিত মঙ্গল হইতে পারে না। লোকের উপকার সাধন উদ্দেশ্য করিয়া অনেক সক্রম ব্যক্তি অনেক সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় ও বখেই কারিক জম স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তন্মধ্যে অনেকের বিবেচনার ত্রুটিতে সর্বদা তাহাদিগের উদ্দেশ্য দিষ্ট হয় না। উপকার উদ্দেশ্যে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার মধ্যে অনেক সময় অনেক অর্থ নিবর্থক নষ্ট হয়। অনেক উপকার শীল ধনাত্ম ব্যক্তি চুঃখি লোকের দ্বাঃ ধরণ উদ্দেশ্য করিয়া কোন কোর্ক সময় সমর্থিক অর্থ ব্যয় পূর্ণক এক স্থানে বহু লোক সমারোহ করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া থাকেন এবং কেহ কেহ কোন ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে বহু সংখ্যক দরিদ্র লোককে বি-

ক্রিয় করিয়া অর্থ দান করিয়া থাকেন। এই রূপ ছুরি ভোজন ও দানাদি ব্যাপারে ধনী দিগের এক এক ব্যক্তির প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, কিন্তু তাহারা যে সকল চুঃখি দিগের দারিদ্র্য চুঃখ দূর করণার্থে এত অর্থ ব্যয় করেন তাহাদিগের কিছু মাত্র চুঃখ দূর হয় না, তাহারা যেমন নিব্ব ভেমনই থাকে অধিকন্তু কখন কখন উক্ত প্রকার দানাদির আভ্যুতরে কোন কোন অন্ন চুঃখি লোকের অনেক অপকার ঘটে। অন্যথায় যে এদেশে কোন কোন ধনবান ব্যক্তির পিতা মাতার আদ্য প্রাজ্ঞেতে কাঙ্গালী ভোজন ও কাঙ্গালী বিদায় উপলক্ষে শত সহস্র মুদ্রারও অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন ধনবান কাঙ্গালিদিগের ভোজনার্থে বাঙ্গলা দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিপণি ও বটাদির বহু মূল্য লোপ্য জবা লুট দিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগের সে অর্থব্যয়াদি দ্বারা এদেশীয় দরিদ্র লোকের কিছু মাত্র উপকার দর্শে নাট করং এ সমস্ত ক্রিয়া সমাঝে অনেক ধনবান দরিদ্র লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে তাহারা উজ্জ্বিত প্রকারে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাকার বিবেচনা পূর্ণক এক প্রকারে ব্যয় করিলে এদেশীয় দরিদ্র লোকের বিশেষ উপকার দর্শিত, সন্দেশ মার্গ, ও কাল পর্যাঃ এদেশে প্রাজ্ঞাদি ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে কাঙ্গালী বিদায় পক্ষে যে অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে এবং অশাণ্ড হইতেছে যদি সেই সমস্ত অর্থ দ্বারা এদেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরে ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামে সফল সাধারণের জন্য নানা প্রকার ভোজন বিস্তার ও শিশু শাস্ত্রাদি শিক্ষা উপযোগী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে এদেশীয় অক্ষম ও নিম্ন লোক দিগের সম্মান পণ সেই সমস্ত বিদ্যালয় হইতে বহু প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া সমস্যানে আপনাদিগের প্রয়োজনীয় দ্বিত্য জীবিকা লাভ করিতে সমর্থ হইত এবং সর্ব প্রকার অশাণ্ড জ্ঞান রাশি নষ্ট করিয়া মনুষ্য জন্মকে শাঃ করিতে পারিত, অথবা এ সকল অর্থ যদি চুঃখি লোক দিগের স্ত্রী সন্তানের জন্য এক স্থানে

সকল ব্যক্তিই কি তৎক্ষণাৎ কোন সাধারণ
 বস্তুতে পড়ি পাঠিত হইতে পারে তাই হইতেও
 তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন যে উক্ত প্র-
 কার অর্থ ব্যয় করিলে লোকের কিছু মাত্র
 উপকার হইবে না এবং তদ্বারা অনেক অ-
 পকার হইবে। তাহারা কোন বিদ্যা-
 লয় স্থাপন বা কোন গ্রন্থাগার প্রভৃতির
 স্থাপন করিলে তাহারা উক্ত প্রকারে

সামান্য অর্থ ব্যয় করিতে মহাকাব্য করিব,
 কিন্তু কোন প্রাতিষ্ঠানিক উপকারে উল্লিখিত
 রূপে অর্থ ব্যয় করিলে উক্ত প্রকারে প্রচুর
 অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তাহারা
 গের একরূপ কেশ ব্যবহারের দ্বারা হই-
 যা উক্ত প্রকারে অর্থ নষ্ট করা কোন ক্র-
 মেই উচিত হয় না, তাহারা আপনাদিগের
 বুদ্ধি দ্বারা উপকারের স্বার্থ নষ্ট বিবেচনা
 করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই তাহাদিগের
 আপনা হইতে বোধ জন্মিবেক।
 যে পথে অর্থ ব্যয় করিলে দুঃখী লো-
 কের দুঃখের মূ্য এক কালে উদ্ভূত হ-
 ইতে পারে উপকারী ব্যক্তির সেই পথেই
 অর্থ ব্যয় করিয়া পরোপকার সাধন করা
 উচিত। মানব জাতির মহৎ কল্যাণ সাধন
 উদ্দেশ্যেই জগদীশ্বরের তাহাদিগকে পরোপ-
 কার করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি প্রদান ক-
 রিয়াছেন। অতএব যাহাতে সেই পরম
 শিষ্টা ব্যবসায়ের পরমোদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়
 তাহার প্রতি দুষ্টি রাখিয়া তাহাদিগের কর্তব্য
 করা উচিত। উপকার করিতে যেন কদা-
 পি মনুষ্যের অপকার না ঘটে, কোন আশু-
 যুখের জন্য যেন কখন কোন লোকের নি-
 তা কল্যাণের প্রতি বাধ্য না জন্মে, যেন প-
 রোপকার সাধন রূপ পরম ধর্মের সহিত ক্-
 দাপি কোন স্বার্থ পরতা সংযুক্ত হইয়া তা-
 হার গৌরবকে নষ্ট না করে এবং কষ্ট ও ক-
 র্কশ স্বার্থ অধিক শুষ্ক ও বিরম তাব দ্বারা
 যেন কখন কখন উপকারের অন্তত্ব নষ্ট
 না হয়। উপকার সাধন হলে এই রূপ
 কতিপয় নিয়মের প্রতি দুষ্টি রাখা নিতান্ত
 কর্তব্য। মনুষ্য স্বার্থ পরতা মনুষ্য হইয়া
 উপকার করিলে উপকারের গৌরব বৃদ্ধি
 হয়, অথচ মনুষ্যেরও উপকার সাধন বি-
 কল হয় না, তাহার কল তাহার মনে ন-
 কেই উপস্থিত হয়। স্বার্থ রূপে উপকার
 করিলেই উপকৃত ব্যক্তির স্বার্থ বহিঃ
 কৃতজ্ঞতা আপন হইতে উৎপন্ন করিয়া উপ-
 কারী ব্যক্তিকে পরিশ্রম করে। তাহা
 করুণাকর জগদীশ্বরের উপকার সাধন রূপ
 অর্থ ব্যয় করিতে পরিবে তাহা না। অর্থ
 ব্যয় করিবে অর্থ ব্যয় করিলে তাহা

স্বপ্নমির আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি জা-
ত্ববোধের নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর এই উপ-
কার রূপে স্বপ্ন থেকে সোপান করে সে
উঁচু হার। প্রসাদে অরুই সেই সমুদ্র কল
ভোগ করে।

বিজ্ঞানবক্তা।

জন্মতিথি

১—১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ১২ নবম্বর দিবসে
বরলিঙ্গ নগরস্থ পণ্ডিতবর ব্রহ্ম নাথের ক-
নুৎ একটি ধুমকেতু আবিষ্কৃত হইয়াছে।
উক্ত ধুমকেতু দেখিতে বড় উজ্জ্বল নহে।
উহার আকার শুক্লবর্ণ মেঘের ন্যায়।
দামিরিকার অন্তর্ভুক্তী নেনটকেট নামক
উপগ্রহ হইতে উইলিএম মিচেল নাথের
পুত্র ডিগেবর দিবসে আর একটি ধুমকে-
তু আবিষ্কৃত হইবার বিয়ম অনুমান করেন।
উক্ত পণ্ডিত ব্যক্ত করেন যে ১১ ডিসেম্বর
অপরাক্ষ বর্ষকার সময় উল্লিখিত ধুমকে-
তু পুনরীক্ষণ বহু হারা দৃষ্ট হয়।

২—১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ১২ নবম্বর দিবসে
কব-নথের নামে দুইটি এই প্রকাশ করিয়া-
ছেন। তাছাড়া উক্ত পণ্ডিত বর্তমান খ্রী-
স্টাব্দ শতাব্দের ১২ জানুয়ারি দিবসে যে গ্রহ-
টিকে প্রকাশ করেন, তাহার আকার বড়
উজ্জ্বল নহে এবং ৮ ফেব্রুয়ারি দিবসে যে
টিকে আবিষ্কৃত করেন, সে এতদূর দেখিতে
উহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল। পেরিস
নগরস্থ প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে উক্ত গ্রহ যের
আবিষ্কৃত্য বিষয়ক পত্রাচ উপস্থিত হওয়া-
তে তাহার প্রতিলিপি গিবরিরর নামেব কহি-
য়াছেন, যে মূল ও বৃহস্পতি গ্রহের ম-
ধ্যবর্তী পথে অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রহ
বিদ্যমান আছে, আনানী ৩০ খ্রীস্টাব্দের ৮-
শে মাসে একশত এই প্রকাশিত হইবার
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

পদার্থবিজ্ঞান

পদার্থবিজ্ঞান, পদার্থের প্রকৃতি
করিয়াছেন, যে বস্তু, লতা, ও পুত্র, জল,
কয়লা, উত্তম পদার্থ যেমন উজ্জ্বল আলো
কিরণ, তাহা কয়েক ছোট ছোট কণা
উপস্থিত। তাহা হইলে বস্তুতে হইয়া

করে ফল হইয়া যায়, সেই রূপ আলো-
কেরও আভিষ্কার ও অস্তিত্ব হারা উজ্জ্বল-
নের ভেতরে হানি হইয়া কয়েক নাশ হয়।
পণ্ডিতগণ বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখি-
য়াছেন, যে কেবল উপযুক্ত রূপ উজ্জ্বল
নিধান হারা উদ্ভিদ পদার্থ সজীব থাকিতে
পারে না। যে স্থান এক কালে অজ্ঞকার
ময় দেখানো কোন কোন উজ্জ্বল নিধান
করিতে পারিলেও কদাচিৎ সে স্থানে পক্ষাদি
জন্মায় না। আলোক কীম অজ্ঞকারময় হ-
বে কীম জন্ম শরীর প্রকৃতভাবে হইতে
না, উজ্জ্বলনিধানের শরীরিক প্রকৃতি হইতে
দ্রুতিত হইয়া নাশের হেতু হয়। বিজ্ঞান
জীব জন্তর শরীরে যথা উপযুক্ত প্রকৃতি না
লাগিলে তাহা হইলে কীম জন্ম হইতে জ-
নাখা হইয়া যায়। দীর্ঘ কাল পরজন্মের ভোগ
হারা অনেক প্রকৃতি বিবর্তন হইয়া গি-
য়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্যা

১—আমিরিকার পশ্চিমপার্শ্ব কোম্বা-
রনিয়া প্রদেশে সম্প্রতি এক তমামক ভূমি
রূপে হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ট্রাম নামের
ব্যক্ত করেন, যে ১৪ ফেব্রুয়ারি অপরাক্ষ
বর্ষকার পর উক্ত ভূমিরূপে আরও দুই
যদি প্রকাশিত হইলে তাহা সর্বত্র ভূমিরূপে
অবস্থিত ভাবে আন্দোলিত হইবে। তিনি
কখন উক্ত ভূমিরূপের প্রতি উজ্জ্বলতার
প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংল্যান্ডের ম
সাধারণ প্রবল বেগে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ
এ বস্তু প্রকৃতি হইলে কতদূর ও কতদূর
বৃহৎ বৃহৎ হইয়াই এক স্থান হইলেও
মানুষের উপনীত হইয়াছিল এবং ভূতত্ত্ব
অপরাক্ষর অনেক ক্রমাগত প্রবল বেগে
স্পষ্ট হইয়াছিল। উল্লিখিত কোন কোন
নিয়া প্রদেশের কোন কোন স্থানে উক্ত
ভূতত্ত্বের ভেত্রে গামানি নামান। বস্তু
দি গহের পৃষ্ঠ হইতে একেবারে বাহ্যে
উজ্জ্বল হইয়াছিল। ডাক্তার ট্রাম নামের
ব্যক্ত করিয়াছেন যে উক্ত প্রদেশে বর্তমান
ইই রূপ তমামক ভূমিরূপে উপস্থিত হয়।
২ জানুয়ারি অর্থাৎ ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত
এই পদার্থবিদ্যার মধ্যে পৃষ্ঠদেশের ভূমিরূপ
হইল এবং হইতে পৃষ্ঠদেশ উক্ত প্রদেশে জ-

নগরের নগর-তরফে কৃষিক্ষেত্র বহু
মিলেছে।

প্রাচীনবিদ্যা

উক্ত নামের কৃষিকার সবারম্ভকাল
শ্রী বি. পটিল-সম্প্রতি এক প্রকার ভূ-
প্রাচীন নাম প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দো-
ইউরোপীয় কৃষিকার মাত্র দেশে এক প্র-
কার কৃষি কাল হইতে এক প্রকার দেশীয় গোকে

সংস্কৃতসংস্কৃত ভাষা উক্তকাল হাৎক।
পশ্চিম ইংলণ্ডীয় পশ্চিম গণ উক্ত হালের
কৃষিক্ষেত্র করিয়া দেয়াছেন, যে উ-

ক্ত নাম ইংলিশ ভাষায় 'ডেভেলপমেন্ট'
করিয়া নষ্ট বরং কোন কোন অংশে
উক্ত নামের আদি অপেক্ষা স্রেষ্ঠ

হইতে পারে। গোল হাঙ্ক যেমন পুষ্টিকর
ও স্বাস্থ্য উক্ত 'আলু' ও তেমনি পুষ্টিকর ও
স্বাস্থ্য উৎকর্ষক। এই কোথ উৎকর্ষক ও স্বাস্থ্য ম-
ল-এক প্রকার আলু অপেক্ষা উক্ত আলু
কৃষি মতাজ উৎকর্ষক হইতে পারে। গোল

আলুর নাম পরিতে যে পরিমাণে পরিষ্কার
করা হইবে তাহা উৎকর্ষক প্রতি বহু বিয়-উ-
পস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন দেশীয় উ-
ৎকর্ষক আলু উৎকর্ষক করিতে যে পরিমাণে
পরিষ্কার করিতে হয় তাহা এবং উৎকর্ষক প্রতি

উক্ত বিশেষ উৎকর্ষক হয় না। উক্ত আলু
নীচের বাতুল। আরো উৎকর্ষক আলু উৎকর্ষক
উৎকর্ষক এবং এক কালে উৎকর্ষক
উৎকর্ষক হয়। বিশেষতঃ উৎকর্ষক উৎকর্ষক

পার্থক্য উৎকর্ষক অংশে সর্বাধিক থাকে এবং
স্বতঃস্ফূর্তন হয় ততঃ উৎকর্ষক ও পুষ্টিকর
হইতে থাকে। উক্ত আলু 'আলু' নামে
স্বাভাবিক কারণে নষ্ট হয় না এবং উৎকর্ষক
অতি শীঘ্র নষ্ট হয়, উৎকর্ষক উৎকর্ষক

কর করা যায়। উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক
সৌন্দর্য হইবে। অর্থাৎ উৎকর্ষক উৎকর্ষক
উৎকর্ষক উৎকর্ষক হইয়াছে। উৎকর্ষক উৎকর্ষক

আর এক প্রকার উৎকর্ষক হইতে থাকিলে
ইহা উৎকর্ষক উৎকর্ষক হইয়াছে। উৎকর্ষক
নাম উৎকর্ষক। উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক
কি উৎকর্ষক হইতে পারে এবং উৎকর্ষক
হাঙ্ক উৎকর্ষক আলু উৎকর্ষক হইতে

ধিক হাঙ্ক উৎকর্ষক উৎকর্ষক। বিল-
স্টোন নামক এক জন সাহেব পত্রিকা
করিতা দেখিয়াছেন, যে উক্ত উৎকর্ষক উৎকর্ষক
করিতা প্রকৃত না করিয়া উৎকর্ষক উৎকর্ষক
করিতা বিশেষ লক্ষ্য হইতে পারে। উক্ত
সাহেব উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক
করিতা করিয়াছেন। পরন্তু উৎকর্ষক উৎকর্ষক
উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক
উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক
উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক

প্রাচীনবিদ্যা

১-প্রাচীনবিদ্যা বিশারদ সার ডেভি
উৎকর্ষক নামক প্রিন্সিপাল হাইস্কুল নামক
এক প্রকার গ্রন্থের মধ্যে অধীক্ষণ বহুপ্রকার
অতি সূত্র সূত্র এক প্রকার কীটপতঙ্গ সূত্র
শরীর জখমোজন করিয়াছেন। উক্ত সূত্র
সূত্রের আকার এত ক্ষুদ্র, যে কোথায় এক
সূত্রের ১০-ভাগের একভাগ উৎকর্ষক এবং
কোন কীটপতঙ্গ শরীর একাধিক সূত্র এক
সূত্র ৭০ ভাগের একভাগ উৎকর্ষক। এই সমস্ত
কীটপতঙ্গের প্রকার প্রকারসমূহে এক কালে
সম্মিলিত হইয়াছিল। অনেক প্রকার উৎকর্ষক
সম্মিলিত করিয়া সূত্র সাহেবের উৎকর্ষক করিয়া-
ছেন, যে এই সমস্ত কীট প্রকারসমূহে হইয়া
উৎকর্ষক উৎকর্ষক পরিণত হয় নাই। উ-
ৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক
উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক
উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক

শিল্পবিদ্যা

২-ইংলণ্ডদেশে মসীনামক নদীর মধ্যে
বিন্দা লিবরপুল নামের জায়গায় বর্কেনহেড
নামক নগর পর্য্যন্ত বাপ্পীর রথ গমনোপ-
যোগ্য এক সৌকর্য্য প্রস্তুত হইবার প্রকা-
ব হইয়াছে। নদীতলক উক্ত সৌকর্য্য
সুখক শুলক উৎকর্ষক থাকিলে এবং উ-
ৎকর্ষক গমনোসে এক কালে উৎকর্ষক উৎকর্ষক
বাপ্পীর রথ উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক।
এ সৌকর্য্যের পাথে সামান্য সূত্রসমূহ গম-
নাগমন করিবার সুখক পর থাকিলে, উ-
ৎকর্ষক নদীতলের উৎকর্ষক উৎকর্ষক
প্রকৃত হইবে এবং উৎকর্ষক উৎকর্ষক
উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক উৎকর্ষক

নিজের লৌহ বর্ম চালিত হইবে এবং উক্ত
 পাখের দুই খিলানের নিম্ন দিক দিয়া না
 মাল্য বায়ন বাহন ও নিত্য বাতায়নের শব্দটা
 দ্বি-পদকারণম করিবার পথ প্রস্তুত হইবে।
 এই প্রস্তুত পথ প্রস্তুত হইলে কেবল যে
 উল্লিখিত মণী বর্মাণ উত্তর দ্বীপস্থ পিতর
 পুত্র ও সর্কেনহেত নগরের উপকার হইবে
 এমন নহে উহারাই ইংলণ্ডের অনেক স্থা-
 নের কাষা দর্শিতে পারিবে। উক্ত মণী
 তদন্ত পথ দীর্ঘে প্রায় এক ফ্রেঞ্চ পরীক্ষ
 প্রসারিত হইবে এবং প্রায় পাখের তিন
 দাগ জঙ্গের মধ্যে মা থাকিবে। উক্তি-
 পূর্বে সমুদ্র মধ্য দিয়া কেবল হইতে জে-
 বর নগর পর্যন্ত যে সহস্র প্রস্রব হইয়া
 প্রস্রবে হইয়াছিল, তাহারই পরিবর্তে সম্প্রতি
 উক্ত মণী তদন্ত পথ প্রস্তুত হইতেছে।

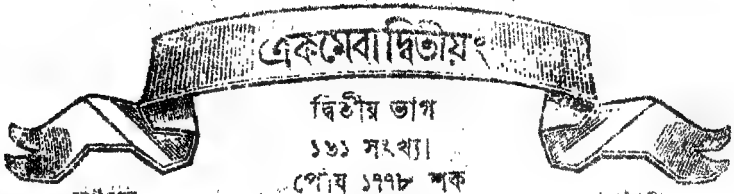
২।—একদা এদেশের অনেক ঘনি সো-
 কে কর্মনি দেশীর ক্রিয়য় রৌপ্যের বাসন
 ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু
 ব্যবহার জোবে তাহা অতি শীঘ্রই বিকল
 হইয়া যায়। সম্প্রতি উক্ত রৌপ্যের বা-
 সমাধি সর্বদা পরিষ্কার রাখিবার এক উপ-
 কার প্রকাশ পাইয়াছে। এক জন সালেব
 বিপন্ন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে
 উক্ত প্রকার তৈরীসাদি দীর্ঘ কাল অব্যবহার্য
 না রাখিয়া শীতল জলে মৎকিঞ্চিৎ রাখান
 মিষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে যেত
 করিলে বিলক্ষণ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল থাকে।
 যদি সন্ধ্যায় কখনো কোন তৈরীসাদি কি-
 চিৎ রাখ পড়ে তাহা হইলে উহার জলে
 বিস্ত করিয়া কিঞ্চিৎ স্নেহ দ্বারা মাঝিলে
 পর তৎক্ষণাৎ উহার দাগ উঠিয়া যায় এবং
 উহা পূর্বের ন্যায় পরিষ্কার হয়।

ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৩-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ শক
 ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজ দুই মাসের
 কাল জীবিত থাকিয়া অসুস্থ হইয়া
 প্রায় হইলেন। গত দুই মাসের কাল মধ্যে
 সন্ধ্যায় যে মিষ্টিতে সম্পন্ন হইয়া
 হইয়াছিল তাহা হইয়াছে ইহাই উক্ত

দিগের মত লক্ষ্যের বিচার। কিন্তু
 গত মাসেরে যে সকল বিপদ উপস্থিত হ-
 ইয়াছিল তাহার এক কালে এতক বোঝ
 হইবে সত্য করিবার প্রতি অনেক সঙ্ক
 কর হইবেক এবং অনেক কষ্ট ও উ-
 দাম তৎক হইয়াছিল। কিন্তু তদবিশ-
 যের রূপের সমস্ত কার্য এত বিচারের কল-
 ও স্থগিত থাকে নাই। বরঞ্চ এতদূর দুঃ-
 ভক্তির সহিত অগ্নীপুত্র উপাসনা স্থগিত
 ক মনোযোগী হইয়াছিলেন তাহাও সচ-
 মর্শা বিবেচী পাশাপাশি একদা এতদূর
 গোলযোগ উপস্থিত কাহিনী জনর। কহিয়া
 যে, যে সকল ব্যক্তি ত্রিপুরা ও কলিকাতা
 অধিষ্ঠান পুর্বেক জগদীশ্বরের উপাসনা ক-
 রিবেন তাহাদিগকে বিষ্ণু উপাসনা হইতে
 বিরক্ত করা হইবেক। অন্য কলিকাতায়
 অনেকই উচিত হইলেন এবং যেরূপে
 ব্রাহ্মসমাজ সত্য উপস্থিত হইতে কাহিনী
 ছিলেন। ত্রিপুরা প্রাসঙ্গিক ভাবে
 বারা এক মাসের কাল পরিত্যক্ত। মাস
 এক সমাজ সংস্থাপনের প্রথা। কাহিনী
 হইবে ছুটীকাল পৌত্তালিক ব্যবস্থার
 গের সম্প্রতিসময় একীকরণে হইয়া
 সজ্ঞা কর, তাহার এই মত উপস্থিত
 যে ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের উচিত এক
 কিঞ্চিৎ আশ্রয়। তাইকাল সন্ধ্যায়
 টিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের উচিত
 ইতেছে এই মত। তিন দিন বিষ্ণু উপ-
 সনায় প্রসন্নতা ভঙ্গের মধ্যে
 সন্যায় মনে সে উল্লাস ও মনোর
 চরও হই। সন্ধ্যায় কাহিনী
 অবশ্যই অবসান হইলেন। যেরূপে
 তিত হইলেন। যোগ্য দুই
 পুরাণিক স্নেহ কথিত হইলেন
 অনেকই বিরতি প্রাপ্ত হইলেন
 মোক্ষবোধিহাস বাস্তবিক
 পাশাপাশি কলিকাতার ও
 সত্য উপাসনার
 সত্য কলিকাতায়
 হইয়াছে। এত
 ত্রিপুরার
 হইয়াছে। ইহাই
 হইয়াছে। ইহাই
 হইয়াছে। ইহাই

Published by the
 1, Chittaranjan Avenue, Calcutta.



একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ

১৩১ সংখ্যা।

পৌষ ১৭৭৮ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

কলিকতা, জ্ঞানমন্ডল শিশু, স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষকেন্দ্রের দ্বিতীয় সংবাদপত্র। প্রতিপত্রের মূল্য দুই পয়সা।

প্রথম ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

ঈশ্বরের মন্দির।

আহার নিজে।

যখন ইচ্ছা পূর্বে পূর্বে দুর্ভাগ্য হইতেছে।
 এক পুত্র পুত্র প্রাপ্তির পরে বাহ্যতেজে,
 যে নন্দনপুত্র তাই আদি পুরুষ জীবের বিশেষ
 বর্ণনা। তাৎপৰ্য্য না করিয়া কোন বিষয়ে
 বই কষ্ট কবেন নাই, তখন জীবের ম-
 ত্ত মঙ্গলের জন্যই যে তিনি তাগাদি-
 ত্ত আহার নিজের জগদীশ করিয়াছেন তা-
 হাতে আর কোন সংসার উপস্থিত হইয়াই
 নষ্টাননা নাই। কিন্তু তিনি যে প্রকার
 মঙ্গলের জন্য আহার নিজে
 অধীন করিয়াছেন এবং তাহাতে যত দূর
 পর্যন্ত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা
 বুঝি পরিচালন করিয়া তাহা যত অবগত
 হইলে পারি। ততই আহার নিজে
 পরিচালন ও কল মঙ্গল হইতে তাই আ-
 হার নিজে মনুষ্য নামের পৌরব বুঝি হইতে
 থাকে। মনুষ্য অপরাপর নাম; যিবল্লৈ যেমন
 পার হয়ে জীব জন্তু হইলে প্রাণ, সেই
 মত, আহার নিজে কতিপয় বৈদিক না-
 পার বিকীর করণে আহার জীব মাংসকা-
 ই মনুষ্য। অপরূপ জীব জন্তু যেমন
 খড়ক-খড়ক মনুষ্যদিগকে করিয়া এবং
 কল জীব বা বন, বিবন ও গিবি কলরাদি
 গায়ত্রী আবে বাস করিয়া জীব বায়ণ

করিতে পারে, মনুষ্য কেবল পৃথিবীতে
 না। মনুষ্য বিশেষ বস্তু পৃথিবীতে
 না কবিলে কেবল পানাদি বস্তু বা বায়ু-
 ই মনুষ্য করিতে সমর্থ হইত। বিশেষ
 বস্তু আহার নিজে অতাবৎ মনুষ্য পৃথিবীতে
 শীতল মত হই, প্রায় আর কোন আহারই
 সে মত হয় না। মত, মতক পৃথিবীতে
 কৃতি কতিপয় জন্তু মানবদি আহার প-
 রিত্যাপ করিয়া জীবন বায়ণ কবিলে পুত্র,
 কিন্তু মনুষ্য উপস্থাপিত হইলে পুত্র
 অনুশন করিলেই মৃত্যুপ্রায় হইয়া পড়ে।
 পুত্র মনুষ্যের পরমেষ্ঠ্য কিনিমিত্ত মনুষ্য,
 জাতির জোজন পানাদি অনুশন করি-
 ত্তর মার মূলত ও গণনা করিলে নাই, ব-
 যন আহার ইচ্ছা বিবেচনা করিয়া মনুষ্য
 তখন তখনই কোন মনুষ্যের মত মনুষ্য ও
 মনুষ্যের জীবন আহার তাই। তাৎপৰ্য্য
 দেখিতে পাই।

জোজন পানাদি মনুষ্য করণ বিষয়ে
 জগদীশ্বর মনুষ্য জাতিতে অপরাপর জীব
 জন্তুর মত কোন এককর পাত্যবিক প-
 হার মনুষ্য করেন নাই বটে, কিন্তু তা-
 হতে এক বুঝি কল পরম সঠিক প্রদান
 করিতে তাহার পুত্র অনুশনপত্র নিবারণ
 হইয়াছে এবং জোজন পানাদি বিকীর
 করা মূলত ও জীবের বিষয় হইয়াছে।
 মনুষ্য বুঝি হারা আহার কৃতি বিদ্যার প-

এই বিশেষণেবিশিষ্ট প্রকৃত শব্দসমূহ উপস্থিত করিয়াছে। অর্থাৎ বিশেষণ ক্রম দ্বারা 'আমাদিগের' বাক্যটির প্রকৃতি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। এই বিশেষণের প্রকার বিশেষ করিয়া চোষণ করিলে এই প্রকৃতি নানা বিশেষ উপায়ে প্রকাশিত করিয়া দেওয়াতে সফল করিয়াছে। অর্থাৎ 'আমাদিগের' প্রকাশক যখন সকল জ্ঞানার্থীকে সফল থাকিতে হয়, তখনই এই বিশেষণের প্রকার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে পারে এবং দ্রষ্টব্য ক্রমের দ্বারা এই বিশেষণের প্রকার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে পারে। অর্থাৎ 'আমাদিগের' প্রকাশক যখন সকল জ্ঞানার্থীকে সফল থাকিতে হয়, তখনই এই বিশেষণের প্রকার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে পারে। অর্থাৎ 'আমাদিগের' প্রকাশক যখন সকল জ্ঞানার্থীকে সফল থাকিতে হয়, তখনই এই বিশেষণের প্রকার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে পারে।

এইসঙ্গেই 'আমাদিগের' শব্দের অনেকাংশই হইতে পারে। 'আমাদিগের' শব্দের প্রকার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে পারে। অর্থাৎ 'আমাদিগের' প্রকাশক যখন সকল জ্ঞানার্থীকে সফল থাকিতে হয়, তখনই এই বিশেষণের প্রকার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে পারে। অর্থাৎ 'আমাদিগের' প্রকাশক যখন সকল জ্ঞানার্থীকে সফল থাকিতে হয়, তখনই এই বিশেষণের প্রকার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে পারে।

এই প্রকার প্রকাশক যখন সকল জ্ঞানার্থীকে সফল থাকিতে হয়, তখনই এই বিশেষণের প্রকার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে পারে। অর্থাৎ 'আমাদিগের' প্রকাশক যখন সকল জ্ঞানার্থীকে সফল থাকিতে হয়, তখনই এই বিশেষণের প্রকার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে পারে।

বিষয় আকর্ষক হয়, সেই সময়েরই সুপা
 আমাদিগের উদ্বোধক স্বরূপ হইয়া আমা
 দিগকে পুনঃ পুনঃ তাদৃশ করিতে থাকে
 এবং আমরাও উদ্বোধী হইয়া সাধারণ
 করিয়া শরীরকে রক্ষা করি। পরম
 করুণাকর পরমেশ্বর আমাদের জন্মই মা
 কর্ণ। শক্তি সম্পন্ন করিয়া পৃথিবীতে প্রে
 রণ করিয়াছেন, যে আমরা কোন ক্রমেই
 তাহার অনুপ্রাণ পরিভাষ্য করিতে সক্ষম
 হই না। আমরা যদিও একবার কোন কা
 রণে তাহার উপদেশকে অবজ্ঞা করি কিন্তু
 পরিণামে অবশ্যই আমাদিগকে তাহার আ
 জ্ঞার অনুপ্রাণ হইয়া তদনুযায়ী কাৰ্য্য ক
 রিতে হয়, এবং আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত
 তাহার উপদেশ গ্রাহ্য করিমা অস্বীকারি
 গ্রহণ না করি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মের উত্তেজ
 না করিতে সক্ষম হয় না। হা জগদীশ
 কৃষি যে কত উপকারের জন্য আমাদিগকে
 কৃৎ পিপাসা প্রদান করিয়াছে, তাকা কি ব
 লিবি। অর্থাৎ যদি তোমাং প্রদত্ত কৃপা
 ওপর হারা সময়ে সময়ে উল্লেখিত না হ
 ইতাম। তথা হইলে কোন ক্রমেই আমরা
 আদর্শক সত্ত্ব অন্ন পান গ্রহণ করিয়া শরীর
 ধারণ করিতে পারিতাম না। আমরা প্র
 ঠাৎ তেজস্ব পানাদি সমাধা করিতে বিরক্ত
 হইয়া কত সময় অনশনে লেশণ করিতাম
 এবং কত সময় জীড়া কৌতুক হাস্যলাপ
 স্বর্ষা। শোক মোহ ও রাগে ধ্বংস প্রকৃতি
 অনন্থা বিষয়ে অনাচিত হইয়া আকারাদি
 করিতে বিরক্ত থাকিতাম। এবং ক্রমে মা
 দাদিগের শরীর শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া বিনষ্ট
 হইত। কেবল জেয়ার প্রসাদে আমাদি
 গের এ সমস্ত বিপাক উপস্থিত হইতে পা
 তে না। মনুষ্য মস্ত প্রকার জাতিগণেই
 জ্যোতিষিত থাকুক, আর পুত্র শোকেই শো
 কাঙ্কুর মূর্তি, তাহার নিরোগিত্ব একধী
 কপন তাহাকে সচেতন করিতে কনি ক
 তেন। এবং আপন আদেশ প্রতিপালন
 করাইতে সক্ষম থাকে না। কিন্তু ইহা কি
 আক্ষেপের বিষয় যে অনেক মনুষ্যই অ
 শ্বিনেতা মোকে তেমন কৌশলে প্রভি
 কিছু ভাষ্য হই পাত না করিয়া আপন

অন্যটিকে নিষ্কা করে। অনেক মুঢ় লোক
 এন উপকারী কৃৎ পিপাসাকে মনুষ্য
 বন্ধ স্বরূপ বিবেচনা না করিয়া পশম
 শত্রু মনোভাষণ করে এবং অনেক মনুষ্য
 মনুষ্য বন্ধ প্রকার বন্ধ করিয়া এমন মিছাকে
 বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে। তাহার বন্ধ
 করে যে পরমেশ্বর যদি মনুষ্যকে কৃৎ পি
 পাসার অধীন না করিতেন এবং তাহার
 গকে অপরায়ণ কোন প্রত্যক্ষণের প্রতীকৃত
 না করিতেন, তাকা ক্রমেই অন্ন মনুষ্য
 স্বপ্নের সীমা থাকিত না, মনুষ্য কেবল এক
 সমস্ত প্রয়োজনের অধীন হইয়াই এতদূর
 চ্যুৎপন্ন হইত। কিন্তু তাহে এক
 বার ইহা বিবেচনা করি। তাহেই যে
 পরমেশ্বর কেবল মনুষ্য আদি প্রাণীর
 ই তাহাকে প্রত্যক্ষণ নান প্রকার দাতার
 প্রদান করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে
 কৃৎ প্রদান করিয়াছেন। বর্ষাকাল আমায়
 সাধারণ করিয়া সুখী হইয়াছে এবং জল,
 প্রদান করিতেই করিয়াছেন। এবং পান ক
 রিয়া আমায় পান করিতেছি, তিনি আমা
 দিগকে পাতাকাজন করিয়া প্রয়োজন
 প্রদান করিতেই করিয়াছেন। তাহেই
 আমাদিগের সুখ জান হইতেছে। এবং পক্ষ
 বাসের বন্ধ। সেভাবেই আমরা পক্ষ
 হইয়া সুখী হইতেছি। তাহেই যদি আমা
 দিগকে মানের উচ্চ প্রদান না করিয়া
 এবং যশো প্রদান করিতেন, তাহেই
 কইনে আমরা অসম্মান, সত্য মনুষ্য
 প্রায় সৌখিন হইতাম। তাহেই যদি
 করিতাম? তিনি যদি আমাদিগকে
 জীবন ও সুখিত্ব প্রদান করিতেন
 তাহা হইলেই আমরা পক্ষ বাস
 প্রত্যক্ষণ বন্ধ পক্ষ বাস করিতাম।
 কিন্তু তাহেই যদি আমাদিগকে
 বিলম্বিত করিতেন, যে তিনি আমাদিগকে
 কিন্তু তিনি প্রকার প্রত্যক্ষণের প্রতীক
 রাখেন, ততই তাহােই আমাদিগকে
 কতি হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে
 সমস্ত নিবা প্রয়োজনের অধীন না করিয়া
 আমরা আর কি হইয়া সুখী করিয়া
 তাহেই আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি।

শীঘ্রা লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার কল
 জোন করিতে হয়। অনিচ্ছাতে যেমন ম-
 নুষ্য শরীরে অবিক্রমে মৃত হয় অতিশয় নি-
 দ্রা হারাও সেই রূপ তাহার অশেষ প্রকা-
 র অনর্থ ঘটে। অপরিমিত রূপে নিদ্রা
 জোন করিলে, শীঘ্রই শরীরে অবসাদগ্রস্ত
 হইয়া অকর্মণ্য হইয়া উঠে, বুদ্ধি মূর্খীভূত
 হইয়া বাস এবং স্মৃতি শীলর অনাধ্যা হ-
 ইতে থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে
 ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন যে নিদ্রালু
 লোকের জীবন কাল অসংখ্যই গণ্য হইতে
 পারে না তাহার শক্তি স্বেচ্ছাএন অচ বয়স
 আর কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। কি জানি
 মনুষ্য যদি অতিশয় নিদ্রালু হইয়া থাকিলে
 জীবনমতে গণ্য করে, এই জন্য জগদীশ্বর
 অতিশয় সঙ্কট নাম প্রকার দুঃখের
 বহুসংখ্য করিয়া বাধিয়াছেন, মনুষ্য যেমন
 কালের নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করিয়া অ-
 পরিমিত রূপে নিদ্রা করিয়া মৃত্যু হইতে
 যে অসংখ্যকাল দুঃখ রাশি জোগ করিয়া
 শিক্ষা পাইতে থাকে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
 জগদীশ্বরের এই নিয়ম সন্ধান করিয়া
 ব্যক্তি বিশেষের ও জগদীশ্বরি বিশেষের
 জন্য নিদ্রা ভোগের পরিমাণ স্থির করিয়া
 ছেন। তাহার বিবেচনাছেন, যে যে সমস্ত
 লোককে দৈনিক পরিশ্রম স্বাভাবিক কোন প্র-
 কার মানসিক পরিশ্রম করিতে না হয় তা-
 হারা অপেক্ষা নিদ্রা দাইলেই আত্মদেহের
 শরীরে দুঃখ থাকিতে পারে, কিন্তু যে সমস্ত
 লোক অধিক কাল মানসিক পরিশ্রম করিয়া
 থাকে, তাহারদের অধিক কাল নিদ্রিত
 থাকি উচিত। অস্বাভাবিক ও অপর্যাপ্ত বি-
 দ্যা ব্যবসায়ী লোকে যে পরিমাণে আপন
 আপন মনোরঞ্জন সঞ্চালন করে, সেই প-
 রিমাণে আত্মদেহকে বিজ্ঞান প্রকায় না ক-
 রিলে আত্মদেহই তাহার অকর্মণ্য হইয়া
 যায়। এই রূপ নির্দিষ্ট নিয়মে আত্মদেহ জি-
 ভোগ করিলে সকল মনুষ্যই সুখী ও স্ব-
 ক্ষম হইতে পারে। জগদীশ্বর আত্মদেহ-
 কে সুখ বিতরণ করিবার উদ্দেশ্যেই প-
 য়বয়স সমস্ত বিষয় সজ্ঞ করিয়াছেন,
 শরীরে কালের নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যক্তি কৃতি

রাপিয়া যে বিষয় জোন করি তাহাও
 সুখী হইতে পারে। তাহার অন্তর্যম
 জ্ঞানই আত্মদেহের জগৎ হেতু এবং তা-
 হার আত্মজ্ঞানই সকল সুখের মূলাধার।

ঐক্য ।

যে কোন ভাষায় যে কোন গাণ্ডকার নীতি
 বা রাজকীয় বিষয়ক প্রস্তাব লিপ্যন্তরিত
 প্রায় তাহার সকলেই একেবারে বিষয়
 নিয়াজেন। কি প্রাচীন কি আধুনিক কোন
 প্রকার নীতি সম্বন্ধেই স্বেচ্ছাচারে
 সেই তাহার কোন না কোন স্বেচ্ছাচার
 বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার
 পাঠ করিয়া পাঠক পণ্ডিত বিষয়ক কোন
 মতন ভাব অবগত হইবেন, অথবা চমক
 হারা কোন প্রকারে আত্মদেহের
 মোক্ষ জন্মিবে, আত্মদেহের স্বেচ্ছাচার
 তাই নাই এবং আত্মদেহের স্বেচ্ছাচার
 একটা উদ্দেশ্য নহে। ইহা সর্বাঙ্গী
 হইতেছে যে, যে সময় কারও আত্মদেহের
 এদেশ নানা রূপে চর্চাপাঠ হইয়া গিয়া
 ছে তখনো অধিকাংশ এক প্রকার
 সে যে আত্মদেহের এদেশের উন্নয়ন
 খেয়াল রাখি পরিচালনা হইবার উপায়
 না, অনেক তাহার মধ্যে এক প্রকার
 এদেশের লোক। বিষয়ক কোন প্রকার
 তৎপাঠে যদি পাঠক পণ্ডিত মনো
 গমন উদ্দেশ্যে চর্চায় দেশের
 হইবার কোন উপায় হইতে পারে, এ
 কোন ব্যক্তি কোন উপায় স্থির
 মোক্ষার্থী হইলে এই উপায়
 যম লিখিতে আত্মদেহের উন্নয়ন
 কোন না প্রকার এই পুস্তক
 প্রমাণ করায়। তাহার কোন
 ব্যক্তি লিখিত হইবে। তাহার
 মনোমত এই বিষয়ক
 আত্মদেহ উপস্থিত বিষয়
 করিতেছি।

সমস্তকাজকে জগদীশ্বর
 কাহার প্রকার উপায়
 যদি প্রক্রিয়া শাস্ত্রাচারে
 লোই বিজ্ঞান প্রমাণ হইতে

কোন কোন লোক তাহার জীবন বাপার সম্পাদনার্থে কোন জনসাধারণ হইতে জল আনিয়া প্রেরণ করে। এই যোগে শত শত কান্তি একত্রিত হইয়া শত শত প্রকার কার্য সাধন করিলে গুর একটি অট্টালিকা প্রস্তুত হয়। কোন গ্রন্থ কারকে কোন গ্রন্থ মুদ্রিত বা প্রচারিত করিতে হইলেও তাঁহাকে যুক্তাক্ষর প্রকার বহু লোকের সাহায্য লইতে হয়। মুদ্রা বহুকার যদি বহু প্রস্তুত না করে, কাগজ প্রস্তুতকারী যদি কাগজ প্রস্তুত না করে, অক্ষরকার যদি অক্ষর প্রস্তুত করিতে প্রস্তুত করে এবং বর্ণ যুক্তক যদি বর্ণ যুক্তনা করিতে বিরত হয় ও মুদ্রাকার প্রকৃতি অন্যান্য লোকে যদি স্ব স্ব রুচি অনুসরণে ক্ষান্ত থাকে, তাহা হইলে কোন মতেই কোন প্রকার গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইতে পারে না। একপ্রকার দশ জনের সমাবেশ চেষ্টা ও সংযোগে ক্রিয়াক্রান্তির সংশয় বাতী কোন রূপেই নিকাহ পাইতে পারে না। ক্রমি শব্দ উৎপাদন না করিলে বসিদের বাণিত্য প্রচলিত থাকে না এবং বসিদের জনে বাণিজ্য না করিলেও কৃষকের জন্ম সফল হয় না। কৃষকের কৃষি কার্য ও বাণিকের বাণিত্য, রাজার রাজ নিয়ম ও পরিচালিত প্রমাটরণ, ধাৰ্মিকের ধর্ম শিক্ষা ও জননির জনাসোপদেশ, বীরের বীরতা ও ধীর ব্যক্তির স্থবীরতা, ধনবানের ধন দান ও বিদ্যান্থক লোকের কার্য কৌশল এই রূপে সহস্র প্রকার বিষয়ের সামগ্রিক ধারা সংসার বাতী নিকাহ হইতেছে। অতএব জনস্বার্থ স্বয়ং কোন একটা পদার্থকেই কষ্টসূক্ষ্মকার সম্পূর্ণ উপযোগিতা প্রদান না করিয়া, জিন্দ, জিন্দ পদার্থকে জিন্দ জিন্দ প্রকারে জগৎ সম্পন্ন করিয়াছেন এবং কোন মানুষকেই তাহার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার সমর্থ শক্তি সম্পাদনা করিয়া। যুদ্ধ সম্প্রদায়কে যুদ্ধে যুদ্ধে প্রকৃতির অসীম করিয়াছেন, স্বয়ং ইহা সফলকর্তা জিন্দসহ হইতেছে যে আমরা সকলে একসঙ্গে ও এক কক্ষর হইয়া সমবেত চেষ্টা করিয়া সংসার বাতী নিকাহ করিয়া হইয়াই তাহার সম্পূর্ণ সজ্জাগার এবং নিষ্কিঙ্ক পিতার। তিনি জীব

বের পরম কল্যাণ সাধনের জন্যই তিনি রম স্থাপন করিয়াছেন এবং ইহা বাতী জাহাঙ্গিরের অসংখ্য প্রকার উপকার দর্শিত হইছে। মনুষ্য যে পরিমাণে তাহার প্রণীত এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারে, সেই পরিমাণেই সুখ ভোগী হইবে এবং যে পরিমাণে ইহা উল্লেখন করে সেও পরিমাণেই দুঃখ ভোগ করে। পৃথিবীর শস্যম বেষ্টের লৌকিক কার্যই এনিমেষে প্রমাণ প্রকাশ করিতেছে এবং সর্বকামান মেতেতে তাই যথের সার্থক হিতেছে।

যাঁহারা পৃথিবীর কোন দেশীয় পুত্র হইয়া পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বর্ণিত হইয়াছেন, যে যাহার লোক সম্পূর্ণ রূপে ধন বল ও জ্ঞান দল সাপেক্ষ হইয়াছে কেবল এক একটা বস্তুর প্রত্যাহার এক কালে উচ্ছিন্ন হইয়া পিতা হইবে এবং অনেক দেশের লোকে উপস্থিত মন কর্তব্য সামর্থ্য নির্মিত হইয়াও কেবল একটা বস্তু পিতার প্রত্যাহার পরাজয় বিশিষ্ট ব্যাধি আক্রমণ করিয়া তাহার কাণ্ডিপত্য অল্প করিয়াছে। তাহা হইলে হার। সে অনেক প্রধান প্রধান পদার্থের রূপে পতি হইয়াছে এবং যাহার লোক এক একটা হইয়া সমবেত চেষ্টা করিয়া উৎকর্ষ উৎকর্ষ বিপদ চর্চায় উচ্ছিন্ন হইয়াছে পৃথিবীর নব দেশীয় পুত্র হইতেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। পৃথিবীর প্রকৃতি পৃথিবীর প্রকৃতি হইয়াছে তাহা হইলে তাহা হইতেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। পৃথিবীর প্রকৃতি পৃথিবীর প্রকৃতি হইয়াছে তাহা হইলে তাহা হইতেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারে।

যাঁহারা উচ্চ পালার প্রমাণ জানা ব্যক্তিদিগের একটা চর করিয়া পিতার পতি লোকের স্বত্ব কার্য হইবে। যেকলন বাসনা হইলে পিতা জিন্দ পৃথিবী রক্ষা সম্পূর্ণ জিন্দ জিন্দদের মধ্যে নানা ক্রমে নানা প্রকার নিয়ম উপস্থিত করিয়া দিয়া ই উচ্চ নাগার

এবারেই পুনরায় পৌষের অধঃপাতের
সমুদায়ের কলম রাক্ষসের প্রকারে বসন্ত দিন
সময় একমুখ ও একজ সম্বন্ধ হইয়া।
একমুখের কার্যেছিল, ততদিন তাহা-
দিয়ে গুণিত কোন কালে কোন উৎপাত
দেখা হয় নাই। অমঙ্গল যখন তাহার
একমুখের পরস্পর বিশেষ বিসম্বাদ উপ-
স্থাপন হইল তখন তৎ হইবার গেল, তখন
সেই দিনের পরদিন হইতে হইল। পু-
ষীদি মনে কোন ব্যাপ্যের অথবা অসুখ
হইয়াছিল এবং কোনকালে যে প্রকার অসাম-
যায়ণের সন্দেহ পরিতীর্ণ করিয়াছিল তাহা
প্রায় পরাক্রম হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে
সেই রাক্ষসের পতন হইয়াই কোন সম্ভা-
বনা ছিল না। কিন্তু দিনে দিনে রোসের
অধিকার বসন্ত দিগন্ত হইতে দাখিল ততই
তাহার সোপ বনের স্থান হইয়া তাহার
দাশের কাবল হইতে হইল। রাজ্য রক্ষার
সময় রাজ্য মন্ত্রীর পণের ও মন্ত্রীর রাজ্য
তত্ত্বচারি দ্বিগুণ করিয়া একত্রিত হইয়া ম-
ন্ত্রীর কার্যের উপায় রক্ষিত না, বসন্ত ও ঈ-
শ্বরাদি শিবের মধ্যে আতঙ্ক আতঙ্ক ভাব
নক্ষত্র হইবার ব্যাপ্য হইতে পারিল এবং
এক মুখ ও এক পরামর্শ হইয়া স্বার্থপরতা পরিভ্রাম
পূর্বক এক যোগে কাল বাপন করিত এবং
সমুদায় ভারত বর্ষকে এক সমুদায় করি-
য়া এক শত্রুরের ন্যায় এক হইতে স্বল্প ক-
রিয়া স্বার্থে পরিভ্রাম, তাহা হইলে স্বার্থপর
মিত্র যখন রাজ্যের ইচ্ছা পরিভ্রাম
হইয়া করিয়া ইচ্ছাকে প্রায় বসন্ত ঈ-
শ্বরাদি শিবের মধ্যে আতঙ্ক করিতে সমর্থ হইল
না। একজন নামক পূর্বতন রাজ্যের
যখন রাজ্য তত্ত্বচারি মন্ত্রীর হইয়া
বানের ঈশ্বর আক্রমণ করিয়া ইচ্ছাকে
তিন ক্রমে গরুর পশ্চিম দেশীয় হিন্দু
রাজার সকলে একত্রিত হওয়াতে পুনর্বার
অপমানের বিস্তার রাজ্য শূন্যতা করিয়া
অন্যত্র যখন মহাশয় পৌষ নামক
এক ব্যক্তি যখন রাজ্য আতঙ্ক পুনর্বার
ভারত বর্ষকে আক্রমণ করিল তৎকালে
পশ্চিম দেশীয় হিন্দু রাজ্যের অপমানের
মধ্যে পরস্পর বিবাদ তাহা হইতে উৎ-
সবন, তাহার আক্রমণ নিবারণার্থে কোন
উৎসব হইল না, স্বতরাং হিন্দু রাজ্য
অতিরিক্ত বসন্ত হইতে হইল, এক
তত্ত্ববোধিনী নামক কালে হিন্দু রাজ্য

সময় স্বাধীন দাপে থাকে। বসন্ত করিত
এবং স্বতন্ত্র হইয়া স্বার্থপরতা
যোগে করিত। এক সময়ে হিন্দু জাতির
খন গৌরব ও বিস্তার হইয়া বসন্ত হই-
লার সাপেক্ষে বেত্তিত স্বাধীন সমুদায়
কৃত করিত হইতে এবং এক সময়ে
পূর্বক অতিক্রম করিয়া বেত্তিত হইতে
অসংখ্য রাজ্য হিন্দু জাতির স্বার্থে
সম্মত হইয়া যোগদান করিত। এক সময়ে
হিন্দু প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু বিধি-
প্রথমা পরাক্রম হইতে স্বাধীন কোন
জাত হিন্দু স্বার্থে আক্রমণ করিতে
নাই হইত না। অমঙ্গল কালে হিন্দু
হিন্দু বিধির সে সময়ে গৌরব হইতে
এবং তাহারিগের বিবাস ভূমি ভারত
বসন্ত হইতে দাখিল হইল এবং ইচ্ছা
শৌভা ও সমুদায় গৌরব হইল।
ইহা সম্পর্কে দুই হইতে হইল।
দ্বিতীয় পূর্বতন রাজ্যের যদি সকলে
এক পরামর্শ হইয়া স্বার্থপরতা
পূর্বক এক যোগে কাল বাপন করিত
এবং সমুদায় ভারত বর্ষকে এক সমুদায়
করিয়া এক শত্রুরের ন্যায় এক হইতে
স্বল্প করিয়া স্বার্থে পরিভ্রাম, তাহা
হইলে স্বার্থপর মিত্র যখন রাজ্যের
ইচ্ছা পরিভ্রাম হইয়া করিয়া
ইচ্ছাকে প্রায় বসন্ত ঈশ্বরাদি
শিবের মধ্যে আতঙ্ক করিতে সমর্থ
হইল না। একজন নামক পূর্বতন
রাজ্যের যখন রাজ্য তত্ত্বচারি মন্ত্রীর
হইয়া বানের ঈশ্বর আক্রমণ করিয়া
ইচ্ছাকে তিন ক্রমে গরুর পশ্চিম
দেশীয় হিন্দু রাজ্যের সকলে
একত্রিত হওয়াতে পুনর্বার
অপমানের বিস্তার রাজ্য শূন্যতা
করিয়া অন্যত্র যখন মহাশয়
পৌষ নামক এক ব্যক্তি যখন
রাজ্য আতঙ্ক পুনর্বার ভারত
বর্ষকে আক্রমণ করিল তৎকালে
পশ্চিম দেশীয় হিন্দু রাজ্যের
অপমানের মধ্যে পরস্পর
বিবাদ তাহা হইতে উৎসবন,
তাহার আক্রমণ নিবারণার্থে
কোন উৎসব হইল না, স্বতরাং
হিন্দু রাজ্য অতিরিক্ত বসন্ত
হইতে হইল, এক তত্ত্ববোধিনী
নামক কালে হিন্দু রাজ্য

স্বাধীনতার মুখ বন্দন করিতে সম-
 য় হইলেন না। মহম্মদ হোরির আক্র-
 মণ কালে পশ্চিম দেশীর পরাক্রমশালী
 রাষ্ট্রারা কবি সামান্য আর্ষণ্যতা বিক্র-
 মণে মুগ্ধনা হইয়া কথ্য ভূমি ভারত বর্ষকে
 অংশাধিগের হাফলং জননী স্বরূপ জ্ঞান
 করিয়া এবং সবুয়ারু হিন্দু জাতিকে নহো-
 বর স্বরূপ বিবেচনী করিয়া পুনেশের ও ই-
 জাতির পৌরব রক্ষার জন্য সকলে এক-
 জুতিয়া হইয়া খটখট বী ও অপকারী যখন
 নিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেম তাহা
 হইলে নিরাক্রম জারত ভূমে কখনই পরা-
 ধিকার রূপ কাল কটক এক হইতে পাইত-
 না, তাহা হইলে হিন্দু নিগের বহু বর ও
 স্তান সম্পন্ন জ্যোতিষাদি নামাধি জনা-
 ধারণ জ্ঞান পরী এত সকলেও কখন বিলুপ্ত
 হইত না এবং হিন্দু জাতির অসামান্য শি-
 ক্ষা সাধ্যে বিস্ত স্বরূপ অপূর্ণ অট্টালিকা
 মনসেও কমানি ধরাসাং হইত না। পঞ্জাব
 দেশীর শিখ জাতিসিগের স্বাধীনতার বি-
 লম্ব অরণ্য করিয়া দেখিলেও এহিগের বি-
 লম্ব প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যম। কবল
 জাতিগণ ও মুলতান জুতি রাজ্যের প্র-
 বৃত্তি যখনো শিখ সিগের প্রতি মতচার
 করিতে-অর কিছু মাত্র জুটি করে নাই।
 শিখ জাতি নিগের পৌরীয়া নিবারণার্থে য-
 কালে আহম্মদখান, ছায় সৈন্য নামাধ স-
 মলিগাহারে লাইয়া পঞ্জাব রাজ্যে উপস্থিত
 হইলেন তৎকালে তিনি শিখ বিগকে মস্ত-
 পী জ্ঞান করিতে অসি কিছু মাত্র অগেখন
 হাইলেন না। যখন রাজা শিখ জাতির
 অমৃতসরের প্রাথমিক দেব মন্দির ভগ করিয়া
 বেলিলেন, উদ্যোগের পত্রিক হলাশর
 পৌরিতে প্রাধিক করিলেও শতশক শিগের
 মস্তক হানি করিয়া পঞ্জাবী ভাড়াহিগের
 দেব মন্দির মণ্ডিত করিলেন এবং হাফলি-
 গের কঠ নিরাক্রম পৌরিত হারা মন্দিরের
 মণ্ডিত ধোক করাইলেন। এইরূপে দে-
 হারের আর সীমা রছিল না। যখন রাজ্যের
 অর পতন সা সকল উত্তীর্ণ হইল এবং
 শিগের এক কালে লুপ্ত প্রায় হইয়া দেখা
 গিয়া একা এক কি পরব বসি এবং সহস্রেক

চোটা কি প্রথম উপায়। শিখ জাতিয়া চ-
 খার যখন রাজ ককুর এই রূপে নিরাক্রম
 হইয়া কিছু মাত্র হতলা ও জ্যোৎস্না হ-
 ইল না, তাহা হইলে ঐশ্বর্যকে নষ্ট করিয়া এবং
 একাকে আশ্রয় করিয়া নৃত মহম্মদ হইয়া
 মাদ্রাস করিতে পুনর্জীব জাতিগণের
 সকলে সম্প্রদ প্রাপ্ত হইল। যখন শিখ জা-
 তি এক দুর্ভাগ্য বর্ষ যখনে যত বাকাতে
 সকলে এক হাফা ও এক মন হইয়া গঠিল
 এবং স্বাধীনতা রূপ অসুখা স্বরূপাও স্ত-
 সাধী হইয়া ও স্বাদেশে অনুবাসে অস্ত্র মণ্ডি
 হইয়া অপ্রতিহতচিত্তে মমর করণে অ-
 রেই স্বর্গধিগণ্য কনী হইল। যখনই ও
 বিদ্যালি কোণে বিধান বিগেবা কে-এ এক
 একা বলে শিখ দিন এমন মেল হইল উ-
 তিগ, যে পঞ্জাব রাজ্য হইতে মনোবিহার
 এক কালে সুবীচত হইল। এক জিতি ও
 এক ত্রুত শিখ জাতি বিগের শাসনে যখন
 সেমা গেরে বিগেবা হই জন্ম হইল। প-
 জাব কালে মনোরা যে বহুত অনুজিত নি-
 ম্মান করিয়া ছিল, যখন প্রতাপাধিত শি-
 খেরা তৎ সমুদয়ে চূর্ণ করিয়া কোণিল এবং
 শতশত যুগের যৌত চতুলে বক্ত করিয়া
 শূকনের শৌচিত হার। এই সকল ম-
 জিগের ভিত্তি যৌত করিলে দিস। যে তা-
 বহার শিখ জাতির পরাক্রম যখন নিগের
 হত হইলে এইরূপে ত্রুতি মস্ত এবং তা-
 হানগকে এক প্রকারে প্রতিমক মস্তে করে
 তৎকালে শিখ নিগের যম মন কি রণ ফল
 শল ত্রিচুই ছিল না, কেবল তাহারা
 এক মন জন্ম পৌরীয়া পরম্পরে সদা
 এক ত্রুত হইতে-একবার মস্ত হুজ
 হইয়াছিল। শিখ পৌরীয়া বা দিস প-
 র্বিত এইরূপে নিধানগত স্বপন ও বি-
 গা সকল এক ত্রুত জিগ, অতদিন তা-
 হাধিগকে তাহা হইলে হইল হইল হইল
 কিন্তু পরে তাহাধিগের মধ্যে যখন মস্ত
 বিচ্ছেদ ও একা এক হইলে আরও হইল
 উর্দাব তাহাধিগকে অধীন হইতে হইল।
 তাহাধিগের কেবল মস্তের মধ্যে পরম্পর
 আশ্রয় ও যোগ মস্তের মস্তে পাইয়া
 শিখ প্রতাপাধিত রাজ্যে মস্তাধিগের প-

ক্রম বালকের এবেশের হইয়া সমুদায় শিশু
কৃষ্ণিক বিপন্ন হওয়াগেলক। করিতে প্রবৃত্ত
হইল। ইহা হইবে যে প্রধান বল
হইবে। ইহা কিছু সময় সম্পদে নাই। কিন্তু
যদি এবেশের হইলে যে কর্ম্ম স্থিত হইবে
তৎসম্পাদ। ইহা মনে নিবোধ করা যায়, পিত
মাতা কর্তৃক পত্র হইয়া চেষ্টা করিলে দীর্ঘ
মাসেও সে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে শকু হয়
না। যে কোন শক্তি চেষ্টা করে একক্রে
সংহত হইবে সমস্ত যে উকার কার্য
মর্শে, বিক্রম প্রকিলে সমস্ত। কখন অ-
ক্রম কম মর্শে না। আনাদিগের এই বে-
শের বর্তমান অস্থার প্রভেদ দুইপাত্ত ক-
লিলেও উপস্থিত বিষয়ে অনেক প্রশ্ন
কোম হইতে পারে। এক্ষণে আমরাও অনেক
কোম বিলক্ষণ কম ভোগ করিতেছি। এ-
কোন বালকের হরহর। সন্দর্শন করিয়া
অন্য পুত্র পুত্রিয়ার অন্য অনেকের মতে
কোম, স্নেহ। এবেশের কুরীতে প্রকাই
পুত্র নিশ্চয়িক। ইহা একই অঙ্গুল ঘটি-
তেই একই মতের মাধ্য আনককেই জ-
কমান পাত্তের পরিচয় দেখা যায়। এবে-
শের মত পাত্ত বর্ধিত ও পরিত্যক্ত। এ-
বেশের প্রভেদ। মাধ্য পিতার অনুসন্ধান
বিদ্যে যুক্তি বিকল্প এবং তৎসম। মত প-
করে বেগের অনিষ্ট লিখ তাম ইচ্ছাই
চেষ্টেতে বা, ইহা একক্রে অনেক বুদ্ধিমান
পরিচয়। যোগে বোধন্য করিতে
পারিষাছেন। বাল্য কালে কন্যা পুত্র নি-
শেবে উভয় ক্রিয়া সম্পন্ন করা যে নিত্য
কোমবে, অনেক মাধ্যকার অধিবাসনের
কৃষ্ণা বি চাই চেষ্টেই এবেশ হইবে। সি-
ক্রমের মত উচিত এবং মত থেকে যুক্তি
বিজ্ঞ। কখনও মতের বস্তুই অভিজ্ঞ। বি-
বোধবিবাহে পুত্রি প্রসঙ্গিত করা যে অবি-
লক্ষ্যই কর্তব্য। ইহাও একক্রে অনেক
সম্পন্ন হইয়াছে এবং এ সময় কুরীতি
রক্ষণ করিয়া সুসীতল্য প্রসঙ্গিত ক-
রিতে মনেতেই মনে মনে বর্ধিত ও
সম্পন্ন। কিন্তু এবেশের একক্রে
মতের মত মতের মত মতের মত।
এখানে এই জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসঙ্গিত

তে এবং এবেশের এক অধিকাংশ মো-
কোর বুদ্ধি বৃত্তি মাজিত। এই প্রকৃতি
পরিষ্কৃত হওয়ারিতে একক্রে অন্য়পি কন্যা
প্রকার হুংকোলে প্রস্থানিত হইতেছে এবং
অসংখ্য প্রকার অধর্ম কটকে বিজ্ঞ হইতে-
ছে। বোধ হয় এবেশের সমুদায় কিছু মাত
নির্জন হয়না। কি কারণে যে এবেশ
অন্য়পি নানা প্রকার অনর্থক বিপদে বি-
পন্ন হইয়া রহিয়াছে এবং কি জন্য যে-ই-
ধার চুম্বনা মুর হইবার উপার হইতেছে
না, যখন আমরা ইহা বিশেষ রূপে বিবেচনা
করিয়া দেখি, তখন অনেকাধি আনাদিগের
চক্রে প্রধান কারণ বলিয়া। প্রতীয়মান হইয়া
বিচার করিয়া দেখিলে একা তৎসমকেই এ-
বেশের উন্নতির পথের প্রধান কটক ব্রহ-
ম পোষণ করা। অপাত্তের জন্ম মনে ক-
ইতে পারে, যে ক্ষণে একক্রে এবেশে মত
ও বিচার প্রচার হইয়া যুক্তি, তর্ক ও
মত। বিজ্ঞানের আশ্রয় হইয়া তৎস-
মতমত বিষয়ের বিচার হইয়া কালেতে এ-
বেশের অধিবাসন লোকের বৃত্তি মাজিত
হইলে এখন ইহাতে সকা প্রকার দোষ-
মুক্ত হইবে এবং আপনা হইতে এবে-
শের উন্নতি ও শ্রীরাঙ্গ হইতে থাকিবে। এ-
কোম বিবেচনা নিত্যই সম্পন্ন। ২. অল্পক
মত এবং আশ্রয়িত ইহা পদমত প্রকার
এই মতের প্রচার ও বিদ্যা বিচারই
একক্রে অল্পক সংহারের মূল কারণ সকল ক-
ম্যাগ উপায়ে মতের নিহান। কিন্তু ইহা
বিলক্ষণ দুই হইতেছে। যে যে পর্যন্ত এ-
বেশের বুদ্ধিবৃত্তির সমুদায় একত্রিত হইয়া
এবেশের চুরকড়া মুর করিতে উদ্যোগী না
হইবে না তাই কোন কালেই এবেশের ক-
ল্যাণ হইবে না, এবেশের সমুদায় মুর। এ-
মত যে প্রকার একক্রে হইয়া বিজ্ঞান
মত কাশালান করিতেছেন, ইহাই এক
ক্রে ভাবে মতের। কিন্তু মতের মত
কোম মতের প্রকৃতির মতের মত। এ-
বেশে এবেশের মতের মতের মতের মত
হইতে। এই মতের মতের মতের মতের
মতের মতের মতের মতের মতের মতের

কোন মতেই উচিত নহে, লোক সংখ্যা
 বৃদ্ধি হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিও কর্তব্য
 নহে। এক্ষণে একা হইবার বিলম্ব সময়
 চারিদিক একা বিভাগে জয়োজন হইয়া উ-
 ত্থিত। কীৰ্ত্তি হইয়া একপে আপনাদি-
 গের স্বার্থকে বিফল কর কোন প্রকারেই
 সম্ভব। এককের আঁরা নহে এবং কেবল
 এক কোনে গমন অভাবে মিত্ত এতাদৃশ
 অসম্মত হইতে পারে। চৈতন্য শিখি
 দীনের কার্য্য নহে। আমরা যদি এককের
 জন্মের পথে বিনয়ী মন্ত্রকার শিখিহীন ও
 নিকী হইয়া থাকি তাহা আপনাদিগের মনকে প্র-
 দীভিত ও স্বভাবকে কলুষিত করিব, তবে
 আনাদিগের জ্ঞান বিচারই বা কি ফল
 এবং বুদ্ধি পরিচালনেরই বা কি তাৎপর্য্য?
 আনন্দ পরস্পর বিক্রম ও বিক্রম ভাবে
 কলম মাপন কবাবে কোন চেষ্টা না সহ ক-
 বিতেছি। যে কর্ম্ম অল্পজ্ঞান করিতে আমা-
 দিগের পক্ষ প্রতিবাদী হইতেছে, বাহা বি-
 পক্ষের করিতে। আমাদিগের বুদ্ধি যুক্তি ও
 জ্ঞান পূর্ব্ব পুনঃ নিবেদন করিতেছে এবং
 সাধারণ আমাদিগের মন কাতর হইতেছে
 তাহার পক্ষের পূর্ব্ব হইতেছে, আমরা প-
 রস্পর্শ বিক্রম থাকিতে প্রতি দিব্যি আ-
 নাদিগের পক্ষ কর্ম্ম অনুষ্ঠান ও সেই
 কর্ম্মের উৎসাহ প্রদান করিতে হইতেছে।
 এই বক্তৃতা হেতু পক্ষ্য পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্র-
 সঙ্গ হইয়া অবধি বক্তৃতা লোকে তাহার প্রতি
 বিদ্যান স্থাপন করিয়াছেন এবং বক্তৃতা লোকে
 প্রকৃত্য রূপে নিম্ন প্রদেয় কাহিয়াছেন,
 তাঁহারা সকলে একা হইয়া উক্ত ধর্ম্মের
 উন্নতি সাধনে পরবান হইলে ও ত দিনে তা-
 কার যে পর্য্যায় হইয়াছে হইত, তাহা আম-
 রা এ অবস্থান মনেতেও পাতন করিতে
 পারি না এবং ওহা আমাদিগের মনকে ভয়
 বয় ছাড়াই হইয়া বর্ধিত হইয়াছে।
 সকল ব্রাহ্ম সংখ্যা মিত্ত হইয়া পূর্বে বা-
 ক্ত একসম্মত জন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারী
 একে একে উক্ত ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে ও
 পবিত্র থাকিলেও উহার সফলতা নহে হইত,
 এক্ষণে এই সম্মত ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়াও তা-
 হার স্বভাবের একাধিক কাহই দেখিতে

হে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম একবার বিবেচনা ক-
 রিয়া দেখুন, যে তাঁহার যে শরিত বর্ধ অ-
 বলম্বন করিয়াছেন এবং যে পথের পথিক
 হইয়াছেন, সে পথের কি পর্য্যায় হইয়াছে
 এবং ও সে পথ কোন স্থানে প্রস্থিত হ-
 ইয়াছে, যাব তাঁহারই বা পথিকের মিত্ত
 হইবার কি পর্য্যায় জয়োজন করিতেছেন
 এবং সে স্থানে গমন করিতে কতদূর প্র-
 যত হইতে পারিয়াছেন, তাহা হইলেই
 তাঁহারা জানিতে পারিবেন, যে এক একের
 আঁরা তাঁহাদিগের উন্নতির পথে কি পর্য্যায়
 প্রতিকূলক হইয়া রাখিয়াছে। ইহা আ-
 রা বিলক্ষণ জানি যে সাধারণে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের
 সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে এবং সে
 ওহের নিমিত্ত কল্যাণের বীজ রোপিত হয়,
 বাহাতে উক্ত ধর্ম্মের অল্পমত কার্য্য সকল
 অনুষ্ঠান করিয়া মনুষ্য মানব জীবন ব্রাহ্ম
 করিতে পারা যায় এবং বাহাতে উহার নি-
 মিত্ত একটি মাত্র কর্ম্মও প্রচারণা নাহে
 না হয়, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মতো। অনেকের এই
 রূপ ইচ্ছা এবং অনেকেরই এই চেষ্টা কিন্তু
 কেলে এক একের আঁরা তাহারিগের
 এই ইচ্ছা সম্পন্ন হইবার উপায় হয় না এবং
 তাঁহাদিগের ব্রহ্ম সফল হইতে পার না।
 ইহা আমরা বিলক্ষণ দেখিতেছি। তেই
 সকল ব্রাহ্মকে আপন আপন অবস্থান
 ধর্ম্ম বিক্রম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাঁ-
 হাদিগের পক্ষ কাহারই জ্ঞানের আঁরা বাহা
 বিবেচনার জরি নাই এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি
 পক্ষ্য আঁরাও আঁরা নাই। তাঁহারা ই-
 ত্যাদি মত বিষয়ে সন্দেহ হইয়াও কেবল
 এক একা মনের অমাবে আপনাদিগের জ-
 বস্ত কর্তব্য সাধনে সক্ষম হইয়া না। ইহা
 পূর্বে মনুষ্যের বিষয় তাহা কি আছে, এবং
 ইহা মনুষ্যের মনকে প্রতিফলিত বা আঁরা কি
 হইতে পারে। ইহা দুইই উল্লেখ করিয়া
 গিয়াছে যে একা বল ব্যক্তিকে জ্ঞান বস্ত
 থা বস্ত প্রভৃতি সকল একই বস্ত হইয়া
 সকল চেষ্টা বিফল হইয়া কি জ্ঞান বিষয়ে
 কি পক্ষ আঁরা কি আঁরা মনুষ্যের
 তান যে কোন বিষয় বস্ত সকল এক
 এক খোঁজে হইয়া করিতে তাহা যেমন পীত

৭ যেমন সুসঙ্গ কণে সংগ্ৰহ হইতে পারে, মনস্তর ব্যক্তির পুঙ্খ নুয়োঁ ছাড়াও তাহা তরুণ পুরুষসম্পন্ন হয় না। অতএব শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করণ বিষয়ে আর আমাদিগের একান্ত্র হইতে বিলম্ব করা কোন ক্রমেই উচিত নহে।

বিধবা বিবাহ।

আমরা পরমাশ্রমের সহিত জাপান করিতেছি যে আমাদিগের চিমবাগ্ৰিত বিধবা বিবাহের প্রথা আনুগত্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ প্রথা পূর্বে ২৩ অগ্গহারণ বিধিবাদে বেশ বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামধন ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশঙ্কর বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের সহিত, পীলাসভাঙ্গা গ্রাম নিবাসী তত্র বংশোদ্ভব ব্রহ্মানন্দ সুধোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া বিধবা কন্যার শত্রু বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই কন্যার যখন ৪ বৎসর বয়স্কন তৎকালে ইহার সন্ততি দেবীপাখিপতি রাজার গুরুবংশীয় শ্রীযুক্ত রুণিণীপতি ভট্টাচার্য্যেব পুত্র হরমোহন ভট্টাচার্য্যেব প্রথমতঃ বিবাহ হইয়াছিল, এই বিবাহের ২ বৎসর পরে সর্বদেহ ৩ বৎসর বয়সে ইহার বৈবাহ্য হয়। এই কন্যা পতি কুলে বাস করিত, ইহার জননী স্বীয় স্বামিতার অসুখ বৈধব্য ব্রহ্মণ্য সংকল্পিতে না গারিয়া আপন আত্মীয় বংশের সঙ্গতি অনুসারে তাহার পুনঃ পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদনার্থে অতীত যন্ত্রণা করেন এবং সেই বৃত্তান্তসারে এই শুভ কর্তব্য সম্পন্ন হয়। এই কন্যার পিতা মোকান্ত রিক হুগার্ডে ইহার মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী বিশ্ণু শাস্ত্রীস্বামীর ৩ দশক প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী উল্লিখিত পাত্র ইহারক সঙ্গ্রহণ করেন। ত্রাণ বংশের বিবাহ উপলক্ষে এদেশে হুঙ্কিমাঙ্কও কুশগুণকর্দি যে যে ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এনিমিত্তে সে সমস্তই হইয়াছিল, তাহার কোন প্রকার সুলভ্যকানেরই স্ফুট হয় নাই। এই বিবাহে ক্যানাধিক আটশত নিমন্ত্রণের পত্র প্রস্তুত হয়, তন্ত্রির অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য দি-

গের নিমন্ত্রণের জন্য কতকগুলি পত্র পুঙ্খ কণে সংগ্ৰহ করিয়ায় মুদ্রিত হইয়াছিল। পাঠক গণের অবগতির জন্য আমরা এই চাই প্রকার পত্রই পক্ষান্তরে অবিকল সংলগ্ন করিলাম।

শ্রীমচ্ছ্রীমতি দেবীর সন্তিয়া: কন্যাবয়ঃ ।
১৩ অগ্গহারণ বিধিবাদে পুঙ্খ নুয়োঁ ছাড়াও তাহা তরুণ পুরুষসম্পন্ন হয় না। অতএব শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করণ বিষয়ে আর আমাদিগের একান্ত্র হইতে বিলম্ব করা কোন ক্রমেই উচিত নহে।

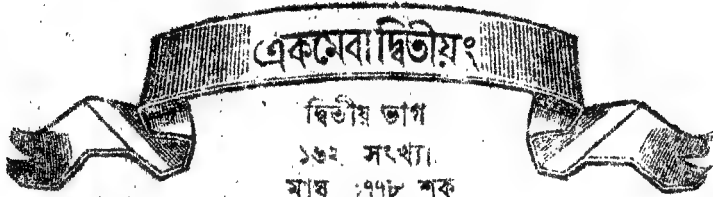
এবার পদনিম্ন পত্রিকটা হায়ে নিবাসী প্রসিদ্ধ কায়ক কুর্নীত কাম্বাধর ঐশ্বর্য বাসু হস্তবাসী প্রথমেব জাত্যে ব্রহ্মকণী যোষের পুত্র মনোময় যোষের সহিত সঙ্কলিতকাল নিবাসী চিনাইটের মিত্রের পৌত্র শ্রীমদ বাসু উপাধ্যায় মিত্রের দশম বর্ষীয়া একমু বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। এই কন্যার ইহার পিতাই সংস্কার করেন। ইহার আশ্রয় বর্ধের দিকিৎ কুমাচারীস্বামীর মঙ্গল উইয়াছিল।

উল্লিখিত মতঃ ব্যাপারে সম্পন্ন হইয়াছে মহা সমারোহ হইয়াছিল। উক্ত বিবাহে সন্তার প্রায় কলিকতা নিবাসী পদব্রজ ধান সমস্ত তত্র বিধবাগণের অধিকার হইয়াছিল এবং অনেক তত্র লক্ষ্য কন্যা মনোময় পত্র পরিচরিত হিয়া উক্ত কর্তব্য সমাপা কন্যার যোগে উল্লিখিত পত্রের এক সোৎসরকর সমানে হইয়াছিল। যে ইচ্ছা কন্যার মোহে হুঙ্কিমাঙ্ক বসিতে কোন সঙ্কল্প করেন নাই এবং কন্যা সঙ্কলনের ব্যতিরিক্তই তাৎপৰ্য শব্দটায় দ্বারা পরিপূর্ণিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ কিছু শাক্ত ব্যবসায়ী অনেক লক্ষ্যে পরিচরিত উক্ত বিবাহের সন্তান আধিক্য হইয়া উক্ত কর্তব্য সম্পন্ন করাইয়া ছিলেন। এই মতঃ ব্যাপার

তাহার মনোভাৱে সৰ্বদা স্মৃতিস্বৰূপে
 থাকিলে বিলাসভাৱে সম্ভাষণেৰে গুণ আৰু
 কীৰ্তিৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট প্ৰাপ্তিৰে পাবিব না। তাঁহাৰ
 আধিক্যৰ নাম এই অসামান্য কীৰ্তিৰ স-
 ম্পাদন হওকৈছে। চিৰ কাল জীৱিত থাকিব।
 এই মহৎ ব্যাপাৰ সম্পন্ন কৰিবলৈ জনা
 নাই। যেনেবা শুভ প্ৰিয়তম ও যেনেবা শুভ প্ৰী-
 তামন পৰিৱৰ্ত্তন, তথা আমাৰ শত বৰ্ষও
 বনম কৰিয়া শেষ কৰিতে পাবিব না। তাঁহাৰ
 অসামান্য অধাৰণ্য, অধিতীয় তিতিকা ও
 তুলনা গ্ৰহিত ধীৰশক্তি ই এই মহৎ ব্যাপাৰ
 সম্পন্ন হওঁৱাৰ প্ৰতি প্ৰধান কাৰণ। তিনিই
 অসামান্য পুঞ্জি যেনে হিন্দু দিগেৰ সমস্ত
 বৰ্ষ শাস্ত্ৰ বন্দন কৰিয়া তাহাৰ শেষ নি-
 ক্ষান্ত স্থিৰ কৰিলেন এবং বিধবা বিবাহ যে
 হিন্দু ধৰ্ম্ম বিৰুদ্ধ নকে, কিন্তু স্মীৰ বিচাৰে
 বিশেষে তাহা সকল যৌকিক শিক্ষা প্ৰে-
 মন কৰিলেন, তাঁহাৰই প্ৰত্যাবে হিন্দু শা-
 স্ত্ৰত ও সকল দুৰ হইল এবং তাঁহাৰই প্ৰে-
 মণে হিন্দু বিধবাৰ অত্যন্ত যত্নশা হইতে
 পৰিৱৰ্ত্তন পাইল। তিনি এই শুভ সন্তপ-
 নিক কৰণৰে নিমিত্তে মিক বোধ ক-
 লেন নাকি, অপমানকে অপমান জ্ঞান ক-
 লেন নাই, এবং কৃত কৰ্তাৰ ও উপকৰণাদিৰ
 প্ৰতি কণ্ঠশেও, কৰণ নাই। তিনি যখন
 বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্ৰথম পুস্তক প্ৰচাৰ
 কৰেন তখন প্ৰতিবাদি গণ তত্বতৰে জী-
 হাৰে কৃত কৰ্ম্মত ও ধৰ্ম্মকে ৰাখে নাই,
 মিন্দা ধৰ্ম্মকেও হুঁচি কৰে নাই এবং নাম
 কৰে না। যন্তে বৈৰতা সাধন কৰিতেও
 কৰ্ম্ম হেৰাই, কিন্তু তাহাৰ ভাৱ সম নি-
 যুক্ত হলেও কিছুতেই বিচলিত হয় নাই।
 বজ্ৰ যেমন পৰ্ব্বত উপৰ পক্ষিত হইয়া আ-
 গমিই তাৰো নৈম হয় শুভ পথেৰ নিল-
 নাদ পৰ্ব্বত পাক সৰ্বলও সেই ৰূপ তাঁ-
 হাৰ উপ-পত হইয়া অসামান্য হইতেই
 নিস্তেজ নহোৱে। তিনি যি প্ৰধান জীন
 জৰোৰ লোকেই বৈম বাবহাৰে বিৰক্ত হইয়া
 এই শুভাৱতীন মিক কৰিতে কোন ৰূপে
 সন্তোষ পাবিলেন, তাৰা হইলেন, ভাৱত ম-
 গীৰ পিপাসাৰেৰে প্ৰসন্নত বৈধব্য সন্তপা-
 নল বিৰূপ হইল। তাৰ কোন উপায় হ-

ইত না এবং দুঃখীয়া ভাৱত বৰ্ণ ভ্ৰণ হতা
 ও ব্যক্তিচাৰি পাপ ভাৱ হইতে কৰ্ম্ম-
 কালেত পৰিমাণ হাইত না, অন্যথা বিধ-
 বাবিধেৰে কৰ্ম্মৰহিত। শোকায়িত হিন্দু নি-
 স্তাননে ভাৱত বৰ্ষ গিৰ হিন্দুই বন্ধ হইত।
 ১) জগদীশ! এমন্ত কল্যাণবৰ ব্যা-
 পাৰেৰ মখে আমাৰ কেবল তোমাৰই মহি-
 মা সন্দৰ্শন কৰিতেছি এবং তোমাৰই প্ৰে-
 মৰ প্ৰত্যাক কৰিতেছি, তুমি যে কোন স্ত্ৰে
 ও কোন কৌশলে প্ৰীত্বেৰ কল্যাণ সাধ-
 কৰ তাহা কাহাৰ নামা যে বোধগম্য কৰি-
 তে পাৰে? কাহাৰ মনেই যে তম-
 নাছন ভাৱত বৰ্ষে কিছু বিধবা বিবাহেৰ
 প্ৰথা প্ৰচলিত হইয়া প্ৰতিহীন জনসামিগেৰ
 অনিবাৰ্ণা শোকায়িতকে নিৰ্দ্ধাৰ কৰিলে, কে
 মনে কৰিত যে হিন্দু বিবাহ বনিতাৰ ছ-
 শ্ৰেণী শাস্ত্ৰেৰ পামন হেনন কৰিয়া আপ-
 চাৰিগেৰে দুখ সাধিকে নষ্ট কৰিবে, স-
 কৰ্ম্ম হইবে, পাহ। তাহাৰিগেৰে অসম ভ্ৰমণ
 স্মরণ হইলে এখনও আমাৰিগেৰে অসুখ
 হয়, তাহাৰি যে স্মাৰণ প্ৰস্তুত পিন পাত
 হইলেন আমাৰিগেৰে আৰ ইয়া মনে হই
 না। কেবল তোমাৰ কৃপাই এসকলেৰে মুখ।
 ভাৱত কৃমি পূৰ্ব্বাধিই ধৰ্ম্ম কৃমি বলিয়া প্ৰে-
 দিছ ছিল এবং হিন্দু পাত্ৰে তিদিনই ধৰ্ম্ম
 পূৰ্ণ ৰূপে পাৰিত ছিল, কিন্তু তাহাৰিগেৰে
 দাপ্তৰ দেশ কাৰহাৰে সেন সকল সম্পত্তিই হৰণ
 কৰিয়াছিল, আমাৰ তুমিও তাহাৰিগেৰে স-
 প্তপূৰ্ণ সম্পত্তি প্ৰধান কৰিবলৈ পথ প্ৰস্তুত
 কৰিলে। অতঃপৰ আমাৰ তোমাকেই মন-
 কৰ কৰি। যে বৈধবা ব্ৰহ্মণকে এদেশী
 যৌকিক অনিবাৰ্ণা মনে কৰিয়াছিল, যে
 ৰোগকে তাহাৰ অসম। ও অনাৰোগ্য ভা-
 বিয়াছিল, তাহা হইতে তাহাৰ কৰ্ম্ম কাৰে
 মুক্তি পাইল। তাৰ অশা কৰিত না। এমন্তে-
 মহত্মা কান্তিৰ পুত্ৰে সেই ব্ৰহ্মণৰ শেৰ-
 টেন সেই ৰোগেৰে একে স্থিৰ হইল এবং তাহা
 হইতে এদেশীৰ অসম। মুক্তি পাইল। তা-
 হাৰ এই অসামান্য কীৰ্তি বৈম বিধবা জ্ঞান
 পুৰিমা মখে তোমাৰে কৰ্ম্মৰূপে হইয়া
 কৰে, অধৰ্ম্মে এই আৱাসিগেৰে প্ৰাৰ্থনা।

১) জগদীশ! এমন্ত কল্যাণবৰ ব্যাপাৰেৰ মখে আমাৰ কেবল তোমাৰই মহিমা সন্দৰ্শন কৰিতেছি এবং তোমাৰই প্ৰেমৰ প্ৰত্যাক কৰিতেছি, তুমি যে কোন স্ত্ৰে ও কোন কৌশলে প্ৰীত্বেৰ কল্যাণ সাধক কৰ তাহা কাহাৰ নামা যে বোধগম্য কৰিতে পাৰে? কাহাৰ মনেই যে তমনাছন ভাৱত বৰ্ষে কিছু বিধবা বিবাহেৰ প্ৰথা প্ৰচলিত হইয়া প্ৰতিহীন জনসামিগেৰে অনিবাৰ্ণা শোকায়িতকে নিৰ্দ্ধাৰ কৰিলে, কে মনে কৰিত যে হিন্দু বিবাহ বনিতাৰ ছশ্ৰেণী শাস্ত্ৰেৰ পামন হেনন কৰিয়া আপচাৰিগেৰে দুখ সাধিকে নষ্ট কৰিবে, সকৰ্ম্ম হইবে, পাহ। তাহাৰিগেৰে অসম ভ্ৰমণ স্মরণ হইলে এখনও আমাৰিগেৰে অসুখ হয়, তাহাৰি যে স্মাৰণ প্ৰস্তুত পিন পাত হইলেন আমাৰিগেৰে আৰ ইয়া মনে হই না। কেবল তোমাৰ কৃপাই এসকলেৰে মুখ। ভাৱত কৃমি পূৰ্ব্বাধিই ধৰ্ম্ম কৃমি বলিয়া প্ৰেদিত ছিল এবং হিন্দু পাত্ৰে তিদিনই ধৰ্ম্ম পূৰ্ণ ৰূপে পাৰিত ছিল, কিন্তু তাহাৰিগেৰে দাপ্তৰ দেশ কাৰহাৰে সেন সকল সম্পত্তিই হৰণ কৰিয়াছিল, আমাৰ তুমিও তাহাৰিগেৰে সপ্তপূৰ্ণ সম্পত্তি প্ৰধান কৰিবলৈ পথ প্ৰস্তুত কৰিলে। অতঃপৰ আমাৰ তোমাকেই মনকৰ কৰি। যে বৈধবা ব্ৰহ্মণকে এদেশী যৌকিক অনিবাৰ্ণা মনে কৰিয়াছিল, যে ৰোগকে তাহাৰ অসম। ও অনাৰোগ্য ভাবিয়াছিল, তাহা হইতে তাহাৰ কৰ্ম্ম কাৰে মুক্তি পাইল। তাৰ অশা কৰিত না। এমন্তে মহত্মা কান্তিৰ পুত্ৰে সেই ব্ৰহ্মণৰ শেৰটেন সেই ৰোগেৰে একে স্থিৰ হইল এবং তাহা হইতে এদেশীৰ অসম। মুক্তি পাইল। তাহাৰ এই অসামান্য কীৰ্তি বৈম বিধবা জ্ঞান পুৰিমা মখে তোমাৰে কৰ্ম্মৰূপে হইয়া কৰে, অধৰ্ম্মে এই আৱাসিগেৰে প্ৰাৰ্থনা।



একমেবাদ্বিতীয়ঃ

দ্বিতীয় ভাগ

১৬২ সংখ্যা।

মাঘ ১৭৭৮ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

কলকাতা, জ্ঞানমন্ডল প্রিন্টিং ও পাবলিশিং কারখানা, বিদ্যালয় রোড, কলকাতা।
বিশ্ব মঙ্গলকামি মূল্য পূর্ণামিত

৩৬২ নং প্রিন্টিং প্রিন্টার্স সোসাইটি, কলকাতা

ঈশ্বরের সাহিত্যসংবাস।

বসন্ত ইহা সর্বত্র প্রকার তর্কদ্বারা যী-
শাস্ত্রা হইতেছে এবং সমস্ত যুক্তি দ্বারা
প্রতিপন্ন হইতেছে, যে জগদীশ্বর চক্ষু কণ
নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রত্যেক কোন প্র-
কার স্কন্ধ বা চেতন পদার্থের দ্বারা মহেন।
তিনি কেবল প্রত্যেক পরিসৃষ্টমান এই
অনন্ত প্রকাশের কারণ ও বর্জী রূপে
সুতীর্ণমান করেন এবং আমরা তাঁহার
স্বভাব এই বিচিত্র বিশ্বকার্য সমদর্শন ক-
রিয়া কেবল মনেতে তাঁহার অল্পপম সত্তা
প্রতীতি করিতে পারি; তখন তাঁহার
স্বভাব যে তত্ত্ব প্রকার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অ-
কার বিশিষ্ট পদার্থের সংবাসের জুলা
নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোন তর্ক
বিস্তার ও যুক্তি প্রদর্শন করিবার আবশ্যক
করে না। যীশাস্ত্রের কিঞ্চিদাত যুক্তি
আছে, তাঁহার অধিকালের জন্য বিবেচনা
করিয়া কেবলেই ইহা বিলাসন লোপন
করিতে পারিবে, যে কোন শরীর বিশিষ্ট
চক্ষু বা চেতন পদার্থের স্বভাব যে রূপে-
কল্পিত হইয়া তাঁহার স্বভাবনী হইতে হয়,
পদার্থের স্বভাব যে রূপে একত্রিত হ-
ইয়া তাঁহার সংসর্গ ভোগ করিবার ক্ষমতা
করিতে পারে না। কোন স্বাধীর স্বভাব
দ্বারা তাঁহার নিবর্তন হইবার সম্ভাবনা
না এবং কোন কারণে বিবেক অস্তর করি-

বে, তাঁহার স্বভাব, স্বভাব : তাহা, তা
না। তিনি দেশ কালের আত্ম, তিনি তিনি
স্বাধীনভাবে চক্ষু কণিকা জগদেষ্টিয়ার আবি-
ধর ও সমস্তই বসন্তেষ্টিয়ার আত্মকরণে
যুক্ত। এক কারণে তাঁহার সংসর্গ ভোগে প্র-
নবিকারী, তর্কাত্তম গতে প্রদর্শন হ-
ইতে পারে না। এখন তিনি রূপা করিয়া
মনুসাকে তাঁহার অল্পপম সত্তা প্রতীতি ক-
রিবার ও অধিকারীর স্বভাব আলাচনা ক-
রিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন
তিনি তাহাকে তাঁহার সংসর্গ ভোগের
অধিকারী করিয়াছেন। মনুসকে যে মনুস
তাঁহার অল্পপম স্বভাবের উপলক্ষি করে
সেই মনুস জগতাই তাঁহার সংসর্গী হইবে
অপার অধিক জ্ঞাত করিতে পারে। ম-
নুসের মন এখন ঈশ্বরের জ্ঞান স্বভাব
মঙ্গল স্বরূপে নিমগ্ন হয়, তখনই তাহা
তাঁহার স্বভাবনী বলা যায় এবং মন তাঁহার
মন যেই প্রেম দ্বারা পরম ওদ্য, তাঁহা
সাগরে সম্মরণ করে, তখনই যে তাঁহার অ-
পার তত্ত্ব জনক অল্পপম সংসর্গ ভোগ করে
মনুসের মন এখন যে বিলাসে মগ্ন হয়, তা-
খন যেই যে তাহাতেই পায় বলে তাহা
অপার মনোহর নাই। মনই মনুসের মন
তাহা এবং মন দ্বারা তাঁহার সমস্ত বি-
ষয় ভোগ হয়। মনুস চক্ষু দ্বারা দর্শন
করে, কণ দ্বারা শ্রবণ করে এবং ইহা দ্বারা
স্পর্শ করে, কিন্তু ইহা আমরা প্রত্যক্ষ যে-

কৃশা করিয়া মনুষ্য জাতিকে এই শরী-
রেই তাঁহার সংসর্গ শাকের অধিকারী ক-
রিয়াছেন।

পারমপরের পরমেশ্বরের মহিমা সা-
পরে চিত্র নিমগ্ন করিয়া—স্বয়ং চক্ৰ ধারা
আপনার অক্ষরবিধি সর্বত্র তাঁহাকে বিলা-
মান দেখিয়া এবং বর্ষদা সংক্রিয়া মাখন
পূর্বক চিত্র শুদ্ধি করিয়া মনুষ্য যে আপ-
নাকে তাহার সন্নীপবর্তী কবিত্তে সমর্থ
হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।
কিন্তু কখনো বিষয় এই যে সে একদিন ম-
নুষ্য জাতি আপনাকে পরমেশ্বরের নি-
কটবর্তী করিতে পারে, সে প্রকার লোক
অতি দুর্ভাগ্য। যে পথে গমন করিলে গু-
ণিবীর অপরিচ্ছিন্ন ভাব পরিভ্রাণ করিয়া সেই
অবিত্ত পুরুষের সংসর্গ লাভে অধিকারী
হওয়া যায়, সে পথের পথিক ভক্তি বিরল।
যদি তিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের মন সর্ব প্রকার
নর্মান্তরান দ্বারা এবং সকল প্রকার সাধু
চিত্তা দ্বারা সূচ্যক রূপে মন্থিত না হয়,
সেইদিন কখনই তাহাকে পরমাত্ম তত্ত্ব
প্রতিভায় হ্রাস না। পাতাল মনু রোগ
হয় মোহ মাৎসর্য্য প্রভৃতি অপবিত্র ভাব
শুদ্ধি করিয়া বিচরণ করে, সেই কখন
ইহঁদের ভাব আশ্রয় করিয়া জগদীশ্বরে-
র সন্নীপবর্তী হইতে পারে? অনেক
মনুষ্য পার্শ্বিৎ সূখের লবুৎ এ অনিত্যত্ব
সন্দর্শন করিয়া এবং তদুপস্থিত রাশি রাশি
দুঃখ রূপ ভীত কণ্টকের বিধ্বংসকার অ-
জিত হইয়া তৎ মনুষ্যের পরিভ্রাণ পূর্বক
জগদীশ্বরের সহবাস জনিত নিঃসংক ও
নিভা সূখ ভোগে ভক্তিমানী হইয়া থাকেন,
কিন্তু সে উৎকৃষ্টতর ও পরম পবিত্র সূখ
ভোগের উপযুক্ত মাখন না করাত্তে সকলে
তাহা জ্ঞাত করিতে সমর্থ হয় না। কা-
হারা গুণিবীর পরিমিত সূখে পরিতপ্ত না
হইয়া ঈশ্বরের সহবাসী হইয়া অপরিমিত
সূখ সাগরে সন্তরণ করিতে ইচ্ছুক হইলে,
তাঁহাদিগের ইচ্ছা বিবেচনা করিয়া দেখা
আবশ্যক যে তাঁহারা যে সূখ ভোগের নি-
শ্চিত ইচ্ছুক হইয়াছেন তাহা লাভ করিবার
অসম্ভবতর পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে পারিমা-

ছেন এবং কি পর্য্যন্ত তাহার আয়োজন ক-
রিয়াছেন, তাঁহারা যথার্থ রূপে পুণিবীর সীম
লাভ পরিভ্রাণে করিয়া ক্রমে ঈশ্বরের নি-
কটবর্তী হইতে পারিমাছেন কি না? তাঁ-
হাদিগের মন রোগ হেতুই অপবিত্র ভাব
ভ্রাণ করিয়া মনু সন্নীপিত প্রভৃতি পবিত্র
ভাবের সাধারণ হইয়াছে কি না, এবং তাঁ-
হাদিগের মন পূর্বক পুণিবীর মোহে মুগ্ধ
হয় কিনা? বিনা মাখনে বিনাভোগে কে
বল অসিদ্ধি হইয়া মনুষ্য কোন বিষয়ে
ভেই কৃতকার্য হইতে পারে না, সকল নি-
শ্চয়ই মনু সাপেক্ষ। জগদীশ্বর মনু করিয়া
মনুষ্যকে তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া মনু
বন্ধিত সূখ ভোগের পথিকারী করিয়াছেন,
কিন্তু মনুষ্য তদনুকূপ মাখন না করিলে
কখনই তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারে
না। যে ব্যক্তি পরমাত্ম রস ভোগের হইয়া
শিক্ষা ও উপদেশাদি উপযুক্ত উপায় দ্বারা
আপনার জ্ঞান সেরূপে উজ্জ্বল করিয়া সকল
প্রকার ভয় হস্ত মধ্যে তাহার জ্ঞানত পঞ্জি
ও অপার করণা সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয়,
সে তাঁহাকে সকল সূখের স্বামী কর্তব্য। সে
মন্ত সৌন্দর্য্যের রচয়িতা প্রভৃতি করিয়া
একান্ত ভাবে তাঁহার সূখভীর প্রেম সাগ
রে আপন মনকে নিমগ্ন করিয়া সূখি
তে পারে, যে ব্যক্তি সেই সর্বস্বামী, মনু
পুরুষকে সকলেরই িত্ত্ব স্বরূপ সন্দর্শন
করিয়া সকল সূখভোগকে এক রূপেই স-
কোষর স্বরূপ ভাবিতে পারে, তাহার মন
হইতে ধ্বংস হয় কেবল মোহাদি মনুষ্যের
অপবিত্র ভাব এক কালে অধিকৃত হই এবং
যে সম্যক রূপে স্বর্গপরতা সূত্র হইয়া সে
কের হিত উদ্দেশ্যে—জগদীশ্বরের ভীতি ধরা
মনায় লোক মাত্রা নিঃসংক করে, সেই ব্যক্তিই
ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইয়া তা-
হার সহবাস জনিত সূখ ভোগে সমর্থ হয়,
সেই ব্যক্তিই মনুষ্য নামকে ধন করিতে পা-
রে। তাহার মন, অসমু কৰ্ম্মের অপবিত্র চিত্ত
দ্বারা সন্তত মলিন থাকে, তাহার ঈশ্বরে-
র নিকটবর্তী হওয়ার দূরে থাকুক, সে ম-
নেতে তাঁহাকে স্মরণ করিতেও সক্ষম
হয়। সূর্যকর পঞ্জি বলে যেমন কৃষিকারী

তৎকালীন কলিকতা প্রভিন্সের
 ন্যা. অ্যাগনার মন্ত্রকর্তৃত্বের সেই লগ ক
 মর্শি, অ্যাগনারের পত্রের সভা প্রতিপাত
 তৎকালে সর্বত্র লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্তান
 পত্রের সম্পাদকের সহায়তা করি এবং ন্যা
 গনারের কৃত্ত্বি বিনামূলিতে হয়, তখন
 অ্যাগনারের ক্ষেত্রে পত্রিক পুরুষকে
 প্রত্যাশিত করিয়া তাহার সহায়তা হইতে
 পারে। অ্যাগনারের মন্ত্রকর্ত্ত্বি বিলাতমণ্ডল
 যাবির ও অ্যাগনারের অ্যাগনারের নিকট
 হইলে একটুরে পরিচয়েরে পুত্রাশীয়া সা
 ধু কলমের যেরূপ পত্রিকা পত্রিকা হইয়া
 তথ্যে তাহার নিকটস্থ হইয়া এবং সাধু
 ও অ্যাগনারের সাহিত্যেরে তাহার নিক
 টস্থ হইয়াই হইবে অন্য পথ নাই। যে
 বাস্তব অ্যাগনারের যাবির যাবির অ্যান্ড
 অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্ড
 সাধুদের নিকটস্থ হইয়া, যে বাস্তব এই
 ভাবেই অ্যাগনারের প্রথম হয় এবং এই দৈ
 ন্যিক পুত্রিকা কলমের অ্যান্ড একটি ক্রম
 যাবির সত্য করে; অন্য তাহার প্রকরণ
 হয় এবং পুত্রিকা তাহারে সত্যকালে বি
 ক্রয়িত করে। তাহার ব্যাধি সকল মন্থন হ
 িয়া পুত্রিকা কলমের অ্যান্ড অ্যাগনারের
 এবং অ্যাগনারের প্রথম হইতে অ্যাগনারের
 ও পত্রিকা ও কলমের অ্যান্ড অ্যাগনারের
 সমস্ত বাস্তব অ্যাগনারের অ্যাগনারের
 কলম তাহারে এক কালোর জন্য পরিচায়
 করে না এবং যাবি তাহার নিকট হইতে এ
 কালেরে সত্য হইবে অ্যান্ড হইয়া। হিংসা
 ও ক্ষেত্রে অ্যাগনারের নিকট অপরিচিত হই
 এবং ক্ষেত্রে ও সাহিত্যের ক্রমে ক্রমে তা
 হার নিকট হইতে বিদায় হইতে থাকে।
 সেই পত্রিকাটির পরিচয় পুরুষকে কোন
 মোহ ব্রূহ করিতে পারে না এবং কোন
 রিপুই বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। তা
 হার প্রেমের রসাতল মন হইতে কখন কোন
 ব্যক্তির আশ্রয় হইবার সম্ভাভা থাকে না,
 এবং কোন ব্যক্তির কষ্ট ব্যাধি বা কুটিল
 ব্যবহার দ্বারা সেও কখন উত্তেজ হইয়া তা
 হার প্রতি হিংসা করিতে ইচ্ছা করে না।
 তিতিক্ত তাহার চরিত্র অক্ষয় হইয়া নিরত

কাল বাশন করে এবং যৈশ্য তাহার পত্র
 বর্ষ অক্ষয় হইয়া সর্বত্রই তাহারে সম্মান ক
 রিতে থাকে।

এই প্রকার বাস্তব অ্যাগনার সা
 ধন হেতু বাস্তব অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্ড
 তাহার সন্তিত সংসারের কোন সুখেরই
 তুলনা হইতে পারে না। তাহার মনের কেমন
 পরিবর্তন হয় সেই লগ সুখের ও আকার ক্ষেত্র
 হইতে থাকে। তাহার স্থায়িক পার্থিব সু
 খের নাশ সম্বন্ধেই শোক হয় না এবং তাহার
 সে সুখের সন্তিত কোন প্রকার ভূষণ কর
 ও বিশ্রিত থাকে না। সে বাস্তব নিরতই
 অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্ড
 হইতেই অ্যাগনারের সুখের বিপরীত হয়
 এবং এই দৈন্যিক লোকের বাস করিয়াই স্ব
 গেরে সুখ ভোগ করে।



**সুমতি নামক সম্ম্যাসির
 উপাখ্যান।**

সম্মতি শিবর শোভিত বিদ্যায়তনের
 প্রাঙ্গণাগে বেৎস্পৃশ মহাক্রম পরিপূরিত
 জন স্তম্ভ নিভৃত স্থানে সুমতি নামে এক
 সন্ন্যাসী, বহুবা সমাজ পরিভ্রাম্য করিয়া
 একাধী বাস করিতেন। এই সুমতি জাতি
 ধৌরবাদিত চতুরাঙ্গীর এক বনবন্ধনের স
 য্যনি এবং জ্ঞান পর্যাগদি সর্বা প্রকার সত্বগ্রণ
 সম্পন্ন। জ্ঞানাবধি ধৌরবাহু পর্য্যন্ত ইতি
 লোকায়ের বাস করিয়াছিলেন। ইহার এ
 স্তমি সংস্কার ও সরল মন ছিল, যে অ্যা
 গনার পরিচিত লোকের মধ্যে সকলেরই
 সুখেরে স্তম্ভ জ্ঞান করিতেন এবং সুখে
 ত্তম্ভী হইতেন। ইনি অ্যাগনার বহু লোকের স
 গ্নের মধ্যে তাহার ও সুখ সন্ত করিতে পা
 রিতেন না, প্রাণ পর্যন্ত পূর্ণ কলিকাতা লোক
 কের উপকার সাধন করিতেন এবং সর
 স্বায় হইয়াই অনেক সুখ ভোগ করিবার
 চেতা করিতেন। কিন্তু এ লোক ইহার নি
 কট নিগ্রাণ হইত না এবং সন্তিত লগ কর
 ইতার জনম হইতে নিগ্রাণ হইত বা হইত না।
 সুমতির এইরূপ অ্যাগনারের কলিকাতার
 সন্ন্যাসী জনা জাতিতেই ইহার

বিদ্যা জ্ঞানার্ণবক্রিয়ের তুল্য দামন করিয়াছে, কুলোপি দেবিক্রুর ইন্দ্রক মণ্ডের দ্বারা সদৃশ নির্মল স্বাক্ষর প্রাপ্ত অস্ত্রাসোহর্ষী বিদ্যা কৌশলিন্যাক্ষের স্বশিকাল পতিত হওন্নাতে কণা হইতেও এক আনিবর্তনীয় শোভা প্রকাশ পাইতেছে, এবং কোন স্থানে উচ্চতর স্বরূপ শকন মানা প্রকার ভক্তিকা চয় বেষ্টিত হইয়া এক অদ্ভুত কাবের আকর হইয়া রহিয়াছে। এই রূপ সজ্ঞ প্রকার স্বাভাবিক মৌলিক সম্ভবন করিয়া সুমতির্মম স্বাভিব্য হইয়া এবং বৈদী সমস্ত অশুক স্বাক্ষর অশয়ন করিয়া তৎকর্তৃক হইয়া অর্কপটে চৌকাধারে জগদ্বিশ্বের মহিমা ভোষণা করিতে আরম্ভ করিয়া, "তা জগদীশা এবিশ্বকে তুহি র পর্যাভ্রা লোকীপ করি-
 হাই উদন" করিয়াচ, সঙ্গল প্রাণার্থী ভোষণা হইয়া সমস্ত প্রদর্শন করিতেছে, কেবল খাল স্বতা। মনুষ্যই ভোষণা বিশৃঙ্খল যথেক উৎসানের কটক কাজ হইয়া রহিয়াছে—কেবল সেই কৃষ্টি লালিখ বো-
 মণি প্রেম পূর্ণ পরিচ স্বরূপে কল্য আবে-
 প করিতেছে। তুমি যদি থল মনুষ্য স্কের হুটি প করিতে, তাহা হইলে তোমার বিশ্বচরনার আন কোন কটক থাকিত না, যদ্যুয়ই তোমার মহিমাপূর্ণ মহৎ মামের পৌরবকে নষ্ট করিতেছে। হা মনুষ্য! তুমি কি অশ্রুত বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াই স্ব-
 ক্য লোক কাবিত্ত হইয়াছ, তোমার কৌ-
 শীলা শত বর্ষ কীর্তম করিলেও শেব হন না, ভূবাক্ষয় কুপই বা কত দুঃপর্যাভ ভয়ানক, নিতাশ হইতেও সহস্র শুণে অরুর, তুমি
 বনজাতি স্বক্স অশপেকাও আধিক তমারক এবং অশীদি কুর স্বক্স অশপেকাও অশিক
 থল, তোমার লুর্ন পাশক ও শৌছাদি ধাতু
 অশপেকাও করিন। তুমি স্বভবের মধ্যে
 বিশ্বভাল, রক্ষ কবির; অনান্যনে দুখেতে
 লোককে অসুতাভিক কর এবং পরকণে
 লুর্নয় প্রাপবধ করিবে একশে অশপেশ তা-
 ব্যক্রে প্রেম মিল, বসু হিলিরা নৃত্যাদি কর।
 হা মনুষ্য! তুমিই মায় স্বভাব গোপন
 করিয়াও তিক ধার সূচিকি মধ্যে কোন জ-
 কন হইয়া পাইয়াছিল। তোমার বাস্তব আর

কোন কল্পই জন্মদায়ক মঙ্গল করিয়া একদে
 খণ্ড খণ্ড করিতে সক্ষম হইয়া। যখন
 মাতুর এই রূপ মামে নিম্নোক্ত উল্লেক
 করিতে করিতে জগতির কাবিত্তিক পূর্ণ পুত্র
 জগদীশ স্বাভিক হইয়া উঠিয়া এবং তুমি
 শোকেতে আভি মউশ চিহ্ন আবিধান হে
 প্না জগদীশ। তুমি মের অশয়ন একশপ
 কুলে স্বর্গ করিয়া মামে কোন জন্মানে ক-
 উত্তর মনুষ্য শকরায় হইলে এই মূর্তিক,
 সুক্তি মধ্যে আদি যদি অন্য কোন সচেতা
 গলার্থ হইয়া তোমার মহিমা ভোষণা, কবি-
 তাম তোমার আশা পক্ষে কল্য সঙ্গ হইত
 উক্ত আভি মনুষ্য। তোমার কল্য
 ধীর বহন মূর্তি মম অকাঙ্কিত মনুষ্য
 নহী মলে সেই মনুষ্যকে কলু মিলিত কল্য
 জলের ভাগ করিয়া মনুষ্য মনুষ্য দুঃ
 স্বার্থী" এই কথা মনে আভি মূর্তি
 সুমতি সেই মনুষ্যে মণী সমস্ত কল
 বেদাম কর, এবং মনুষ্য তুমি যেখানে
 যে এক অশ্রুত প্রকার বিশিষ্ট মনুষ্য
 পূর্ণ ম সেই মনুষ্য মলের উপর মনুষ্য
 হারিমে আশম করিতেছে। সুমতি হ-
 মাম এই মনুষ্যিক অশ্রুত কামার মন
 পম করিয়া তুমি মনুষ্যে মনুষ্য মনুষ্য
 এক মুখে সেই পূর্ণ বোধিত কৃষ্টি পাল
 ব্রীলা রহিলেন। ও মনুষ্য পূর্ণ মনে সুমতির
 মিকট স্ব স্বীয় উদ্ভাধরে মনুষ্যে মনুষ্য
 ধন করিয়া করিয়া। * যে মনুষ্য মনুষ্য
 তুমি কি জন্য একশর অশ্রুত মনুষ্য
 বৃত্ত হইতেছে। তোমার আভি মউশ চিহ্ন
 নাই, আমি তোমার মনুষ্য দুঃ পরিচয়
 জন্য আশর মনুষ্য। তুমি তোমার নি-
 বাস ভূমি এই পৃথিবীর উপর মনুষ্য বিদ
 ক হইয়াছ, এবং তোমার স্বজাতি মনুষ্য
 মনুষ্য ভাগ করিতে হস্ত হইয়াছে, তো-
 মাকে আর একদিকে থাকিয়া মনুষ্য
 তির মনুষ্য কবিত হইয়া মনুষ্য, তুমি
 মায় মনুষ্য মনুষ্য কব, এবং তোমাকে
 তোমার মনুষ্যে কোন লোক হইয়া হা
 হইতেছে। এই কথা বস্তি সেই পূর্ণ
 জগতি হস্ত ধারণ পূর্ণক হই মূর্তি হ-
 ইতে মনুষ্যে করিয়া মনের উপর মনুষ্য

...কাল খাদ্য খাদক জন্ত মক্ষর্শন করিয়া
 তাঁহার নদীকে সন্মোহন। পূর্বেক কহিলেন
 "হে ভগবন্! আমি এখানেও কতক জলি কা
 য়া খাদক জন্ত মক্ষর্শন করিতেছি, এখানেও
 কি পৃথিবীর স্যায় এক জন্ততে অপর জন্ত
 লক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। আহা!
 জগদীশ্বর কেন এমন আনন্দময় লোকে
 কিন্তু জন্ত সৃষ্টি করিয়া নিরানন্দের কুরণ
 কবিতাহেন, এখানে কোন জন্তকে হিংসা
 ধর্ম প্রোথন না করিলে এলোক এক কালে
 দেখে শূন্য হইবে"। তৎপতির এই কথা
 শ্রবণ করিয়া তাঁহার মেজা তাঁহাকে সাহসে
 করিতে লাগিলেন "হাঁ! ইহা যথার্থ বটে,
 অপরায়ণে কিং জন্ত মক্ষর্শন এখানেও
 জগদীশ্বর পৃথিবীর স্যায়ই পরিচালিত
 এখানকার মনুষ্য জগৎকে হিংসা ধর্ম
 বর্জিত করিতেছেন, তুমি একমতের জে
 কালয়ে গমন করিলে সর্বভোজ্যের স্রষ্টা
 হইবে"। উত্তরা উত্তর পরস্পর এই রূপ
 কথোপকথন করত গমন করিতেছে, তখন
 জালে স্রমতি দেখিলেন, যে এক স্থানে এক
 জন মনুষ্য কতক জলি মাথায় কাঠ বি
 ডালের ভরে পলায়ন করিতেছে, স্রমতি
 এই মনুষ্য বাপার মক্ষর্শন করিয়া তাঁহার
 মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মনুষ্য! এ
 তি আশঙ্ক্যা বাপার, এমন পরাজন্য শাণী
 মনুষ্য সামান্য জন্তর মতে পলায়ন করিতে
 ছে। তাঁহার বেড়া উত্তর করিয়া আমি
 পুকেই তোমাকে কহিয়াছি, যে এখানকার
 মনুষ্য জাতি হিংসা ধর্ম বর্জিত, হুতরাং
 তজ্জন্য ক্রমে অপরাপর জীব-জন্তর অভ্যাস
 দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়াছে, "স্রমতি ক
 ধিলেন এই সকল জন্ত দিগের একীকার প
 রাজন্য বৃদ্ধি হইতে বেওয়া নিতান্ত অসিধি
 হইয়াছে, ইহা বিলাকে নষ্ট করিয়া ইহাদি
 গের সংখ্যা স্থান করাই উচিত ছিল"।
 তখন তাঁহার সঙ্গী হাক করিয়া উত্তর ক
 রিল, "স্রমতি, দাবখালি হও, এখানে তোমার
 মে ময়া কোন্সার গেল, তুমি সকল বিস্মৃত
 হইলে, কেহ তোমার জীবের কত বিপদ
 হইতেছে"। স্রমতি ইহাতে সন্তোষ হইয়া
 জালদার জন্ত শীকার করিতে গেল।

...কাল খাদ্য খাদক জন্ত মক্ষর্শন করিয়া
 তাঁহার নদীকে সন্মোহন। পূর্বেক কহিলেন
 "হে ভগবন্! আমি এখানেও কতক জলি কা
 য়া খাদক জন্ত মক্ষর্শন করিতেছি, এখানেও
 কি পৃথিবীর স্যায় এক জন্ততে অপর জন্ত
 লক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। আহা!
 জগদীশ্বর কেন এমন আনন্দময় লোকে
 কিন্তু জন্ত সৃষ্টি করিয়া নিরানন্দের কুরণ
 কবিতাহেন, এখানে কোন জন্তকে হিংসা
 ধর্ম প্রোথন না করিলে এলোক এক কালে
 দেখে শূন্য হইবে"। তৎপতির এই কথা
 শ্রবণ করিয়া তাঁহার মেজা তাঁহাকে সাহসে
 করিতে লাগিলেন "হাঁ! ইহা যথার্থ বটে,
 অপরায়ণে কিং জন্ত মক্ষর্শন এখানেও
 জগদীশ্বর পৃথিবীর স্যায়ই পরিচালিত
 এখানকার মনুষ্য জগৎকে হিংসা ধর্ম
 বর্জিত করিতেছেন, তুমি একমতের জে
 কালয়ে গমন করিলে সর্বভোজ্যের স্রষ্টা
 হইবে"। উত্তরা উত্তর পরস্পর এই রূপ
 কথোপকথন করত গমন করিতেছে, তখন
 জালে স্রমতি দেখিলেন, যে এক স্থানে এক
 জন মনুষ্য কতক জলি মাথায় কাঠ বি
 ডালের ভরে পলায়ন করিতেছে, স্রমতি
 এই মনুষ্য বাপার মক্ষর্শন করিয়া তাঁহার
 মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মনুষ্য! এ
 তি আশঙ্ক্যা বাপার, এমন পরাজন্য শাণী
 মনুষ্য সামান্য জন্তর মতে পলায়ন করিতে
 ছে। তাঁহার বেড়া উত্তর করিয়া আমি
 পুকেই তোমাকে কহিয়াছি, যে এখানকার
 মনুষ্য জাতি হিংসা ধর্ম বর্জিত, হুতরাং
 তজ্জন্য ক্রমে অপরাপর জীব-জন্তর অভ্যাস
 দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়াছে, "স্রমতি ক
 ধিলেন এই সকল জন্ত দিগের একীকার প
 রাজন্য বৃদ্ধি হইতে বেওয়া নিতান্ত অসিধি
 হইয়াছে, ইহা বিলাকে নষ্ট করিয়া ইহাদি
 গের সংখ্যা স্থান করাই উচিত ছিল"।
 তখন তাঁহার সঙ্গী হাক করিয়া উত্তর ক
 রিল, "স্রমতি, দাবখালি হও, এখানে তোমার
 মে ময়া কোন্সার গেল, তুমি সকল বিস্মৃত
 হইলে, কেহ তোমার জীবের কত বিপদ
 হইতেছে"। স্রমতি ইহাতে সন্তোষ হইয়া
 জালদার জন্ত শীকার করিতে গেল।

কার মনুষ্য সমাজের অন্যান্য আচার ব্যবহার ও রীতি নিষ্ঠার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে তিনি বলেন, পুরুষ কতিল ইহারা অতি সামান্য। তাই হলেই সমস্ত হস্তের কাজ যাপন করে। ইহা পিঠির সেরানারির কোন জাতি পুরুষ সবে পরিধানেরও পরিপন্থী নাই এবং আচারবিধিরও বিশেষ কোন কৌশল নাই। ইহা জাতি করিয়া সমাজি কহিলেন, "ভাল ইহা হলে কোন স্থানি নাই। এনখর কে-বল অভিযান নাম, গালেকের যাপন প্রধান জানবান কোন ব্যক্তি অগণি একমে তাহার নাম করন এবং কথোকে তাহার নিকটী করিয়া পিতা আচার বিধি নৌকি করিয়া পুরুষ জাতি ভাঙ্গন, বিভিন্ন অঙ্গোপ করিয়া সকল জাতি তাহার কুচি কি কহিলেন, তুমি এখানে ফানবান মনিয়েনা কর, এলাকে সে ফানবান কোন প্রযোজন নাই প্রাপ্য এখানে যে লকার জাতি কোয় নাই, কথোবিধিকে সামাজি করিয়া তাহা বিশেষ শিক্ষা ভবিষ্যে হয় না, ইহারা সংস্কার পুরুষ অঙ্গোবিধিও পুরুষ আচারও সিদ্ধ জীবন যাপনে যে উপদেশ দেবে কোন বিষয় হতে হয়, এবং বিচার করিয়া পুরুষি কুপ্রবৃত্তি দূরিকে বর্জন কর, ইহা হাবেই তোমরা জানী কর, কিন্তু এনোকে যে প্রকাশ উপদেশেরও আবেশক নাই এবং কোথাকি তোমরা প্রত্যয় কুপ্রবৃত্তি নাই বলিয়া সুভরাৎ এখািক জেমনার মনোমত জাতি জোকও নাই, তুমি এখানকার লোকের মুক্তি নৌদার, লকার পুরুষ আলাপ তাহারা সুখী হইবার ইচ্ছা করিলে, ইহারা কোমলচিত্তে নাকি কেই কাহারও সঙ্কিত বিষয় প্রকট করিয়া জালাপ করে না, এখানে পুরুষ নার অপরিমিত পার্থক্যে স্বভাবের স্বভাবেরক হুচি হয় নাই, একজন সঙ্কিত পুরুষ হইলে কি প্রকারে নৌকাদের উদ্বৃত্তি কর, এগরের তারতম্যই কুভুক্তরী দীর্ঘ কিন্তু তুমি লোক এখানে সকলেই সকলকে সমলুত্বিতে রেখে, সুমতি করিল, তল জবে ইহা পিঠির সামাজিকতাই, তা কি প্রচার এবং বাহ্যের অনুপ্রাণিত বা কি কণ, লকার আচার বিশেষ করিয়া আপন সকল মনু-

পুরুষ কহিলেন "হা সমাজি" তুমি বাহ্যের এনোকে বিকৃত জাপ কম্পনা পরিবর্তন সমাজ বা সামাজিকতা কাহারে লেশ লাহ এখানে কেইই জাপ নহে। তাই জাতি পৃথিবী কোথো সমাজের সক্তি হইয়াছে এখানে যে লকার সামাজ্য নাই, লকার লেশ বা প্রবর্তের তারতম্য সমাজ যাপন হইয়া সুখীভূত হারা কিং এখানে লকার বিকৃত নষ্ট, তুমি সামাজ্যে অত্রর ব্যক্তি এখানে স্বভাবসুখ্যগণ কথো জাতি সমাজে, তাই লেশ গুন। কোথের বি. কণন কোন বিষয়ে অনুপ্রাণিত হইতে পারে এক বিশেষ পুরুষ লকার ব্যক্তিকে লগন নিখর্যেরে লেশ লগ জগান কর্তব্য হয় না, পুরুষ লকার দেশের প্রতি বিশেষ বিরোধ না করিলে কাহেশেই প্রতি মনুপ্রাণিত হইতে পারে না, তুমি এখানকার লকার নিকটী করিয়া পুরুষ কথো অসাব্য হইয়া অর করিলে, এখানকার এক কল্পের লক্ষণ, বিন স্থিরিত পুরুষেরা "হা পৃথিবী" তুমি যাপন সামাজ্যে মনুষ্য জাতিতে তোমার প্রযোজ্য জাতি করিলে" আচ্ছা এমন লগ কথো কে বোদন করে, এই বলিয়া সমাজি লকার মনু হইয়া তাহা সমলর্শন করিতে গমন করিলেন, তাই মেথেন একজন লকার পুরুষ ব্যক্তি অনভাভনে প্রায়তোমি কথোকে এক দেখিয়া সমাজি দিখাবাপন হইল এখানকার কহিলেন, "এই এখান কি কাহারও মন হইতে পারে তাহাকে কিংবা আচার বিচার ইহা তাহা লকার করে, জাতি যে লোকে তোম প্রকার অধর্ম নাই সে লোকের স্বীকরণ এককর্তব্য বল করিলে, ইহা নিত্যক জামাৎ" তুমি সমাজি সেই লোকসামান লুমুর্ষ ব্যক্তিও নিত্যক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্যক্তি তুমি কে এবং এখানে কি জমা বোদন করিলে?" এই লেশময় স্বকল্প লকার লকার করা, সেই জাতি ব্যক্তি উত্তর করিলে, "আই ব্যক্তি লকার লোক বাসী এক জন মনুষ্য আচার উত্তর কথো কেন কি, জাতি করিলে, জাতি পৃথিবীতে কপিওন কপিত, কোথের কুচি আচারে পুরুষ পুরু-

অবস্থাই পরীক্ষা দ্বারা ক্রমে মনুষ্য জাতির
প্রকৃত আৰু আধিত্যে পারে।

মহাভারত ।

আদিপর্ক ।

৭১ অধ্যায়— বহুবন্দন

শত-বন্দনোপাখ্যান ।

কণ কহিলেন, অনন্তর ইন্দ্র যেনকা বা-
ক্যাজুসারে বায়ুকে আবেশ করিতে বায়ুর
মহিন মেরকা, স্থখির আশ্রমে প্রস্থান ক-
রিল। তথায় উপস্থিত হইয়া বরারো-
হা যেনকা দেখিল, বিশ্বামিত্র যোবর্তর
তপস্বী করিতেছেন, তপস্বী দ্বারা তাঁহার
সমুদায় পাশ দগ্ধ হইয়াছে। যেনকা সত্বর
জ্বরে প্রণাম করিয়া তাঁহায় নিকটে গিয়া
কহিতে আরম্ভ করিল। যেনকা ক্রীড়ায়
মগ্ন আছে, তমত নমসে বায়ু তাঁহার পবি-
শের হস্ত ধরন করিয়া তুরে-মিষ্কর্ণ করি-
ল। তখন যেনকা সজ্জায় বাধোবন্দন
উদ্ভূত হইয়া সত্বরে যন্ত্র আনিয়া
গমন করিতেছে। এমত কালে অগ্নিসম
তেজস্বী বিশ্বামিত্র মুনি ভাষীকে তরলকৃৎ পদা
দেখিয়া এবং তাহার রূপ জাবর্ণ অবলোকন
করিল। তাহার দীর্ঘত মনোগর্ভ জর্জীর হই-
লেন। যেনকায় তাহাই সতিমতি ছিল। সূ-
ক্তরূপে সে ও তাহাতে বন্দন হইয়া উভয়ে
কিরকির সুখে কাল কাশন করিতে লাগি-
লেন। এই কালে কিম্বৎকাল গত হইলে যেন-
কা গৃহস্থী হইল। অনন্তর যথাক্রমে যেনকা
সেই বন্দনীয় দিবসায় প্রবেশ এক কন্যা প্রসব
করিল। রাশিনী নদী কলে গদ্যোক্ত্যে তা
নাকে বিবেক করত কৃতকার্ষী হইয়া সত্বরে
ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিল। নিঃস
কায়সি হিংস্র কৃত্য নরাতুল্য সেই নিজ
হাদি পশিত করাতক প্রেরিয়া শকুন্ত
সর্গক শশীমণি আশিয়া, বাকরুত যুগোপী
হিংস্র রূপ রূপ তাহারকে কে কহিলে তা
পারে। এই রূপে তাহার সত্বকে বসিয়া
তাঁহাকে বন্দন করিতে লাগিল। এমত
কালে কামি-রাশিনী ও সত্বর গমন হ

রিয়া রমণীর নিজ মনে শকুন্ত পরিবেশিত
মথা হলে শয়ান কন্যাকে দেখিলে পাইলাম
এবং তথা হইতে আনয়ন করিয়া চুহিত
রূপে প্রতিপানন করিতে লাগিলাম। শরীর
নির্শীতা, প্রাণ দাত, ও অমাতা এই তিন
ব্যক্তিই ধর্ম শাস্ত্রে পিতা বসিয়া উক্ত হ-
ইয়াছেন। যেহেতু নিজ মনে ইনি শ-
কুন্ত কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন, এই জন্য
ইহার নাম আমি শকুন্তা রাখিবাছি। হে
বিপ্র! এই রূপে শকুন্তা আমার কন্যা হ-
য়েন জানিবে। অনিন্দিত রূপে শকুন্তলা
আমাকে যথার্থ পিতা বসিয়াই জানেন।
শকুন্তলা কহিলেন, হে মনুজাধিপতি
বর্হর্ষি কর্তৃক জিহ্মানিত হইব। তৎপরে
কৃপা আমার জন্ম ওস্তা করিয়াছিলেন, অ-
তএব আপনিত পি রূপে আমাদে কণ বৃষ্টির
চুহিতা বলিয়া জানুন। আমি ক্রীম পিতা-
কে জানি না, কাকেই পিতা বসিয়া জানি
হে রামন। আমি পূর্বে যাহা পারণ ক-
রিয়াছিলাম, তাহা এই অবিভক্ত বন্দন ক-
রিলাম।

বিজ্ঞাপন ।

আগামী ১১ মাস শুক্রবার স-
ন্ধ্যা ৭ ঘটটার সময়ে সপ্তবিংশ
সাহস্রমরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্মা
শ্রীবাণেশ্বর শর্মা
উপাচার্য ।

বিজ্ঞাপন ।

ব্রাহ্ম মহাপ্রতিপদের প্রতি নিবেদন হে
তাঁহারা ১৭৩৮ সালের দ্বীপ দ্বীপ সাহস্রম-
রিক দান ১১ মাসের মধ্যে সমাধে প্রেরণ
করুন।

শ্রীবাণেশ্বর শর্মা
সম্পাদক ।

কালক্রমঃ ১৯১৮ সালের ১৭৭৮

শ্রীমতী সত্যবতী দেবীর জীবনচরিত্র
সংগ্রহণ করিয়া বিবরণ।

আয়

| | |
|-------|---------|
| | ২৭ |
| | ১৩১০ |
| | ৮৩৬/৫ |
| | ১২৩৪/১৫ |

ব্যয়

| | |
|-------|---------|
| | ১৪৬০/১০ |
|-------|---------|

স্থিতি

| | |
|-------|------|
| | ২৭৭৫ |
|-------|------|

দান প্রাপ্তির বিবরণ

| | |
|-------|----|
| | ১ |
| | ১ |
| | ১ |
| | ১ |
| | ৫ |
| | ৮ |
| | ১ |
| | ১ |
| | ৫ |
| | ১০ |
| | ১ |

বিজ্ঞাপন

আগামী ১১ মাসে বুধবার বিদ্যোৎসাহিনী
পত্রের তৃতীয় দ্ব্যর্থ সংস্করণের সভা হইবে, দর্শক
সহস্রাব্দের সভ্যত্ব গ্রহণ করত বাধিত করি-
বেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আমাদের বরণাকৃত গ্রন্থাবলি
উপক্ৰমিত নামক পুস্তকসমূহের মূল্য নির্দিষ্ট
পুস্তক সকল বিক্রয় করিতে আসিবে।

| | | |
|---|-------|----|
| ব্যান্ধব চক্রিকা | | ১০ |
| মটচক্র নিকরণ পুস্তক | | ১০ |
| বাক্য বস্তু ১ ভাগ | | ১ |
| ই ২ ভাগ | | ১ |
| চারুপাঠ ১ ভাগ | | ১০ |
| ই ২ ভাগ | | ১০ |
| ধর্মনীতি ১ ভাগ | | ১ |
| মশকুমার চরিত্র | | ১ |
| মাতৃমঙ্গল | | ১০ |
| পলিটিকেল ইকনমি বাঙ্গলা ও ইংরেজীতে একত্রিত | | ১০ |
| অল্পতাপনী মট | | ১০ |

শ্রীমতী বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়
আমাদের প্রতি আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া
বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয়
করিতে আসিয়াছেন এবং আমাদের
মিকট বাঙ্গলা ও ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র
দিগের পাঠ্যপুস্তকাদি নানা প্রকার পুস্তক
ক্রয় সেট, পেন, সিল কাগজ, কলম, ছুরি,
প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য সস্তায় প্রস্তুত আছে।
বাহ্যিক যে কেহ আমাদের প্রয়োজন
কিছুই হইবে, তাহা হইলে পুস্তক
সম্বন্ধে মিকট পত্রিকার
স্বাক্ষরিত পত্রিকার
স্বাক্ষরিত পত্রিকার
স্বাক্ষরিত পত্রিকার

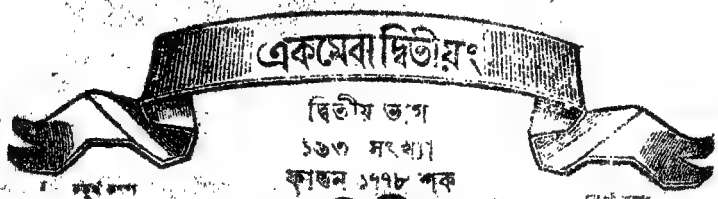
শ্রীমতী, এম. বসু এবং কোম্পানী
কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন

আগামী ১১ মাসে বুধবার বিদ্যোৎসাহিনী
পত্রের তৃতীয় দ্ব্যর্থ সংস্করণের সভা হইবে, দর্শক
সহস্রাব্দের সভ্যত্ব গ্রহণ করত বাধিত করি-
বেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ
সম্পাদক।

এই পত্রিকাতে প্রকাশিত সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনাদি
স্বাক্ষরিত পত্রিকার স্বাক্ষরিত পত্রিকার স্বাক্ষরিত পত্রিকার



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

বঙ্গের বিদ্যা, জ্ঞানরসিকতা, শিবন, স্বভাব, নিরুপদেহভেদেবাধিতীয়, লক্ষ্যবিশেষিত্যনিত্যমুদ্যোগভঙ্গ
বিৎ লক্ষ্যক্রিয়ং ধ্বংস পুত্রিতিক

ভাষিন প্রীতিবন্দনা শিবকাম্যাদর্শিত্য উৎপাদনমহেৎ

সপ্তবিংশ সাংস্কৃতিক ব্রাহ্মসমাজ ।

ফাল্গুন ১১ মাস ১৭৭৮ শক ।

গত ১১ মাস শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার
পূর্বেরে ব্রাহ্মসমাজের সপ্তবিংশ সাংস্কৃতিক
কার্য্য। অতি লম্বারোহ পুস্তক নির্বাণ হয়
প্রথমতঃ উপাচার্য মহাশয়ের। বেদীতে
উপবেশন করিলে। শ্রীযুক্ত দায়ু নবীনচন্দ্র
নন্দোপাধ্যায় শ্রদ্ধা নিপিত প্রস্তাব পাঠি
করিলেন।

"আমি মাসের একাদশ দিবসে এই ব্রাহ্ম স
মাজ সংস্থাপিত হয়, অর্থাৎ সেই মাস মাসের
একাদশ দিবস। অদ্য আক্ষাধিগের পরমাম
ঈশ্বর দিবস, আমরা ইহার তুল্য আনন্দময়
ঈশ্বর দিবস সাংস্কৃতিক মধ্যে আন প্রাপ্ত
কর্তাই। আমরা কি আনন্দার্থী ধর্ম্ম, কোন প্রি
য়তম প্রীতিকর সমগ্র জগৎসকিক কোন
বিভিন্ন স্বভাবীকৃত হইলে আপনাদৃষ্টেই
আনন্দের উৎস হয়। যেখানে কোন আন
গতঃ স্বাধিকার কার্য্য সম্পন্ন হইলে যে
মোকের প্রেরে কোন পরম কর্তার
অন্তঃস্ব কার্য্যসম্বন্ধিত কর, সেই স্থান
কই সৌন্দর্য্য প্রেরা করিলে জগত
ঈশ্বর নাম পরম কর্তাকে কেবল জগত
যে আপনাদৃষ্টে স্বাক্ষর উপাধিত হয়,
সেই স্থান বঙ্গের সাংস্কৃতিক হয় ও এই

দিবসে কোন কল্যাণদায়ক ঘটনা সম্ভূত হয়,
সেই সময় ও সেই দিবস উপাধিত হইলে
এ মনেতে আপনাদৃষ্টে একটি অসুখ
আনন্দ জন্মে। ইহাও লোক ধর্ম্ম রূপ
যদি স্থাপান করিয়া আপনাদৃষ্টের টিক
কেবলকৈ পরিচরিতে পারিবাংজন, তা
হার। ইহার প্রাপ্ত হইলে উপদেশ প্রাপ্ত
হইয়া কাম্পনিক ধর্ম্মের কর্তব্যবত পদ
ইতে পরামুখ হইয়া একধর্ম্ম পদে অন্য
ধর্ম্ম রূপ সবল গণের পরিচরিত হইলে পারি
য়াতেন এবং তাহার এই সমাজে উপবে
শন পুস্তক এই পুস্তক পুস্তক ১৩ শরণ
কল্পত সংগত মনেতে আপনাদৃষ্টে মনোম
বিনা মনুবা জগত পরম কর্তা এই
দিবস তাহারিগের মধ্যে অতুল আনন্দ
দিবস। অদ্য তাহারিগের মন জগতই
জ্ঞান সাপেরে তাময়ান হইলেই, এদ্যক
প্রত্যত্যক তাহার। স্বপ্নভাণ্ড মনে কথিয়া
হের আনন্দকার স্বর্গী তাহারিগের পরম
মনুত কিরণ বর্ণন করিয়াই এবং যতকা
ই এই বামিনীকে তাহার। মন বামিনী যোগ
করিতেছেন। তাহার উপাধিত হয় ১১
মাখে এই সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, তা
হারই প্রসঙ্গ হইয়া এখানে প্রীতিকর
কিয়া কমাগত উৎসাহ প্রাপ্ত হইতেই এবং
তাহারই আরাধনার জন্য অদ্য আমরা
সংস্কৃতিক সমাজ হইয়াছি অর্থাৎ এ

কবে সকলে যখনই তাঁরই অধিকা চিন্তন
 প্রকাশ করিতে চাহিবেন তখনই তাহার
 উক্ত বক্তব্যেরই প্রকাশিত হইবে।

এই প্রকার সংস্থাপিত হইলে, এক্ষণে তাঁ-
 হার নাম অরণ্য করিয়া শরীর পুষ্টি
 পূর্ণ হইতেই এবং তাঁহার নাম উচ্চা-
 টন করিতে কাৰ্য্যেতে কষ্ট অবশ্য হইতে
 ছে, যোগ হই সেই বিধ বিধাত রাজা
 রামমোহন রায়ের নাম অদেশীয় জাতির
 বৃদ্ধ সকল লোকেরই স্মৃতি গোষ্ঠীর হইয়া
 থাকিবে এবং সেই অসামান্য কীর্তি স-
 ম্পন্ন মহাপুরুষ বহুদূর স্থিত বীপাস্বরীর
 লৌকিক নিকটও অপরিচিত নহেন। তিনি
 যে স্তরে এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন ক-
 রেন এবং উচ্চ হইতে যে প্রকারে এই
 চিরস্থায়ী মহাদ্যাপার সম্পূর্ণ হয়, তাহা
 পাশ্চাত্যে। তখন বিধাত পাণ্ডিত্য চূড়ামণি
 সয় আইলেক নিউটন যেমন বৃদ্ধ হইতে
 একটি কল পতন হইতে পদাৰ্পন করিয়া
 তাহার বিধর আশোচন করত অসুখ
 জ্যোতির্বিদ্যার প্রচার করিয়াছিলেন বি-
 শ্বমান্য উইলিয়াম হারি সাহেবের বে-
 শরীরে শিলা মধ্যে কবচাবৎ পশুত্ব অ-
 রোগ নাম বন্দর্শন করিয়া তদ্বিষয় চিন্তা ক-
 রিত করিতে শোণিত বহুবর্ণের প্রকৃত রক্ত
 প্রকাশ করিলেন, রাজা রামমোহন রায়েও
 সেই প্রকার প্রদেশীয় জাগতিক যথেষ্ট
 বিকৃত ভাব বন্দর্শন পূর্বক তাহা মিনার
 করিবার উপায় আবেষণ করত এবং মস্ত
 ঘণের স্বরূপ চিত্র করত জাতি সামান্য
 গণের জ্ঞান ধর্মের এই পরম উচ্চ প্রকাশ
 করেন। তখনাত্তর যুগ যেমন যৌতুক স্থল
 যোগ হইলে তখনই ধর্ম তত্ত্বের রাজা
 রামমোহন রায়েও সেই ধর্ম এই পরম বন
 ব্রাহ্ম ধর্মের মর্ম লাভ করিয়া তত্ত্ব হই-
 লেন এবং তিনি যে অসুখ অস্ত্র পান ক-
 রিয়া আশ্রয় ধর্ম তত্ত্বের শক্তি করিলেন,
 সেই স্থাপন করিয়া সকলকে সুখী ক-
 রিবার উদ্দেশ্যে এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপ-
 ন করিলেন। রামমোহন রায়ের মন
 স্বার্থপরতা মর্ম পূর্বক তাহা মিনার
 তিনি যে কোন অসুখের প্রাক হইয়া যাব
 কেবল জাগতিক জ্ঞান করিবারই উচ্চ থাকি-
 বেই এই কেবল জাগতিক জ্ঞান সম্পূর্ণ

কবে সকলে যখনই তাঁরই অধিকা চিন্তন
 প্রকাশ করিতে চাহিবেন তখনই তাহার
 উক্ত বক্তব্যেরই প্রকাশিত হইবে।

এই প্রকার সংস্থাপিত হইলে, এক্ষণে তাঁ-
 হার নাম অরণ্য করিয়া শরীর পুষ্টি
 পূর্ণ হইতেই এবং তাঁহার নাম উচ্চা-
 টন করিতে কাৰ্য্যেতে কষ্ট অবশ্য হইতে
 ছে, যোগ হই সেই বিধ বিধাত রাজা
 রামমোহন রায়ের নাম অদেশীয় জাতির
 বৃদ্ধ সকল লোকেরই স্মৃতি গোষ্ঠীর হইয়া
 থাকিবে এবং সেই অসামান্য কীর্তি স-
 ম্পন্ন মহাপুরুষ বহুদূর স্থিত বীপাস্বরীর
 লৌকিক নিকটও অপরিচিত নহেন। তিনি
 যে স্তরে এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন ক-
 রেন এবং উচ্চ হইতে যে প্রকারে এই
 চিরস্থায়ী মহাদ্যাপার সম্পূর্ণ হয়, তাহা
 পাশ্চাত্যে। তখন বিধাত পাণ্ডিত্য চূড়ামণি
 সয় আইলেক নিউটন যেমন বৃদ্ধ হইতে
 একটি কল পতন হইতে পদাৰ্পন করিয়া
 তাহার বিধর আশোচন করত অসুখ
 জ্যোতির্বিদ্যার প্রচার করিয়াছিলেন বি-
 শ্বমান্য উইলিয়াম হারি সাহেবের বে-
 শরীরে শিলা মধ্যে কবচাবৎ পশুত্ব অ-
 রোগ নাম বন্দর্শন করিয়া তদ্বিষয় চিন্তা ক-
 রিত করিতে শোণিত বহুবর্ণের প্রকৃত রক্ত
 প্রকাশ করিলেন, রাজা রামমোহন রায়েও
 সেই প্রকার প্রদেশীয় জাগতিক যথেষ্ট
 বিকৃত ভাব বন্দর্শন পূর্বক তাহা মিনার
 করিবার উপায় আবেষণ করত এবং মস্ত
 ঘণের স্বরূপ চিত্র করত জাতি সামান্য
 গণের জ্ঞান ধর্মের এই পরম উচ্চ প্রকাশ
 করেন। তখনাত্তর যুগ যেমন যৌতুক স্থল
 যোগ হইলে তখনই ধর্ম তত্ত্বের রাজা
 রামমোহন রায়েও সেই ধর্ম এই পরম বন
 ব্রাহ্ম ধর্মের মর্ম লাভ করিয়া তত্ত্ব হই-
 লেন এবং তিনি যে অসুখ অস্ত্র পান ক-
 রিয়া আশ্রয় ধর্ম তত্ত্বের শক্তি করিলেন,
 সেই স্থাপন করিয়া সকলকে সুখী ক-
 রিবার উদ্দেশ্যে এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপ-
 ন করিলেন। রামমোহন রায়ের মন
 স্বার্থপরতা মর্ম পূর্বক তাহা মিনার
 তিনি যে কোন অসুখের প্রাক হইয়া যাব
 কেবল জাগতিক জ্ঞান করিবারই উচ্চ থাকি-
 বেই এই কেবল জাগতিক জ্ঞান সম্পূর্ণ

কিন্তু জ্ঞান করিবেন, তাহার সস্ত্রাবসা কি? তিনি এই ত্রাজ ধর্ম রূপ অমূল্য নিখি
 প্রাপ্ত হইয়া কনাগত স্পর্শিতের বিতরণ
 করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এই ধর্মের
 স্মৃতি লাভন করণার্থে নিরন্তর তাকী হই-
 লেন। বাহাতে সর্বদেশীয় ও সকল জা-
 তীর লোকের ত্রাজ ধর্ম রূপ অমূল্য সন্তান
 আহার প্রদানে অস্বীকারী হইতে পারে,
 তিনি ক্রমাগত তত্ত্ববোধিনী নামা পুথ প্র-
 স্তুত করিতে আরম্ভলেন, তিনি ভারত বর্ষ
 মধ্যে বর্ষাধর্ম রূপ তত্ত্ব প্রকাশ করিতে বা-
 মুশ বস্তু ও যে পর্য্যন্ত পরিষ্কার হীকার করি-
 য়াছেন, তাহা আমরা এই রূপে বঙ্গসরাস্ত্রে
 এক দিন কিংবদন্ত্যে বর্ণন করিয়া কি প্রকাশ
 করিব, তাহা প্রকৃতি দিন জীর্জন বস্ত্রিলে
 প্তবৎসরে শেষ হইবার আছে। রামা
 রামমোহন রায় যে দিন কোন এক ব্যক্তি-
 কে ভারত ধর্মের উপদেশ প্রদান করি-
 না পারিতেন সে দিবসকে তিনি বিফল
 যোগ করিতেন এবং যে দিন তিনি কোন
 প্রকারে কোন ব্যক্তির মনে জগদীশ্বরের গা-
 রুক ভক্তের আবির্ভাব করিতে সক্ষম হই-
 তেন সে দিবসকে তিনি গরম স্ত্রত দিন
 বলিয়া গণা করিতেন, তিনি এদেশের নিত্য
 কল্যাণের কারণ হইয়া পৃথিবীতে আবি-
 র্কৃত হইয়াছিলেন। তিনিই জন্মলা জগ-
 ত্ত্বিদির মনোর্থ হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন,
 এবং ত্রাজ স্বরূপ স্বজাতির প্রকৃত মঙ্গলের
 বীজ বপন করিয়াছেন, তাঁহাকে উৎপাদন
 করিয়া অনেক পৃথিবী মরো, করা হইয়াছে
 এবং তাঁহার উৎপত্তি জন্য বিষ্ণু ক্রান্তি
 সংসার মধ্যে গয়া হইয়াছে, তিনি আমা-
 রিগত, যে রূপ পাশে বন্ধ করিয়া গিয়া-
 ছেন, তাহা হইতে আমরা কোন কাণেই
 মুক্ত হইতে পারিব না এবং তাঁহার অক-
 রম অমূল্য উপাধকী আমরা জীবন মন্তে-
 ও জুলিতে পারিব না, তিনি স্বজাতির ও
 মনুষ্যের কল্যাণ সাধন করিতে পনের বি-
 চার করেন নাই, সাধন বিচার করেন নাই
 এবং আপনীর স্বৈরিক পান পরামি কল
 প্রকার পার্যায়িক কার্যেরও বিচারের প্র-
 তি স্মৃতিস্বাক করেন নাই, নীচ হইক

আর ততই কটক ধনীই হউক আর নির্দ-
 ন হইক পণ্ডিতই হউক আর মুণ্ডই হ-
 উক প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব জিজ্ঞাস্য হইয়া
 তাঁহার নিকট যে কোন ব্যক্তি গমন করিত
 তিনি তাহাকেই তত্ত্ব সন্তোষন করিয়া
 সাধারণ সকল পিশর স্নাত্ত করিতেন, আহার
 কালেও তাঁহার নিকট কোন ব্যক্তি ইচ্ছ-
 যের প্রেমাচুরণী হইয়া গমন করিত। তিনি
 আহার পরিত্যাগে পুথক সন্ত মনে তা-
 হাকে ইচ্ছ প্রসন্ন হার। পারদ্রুপ বসি-
 তেন এবং তাঁহার শরনের মঙ্গল কোং প-
 রসার্থে প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলেও তিনি
 তাঁহাতে উত্তর হইয়া নিজেতে বিশ্রুত
 হইতেন। তিনি যেমন স্বদেশীয় লোকের
 জগদীশ্বরের প্রেমপ্রদেয় চর্চনা করিয়া স্ত-
 থী করিবার জন্য এদেশে গয়া করিতেন,
 সেই রূপ প্রদেশ মন্যে জগদীশ্বরের বিশ-
 কাথ্যা প্রাণিত ও স্মিত্য কাণি হইতে ক-
 রিয়া তাহার উপদ্রবকান সন্ত অক্লান্তী
 ছিলেন, তাঁহারই পক্ষে সহ গাম উপহার
 হইয়া ভারত জুনি সীমন্ত্যে রূপ অক্লান্ত
 গাপ ভারতীতে গয়া। পাইয়াছে এবং
 তাঁহার মত হেতু দেশীয় ছোকেই কুস-
 ক্ষর জনিত অনেক কুকর্ম নিবারণিত হ-
 ইয়াছে। যে স্ত্রতর বিধবা বিবাহের প-
 ক্ষতি প্রাচলিত হইলে আরও কতরাতে
 একচেয়ে আমরা ব্যাধ্যাদিত হইতেছি, রামা
 রামমোহন রায় তাঁহার জীবনমতে যেই
 পক্ষতি প্রচলিত করিবার জন্য অনেক মা-
 রাম ও অনেক ব্যর করিয়াছিলেন, এক প্র-
 কার তিনিই এ স্ত্রত কর্মের স্বয় পাত ক-
 রিয়া ছান তিনি জীবিত থাকিয়া তাঁহাতে
 এই স্ত্রত নরুপা সিদ্ধি সমাপন করিলে
 তিনি যে কি পর্য্যায় মন্তোষ লাভ করিতেন
 তাহা আমরা মনেতেও ধারণ করিতে পা-
 রি না। বাহা হইক তাঁহার পেই স্ত্রত কা-
 মনা যে জগদীশ্বর এত দিনে পূর্ণ পরিচেন
 ইলাতে আমরা সক্রতজ চিত্তে ইচ্ছর পদে
 বার বার প্রসিপাত্ত করি। রামমোহন রায়
 যের মনে সে এই রূপ রুত প্রকার মঙ্গল
 লক্ষণ ছিল, তাহা আমরা কি বলিব, তাঁ-
 হার সকল কামনা সিদ্ধ হইলে মর্ত্য লোক

মুলক বিলম্ব কর্ণ। উৎসর্গীতিই এধর্মের
 প্রাণ স্বরূপ এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন
 ই তাঁহার অমূল্য। রামমোহন রায় এই পু-
 স্ত্রমোহকরূপে দর্শিত ধর্ম প্রকাশ করিয়া যে
 মন আমাদিগকে অসংখ্য প্রকার ভ্রম জাল
 হইতে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, সেই ধর্ম
 আমাদিগকে নির্দল উৎসর্গীতি অর্থাৎ
 করিবার অধিকারী করিয়াছেন। তাঁহার
 মন্ত্র ৩৭ আমরা চির দিন ধ্যান করিয়াও
 ভুল কবিতো পারিব না। কিন্তু তুংধের
 বিষয় এই যে যে মহাত্মা বাজা রামমোহন
 রায় আমাদিগের দেশে এত উপকার সা-
 ধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার উপকার আ-
 মরা অদ্যাপি ভোগ করিতেছি এবং চির
 কালই আমাদিগের এদেশীয় লোকের ভোগ
 করিয়া থাকিব। অর্থাৎ তাঁহার উত্তরবংশ-
 মহাত্মা তাঁর ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া
 তাঁহার প্রতি নানাবিধ মলীক কণায় আ-
 ক্রোশ করিয়া আপনার কর্তব্য সাধনের
 উচিত করিতেছেন। তাঁহার যে প্রকৃত পু-
 ত্রপুত্র, এটি ছিল এবং তাঁহার ধর্ম প্রকাশ
 পবিত্রকরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার রক্ষা
 রাখি সার্থ্য দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে,
 এবং আমরাও তাহা পুনঃ পুনঃ লোককে
 জ্ঞাত করিবাছি, কিন্তু অদ্যাপি আমরা তাঁ-
 হার ভাব বুঝিতে না পারিয়া অদ্যাপি অ-
 নেক মতের অনীক অপবাদ রচনা করেন।
 যে রামমোহন রায় এই ভ্রমনার ভরত
 বর্ষের মধ্যে দ্বীপ জন্ম বলে ত্রাঙ্ক ধর্মের
 কোটি প্রকাশ করিলাম, যিনি স্বীয় শক্তি
 দ্বারা হিন্দুদিগের ভীক-কঠোরত শাস্ত্রের
 নিবৃত্তি বন ভোগ করিয়া যথার্থ ধর্মের প্র-
 শস্ত প্রান্তরে উপনীত হইলেন, এবং তাঁহার
 তর্করূপ আদি, দ্বারা স্বয়ং শাস্ত্রীর ভ্রম প্রতি
 সকলগছর ভিন্ন হইয়া গেল, তাঁহাকে কেহ
 কেহ মতবিশেষার্থেই ব্রীজীন বোধ
 করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, যে
 তিনি একেবারে বাণী ব্রীজীন ছিলেন অর্থাৎ
 তিনি দুইটিকে এক মাত্র পরিচায় কর্তা
 বনে করিতেছেন এবং তাহাকে জৈনিক
 ধর্ম সম্পন্ন আত্মতা বলিয়া প্রচার ক-
 রিতেছেন ও বাইবেল শাস্ত্রকে এক মাত্র ধর্ম

শাস্ত্র বিবেচনা করিতেছেন। রামমোহন রা-
 যের নিম্নলিখিত নামে একজনক নামাদিগে,
 কোন কাপড়ই মত না।
 তিনি যে এক মাত্র স্বর্ণাধর্মের তিন
 মাত্র কাহাকেও পরিচয় করিয়া দিতে পারেন
 মনে করিতেছেন না? তাহা কোন মত্বাকেই
 উৎসর্গের নিম্নলিখিত বাক্যে লক্ষ্য করিয়া
 লক্ষ্য অক্ষয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন
 না? এবং এই বিশ্বাস বিশ্বাস প্রভৃতি মত
 মত্বাৎ পরিচিত অন্য কোন প্রকারে মত
 ধর্ম শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন না, তাহা
 পরে পড়েই প্রতিপন্ন করা হইবে পারে
 তাহা পশ্চাৎ উক্ত এই কএকটি বাক্যের
 প্রতি মনোযোগ করিলেই সকলে মনযোগে
 জ্ঞাত হইতে পারিবেন।
 রামমোহন রায় এক মাত্র স্বর্ণাধর্মের
 বর্ণকেই হইতে হইবে এবং কখনও মত্বাক
 মত্বাৎপা পর্বশব্দমাত্র উৎসর্গ মনে ক-
 রিতেছেন তাহাকেই বিশ্বাস করিতেছেন
 পারিত্রিক সমস্ত শ্রুতশাস্ত্রের বর্ণনা বর্ণি-
 যা প্রকাশ হইতেছেন, তদ্বারা যাহা কোন
 মত্বাকেই হইতীয় বর্ণী শক্তি বাস্তব বি-
 ধান করিতেছেন না? তাহা হইতে ম-
 ত্বাৎ জ্ঞানি মত্বাৎ বর্ণনা করিয়া হই-
 তে বাকি মত্বাৎ করিয়া তাঁহার দাক্ষিণ্য
 কার্যকে মত্বাৎ ও মহাত্ম্যের জীবন মত্বাৎ
 মান্য করিতেছেন। রামমোহন রায়ের মত
 কিছু মাত্র খেপ ছিল না। তিনি কেহ
 এই বিশেষ ও যৌক বিবেচনা করিয়া
 অপর এই ও অপর লোকের প্রতি অসন্তোষ
 করিতেছেন না, তিনি যে কোন মত্বাৎ
 কোন প্রকার হইতে বর্ণিত হয় প্রকার হই-
 তেন, তাহাই যত্ন পূর্বক প্রকাশ করিতেছেন
 এবং কোন দেশে কোন কাহির মত্বাৎ উ-
 ত্বাৎ পরামর্শ করিতে লোক মনস্কর করি-
 গে তাহাকেই আত্ম করিয়া তাঁহার শক্তি
 মনেত রাহু কর্তব্যে অমূল্য হইতে চেষ্টা
 করিতেছেন, এজন্য তিনি বাইবেল গ্রন্থ হ-
 ইতে মত্বাৎ ব্রীজ প্রোক্ত কএকটি মত্বাৎ
 উক্ত পূর্বক পুস্তককারে মুদ্রিত করিয়া
 প্রচার করিয়াছিলেন এবং তিনি যে স্থলে
 এই সকল উপদেশের পোষকতা ও প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন। সেই সময় এই উপদেশ দান।
স্বীকৃত প্রতি আপনাদের মনোবল প্রকাশ
করিয়াছিলেন, কিন্তু উদ্ভাৱনা কাহার
একজন প্রবৃত্ত মনের কিছু নার অন্যথা
মনোমত হয় নাই।

তিনি যৎকালে এদেশীয় গোত্রিকদি-
গের মধ্যে বিচার করিয়াছেন, এবং তা-
দিকদের শাস্তি কার্যে ও কাল সুত্রিকা
পরিমিত পদার্থের উপাদান পরিভাষ্য ক-
রিয়া সুত্রিক জন্ম এক নারঃ জগদীশ্বরের
অপরাধনা করিতে পুনঃ পুনঃ অববোধ ক-
রিয়াছেন, তৎকালে কাহারওও ত্রীক্টের
শরণাপন্ন হইয়া তাইবল গ্রহের মনঃমুগ্ধ
অন্তর্ভাৱ করিতে বিপদে পড়েন নাই। তিনি
যদি ত্রীক্টকেই এক মাত্র সুত্রিক কারণ
করিতেন, এবং বাইবল গ্রন্থকেই দেবল-
গ্ন্য এক ব্যক্তি প্রচার করিতেন, তাহা হ-
ইলে তাহার মতসকল অসম্ভব উপদেশ
পদ হইতেন। তিনি কিন্তু বিশ্বের স-
র্বত্র গিয়া তৎকালে কোন কোন এতৎপূর-
ণী ত্রীক্ট, বিশেষতঃ কখনই ত্রীক্টেরও
কাটকো দেখে নাই অর্থাৎ করেন নাই।
স্বীকার মেনে এই মাত্র উপদেশ গ্রহণ
করিয়াছেন।

তিনি ত্রীক্টের আরাধনার কারণে ক-
রিয়াছেন। স্বপ্নের সেকার সুখসাধন ক-
রিয়া সমর্থ হইবে না, ইহা পরিভাষ্য ক-
রিয়া ব্যতির কারণ স্বপ্নের সুখিত এক মাত্র
জগদীশ্বরের সঙ্গের গ্রহণ কর, অন্যরাসে
ঐহিক পারিত্রিক মঙ্গল লাভ করিবে।
বিভিন্ন প্রকার জীবকশায় স্বীকার
নামিত জীবন মত নাই। তৎকালীন য়েও
ব্যক্তিগণ তৎকালে পত্র সম্পাদকের সহিত
আনন্দ বিচার হইয়াছিল, তাহাতে তিনি
ত্রীক্টের পারিত্রিক ক্রিয়া সম্পাদনের প্র-
তিকূলে বহু প্রকার যুক্তি প্রদান করিয়া
এক কালে তাহা প্রণয় করিয়া গিয়াছেন,
নিঃশব্দে তিনি স্বীকৃত প্রচার প্রদান
করিবার জন্য তৌকতুল মোহরী নামক
যে এক গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে পরিষ্কার
করিয়া লিখিয়াছেন, যে জগদীশ্বরের প্র-
তিষ্ঠিত নিয়ম বিরুদ্ধ কোন কার্য্য কেহই
সম্পন্ন করিতে পারে না। তাহারা স্বীকার

নিয়মের বিপরীত কোন প্রকার আন্দোলিত
ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার অভিমান করে, তা-
হারা প্রত্যেক। খৃষ্ট প্রচারক গোত্র
নাম প্রকার সুখক্রিয়া দ্বারা স্বপ্নের সৌক-
দিগকে প্রচারণ্য করে এবং সুত্র গোত্র
তাহাদিগের ধর্মতা হত করিতে পাই-
রা অন্যরাসে প্রচারিত হয়। জ্ঞান মনুষ্য
দিগের এমনই স্বভাব যে যে কার্যের উৎপ-
ত্তির কারণ তাহাদিগের বোধ দ্বারা না হয়
তাহাকে তাহার আন্দোলিত বলিয়া প্রচার
করে। তাহার অভিপ্রায় এই যে স্বীকার
জগদীশ্বরের প্রনীত নিয়ম সমস্ত বিশেষ
পর্যালোচনা করিয়া দেখে এবং সমুদ্র
প্রাকৃতিক ঘটনার কার্য কারণ স্বয়ং স্বিক-
রিত করিতে সমর্থ হয়, তাহার কখনই এক
মন মনুষ্য দ্বারা সুত্র কাটিক আধন সংগ্রহ
হইয়া এবং স্বিক শব্দে কোন মনুষ্যের স্বপ্ন
মনুষ্য মনেক বিশেষ উপনীত হওয়া প্রচার
করিতে পারে না। জগদীশ্বরের নিয়ম বি-
না কোন প্রকার অসম্ভব ব্যাপার যে কোন
রূপেই সম্পন্ন হইতে পারবে না, তাহা র-
নাশোকন দ্বারা স্বপ্রণীত নাম গ্রন্থে স্তান
প্রকারে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

ভূত্বোধিনী রামমোহন রায় যে কেবল
বাইবল গ্রন্থকে স্বপ্নের প্রণীত ধর্ম শাস্ত্র
বোধ করিতেন না, তাহা স্বপ্নের প্র-
তিষ্ঠিত সুত্রিক কারণ একমাত্র বিশেষ ব্যক্তি
নিয়া প্রচার হইতেন না, তাহাও তা-
হার প্রতিষ্ঠিত উক্ত তৌকতুল মোহরী নামক
গ্রন্থে প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি লি-
খিয়াছেন যে নানা মনোবলগণ্য নাম প্র-
কার মতের প্রচার করিয়াছে, সকলেই
স্বীকৃত স্বীকৃত মতের উৎসর্গতা প্রমাণ করিতে
হত করে, কিন্তু তাহাদিগের পরস্পর মত
বিরোধের দ্বারা স্বীকৃত পরস্পরের মতের খণ্ডন
হইতেছে। তাহা অন্য কোন যুক্তি দ্বারা
প্রমাণ করিবার আবশ্যক করে। প্রত্যেক
পক্ষই মনুষ্যের স্বপ্ন কাটিক এই মন্য কে-
বল এক মনুষ্য কাটিক স্বপ্ন রচনা করে। তা-
হারা মনুষ্য জন্ম তাহাদের স্মৃতি বিস্মৃত হ-
না মনুষ্য জগদীশ্বরের মত দ্বারা স্বপ্ন হই-
বে তাহাদিগের এক মনুষ্যের মত

কেন্দ্রক ময় হইয়া রজনীতে তোমার গুণ
 কীর্তন করিয়া মনুষ্য হৃদয়ের সার্থকতা সম্পা-
 দন করিতে এই আশাতে উৎসাহিত ছিল,
 এক্ষণে সেই পুণ্য নিশা উপবিত, অতএব
 গভীর সন্ধ্যা একা হইয়া তোমার অশীম
 গুণ কীর্তন করত মানব হৃদয় সফল করি।
 যিনি আমার দিনের প্রভা, পাতা, তাঁহা-
 রি উপদেশে—তাঁহার গুণ কীর্তন ক-
 রিবার নিমিত্তে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হই-
 য়ছে। যিনি জ্ঞান ও ধর্মের বীজ মনুষ্য
 মনে রোপণ করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা
 করিবে— তাঁহার গুণ কীর্তন করিতে মনু-
 ষ্যের মন স্বভাবতই ব্যস্ত হয়। মনুষ্য শা-
 ব্দিক ও মাতৃকিক স্বর লাভ করিলে বা
 হৃদয় বিজ্ঞান শ্রমের আনন্দোন্মত্ত হইয়া
 বীজ জ্ঞান বৃদ্ধি করিলে সেক্ষণ তৃষ্ণা লাভ
 করেন বা ঈশ্বরে প্রতি ক্রমিলে যে রূপ
 তিনি তৃষ্ণা ও শান্তি অনুভব করেন। ইহ
 রের অজাব মনুষ্যের সকল অভাব হইতে
 শুরুতর, এ অভাব মোচন হইলে তিনি আর
 কোন অভাবকে অভাব জ্ঞান করেন না।
 ঈশ্বরী মনুষ্যের কি মতোচ্চ ভাব! তিনি
 নানাধিগুণ সাপোনোপযোগী হুবহু আ-
 উলিক, বিচারালয়, বিদ্যালয়, যন্ত্র ও যন্ত্রা-
 লয়, বিক্রম করিয়া আপকার মহত্ত্ব ও গৌ-
 রব মনে করেন না। তিনি অমৃত পুরুষের
 পুঞ্জ ধর্ম তাঁহার কীর্তন স্বরূপ, ধর্মের দ-
 য়িত তাঁহার নিত্য সহজ ও তাঁহার অবিদ-
 য়র আশ্রয়। অনন্ত কাল পর্য্যন্ত কেই প্রিয়ত-
 মের সহস্রাঙ্গ উপযুক্ত, ইহাতই তিনি আ-
 পনাকে মহৎ ও গৌরবান্বিত করিয়া জানেন।
 কারণ তিনি এই রূপ মনে করেন যে যে
 ঐশ্বরীকর্ম দিবাকরের উত্তরে এই জগৎ-
 গুল তিনি রাখিয়া হইতে মুক্ত হইয়া, একা-
 শিক্ত হইয়া সেই মনুষ্য একাক্ষর স্বর্গের অধি-
 শিত তরু কণা এক অধীশ্বর অচিন্তনীয়
 পুরুষের সৈন্যবালিনী ইচ্ছা করে এক
 সন্ধ্যায় এই স্বর্গের স্বর্গমণ্ডল বিস্তার-
 সার উপস্থিত হইয়াছে, অত্যাধি তাঁহার
 মনুষ্য ইচ্ছার অধীনে বিদ্যমান, রহিয়াছে,
 তিনি জ্ঞানতে সত্যকে, শান্তিতে অনন্ত, ক-
 রুণামিত্ররূপে পরিচরিত ও সত্যকে পূর্ণ হ-

য়েন। যিনি স্বর্গের পিতা, অন্নদাতা বি-
 বাতা, পাপ পুণ্যের বিচারক একাধিপতি
 রাজা। বাহার প্রসাদে আমরা অশেষ
 বিধ অর্থাভিভূত হইয়াছি, হইয়াছি, কত
 বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছি, অসংখ্য দু-
 জের বিষয়ও জাত হইয়াছি এবং কত বার
 বাহার শরণ প্রভাবে অনিন্দিত দুঃখ মো-
 ছকে পরাভূত করিয়া শুভমুখ ও মহত্ত্ব লাভ
 করিয়াছি তাঁহার প্রতি মনের প্রাতিপদ
 কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্বক মনুষ্যের করা কি
 জ্ঞানামিদের অসংখ্য উচিত মনুষ্য বি-
 শেষত মনুষ্য আমাদিগের আনন্দ মনুষ্য
 বিদ্যর বাহার সার্থক হইয়া অধীন, যিনি
 মনে করিলে তিনিই অসংখ্যকর্ম
 মনুষ্যের জগতের জগৎস্বয়ং মনুষ্যের
 রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিয়া
 বরং আমাদিগকে উত্তমোত্তর উত্তম
 উত্তর অথবা অপারের উপযুক্ত করি-
 য়াছেন, এবং যিনি ইহ কাণ্ডে অসংখ্য
 আমদের উৎস স্বরূপ ও পরমেশ্বর আ-
 পার শান্তির আলয়, সেই মনুষ্যের
 পরমেশ্বরের প্রতি আশ্রয় স্বরূপ করা
 এবং তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞান, অজ্ঞতাশক্তি ও
 উদার করুণার উপর একান্তিক ভাবে নির্ভর
 করা তাঁহার সহায় হইতে তে পরিপূর্ণ ব-
 র্তব্য ভাষা কি বলিব। বহন সামান্য
 স্বরূপ জ্ঞানের অন্য ইচ্ছা ও যত অপ্রসক্ত
 করে, তখন সকল অপেক্ষা ছেদন পরম
 আনন্দিক ইচ্ছা ও একান্ত মনুষ্যের
 সত্য হইতে পারেন। যে মানুষ পূর্ণরূপে তাঁহার
 আশ্রয় হইয়াছেন, তাঁহার আশ্রয়ে নীলা কি
 তিনি শূন্য, বাস্তব, বিবেক, নৈজয়, মন,
 কমা প্রভৃতি একমুখো পতন্ত পূর্ণ হইয়াছে-
 ন। একান্ত একমুখানী পূর্ণরূপে যে মন
 তিহাৎ ব্যয় করিতে আনন্দ ও সুখলাভ
 করে ন, তিনি কখনো তাঁহার পুরুষ
 কর্তব্যের মধ্যে বৃত্তান্তের মনুষ্য, সেই
 পুরুষ মন সামান্যে উপভোগ করা সত্য-
 জ্ঞান প্রদান কর্তব্য রূপ। পরমেশ্বর এক
 মাত্র নিত্য পদার্থ, তিনি সর্বদয় সর্বদায় প-
 রম বিদ্যান, তাঁহার কান কর্তব্যই। সত্যের
 তাঁহার মনুষ্য রূপ, জ্ঞান তাঁহার আশ্রয়।

গোত্র, বৈষ্ণব কৃষ্ণের নামোচ্চারণ শোন এবং
 নিত্যমুখে পুনরাবৃত্তি করিবে। যিনি এই
 মন্ত্রের সাহায্যে নিত্যমুখে পুনরাবৃত্তি করিবে
 তাকেই ভক্তি-সুখের সঙ্গম-বিন্দুচক্রের
 মধ্যস্থলে স্থাপিত করে দেওয়া হবে।

ভক্তি-সুখের পথে
 গভীর বিশ্রাম নাহি, চতুর নহে, ভক্তি নহে,
 গভীর বিশ্রাম হইতে গিনি মুক্ত হইয়াছেন
 তাকেই ভক্তি-সুখের পথে স্থাপিত করিবে।
 ভক্তি-সুখের পথে
 গভীর বিশ্রাম নাহি, চতুর নহে, ভক্তি নহে,
 গভীর বিশ্রাম হইতে গিনি মুক্ত হইয়াছেন
 তাকেই ভক্তি-সুখের পথে স্থাপিত করিবে।

ভক্তি-সুখের পথে
 গভীর বিশ্রাম নাহি, চতুর নহে, ভক্তি নহে,
 গভীর বিশ্রাম হইতে গিনি মুক্ত হইয়াছেন
 তাকেই ভক্তি-সুখের পথে স্থাপিত করিবে।

ভিনে বিশ্বরের জেনে মগ্ন হইলে, স্বীকার
 করলে বিশ্বের বিরাজ করিতেছে। উপর
 পক্ষে বন্ধ থাকি 'মনস্তব'। হে স্বীকার হইল
 সেই সর্বশেষের সৃষ্টি লক্ষ্যে 'তোগ' ক-
 রিয়া হইল হইবার অভিলাষ রাখিবে
 হইলকে অগ্রে জ্ঞাত হও। 'ভিনি নিরাকার'
 নিরাকার পরিপূর্ণ পরাৎপর। 'ভিনি গি-
 দল মঙ্গলের নির্দোষকৃত, সর্বত্র স্থগের আ-
 ধার, সকল দৌত্যগোলাকুল, এবং সমস্ত
 বের প্রকৃতি পরমাশ্রয়। তোমার স্বরূপ সী-
 মার সৃষ্টির অতীত, এই প্রত্যক পরিপূর্ণ
 মনে চরাচর সমস্ত বিশ্ব তোমার মহিমার
 কণায়াত্র, এই অনন্ত আকাশস্থিত আনন্দ
 আনন্দ লোক-মণ্ডল সকলই তোমার গ-
 হিমা। অক্ষয়কারময় পুরুষ সর্বত্র প্রবেশ
 করিলে যেমন এক একবার সোমাসিনী ম-
 ক্ষণে মন পুঙ্খকিত হয়, তদ্রূপ ওই সে
 হাবৃত্ত সংসারে প্রবেশ করিয়া তোমার
 বিশ্ব কাচের পর্যায়গোচন শায়। তোমার
 প্রভাবের আভা মাঙ্গ পাইল দেখে তীব্র
 স্পন্দন করে। 'ভবনীশ! তোমার বিশ্বের
 প্রত্যেক কণা হইতে তোমার উদার মঙ্গল
 ভাব এত অধিক উদ্ভিত হইতেছে যে তাহা
 আশ্রয় মনেতে ধারণ করিতে না পারিয়া
 সুস্থায় বিশ্ব মঙ্গলময় করিয়া দেখিতেছি।
 হে মানব! তোমরা যে সর্বত্র অক্ষয়কিত
 কর সর্বত্র হইতে উদার মনিনা কীর্তন
 কর। 'ভিনি সুর্য্য চক্রে প্রকাশ পাইতে
 ছেন, 'ভিনি স্বান-সকল মাগর, সকল দু-
 মগুণ, সমস্ত রক্ষক, সর্বত্রই তিনি বিরাজ-
 মান জাহ্নন সত্য স্বরূপ উত্তর স্বীকারে
 জ্ঞানালোক প্রকাশ করেন, তিনি স্বভাবের
 কাহা এই রূপে পঠি করেন 'হে বিশ্বর!
 তোমার স্মরণ হাজার দুটি খেঁচর হয়,
 তিনি কহাইক বিশেষে লখন করেন 'হে মানব
 আনিনিকিত হইয়া ক্রান্তের পথে হইতে
 দন। 'হে বিশ্বর! ভূমি বিশ্বকে এবে
 রচনা করিয়াই বে তারিকে তোমার জ্ঞান,
 সষ্টি ও মঙ্গল যত্ন রাখিবে 'হে মানব
 পাইতেছে, সকল মনোর পুঙ্খকিত হই
 স্বর, তোমাকে 'হে সত্যজ্ঞান করিতে
 পারে 'হে বিশ্বর! বিশ্বকে সত্যজ্ঞান

হুত উল্লিখিত রক্ত সর্বস্বীয় আত্মত ব্যাপার
তাঁহাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ বৌদ্ধিককর ও
আনন্দজনক হইতে পারে। কোন কোন
মুদ্রার এই মুদ্রকের নিকটে প্রচ্ছন্নিত সীপাদি
উল্লিখিত করিলেই তৎক্ষণাৎ উহা স্থলিয়া
উঠে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উক্ত মুদ্রকের কিছু মাত্র
বিদ্যুৎ ঘটে না, উহা যেমন ততমনিই থাকে।
প্রথমতঃ উক্ত রক্ত সর্বস্বীয় এই অসাধারণ
ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তত্ত্বাবলম্বী প-
ণ্ডিত রণ উহার কারণানুসন্ধান করিতে
প্ররত হইলেন এবং কেহ কেহ অনুমান ক-
রিলেন, যে এই মুদ্রক হইতে একবার কোন
বাল্য নির্গত হয়, যাহা পৃথিবীস্থ বায়ুর সহিত
মিশ্রিত হইয়া উক্ত মুদ্রকের উপরতেই সং-
হৃত হইলে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

রক্ত নামক এক জন অস্বাক্ষর তাঁহার
প্রদত্ত প্রদ্রের এক খুন্সে দৃষ্টি করিয়াছেন
এই মুদ্রকের প্রত্যেক পত্রের ও
প্রত্যেক পৃষ্ঠার মালের অগ্রভাগে সন্নিবিষ্ট
কৃতকগুলি কিছু দুইটি হয় এবং মেরু
সমস্ত ছিদ্র মধ্যে তৈলবহু এক প্রকার পদার্থ
সঞ্চিত পাওয়া যায়। এই কারণে উক্ত
পদার্থ উল্লিখিত উৎসর্গে কষ্ট পছন্দ করিয়া
কিছু বায়ু নির্গত হইয়া থাকে এক-
বার নিকট প্রচ্ছন্নিত সীপাদি লইয়া গেলেই
সেই বায়ু অমনি স্থলিয়া উঠে। অন্যত্র
বাইইট নামক এক জন পণ্ডিত উল্লিখিত
মুদ্রকের এই আত্মত গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া বি-
স্ময়াপন্ন হইলেন এবং উহার সত্ত্বানুসন্ধান
করিতে প্ররত হইলেন। উক্ত মুদ্রক সর্বদা
এক প্রকার দাঁছ বায়ু গণ্ডিবদ্ধিত থাকে,
বাইইট নামেই অনেক লোকের মুখে এই
কথা প্রবণ করিয়া প্রথমতঃ তিনি এই বায়ুর
বিষয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহা-
তে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর
অন্যত্র এক বার এই মুদ্রকের শাখা পত্র
ও পুষ্পাদি অবলোকন করিতে তিনি দেখ-
িলেন, যে এই মুদ্রকের কোমল শাখাতে ও
সমুদায় পত্রের অগ্রভাগে এবং সমস্ত পুষ্প-
হৃৎ, পুষ্পদল ও পুষ্পের কেন্দ্রবর্তে লোমহৃ-
ণের মায়র কতকগুলি কণা সঞ্চিত হইয়া আছে
এবং সেই সমস্ত ছিদ্র তৈলবহু এক প্রকার

পদার্থে পরিপূরিত হইয়াছে। এখনই এই
উল্লিখিত কিঞ্চিৎ ক্রম থাকে, পরে রক্ত
সহ বহু হয়, এই সমস্তের তাহার মধ্যে
সমস্ত ততই বহু হইতে থাকে। বাইইট
নামেই পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া বিলক্ষণ
রূপে স্থির করিয়াছেন, যে রক্ত এক হইতে
যে তৈলবহু পদার্থ নির্গত হইতে পারে তাই
পৃথিবী মাধ্যমেই স্থলিয়া উঠে এবং তৎক্ষ-
ণাৎ উক্ত মুদ্রকের নিকটে কোন প্রকার
লোক লইয়া গেলে তাহাও প্রত্যক্ষ তাৎপর্য
থাকে, উক্ত রক্ত হইতে পদার্থ বায়ু নির্গত
হইয়া যখন যে উক্ত সীপাদি লইয়া গেলে
স্থলিয়া উঠে, তৎক্ষণাৎ স্থলিয়া অমনি উঠে
এবং বাইইট নামের একই প্রকার সমস্ত
প্রকার পরীক্ষণে উক্ত প্রকার হইবে। এক
বার সীপাদি মিছা হইয়া যখন পত্র হইয়া যখন
বাংলাই থাকে। ইহাও সীপাদি করিয়া
মিছা হইলে সীপাদি নির্গত হইয়া উঠে
রক্তের সীপাদি নির্গত হইয়া উঠে।
এই সমস্ত বিষয়ই প্রবন্ধের
এই মুদ্রক কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হইতে।
এই প্রকার পরীক্ষণে
এই মুদ্রক কতকগুলি পদার্থের
পত্রের বাইইট নামের
কতকগুলি পদার্থের
বিলাক্ষণে স্থলিয়া উঠে।
এই মুদ্রকের
মধ্যে যে যে পদার্থের
কিঞ্চিৎ স্থলিয়া
করিয়া স্থলিয়া
এই মুদ্রক
কতকগুলি পদার্থের
কতকগুলি পদার্থের

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা
১৯৭৮ শক ২৯ পৌষ দিবসের শঙ্কর ঘণ্টা।
১৪ পৌষ দিবসীয় মুনিব পত্র দ্বারা এই
সভা আহ্বান হইবে।
প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ বাবু
সমাজের প্রচারক সর্ব সম্মতিতে প্রাক্তন
মাসের ইকী সীমুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর
সমাজের অধ্যক্ষের সভাপতি হইলেন।

একমেবাদ্বিতীয়ঃ

দ্বিতীয় ভাগ

১৬৪ সংখ্যা

চৈত্র ১৭৭৮ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

৪০৫ নং বিতাণ্ডা জামদগনঃ পিঠঃ, হুগলী, বিরাজপুরে একমেবাদ্বিতীয়ঃ একমেবাদ্বিতীয়ঃ পত্রিকা

বিহু সঙ্গলপত্রিকা হুগলী পুত্রিকা

১৯১৩ খ্রীঃাব্দে প্রথম প্রকাশিত

দৃশ্যের মহিমা ।

দর্শনেঞ্জিয় ।

বিশ্ব কৌশলসমূহ বিবেচনা, আমাদি-
গের দর্শনেঞ্জিয় চক্রেতে এক প্রকার কৌশল
প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহা কোন রূপেই
বর্ণনাকরিয়। শেষ করা যায় না এবং তাহা
কোন প্রকারেই বাকা দ্বারা সকল প্রকাশ ক-
রিশর সাধ্য হয় না। আমরা চক্র বিবরণ
যত পর্যালোচনা করি, ততই তাঁহার নূতন
নূতন কৌশল দেখিতে পাই। বোধ হয়
যেই আমাদিগের জননেয়িত সহকারে চক্র
ক্রিয়ক কৌশলসমূহ উন্নতি হইতেছে, নিম-
নির বক্ত আমাদিগের জ্ঞান বহিত হইতে-
ছে, ততই আমরা বিশ্ব মধ্যে ঐহিক অনুপম
হৃদয়ের আঁকড়া নিঃশ্বাস সুকল অধিক প্রত্য-
ক্ষ করিতেছি।

চক্র যে আমাদিগের রেখের সার এবং
অপবীথর আমাদিগের চক্র প্রকাশ করিয়া
যে অশেষবিধ উপকরণের সুকল সমস্ত
প্রকারেই প্রকাশ করিয়াছেন তাহা
প্রকাশ করি। তাহা হইলেই বা
কিছু কিছুই বিলাক হইলেক ও কিছু
কিছুই আসি থাকি। যে সকল প্রকার
বিবরণ করিয়া তাহা হইলেই বা
কিছু কিছুই আসি থাকি। যে সকল
বিবরণ করিয়া তাহা হইলেই বা
কিছু কিছুই আসি থাকি। যে সকল

মাগিগের মানব জগৎ প্রায় নিঃশব্দ হইত
এবং আমাদিগের জ্ঞানের বাক্য শেষ হই-
কিত না। চক্র দ্বারা আমরা বিশ্বাস্ফূর্ত
সমুদায় স্বন্দন পার্থক্য সম্বন্ধে করিয়া স্থপী
হইতেছি, তহি ভাঙ্গন দিত। যাহা ও প্রথম-
স্থান বন্ধ থাকিবে এবং স্নেহাস্পদ পুত্র কন্যা-
দির আনন্দসহ সুখ সম্বন্ধে করিয়া তুল্য
হইতেছি এবং শত সহস্র সমুদায় বাক্য
হইতে আপন পরিচিত ব্যক্তিকে এক দূর
হইতে অনানন্দে নির্ণয় করিতে সমর্থ হ-
ইতেছি। চক্র সাহায্যে আমরা মানব জ-
গৎ জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বত্র অব্যয় করি-
য়া নামা দেশীয় ও মানব জগৎ প্রায়
কল্পিত বিগের একক এবং অদ্বয় জগৎ
ভাণ্ডারের জ্ঞান রত্ব সকল লাভ করিয়া
চরিতার্থ হইতেছি এবং নানা কৌশল বি-
জ্ঞে কীট হইয়া তুর্য্য সূত্রিত নতোম-
গলের সূত্র্য চক্র ও গ্রহ নক্ষত্রের নাম
তত্ত্ব অবগত হইয়া সমুদায় নামের পৌরব
কল্পি করিতেছি। চক্র দ্বারা যে আমরা বক্ত
সকল বক্ত প্রকার বিলাক অতিক্রম করিতে
সমর্থ হইতেছি এবং বক্ত সকল বক্ত প্রকার
বক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তাহা বর্ণ-
নায় অসম্ভব। কল্পনাকর অদ্বীথর আ-
মাদিগের যদি চক্র প্রদান না করিতেন,
তাহা হইলেই কোথায় বা সাধারণ কল্পনায়
কল্পনায় সম্বন্ধে প্রায় নিঃশব্দ হইত।

কর্তব্যের প্রসঙ্গের মধ্যে বিকল্পের ক্ষেত্র
 মধ্যে পড়িত মনের শোভা সন্-
 দানের প্রসঙ্গ কোথায় বা স্রোতোত্তর
 স্রোতের স্রোতের স্রোতের স্রোতের
 স্রোতের স্রোতের স্রোতের স্রোতের
 স্রোতের স্রোতের স্রোতের স্রোতের
 স্রোতের স্রোতের স্রোতের স্রোতের
 স্রোতের স্রোতের স্রোতের স্রোতের
 স্রোতের স্রোতের স্রোতের স্রোতের
 স্রোতের স্রোতের স্রোতের স্রোতের
 স্রোতের স্রোতের স্রোতের স্রোতের
 স্রোতের স্রোতের স্রোতের স্রোতের
 স্রোতের স্রোতের স্রোতের স্রোতের
 স্রোতের স্রোতের স্রোতের স্রোতের
 স্রোতের স্রোতের স্রোতের স্রোতের

চক্ষু অতি চমৎকার পদার্থ। চক্ষুতে
 জগদীশ্বর যে সমস্ত অলুপম কৌশল প্রকাশ
 করিয়াছেন, অতি উৎকৃষ্ট স্থরবীকণ বাজী ও
 তাহার সহস্রাংশের একাংশ কৌশল বে-
 দিতে পাওয়া যায় না। শরীর মধ্যে জগ-
 দীশ্বর যে প্রকার স্থানে চক্ষু সংস্থাপন ক-
 রিয়াছেন, যেখানে তাহার গঠন করিয়াছেন
 এবং তাহাকে যে নিয়মে রক্ষা করিতেছেন
 সে সম্ভার ব্যাপারই অতি আশ্চর্য্য। তা-
 হার এক একটি বিষয় ভাবিয়া দেখিলেই
 বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কোন প্রকৃতি বে-
 মন কোন জগের উদ্দেশ্যেই গঠনমান হ-
 ইয়া অবনীপাক্ষে স্থাপনার চতুর্দিক দি-
 রীক্ষণ করে, সেইরূপ চক্ষুও আমাদের
 মুখ মণ্ডলের উপরিভাগে অবস্থিত হইয়া
 এক চক্ষুকে অর্ধ বৃত্ত আকারে রক্ষা

করে, শরীরের মধ্যে আর কোথাও
 চক্ষু যোজিত হইলে, আমাদের আত্মা
 দুঃখিত করা সম্পন্ন হইতে পারিত না। অ-
 পাত মস্তক সর্বা শরীর উক্কে একে পক্ষি
 করিয়া দেখিলে, চক্ষুকে এইরূপে রাখা
 মস্তক উত্তর পাশেই স্থাপন করা বিলক্ষণ
 মস্তক ও স্তম্ভাংশে উৎকৃষ্টর বোধ হয়।
 কোন জগত ও উৎকৃষ্টর বুদ্ধকে কোন
 মনুষ্য: বেনন অতি মন্ত পুরুষ লৌহ সম্পট
 মধ্যে আবধানে রাখা করে, চক্ষুকেও জগ-
 দীশ্বর সেইরূপ বস্ত্র সহকারে আবধানে
 রাখা করিয়াছেন, সহস্র চক্ষুতে কোন এ-
 কষ্টর আঘাত লাগিলেই স্তম্ভাবনা হ্রাস।
 আমাদের চক্ষু এক আশ্চর্য্য চক্ষু বরুপ
 অস্থির কোটির মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে,
 এবং কটি পদ পদম-ও চক্ষু পত্র তাহার আ-
 বরণ স্বরুপ হয়। অনুবর্তক হকাকে রক্ষা
 করিতেছে, তাহার প্রতি ইত্যং অন্য কোন
 একার আঘাত উপস্থিত হওয়া চূরে ধা-
 কুক সহসা ভাঙে এক বিস্তৃত খলি কণীও
 প্রসিক হইতে পারে না, অতিশয় অন্য দিক
 ও আবধানে নী হইলে আর আমাদের
 চক্ষু কোন রূপে আকিত হয় না।

পরম কৌশল কর্তা পরমেশ্বর যে সম-
 স্ত পদার্থ একত্রিত করিয়া চক্ষুর রচনা
 করিয়াছেন, যেই তত্ত্বজন শিত্ত গণ সেই
 সকল পদার্থের স্থাব ও সংযোগ মনশ-
 করিয়া এক কালে বিচ্ছিন্ন সাপ্নে নিমগ্ন
 হইয়াছেন। চক্ষুর উপরি ভাগ ও অন্তর্ভ-
 গে যে সকল পদার্থ বিচ্ছিন্ন আছে, তা-
 হার একটিও স্থিরার্থক ও আবর্তক নয়।
 তাহার প্রত্যেকই আমাদের চক্ষুর
 অঙ্কন হইয়া গিয়াছে, এবং এই
 পদার্থের স্তম্ভ হইলেই আমাদের
 মর্শন কার্যের মাধ্যম হইবে। জটক খলি
 শিরঃ ধমঞ্জিক মায়ু প্রভৃতি শারীরিক পা-
 দার্থের সংযোগ চক্ষুর উৎপত্তি হইয়া-
 ছে, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য রূপে
 প্রয়োজনীয় হইবে যে সমস্ত পদার্থ জিত হই-
 য়ানে তির তির খণ্ড হইয়া গিয়া
 যিহের দৃষ্টি সমস্তের জগৎকে
 কে পদার্থ সমস্তের জগৎকে

ভঙ্গ ধারণ করিয়াছে, স্থানান্তরে সেই পদার্থ আবার অস্বচ্ছ রূপে পরিণত হইয়াছে, যে শির এক স্থানে ভক্তি বৃদ্ধি ও সন্মান হইয়া গিয়াছে, স্থানান্তরে সেই শির পুনরায় সুস্থ ও চুচ ভাবে পরিণত হইয়াছে। চক্ষুর অজ্ঞাত শিরাদি পদার্থ সকল এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিণত হইয়া এই অপূর্ণ ভুক্তি যন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার ভূমি অস্বচ্ছ কৌশল আর কি হইতে পারে? এই সমস্ত বিষয় স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনুষ্য মাত্রেয়ই মনে জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও করুণা দেখীপ্যমান প্রকাশিত হইয়া উঠে।

চক্ষুর ন্যায় অপূর্ণ ভুক্তি যন্ত্র কেহ মনেতেও কল্পনা করিতে পারে না। জগদীশ্বরের চক্ষুকে ভুক্তি যন্ত্রের আদর্শ স্বরূপ করিয়াছেন। অনেক গণ্ডিত চক্ষের অনুকরণ করিয়া দূরবীক্ষণাদি ভুক্তি যন্ত্রের অনেক দোষ পরিহার করিয়াছেন। পৃথক দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত অন্য বর্ণের পদার্থ সকল একত্রকার ন্যায় পরিষ্কার রূপে ভুক্তি হইত না, যন্ত্রের গোচ্রে তদক্ষয় বস্তু সকলকে বর্ণানুসারে কিছু কিছু অপরিষ্কার বোধ হইত। অনন্তর জেআণেরে গোরি নামক এক জন মাত্রেয় চক্ষুর কৌশল অনুবর্তিত হইয়া তদনুযায়ী যন্ত্র প্রস্তুত করিতে উক্ত দোষের পরিহার হইল, উল্লিখিত সাধকে দেখিগাছিলেন, যে জগদীশ্বরের চক্ষুকে এমনি অপূর্ণ কৌশলে রচনা করিয়াছেন যে তাহাতে সর্বদা মনুষ্য বর্ণের সর্ব প্রকার পদার্থই সমান পরিষ্কার দেখায়, কোন বস্তুকেই অপরিষ্কার বোধ হয় না।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র অপেক্ষা চক্ষুকে আর এক কিম্বদন্তি উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত যন্ত্র ব্যতীত অন্য যে বস্তুকে দেখিতে হয়, তথ্য কেই যন্ত্র দূরবীক্ষণানুসারে যন্ত্রের প্রকার ভেদ করিয়া না গাইলে তাহা সুলভ রূপে ভুক্তি হয় না। দূরবীক্ষণকে যে কোন বস্তু করিয়া কোন বস্তুকে বস্তু দেখিতে হয় তাহাকে সেই ভাবে বস্তু করিলে তাহার কোন ভুল ভয় পরিহার

রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। লক্ষ্য বস্তুর দূরত্ববানুসারে প্রতিবারই বস্তুকে ছন্দ ও দীর করিতে হয়। কিন্তু চক্ষুকে পরমোখর এমনি অপূর্ণ কৌশলে রচনা করিয়াছেন, যে তাহা এই রূপ এক ভাবে থাকিয়াই সর্বদা সকল স্থানের ও সকল দিকের বস্তুকে সমান পরিষ্কার দেখে। ছয় অঙ্গুলি স্থান ব্যবহৃত করিলে আমরা চক্ষেতে দেখিতে পাই এবং জয়মত হস্ত দুয়ের পদার্থকেও সম্বন্ধন করি, কিন্তু এক কথা বিভিন্ন প্রকার ভুক্তি কিপ্রা মাৎ কলে চক্ষু যে কখন কি প্রকার ভাব থাকে তাহা আমরা জানিতেও পারি না, অমদিনের অজ্ঞাত সারেই চক্ষু অস্বচ্ছ ভাষুক মনুষ্য প্রাপ্ত হইয়া স্থির ভাবে মনুষ্য বর্ণে।

চক্ষুর অস্বচ্ছিত্তি বিষয় অস্বচ্ছোমন করিলেও আমরা জগদীশ্বরের অস্বচ্ছ সত্তিমা দেখিতে পাই। জগদীশ্বর আমাদের প্রত্যেক চক্ষু স্বরূপে কৃষ্ণ পুত্রের দ্যায় মনুষ্য গোলাকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহা বিস্ময়ক ভুক্তি হইতেছে যে চক্ষুর এই রূপ আকার হওয়াতে তদ্ব্যক্তা বাদ্ধ কথ্যা দর্শিতভে, আর কোন প্রকার আবৃত্তি দ্বারাও সে মনুষ্য কৰ্ম দর্শিত না। চক্ষু মই প্রত্যেক দিক লোকাকার হওয়াতে সম্ভাব্য আমরা এক কালে অধিক দূর ভুক্তি করিতে সক্ষম হইতেছি, তাহাকে অন্যত্র যে সকল দিকে নঞ্চালন করিলেও সমান হইতেছি মনুষ্য তম্বদে অন্যত্র যে জলীন পদার্থ বিসময় থাকিয়া তাহাকে সর্বদা মনুষ্য বর্ণে দেখে। চক্ষুর উপরিভাগ এই রূপে কৃষ্ণ পদার্থ মনুষ্য হইয়া সমান স্বল হইলে আমরা কে মনেতেই বস্তু দূর মনুষ্যন বরিতের পদার্থ না এবং এই সমস্ত বস্তু পদার্থ মনুষ্যবর্ণে তক্ষ একপ্রকার স্বলম্ব লেব হইত না হইত হইলে আমাদের মন জিন্দা মনক্ষ ব্যাধতে হত, শিখ ব্রহ্মবিভা বিশেষর বিশেষ বিবেচনা করিয়াই ভাস্মাণিগের চক্ষুকে এপ্রকার আকারে গঠন করিয়াছেন।

জগদীশ্বরের আমাদের চক্ষুকে এমন এক অপূর্ণ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা মনে করিলে এক স্থানে বস্তুসমান

হইয়া যখন মাত্র তিন মিনিট অধিকোকন করিয়াই তাঁহাদের উজ্জ্বলিতকরণে দুইটিপাতের মতো প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তখনই আমরা মনোমুগ্ধকর এই অশ্রুস্রবণের মধ্যস্থিত হইয়া পড়িতে লাগিলাম। আমরা তখনই মনোমুগ্ধকর হইয়া উঠিলাম। আমরা তখনই মনোমুগ্ধকর হইয়া উঠিলাম।

এতদ্বারা আমাদের মনোমুগ্ধকর হইয়া উঠিলাম। আমরা তখনই মনোমুগ্ধকর হইয়া উঠিলাম। আমরা তখনই মনোমুগ্ধকর হইয়া উঠিলাম।

হিগের দুই চক্ষু থাকতে আমরা যেমন উত্তমরূপে দর্শন কার্য সম্পন্ন করিতেছি, এক চক্ষু হারা আমরা কখনই যে প্রকার করিতে পারিতাম না। আমরা যখন কোন দুরত্ব বস্তু অবলোকন করি, তখন আমরা হিগের বাম দক্ষিণ দুই চক্ষু হারা তাহার বাম পাশ্বে ও দক্ষিণ পাশ্বে এক কালে দুই চক্ষু হারা তাহা বিশুদ্ধ পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাই। আমরা বাম দক্ষিণ দুই চক্ষু হারা এক কালে কোন বস্তু সন্দর্শন করিতেই তাহার একত্র আকার দেখিতে পাই এবং দুই চক্ষু এক কালে সন্দর্শন করিতে একবারে আমরা হিগের তিন দিকের বস্তু বস্তু একত্রীভূত হয়। আশাদিগের শরীরের উত্তর পাশ্বে এই রূপে উত্তর চক্ষু সংযুক্ত না থাকিলে আমরা কখনই এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ও একবার চক্ষু উল্লীখন করিয়া অধিক অংশ অবলোকন করতে পারিতাম না। আমরা এক চক্ষু হইলে আশাদিগকে একধরকার অপেক্ষা দুষ্টি ছাড়া অনেক বস্তুই হইতে হইত এবং আমরা হিগের দর্শন কার্যেরও অনেক ব্যাঘাত হইত। এক চক্ষু যে কত অসুখের কারণ হয় কাহ ব্যক্তিই বিশদরূপে অবগত আছে। জননীহরের নিকট হইতে আমরা দুই চক্ষু হারা হইলেও আর একটি সহঃ দোষের পরিহার হইয়াছে। প্রত্যেক চক্ষুতেই এমনি একটি স্থান আছে, যে সে স্থানে দুষ্টি হইলে যে জাগ্র পৃথিক হয়, তাহা দুষ্টি হইলে, কেবল এক চক্ষু হারা কোন পদার্থ সন্দর্শন করিলে যে তাহার সমুদয় আংশ দুষ্টি হয় না ইহা, অন্য স্থানেই পরীক্ষা করিয়া দেখা বাইতে পারে। কোন খেত বর্ণ জিহ্বার উপর চক্ষুর নখে সমান উচ্চ স্থানে তিনটি ক্ষুদ্র বিন্দু ধরুশপার, একই স্থানে রাখিয়া চিহ্নিত করিলেই বিকল্পে দুই হইতে এক চক্ষু হারা কিংকালে চির জায়ে আশাদিগকে সন্দর্শন করিলে যে বিশুদ্ধরূপে মধ্যে উত্তর পাশ্বে দুইটি চিহ্নকেই একত্র দেখা যায় তাহা দ্বিত্ব চিহ্নটিকে দেখিয়া আমরা বাম দক্ষিণ দক্ষিণ যে হিগের দর্শন করিয়া উঠিলাম।

দ্বারা প্রিবেব স্বপ্নের স্বপ্নের উৎপত্তি হইতে
 পানি আশ্রয় হইতে ইহার মধ্যে কোন
 ঘটনাকে অন্য কোন পূর্বে চিত্রিত বিষয়ের
 কাহিনী একত্রিত করিয়া এক অপূর্ণ স্বপ্নাব-
 লোকন করি। আমরা এই দুই বেশই বন্ধ-
 কের অন্য কোন প্রকার পূর্বাভিহৃত হই-
 কালক ঘটনার সঙ্গে জড়িত দেখিলেও
 চিত্রিতে পারি অথবা যে বন্ধুর বিষয় চি-
 ত্রা করিতে স্বপ্নের উৎপত্তি হয়, স্বপ্নাব-
 লয়ের তাহাকে না দেখিয়াও তাহার বিষয়
 প্রত্যক্ষ না করিয়া তাহার আধ্যাত্মিক
 অন্য কোন পুরুষকে দেখিতে পাই এবং
 তার আর বিষয় প্রত্যক্ষ করি।

ইতনদ্বারা মগরের এক চিকিৎসা-
 মণ্ডলে একটি দ্রৌণী স্ত্রীলোক স্বপ্নাবস্থায়
 এমন কতক স্থান পীড়িত ব্যক্তির নাম উ-
 চ্চারণ করি, যে তাহার মধ্যে এক জন
 মৃত্যুবৃত্ত তৎকালে ঐ চিকিৎসালয়ে বর্তমান
 ছিল না। কিন্তু পরে অনুসন্ধান দ্বারা প্র-
 বেশ পাইল যে উহার ছুই বৎসর পূর্বে
 মরণ ঐ স্ত্রীলোকটি আর একবার উক্ত চি-
 কিৎসালয়ে আরোগ্য হইতে আসিয়া ছিল,
 এখন সে পুত্র যোগে তৎকালীন কতক
 ভুলি রোগ ব্যক্তির নাম করিয়া থাকে এবং
 তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ রোগের নাম
 উল্লেখ করে।

কোন কোন সময় বর্তমান শারীরিক
 অবস্থার সহিত মানসিক ভাব মিশ্রিত
 হইয়াও স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। এস্থানি হ-
 ইতে এক রূপ স্বপ্ন ঘটনার অনেক উদা-
 হরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাক্তার গ্রে
 গোরি নামক এক জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক
 লিখেন, যে একদা তাহার শরীর
 চিকিৎসক অনুস্থ হইলে পর তিনি উক্ত
 কালে স্বীয় পদব্রজ রক্ষা করিয়া শয়ন ক-
 রেন। অনন্তর তিনি স্বপ্নেতে এই রূপ
 অবলোকন করিলেন, যে তিনি কেই এটনা
 সময় আগের গিরির উপরিভাগে জন্ম ক-
 রিতেছেন এবং তাহার পদব্রজ দ্বারা সেই
 আগের গিরির উচ্চতা পরিমিত হইতেছে।
 গ্রে গোরি সাহেব তাহার প্রথম স্বপ্ন
 একবার বিস্ময়জনক আকারে

গমন করিয়াছিলেন এবং তাহার জন্ম ক-
 নিবার সময় তাহার পদ তলে বিলক্ষণ উ-
 ত্তাপ লাগিতাছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে আ-
 চর্য্য এই যে তিনি বিস্ময়জনক নামক আ-
 গের গিরি স্বপ্নেতে অবলোকন না করিয়া
 এটনা নামক পর্বতকে সন্দর্শন করিলেন।
 ইহার কারণ এই যে তিনি ঐ স্বপ্নাবলো-
 কন করিবার অব্যবহিত পূর্বে একখানি পু-
 স্তক মধ্যে এটনা পর্বতের বৃত্তান্ত পাঠ
 করিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ পর্বতই তাহার
 মনোমধ্যে বিশেষ প্রদীপ্ত ছিল এবং পু-
 র্বোন্নিখিত শারীরিক অবস্থা হেতু স্বপ্নেতে
 তাহাই আসিয়া উদয় হইল। বর্তমান
 শারীরিক অবস্থা হেতু উক্ত সাহেব আর
 একবার আর এক প্রকার আশ্চর্য্য স্বপ্ন স-
 ন্দর্শন করেন। তিনি একদা শীতকালে
 স্বশয্যার শয়ন করণান্তর স্বপ্নেতে দেখিলেন,
 যে তিনি অতীত শীতকালে হুভনকা নামক
 স্থানের থাকিতে বাস করিতেছেন এবং
 তথায় হিমাধিকা অন্য তাহার অন্তর্ভুক্ত
 কই হইতেছে। অনন্তর নিত্রা উক্ত হইলে
 পর দেখেন, যে তাহার শরীর হইতে গা-
 ত্রাবরণ বস্ত্র স্থানিত হইয়া গিয়াছে এবং
 তিনি শীততে কম্পিত হইতেছেন। এই
 ঘটনার কিছু দিন পূর্বে গ্রে গোরি সা-
 হেব উন্নিখিত স্থানের শীতাত্মিকতার বিষয়
 একখানি গ্রন্থ মধ্যে পাঠ করিয়াছিলেন,
 সেই গ্রন্থ লিখিত বৃত্তান্তের সহিত তাহার
 বর্তমান শারীরিক অবস্থার সংযোগ হইয়া
 এই স্বপ্নের উৎপত্তি হয়।

কোন কোন সময় ছুই জন লোককে এক
 প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করে। ইহার কারণ
 এই যে যখন দুই ব্যক্তি কোর্স এক প্রকার
 অবস্থার পতিত হইয়া অথবা এক প্রকার
 ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এক প্রকার বিষয়
 চিন্তা করে তখন নিত্রা তাহাদিগের
 মনে এক প্রকার স্বপ্নের আবির্ভাব হয়।
 কোন শরীর ভ্রমাদেশের বেলা কতক ই-
 জন্মের সময় আর্জি হইবার বিলাক জ-
 নকর্তি হইয়াছিল এবং তাহার পর
 কতক সময় পরে যখন কতক ভ্রমাদেশ
 হইয়াছিল তখন কতক স্বপ্নের

চতুর্দিকে কামান ঘোষিত ও গ্রহণী রক্ষিত হইয়াছিল এবং যুদ্ধের উপযুক্ত সকল প্রকার উপচার সংগৃহীত হইয়াছিল। এসময় অবস্থার এক জন যোদ্ধা রজনীতে শয়ন করিয়া স্বপ্নাবলোকন করিল, যে ইউন-বরা নগর শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, নগরস্থ লোক সঙ্কেতকামান ধনি ছারা প-রম্পর সকলে সকলকে সাবধান করিতেছে এবং নগরস্থ সকলে শঙ্কিত ও ভ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে, রাজপথে শত শত যোদ্ধা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উর্দ্ধ্বাসে গভীরত করিতেছে এবং সর্বত্র মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত যোদ্ধা এই রূপ স্বপ্ন দর্শন করিতেছে, এমন সময় তাহার পত্নী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়া কহিল যে “ আমি অতি দুঃস্থ অবলো-বন করিয়া ভীত হইয়াছি, আমি দেখিয়াছি, যে ‘নামাদিগের নগর শত্রু কর্তৃক আ-ক্রান্ত হইয়াছে, তুমি হইতে শত্রু আগমনের সঙ্কেত ধনি হইতেছে, সকল নগর ব্যাপিনী ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এবং তোমার এক জন প্রিয় বন্ধু শত্রু হস্তে নিধন হইয়াছে ”। রজনী প্রভাত হইলে পর তাহাদিগের উভয়ের এই রূপ এক প্র-কার স্বপ্নাবলোকন করণের কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রকাশ পাইল, যে উহারী স্ত্রী পু-রুষ উভয়ে যে গৃহে শয়ন করিয়াছিল, তা-হার উপস্থিত গৃহেতে এক ভারী লৌহময় পদার্থ উচ্চ হইতে পতিত হইয়া এক ভ-য়ঙ্কর শব্দ হওয়াতে তাহারা উভয়েই নি-জীবনে তাহা অবগত করিয়া এই প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছিল। এই রূপ প্রাকৃতিক দান্যাত্ম্য ঘটনা যেহেতু ভয়ঙ্কর স্বপ্নাবলোকন কর; নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে। সুবিখ্যাত দর্শন কার রিডমাকে কহিয়াছেন, যে এ-কবার তাহার পীড়ার সময় মস্তকে বিঘ-লেপন করিলে তাহার অভিযয় যন্ত্রণা উপ-স্থিত হওয়াতে তিনি স্বপ্নাবলোকন করিয়াছিলেন, যে তিনি কতিপয় অনভ্য-দন্য হস্তে পতিত হইয়াছেন এবং তাহারী-উহার মস্তকে বিকাণ্ডী প্রহার করিতেছে। এই প্রকার প্রকৃত ঘটনা হারা স্বপ্ন উপপর

হইবার আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন লোকের একপ প্রকৃতি থাকে, যে নিজাবস্থার তাহাদিগের করণে তাহা কিছু বলাহার তাহাকে তাহারা স্বপ্ন জ্ঞান করে। ডাক্তর থ্রে গোরি সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে ১৭৫৮ খ্রীঃাব্দে লুইসবর্গ নামক স্থানে একদল সেনা যাত্রা করিতে ছিল, এই সেনার মধ্যে এক জন যোদ্ধার এ-মনি স্বভাব ছিল, যে সে নিশ্চিত হইলে তাহার সঙ্গীগণ তাহার করণে যে কথা বলিত তাহাই সে স্বপ্ন বোধ করিত। একবার তাহা-র সঙ্গীগণ তাহার হস্তে একটি পিষ্টক নিয়া তাহার করণেতে এক ভয়ঙ্কর বলকের কথা কাহাতে লাগিল এবং যখন তাহারা সেই ক-লকের প্রতিপক্ষীর দলের উপস্থিত হইবার কথা কহিল অমনি সে আপন হস্ত পুত পি-ষ্টক সন্ধান করিল। আর একবার তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে নিশ্চিত দেখিয়া তাহার করণে করণে কহিল, কে তুমি পোত হইতে সাগর জলে পতিত হইয়াছ, ইহা শুনিয়া সে আপনার হস্ত পদ সকলান পুস্কক শয়রণ দিবার ন্যায় অঙ্গ ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিল। পরে তাহারা কহিল, যে তুমি সাবধান হও, তোমাকে হস্তে দংশন ক-রিতে আগমন করিতেছে, এই কথা শনিবা-মাত্র সে তৎক্ষণাৎ জলে মগ্ন হইবার মা-নসে রক্ষা গ্ৰহণ করিতে আপন শয়ন স্থান হইতে পোতাপরি পরিচ্যুত হওয়ার প্র-কৃতরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইল। এই বিষয়কর ব্যাপারের মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে সে ব্যক্তি এই রূপে বাহা কিছু স্ব-প্নাবলোকন করিত, জাগ্রত হইলে পদ-তাহার বিক্ষুব্ধতাও তাহার অরণ্য ধা-কিত না, আন্যোপায় সর্বত্র বিস্মৃত হইত।

তৃতীয়তঃ যে সকল বিষয় দীর্ঘ কালের মধ্যে কোন রূপে প্রত্যক্ষ না করা যায় এবং বাহা কোন রূপেই চিন্তা করা যায় না, কোন কোন সময় তদ্বিবয়ক স্বপ্নেরও আবির্ভাব হয়। কি জন্য যে প্রকার স্বপ্নের উৎপত্তি হয় তাহা সুন্দর রূপে অবধারণিত হয় নাই। এক ব্যক্তি এক জন প্রসিদ্ধ বণিকের

কার্যালয়ে কর্ম করিত, এক দিবস কর্ম করবার অভিযন্ত্রণে গোলযোগ হওয়াতে সে এক জনকে এক খানি ছাত্রীর তিনটি টাকা দিয়া তাহা আপন হিসাব পত্র লিপিবদ্ধ করিতে বিন্দুত হইয়াছিল। অনন্তর বৎসরের শেষে যখন কার্যালয়ের সকল আয় ব্যয় নিরূপিত ও পরীক্ষাকৃত হয় তখন তিন টাকার অস্থিত হইতে লাগিল। উল্লিখিত কর্মচারক বিস্তর পরিশ্রম পূর্বক বৎসরের সকল কাগজ পত্র অন্বেষণ করিয়া দেখিল, কিন্তু কোন সন্ধান প্রাপ্ত হইল না। পরে নিরুপায় হইয়া অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে নিদ্রিত হইলে পর স্বপ্ন ভোগে সেই অস্থিত টাকার সকল রুডান্ত তাহার স্মরণ হইল। সে যে প্রকারে ও যে লোককে ঐ তিনটি মুদ্রা প্রদান করিয়াছিল, স্বপ্নেতে তাহার আনুসঙ্গিক সকল রুডান্ত অবগত হইল। আর এক ব্যক্তি তাহার পিতৃকর্তৃত্ব সম্পত্তির এক খানি লেখা পত্র হারাইয়া ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছিল, সম্পত্তি বিক্রয়তারা রাজ সভায় তাহার নামে অভিযোগ করাতে, সে আর কোন উপায় না পাইয়া পুনরায় তাহাদিগকে কিংকিৎ অর্থ প্রদান করিয়া তাহাদিগের সহিত নিস্পত্তি করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে যে দিন প্রতিবাদি দিগের সহিত নিস্পত্তি করিবে তাহার পূর্ব রাত্রিতে সে স্বপ্নযোগে আপনার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকট হইতে ঐ সম্পত্তির ক্রয় পত্র প্রাপ্ত হইবার সকল সন্ধান প্রাপ্ত হইল এবং সেই সন্ধানানুসারেই উল্লিখিত ক্রয় পত্র তাহার হস্তগত হইল। কোন মনুষ্য তাহার প্রথম বয়সে গ্রিক ভাষা শিক্ষা করিয়া অনভ্যাস, বশতঃ ক্রমে সকল বিন্দুত হইয়াছিল, কিন্তু সে নিদ্রিত হইলে স্বপ্নেতে তাহার পূর্ব শিক্ষিত ঐ ভাষা বিলক্ষণ স্মরণ হইত এবং সে নিদ্রিত হইয়া অনেক সময় ঐ ভাষা উচ্চারণ করিত। এই রূপ স্বপ্নের আর এক চমৎকার উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। স্কটলণ্ড প্রদেশে একবার এক তরুণের নর-হত্যা ঘটনা হওয়াতে ঐ অত্যাচারকারী

দুরাত্মাকে ধৃত করকের জন্য রাজস্বায় হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান হইতে লাগিল। অকস্মাৎ এক জন মনুষ্য রাজার নিকট আসিয়া কহিল, যে যে স্থলে ঐ হত ব্যক্তির ধন রত্ন গুপ্ত আছে, তাহা আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, অনুসন্ধান করিলে ঐ হত্যার সকল রুডান্ত প্রকাশ পাইবে, তাহার কথা প্রমাণ অনুসন্ধান করাতে তাহার কথিত স্থানের অতি নিকটে ঐ মৃত ব্যক্তির সমুদায় ধন রত্ন প্রাপ্ত হওয়া গেল। ইহাতে আপামর সাধারণ সকল লোকেই ঐ ব্যক্তিকে উল্লিখিত অত্যাচারের কর্তা মনে করিল। কিন্তু অতি সত্বরেই তাহার ঐ অপবাদ মোচন হইল। যে ব্যক্তি যথার্থ অপরাধি এবং যে ইহার পূর্বে ধৃত হইয়াছিল, সে আপন স্বপ্নে স্বীয় দোষ স্বীকার করিল এবং উক্ত স্বপ্নদর্শী নিকৌশীকে সর্ব প্রকারে কলঙ্ক মুক্ত করিল। পণ্ডিত গণ এই অসাধারণ ঘটনার এই প্রকার কারণ স্থির করিয়াছেন, যে উহার উভয়েই পান দোষে পিণ্ড ছিল এবং সর্বদা একত্রে পান করিত, কোন দিবস উহার উভয়ে পানোত্তম হইলে হননকারী স্বপ্ন দর্শকের নিকট আপন অত্যাচারের সকল কথা কহিয়া ছিল এবং পানোত্তমকতা হেতু তাহা উভয়েই বিন্দুত হইয়া ছিল। অনন্তর নিকৌশী ব্যক্তি কোন দিন স্বপ্নেতে ঐ সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া রাজার নিকট অবগত করিয়াছিল।

চতুর্থতঃ যাহার যে বিষয়ে অধিক প্রবৃত্তি থাকে এবং যে ব্যক্তি যে বিষয় সর্বদা অধিক চিন্তা করে, তাহার প্রায় সেই রূপ স্বপ্নই অধিক হয় এবং প্রায় কোন সময় সে প্রকার স্বপ্ন কার্যাত ও ঘটনা থাকে। এইরূপ স্বপ্ন অতি আশ্চর্য জনক, অনেকে এই রূপ স্বপ্নের কোন প্রাকৃতিক কারণ স্থির করিতে না পারিয়া ইহাকে আধিদৈবিক ব্যাপার স্থলিয়া কল্পনা করে। কুহ সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন যে এক জন মনুষ্য কোন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিবার কল্পনা করিয়া পূর্বে

স্বপ্নেতে সন্দর্শন করিয়াছিল। এক জন পাদরি নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে ইডন-বরা নগরের এক পাবশালায় আসিয়া উপনীত হইয়া রজনীতে স্বপ্নাবলোকন করিয়া যে তাহার গৃহে অগ্নি সংলগ্ন হইয়া প্রজ্বলিত রূপে দৃশ্য হইতেছে এবং তাহার একটা সন্ধান অসাবধান যেতু এই অগ্নি মনো পতিত হইয়াছে। সে ব্যক্তি এই রূপ চিত্রস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া স্বপ্নেরই গৃহে প্র-
 ত্যাগমন করিল এবং আপন ভবনের নিকটবর্তী হইয়া দেখে যে যথার্থই তাহার গৃহেতে অগ্নি লাগিয়াছে, এবং তাহার একটা সন্ধান কি প্রকারে সেই অগ্নি বিপদে বিপন্ন হইয়াছে, তিনি স্বীয় স্বপ্নানুগত এই প্রকার চূর্ঘটনা সন্দর্শন করিয়া বিশ্বাসাপন্ন হইলেন এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বীয় সন্ধানকে সেই অগ্নিভয় হইতে উদ্ধার করিলেন। আপাততঃ অমেকে এই স্বপ্নকে এক আশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু পণ্ডিত গণ ইহার যথার্থ প্রাকৃতিক কারণ নির্দারিত করিয়াছেন। উল্লিখিত পাদরির ভৃত্য অগ্নি বিষয়ে অত্যন্ত অসাবধান ছিল, এজন্য পাদরি সূর্যদাহই আপন গৃহে অগ্নি সংলগ্ন হইবার আশঙ্কা করিত, বিশেষতঃ বিদেশে আসিয়া তাহার এই আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং সে ব্যক্তি এই বিষয় মনে মনে অতিশয় চিন্তা করত নিদ্রিত হইয়া উক্ত প্রকার স্বপ্নাবলোকন করিয়াছিল এবং তাহার ভৃত্য যথার্থতঃ স্বীয় প্রভুর অনবধান জন্য অসাবধান হওয়াতে এই গৃহদাহের ঘটনা হইয়াছিল। এই গৃহদাহের চিন্তার সহিত, পাদরির শিশুবালকের জন্য চূর্ঘটনা হওয়া কোন রূপেই অসম্ভব নহে, সুতরাং তাহা চিন্তা দ্বারা স্বপ্নেতে উদয় হইয়াছিল। ইডনবরা নগরের একজন স্ত্রীলোক এক ঘটিকাবস্ত্র সংস্কারকের নিকট স্বীয় ঘটিকা সংস্কৃত করিতে দিয়া বহু দিন না পাওয়াতে মনে মনে অত্যন্ত সংশয়াপন্ন হইয়াছিল এবং স্বপ্নাবলোকন করিয়াছিল, যে এই ঘটিকা কারের একটি শিশু সন্ধান কি প্র-

কারে এই ঘটিকা ভয় করিয়া ফেলিয়াছে। স্ত্রীলোক এই রূপ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া তাহার তথ্যানুসন্ধান করাকে জ্ঞাত হইল যে যথার্থই এই ঘটিকা কারের সন্ধান তাহার ঘটিকা ভয় করিয়া ফেলিয়াছে। স্বপ্নানুসারে এই রূপ কার্যা ঘটনা হইবার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিত গণ সে সমুদায়েরই প্রাকৃতিক কারণ স্থির করিয়াছেন। এই প্রকার গুঢ় প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ অনেক প্রকার আশ্চর্য্য স্বপ্নের ঘটনা হয়। এক ব্যক্তি সে প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করে, আর এক ব্যক্তি অবিকল তাহার প্রতিকূপ স্বপ্নও দেখে। জোসেফ টেলর সাহেব ব্যস্ত করিয়াছেন, যে কোন বালক আপন ভবন হইতে ফিঞ্চিদ্দুরে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে গিয়া এক দিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিল, যে সে আপন ভবনে গমন করিয়াছে এবং বাটার সম্মুখ দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া অব্যস্তর দ্বার দিয়া গৃহ প্রবেশ করিয়াছে, ও আপন জনক জননী সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে তাহাদিগের শয়নাগারে উপনীত হইয়া আপন মাতাকে সন্দর্শন করত এই রূপে সস্তাবণ করিতেছে, “জননি আমি অতি দূর দেশে বাক্য কারিব বলিয়া তোমার নিকট নিদায় হইতে আসিয়াছি,” এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার মাতা কহিল। হা বৎস! তোমার মৃত্যু হইয়াছে। এই স্বপ্নের অনতিদূর অর্থেই এই বালক স্বীয় ভবন হইতে তাহার কুশল জিজ্ঞাসু এক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বাসাপন্ন হইল, তাহার মাতা এই কথিতে তাহার ন্যায় অবিকল এই প্রকার চিত্রস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া তাহার কুশল বাৎ প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যগ্র হওয়াতে তাহার পিতা তাহাকে এই পত্র প্রেরণ করিয়াছে। এ স্বপ্ন ও সম্পূর্ণ রূপ প্রাকৃতিক কারণানুসারে ব্যাখ্যা হইয়া সন্দেহ নাই। জননী ও তাহার পুত্র উভয়েই এক প্রকার চিন্তায় চিন্তিত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছিল এবং তদনুসারে উভয়েই এক প্রকার স্বপ্ন অবলোকন করিয়াছিল।

যে করেক প্রকার স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা গেল প্রায় অধিকাংশ স্বপ্নই সেই প্রকারে ঘটনা থাকে এবং স্বপ্ন উৎপত্তির প্রতি যে যে কারণ প্রদর্শিত হইল প্রায় সেই কারণ বশতঃই অধিকাংশ স্বপ্নের ঘটনা হয়। কিন্তু কখন কখন এপ্রকার স্বপ্নেরও উদাহরণ পাওয়া যায়, যে সহজে তাহার কারণ স্থির করিতে পারা যায় না, বুদ্ধিমান লোকে সেই সমস্ত স্বপ্নের আত্ম-পুঙ্খিক বৃত্তান্ত অবগত হইলে অবশ্যই তাহার কারণ স্থির করিতে পারেন সন্দেহ নাই। কোন এক জন মনুষ্য পীড়িত হইলেগর তাহার দুইটি ভগিনী তাহার শুশ্রূষার জন্য সর্বদা তাহার নিকট থাকিত, এক দিন রজনীতে টহার মধ্যে একটি ভগিনী এক স্বপ্ন দর্শন পূর্বক ত্রস্ত হইয়া উদ্ভ্রান্ত তাহার সহোদরাকে কহিতে লাগিল। ভগিনী আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছি, আমি অম্বকের নিকট হইতে যে ঘড়িটি চাহিয়া আনিয়াছি সেই ঘড়িটি যেন কি প্রকারে বন্ধ হইয়া যোগ্যতাতে আমি অত্যন্ত দাঙ্গ হইয়া তামা তোমাকে পরিচয় দিতেছি, এমন সময় তুমি আমাকে তদপেক্ষা আরও এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্বাদ কহিতেছ, তুমি কহিলে যে আমিদিগের জাতার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে। তাহার ভগিনী এই কদম্ব স্বপ্নের কথা শ্রবণ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হঠয়া ঘড়ি ও তাহাঙ্গিণের জাতাকে সন্দর্শন করিয়া দেখিল, যে সে স্বপ্ন সকলি অলীক কিছুই নষ্ট হয় নাই, না ঘড়িই বন্ধ হইয়াছে না তাহাঙ্গিণের জাতারই নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরদিনেও তাহার ভগিনী পুনর্বার একপ প্লাবলোকন করিল এবং সকলি অলীক দেখিয়া পুনর্বার শান্ত হইল। অনন্তর তৎপন্ন দিবসে ক্লান্ত বশতঃ সে উল্লিখিত ঘটকা দেখিতে গিয়া দেখে যে ঘড়ি বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, সে যে সময় ঘড়িটি বন্ধ দেখিল, সেই সময় অপর গৃহ হইতে তাহার ভগিনী ও তাহাকে উদ্দেশ্যে ক্রন্দন করিয়া কহিল, যে আমিদিগের জাতার প্রাণত্যাগ হইল। এই প্রকার অদ্ভুত স্বপ্নের কারণ স্থির করা

নির্ভর্য্য সহজ নহে, কিন্তু ইহা যে প্রাকৃতিক কারণানুসারে উৎপন্ন হয় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

একদা কর্ণওয়াল হইতে এক ব্যক্তি তাহার ইংলণ্ডস্থিত এক বন্ধুর বৃত্তান্ত স্বপ্ন দেখিয়া তাহার পত্নীকে কহিয়াছিল। পরে সে ব্যক্তি ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া দেখিল, যে সে স্বপ্নেতে তাহার বন্ধুকে যে স্থানে যে ব্যক্তি কর্তৃক ও যে প্রকারে নিধন হইতে দেখিয়াছে, কার্য্যত অবিকল তাহাই ঘটিয়াছে এবং তাহার বন্ধুর শরীরে যে স্থানে আঘাত লাগিতে ও যে স্থান হইতে শোণিত পাত হইতে স্বপ্নে দেখিয়াছে বস্তৃত; তাহাই হইয়াছে। এক ব্যক্তি তিন বৎসর বয়সে মাদ্রাজ রাজ্য হইতে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিল এবং তথা হইতে চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তাহার মাদ্রাজস্থিত জনক জননীরা আশ্রয় স্থান অবিকল স্বপ্নাবলোকন করিয়াছিল। নানা স্থান চুইতে এপ্রকার নানা বিধ অদ্ভুত স্বপ্নের উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সকল স্বপ্নই আমাদিগের আশ্চর্য্য মনোবৃত্তি দ্বারা ঘটিয়া থাকে। আমরা বাহা কিছু দর্শন করি ও যে কোন বিষয় শ্রবণ করি, যদিও সকল সময় অবিকল তাহাই স্বপ্নেতে না দেখিতে পাই, কিন্তু ইহা নিঃসংশয় বলা বাইতে পারে, যে আমিদিগের আশ্চর্য্য কল্পনা শক্তি নানা প্রকার পৃথক পৃথক দৃষ্ট শ্রুত ও স্পৃষ্টাদি বিষয়কে একত্রিত করিয়া স্বপ্নাবস্থায় কৌড়া করে। অনেক স্থল হইতে একপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে জাতাক ব্যক্তি কখন কপ বিষয়ক কোন স্বপ্ন দেখিতে পায় না এবং জন্মবধিরও স্বপ্নেতে কোন শব্দ শ্রবণ করে না। আমিদিগের অপরাপর জ্ঞানেন্দ্রিয় অপেক্ষা সন্দৈন্দ্রিয় কিঞ্চিৎ সতেজ, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় সকল আমিদিগের মনেতে যেমন গাঢ় রূপে সঞ্চিত হয় আর কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই সে রূপ হয় না। এই জন্য দর্শনেন্দ্রিয় সঞ্চিত বিষয় সকলই আমিদিগের স্বপ্নেতে সর্বদা উদ্ভিত হয়, আমরা স্বপ্নাবস্থায় যত

বর্ষবোধের বিঘ্ন প্রাপ্ত হই, তত আর কোম বিঘ্নই পাই না। কিন্তু স্বপ্নেতে যে শক্তি আর কোন বিঘ্নের জ্ঞান লাভ হয় না এমন নহে, স্বপ্নেতে বাক্যাদি শ্রবণ করা যায় এবং অনেক বস্তুকে স্পর্শও করিতে পারা যায়।

অনেকের বুদ্ধি বৃত্তি জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা স্বপ্নাবস্থায় কিছু অধিক তেজস্বিনী হয়, তাহার কারণে কালে যাহা সম্পন্ন করিতে না পারে, স্বপ্নেতে অবনীলাক্রমে তাহা নির্বাহ করে। কনডল্ট নামক এক জন সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন যে তিনি যখন কোন কঠিন অঙ্কাদি সম্পাদন করিতে জ্ঞাত হইতেন, তখন তাহা অমনি অসম্পন্ন স্থাধিয়া নিদ্রিত হইতেন এবং স্বপ্নাবস্থায় সেই সকল অঙ্ক অল্পে সম্পন্ন করিতে পারিতেন। এক জন রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত কোন এক বিষয়ক অভিযোগ লইয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, কিছু দিন পরে তাহার স্ত্রী একদিন রজনীতে দেখিল, যে তাহার পতি অকস্মাৎ নিদ্রা হইতে গায়ে খানসি পূর্বক আপনার লিখিতবার স্থানে গমন করিয়া কতকগুলি কাগজ পত্র লিখনানন্তর পুনর্বার শয়ন করিল। পর দিন প্রাতঃকালে ঐ ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে কহিল, যে আমি কল্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, যে আমার অধীনস্থ এক কঠিন অভিযোগের বিষয় আমি সূচারূপে বোধগম্য করিতে পারিয়াছি এবং তাহাতে আপনার পরিষ্কার অতিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি। উহার স্ত্রী এই কথা শ্রবণ করিয়া উহার স্বপ্নের লিখিত পুঁকি রজনীর সেই সমস্ত কাগজ পত্র উহাকে প্রদান করিল এবং সে ব্যক্তি তাহা দেখিয়া বিশ্বাসপন্ন হইল।

কেহ কেহ স্বপ্নাবস্থাতেই স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয়কে স্মরণ জ্ঞান করে এবং নিদ্রা সবেই স্বপ্নকে স্বপ্ন বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু বাহ্যদিগের জ্ঞান-শক্তি ও যুক্তি প্রবল থাকে, তাহারাই ঐ প্রকার করিয়া থাকে এবং নিদ্রার হইতে হইতে যে স্বপ্ন উপস্থিত হয়, অথবা নিদ্রা ভঙ্গ হইবার সময় যে স্বপ্নের উপস্থিতি হয়, তাহাকেই ঐ অবস্থাস-

বে স্বপ্ন বোধ হয়। অনেক বুদ্ধিমান লোকে আপন যুক্তি ও তর্ক শক্তি প্রভাবে স্বপ্ন জনিত ভয় হইতে নিস্তার পাইয়াছে। স্বপ্নাবস্থায় কাহারও বা কোন পূর্ব যোগে আবির্ভাব হয়। অনেক লোক উদ্ভাস-বস্থা হইতে আরোগ্য হইয়া স্বপ্নেতে আবার উদ্ভাসের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছে। স্বপ্ন সংক্রান্ত এই রূপ অনেক প্রকার অদ্ভুত বিষয় বিদ্যমান আছে, যদিও সে সমুদায় লেখা কঠিন, তথাপি যাহা কিছু লিপিত হইল বুদ্ধিমান লোকে তাহার প্রতি মনোযোগ পূর্বক দৃষ্টিপাত করিলে কেবল কৌতুহল নিবৃত্তি না করিয়া স্বপ্নের অনেক ভাব বুদ্ধিতে পারিবেন। বিশেষত এই রূপে দিনে দিনে স্বপ্ন বিষয়ক যত অধিক দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইবে, ততই উহার কারণ নির্ধারণ হইতে থাকিতে।

ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৪ নং ১৭৭ নং

কাম কোথাপি রিপু সকল যখন সুখাময়ী ধর্ম প্রবৃত্তি সমুদয়কে পরাস্ত করত প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহার শত্রুত্ব আমাদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে থাকে, এই নিমিত্ত অসম্মদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিত গণ কর্তৃক তাহার রিপু শব্দে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কাম রিপু আবার সমধিক পরাক্রান্ত ও চরম। এই রিপু মুছ মুছ উদ্ভেজনা করিয়া আমাদিগকে পদাধ পাপ রূপে গিঘ করিতে পারে। কামের বশীভূত হইলে আমাদের হিতাহিত কিছুই জ্ঞান থাকে না, আমরা যদি কামাঙ্গ হই, তবে কোথায় বা ধর্মার্থ বিচার, কোথায় বা সদস-স্বিবেচনা, কোথায় বা ন্যায়ন্যায় জ্ঞান, কোথায় বা মঙ্গলেচ্ছু ধর্মশীল প্রিয় মিত্রের হিত জনক বাক্য শ্রবণ, কোথায় বা উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সমুদয়ের অমৃতময় উপদেশ আর্জন, কোথায় বা জ্ঞানগর্ভ মধুরভাব পূর্ণ গ্রন্থ অধ্যয়ন, আমরা তৎসমুদয় তুচ্ছ করিয়া কেবল কাম হতাশনে আকৃতি প্রদান করিতে পারিলেই কৃতার্থ অন্য হই। কাষ্ঠাদি

যেমন অগ্নি দ্বারা রন্ধ হইলে তদ্বৎ বিশেষকৃত্য
 থাকে, তদ্রূপ কাম সত্ত্বগুণদ্বয় জনের কে-
 বল মানবাকার থাকে, নচেৎ তদীয় ব্যব-
 সারাব্যমোকে তাহাকে পিশাচ বলিয়াই
 প্রতীতি হয়। কামুক ব্যক্তি সর্ব্বাধা
 পরম ভক্তি ভাজন পিতা মাতার সর্ব্বস্বান্ত
 করিয়া তাহাদিগকে মরণান্তিক পীড়া প্রদান
 পুরস্কার পরিশেষে চৌখারিত্ত প্রভৃতি অ-
 বশয়ন করিয়া স্বকীয় কুলকে চুরপনের ক-
 য়ের কল হত করে, ভ্রাতৃসংসল মহোদর ও
 মেমাংশব বহু বিপাকে মহানিষ্ঠকারী বৈরী-
 জ্ঞানে তাহাদিগের সহিত পশুৎবৎ আচরণ ক-
 রে এবং কুমারপানী অশক্তরিজ অমিষ্টকারী
 চুরাক্সা দিগের সহিত মোহন্যচরণ করিয়া
 অশ্রমজন হয়। স্বকীয় মনোরথ পূরণের ক-
 র্তব্যসমানে অতি মিতিকরিত্বীয়া সারমণীর
 কণ্ঠচ্ছেদ করে এবং বিনাভেদে হুং কল্প
 হয়, মুর্তিমান্ন মেহ স্বরূপ গুণ্ডা কন্দাদিগ-
 ণকে বিনষ্ট করিয়া মানব জাতির মহা
 অপমান উৎপাদন করে। এই অসামি-
 গুলে বোধ হয় এমত কুলসম্ম নাই বাহা
 কামাসহক মনসা কর্তৃত মতে থাকিতে
 পারে। পরে তা অপাটের অসংখ্য কার্যা
 কিছুই নাই, মর্ত্য মোহের মরহতা বাসহ-
 ত্যা প্রভৃতি খত নিন্দার বিধিত ব্যা-
 পার ঘটনা হয়, তাহার অবিকার্যবৎ কে-
 বল কামুক ব্যক্তি দ্বারা এই সংঘটিত হইয়া
 থাকে। অতএব এই চুরিত্ত রিগু দ্বারা আ-
 মরা বাহ্যে পরাস্কৃত না হই, তাহাদের
 আমাদের সত্যীর সত্ত্ব কর্তব্য। কৃতান্তকপী
 বিষয়ের দর্শনে সন্তুষ্ট হইবা তাহা হইতে
 পরিত্রাণ প্রাপ্তি জন্য আমরা যজ্ঞপ সচকিত
 হই, কন্দর্প স্বরূপ কালসপকেও তজ্জগ ভর
 করিয়া তীয় আক্রমণ হইতে আমাদিগ-
 কে রক্ষা করণে প্রতিনিয়ত সমন্থ
 হইয়া চেষ্টা করা বিধেয়, নচেৎ কালের
 প্রতি তন্ত্কার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি নি-
 তান্ত অযুক্ত। কামেন্দু আমাদের অস্ত-করণে
 উদয় হইবা মাত্রই আমরা মুক্ত হইয়া বাহাতে
 তদন্থকরণ করিতে প্রবৃত্ত না হই। এজন্য
 আমাদিগের বিশেষ সাবধান থাকা উচিত।
 এই মুক্ত হইত নিরস্তির একমাত্র মহৌর্ধ

সংসর্গ ও লভ্যাকরণ। আমাদের কামরসনে
 কামসুখা অধাসীদ হইয়া যৎকালীন আ-
 মাদিগকে নানাবিধ মোহ জনক কুমন্ত্রণা
 দিতে আরম্ভ করে, তখন নিষ্ঠুরে উপরিষ্ট
 না থাকিয়া তদ্বিরারণার্থ কোন ইন্ধর পরা-
 মণ পুণ্যাক্সা মহাজন সমীপে গমন পূর্বক
 তদীয় সর্ব্বস্বৎ প্রদায়ক ব্যাক্যাবলিতে কল্মসু
 ধংসকর ইন্ধরীয় গুণামুবাদ শ্রবণ করা সা-
 ত্বিশয় কর্তব্য, এতদ্বিত্ত পরিবাণের, আর
 উপায়ান্তর নাই। সাধু মন্দের গুণ ব্যাখ্যা
 কি করিব। অপরিচ্ছত ধাতু বে প্রকার
 অগ্নি সহযোগে পরিচ্ছত হয়, নিয়ত সাধু-
 সন্থ রূপ বহিঃ যেমন দ্বারা অশক্তরিজ
 লোকও সেই প্রকার পাপ মনসীদ হু
 ইয়া মুক্তকৃত স্বভাব লাভ করে। বুদ্ধ-
 শক্তি হীন বনবিহারী বিহঙ্গও সজ্জগুণে ভ-
 গবল্যাম ও গুণ গান করিয়া থাকে, ষ্মিগ্নে-
 মনুস্য হইয়া তবে কি কেবল সংসংসর্গ
 দ্বারা অন্তপকৃত রহিব? সজ্জন সহবাস
 ক্রমিত সন্তুসন্ধান অবশ্যই উপার্জন করিতে
 পারিব। অতএব হে ব্রাহ্মণগণ! চরিত্র শো-
 ধন প্রতিই যদি মানবীর মহত্ত্ব নির্ভর করে
 এবং তৎসাধনে আন্থরিক বাসনা প্রকৃত
 রূপেই থাকে, তবে তদ্রূপযোগী বিষয়ের
 দর্শন, প্রয়ণ, চিন্তন ও আলাপনাদি কর্তব্য।
 এই প্রকার নানাবিধ সন্তপায় অবলম্বন
 করিয়া নিয়ত যত্ন করিলে অবশ্যই আ-
 মরা অতীষ্ট সিদ্ধি অর্থাৎ কামকে পরাজয়
 করিতে পারিব। হে জগদীশ্বর! আমার
 আর কিছু প্রার্থিতব্য নাই, তোমার রূপা-
 তে সংস্বভাব লাভ করিয়া সর্ব্বদা যেন তো-
 মার প্রেমাস্তুরিত্ত থাকি এই আমার প্রার্থনা।

ও একমেবাবিতীরং
 বিজ্ঞাপন।
 কৃতজ্ঞতার সঙ্কিত স্বীকার
 যে দিলীপ শ্রীবৃন্দা স্বধানন্দ স্বামী
 ব্রাহ্মণস্বামী হান স্বরূপ চারিত্রী চাক্ষু আ
 মাদিগের সিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

**কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার চতুর্থ কতকগুলি দ্বিতীয় ভাগের
নির্দেশক পত্র**

| ১৫৩ সংখ্যা | পৃষ্ঠ | ১৫৯ সংখ্যা | পৃষ্ঠ |
|---|-------|---|-------|
| পুস্তক পঠিত প্রস্তাব—ডুবানীপুর ... | ১ | বুদ্ধমোহন ... | ১৩ |
| | ৮ | ঈশ্বরের মহিমা—যৌবনাদম্বা ... | ১৪ |
| | ১০ | মহাভারত-আদিপর্ক ৭০, ৭১ অধ্যায় ... | ১৮ |
| ফাইকট সাহেবের গ্রন্থ হইতে ... | ৫ | আগের গোমা ... | ১০২ |
| ১৫৪ সংখ্যা | | ১৬০ সংখ্যা | |
| বুদ্ধমোহন ... | ১৭ | ঈশ্বরের মহিমা—বুদ্ধাবস্থা ... | ১০৫ |
| ঈশ্বরের মহিমা—পুস্তকদিগের সংস্কার ... | ১৯ | উপকর ... | ১০৮ |
| বঙ্গদেশীয় ভাবানুশাসন ... | ২৩ | বিজ্ঞানবর্জিতা ... | ১১০ |
| ১৫৫ সংখ্যা | | সাম্বৎসরিক বুদ্ধমোহন বক্তৃত্তা—ত্রিপুরা ... | ১১৫ |
| ঈশ্বরের মহিমা—মনুবা দেহ ... | ৩৩ | ১৬১ সংখ্যা | |
| গুণের আতিশয্যে কোষের উৎপত্তি ... | ৩৬ | ঈশ্বরের মহিমা—আগের নিম্না ... | ১১৭ |
| জাংপার্ব্যসদিত বুদ্ধধর্ম ১৬ অধ্যায় ... | ৪০ | কীর্বা ... | ১২১ |
| ১৫৬ সংখ্যা | | বিধবা বিবাহ ... | ১২৯ |
| জাংপার্ব্যসদিত মনুবা দেহ ... | ৪৫ | ১৬২ সংখ্যা | |
| বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা ... | ৪৯ | ঈশ্বরের মহিমা—সম্মত | ১৩০ |
| বিজ্ঞানবর্জিতা ... | ৫৩ | স্মৃতি মানক লক্ষ্যমাত্র উপস্থাপন ... | ১৩৬ |
| বুদ্ধমোহনের বক্তৃত্তা—ত্রিপুরা ... | ৫৯ | মহাভারত-আদিপর্ক ৭২ অধ্যায় ... | ১৩৩ |
| ১৫৭ সংখ্যা | | ১৬৩ সংখ্যা | |
| বুদ্ধমোহন ... | ৬১ | সাম্বৎসরিক বুদ্ধমোহন-সম্মতিংগ-কসিকাতা ... | ১৪৫ |
| ঈশ্বরের মহিমা—গর্ত ... | ৬৩ | ভাস্ক সূর্য্য ... | ১৫৫ |
| বহুবিবাহ ... | ৬৬ | মহাভারত-আদিপর্ক ৭৩ অধ্যায় ... | ১৫৭ |
| মহাভারত-আদিপর্ক ৬৭ অধ্যায় ... | ৭২ | কুকসিনেমা: বৃক্ষ ... | ১৫৮ |
| বুদ্ধধর্ম ২ খণ্ড ১ অধি ৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত ... | ৭৭ | বুদ্ধমোহনের বাণবণ মত ... | ১৫৯ |
| ১৫৮ সংখ্যা | | ১৬৪ সংখ্যা | |
| ঈশ্বরের মহিমা—শৈশবাবস্থা ... | ৮১ | ঈশ্বরের মহিমা—দর্শনোপদেশ ... | ১৬১ |
| জুনিয়র ... | ৮৫ | যুগ ... | ১৬৭ |
| মহাভারত-আদিপর্ক ৬৮, ৬৯ অধ্যায় ... | ৮৮ | বুদ্ধমোহনের বক্তৃত্তা—ত্রিপুরা ... | ১৭৩ |
| বুদ্ধধর্ম ২ খণ্ড ২ অধ্যায় অবধি শেষ পর্য্যন্ত ... | ৯২ | | |
| পানদোষ ইং ... | ৯২ | | |

উজ্জ্বলতার উজ্জ্বলতা
দ্বিতীয় ভাগের নিবন্ধ

| সংখ্যা | পৃষ্ঠা | সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|------------------------------|--------|--------|------------------------------------|
| আমের যোগা ... | ১০৯ | ১০২ | বাকসমাজে পরিচয় প্রচার |
| স্বদেশের মহিলা— | ১০৯ | ১১ | ভবানীপুর ... |
| এ ... মনসা দেব ... | ১০৫ | ৩০ | ভিত্তিক ... |
| এ ... | ১০৬ | ৪৫ | ভাঙ্গন ... |
| এ ... | ১০৭ | ৬০ | মহাভারত ৩য় অধ্যায় ... |
| এ ... | ১০৮ | ৮১ | এ ... ৩৮৩৯ এ ... |
| এ ... | ১০৯ | ৯৮ | এ ... ৭০৭১ এ ... |
| এ ... | ১১০ | ১০৫ | এ ... ৭২ এ ... |
| এ ... | ১১১ | ১১৭ | এ ... ৭৩ এ ... |
| এ ... | ১১২ | ১২১ | বিষ্ণু ... |
| এ ... | ১১৩ | ১৩১ | বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা ... |
| স্বদেশের লিখিত লেখাস ... | ১১৩ | ১৩৬ | বহুবিবাহ ... |
| উপকার ... | ১১৩ | ১০৮ | বিজ্ঞানবর্তী ... |
| একা ... | ১১৩ | ১২১ | এ ... এ ... |
| স্বদেশীয় শিক্ষা ... | ১১৩ | ১৩ | বিধবা বিবাহ ... |
| স্বদেশের আভিমন্যে স্বদেশের | ১১৩ | ৩৬ | কে, জি, ফাইকট সাহেব কৃত |
| উৎপত্তি ... | ১১৫ | ৩৬ | এই হইতে উদ্ধৃত হইবে ... |
| ভাঙ্গন লিখিত বাকসমাজ | ১১৫ | ৪০ | বুদ্ধমোক্ষ ... |
| ১৬ অধ্যায় ... | ১১৫ | ৪০ | এ ... |
| এ বাকসমাজ ২ খণ্ড ১ অধ্যায় | ১১৫ | ৭৭ | এ ... |
| ৮ অধ্যায় পর্যন্ত ... | ১১৭ | ৭৭ | এ ... |
| এ ... | ১১৮ | ১৮২ | স্বদেশীয় ভাষানুশীলন ... |
| এ ... | ১১৮ | ২২ | সুখতি নামক সন্ন্যাসীর উপাখ্যান ১৬২ |
| পানদেহ হইবে ... | ১১৮ | ২২ | স্বপ্ন ... |
| স্বদেশীয় লোক ... | ১১৩ | ১৫৮ | ১৬৪ |
| বাকসমাজের সাধারণ সভা ... | ১১৩ | ১৫৯ | |
| বাকসমাজ সাপ্তাহিক কলিকতা ১১৩ | ১১৩ | ১৫৫ | |
| বাকসমাজের বক্তৃতা-ত্রিপুরা | ১১৩ | ৫২ | |
| এ এ এ ... | ১১৩ | ১১৫ | |
| এ এ এ ... | ১১৪ | ১৭৪ | |

এই উজ্জ্বলতার উজ্জ্বলতা পত্রিকা, কলিকতা, স্বদেশীয়
 বোড়ানীকোষিত উজ্জ্বলতার উজ্জ্বলতা লতার কার্যালয় হই-
 তে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—স্বদেশীয় এক টাকা
 ৫ টাকার মূল্যের সহিত ১৯১৬ কলিকতা ১৯১৭

স্বদেশীয় লোক হইতে উজ্জ্বলতার উজ্জ্বলতা পত্রিকার প্রতি সভা প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক স্বদেশীয় মূল্যে প্রাপ্য হইবে।

